বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৮	সংখ্যা-১২	ডিসেম্বর - ২০২৫

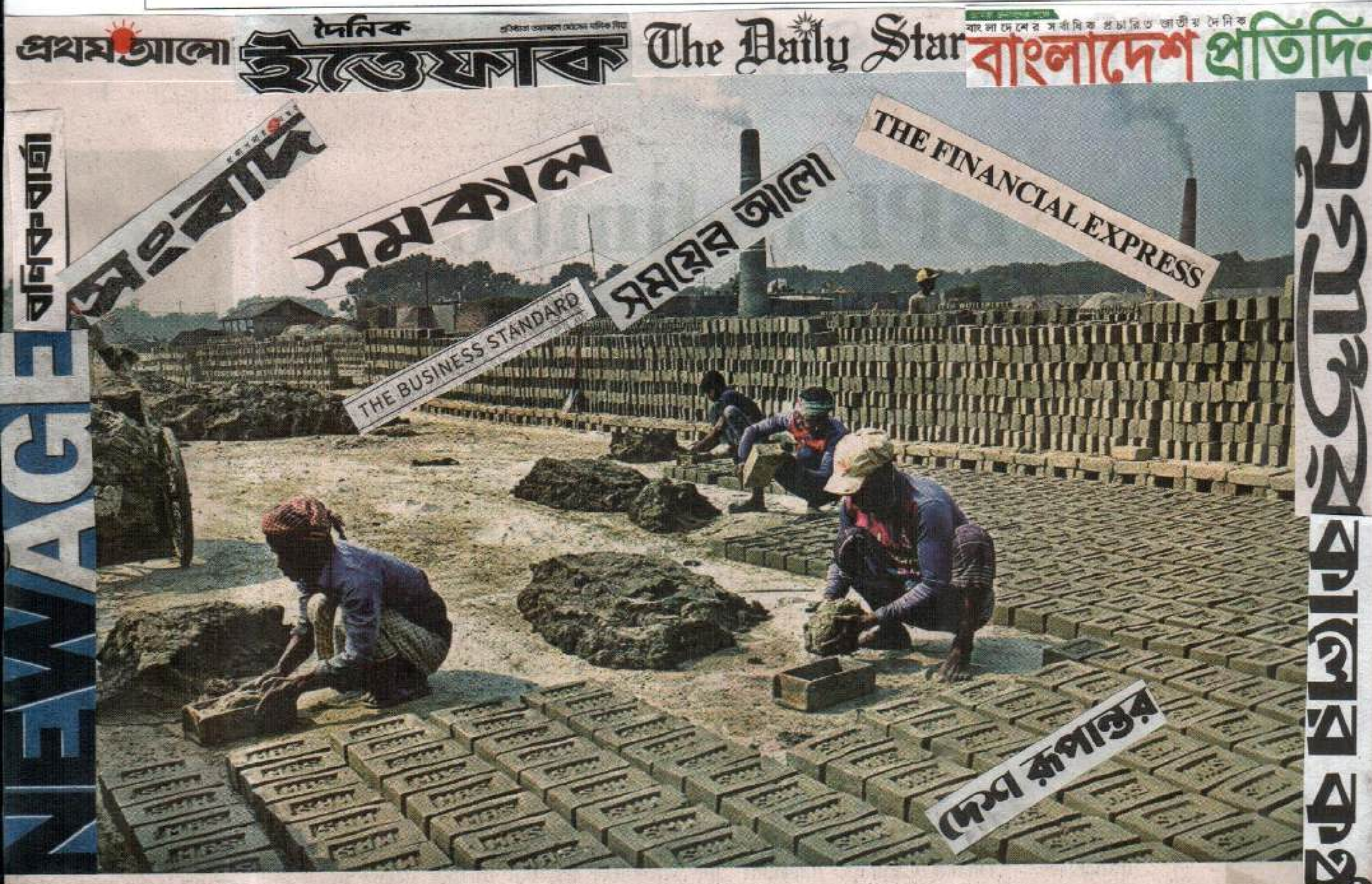

Smoke rises from brick kilns in the Bypass Horiyan area of Rajshahi's Paba. With the rainy season over, brick kilns across the country are back in operation, causing pollution and often contributing to topsoil loss.
PHOTO: AZHAR UDDIN

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ই-মেইল: bils@citech.net, **www.bilsbd.org**

সূচী	পৃষ্ঠা
শোভন কাজ	০৩ - ৫২
শ্রম বাজার	৫৩ - ৭২
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৭৩ - ৮৮
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	৮৯ - ১০৪
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১০৫ - ১১৬
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১১৭ - ১২৩

কোভিড কাজ

NEW AGE MONDAY, DECEMBER 1, 2025,

TANNERY INDUSTRIAL ESTATE AT SAVAR

2 in 3 tannery workers are temporary: study

77pc paid less than legal minimum wage

Staff Correspondent

AROUND two in every three tannery workers in the Tannery Industrial Estate at Savar, on the outskirts of the capital, are employed on a temporary basis, while 77 per cent of the workers are paid less than the legal minimum wage, according to a study report released on Sunday.

The study, jointly conducted by the Bangladesh Tannery Workers Union and the Solidarity Center between August and November this year, using a standardised inspection checklist and worker interviews, was presented at a multi-stakeholder meeting at a hotel in Dhaka.

Based on shadow inspections and interviews with 225 workers from all 121 active factories, the study documents widespread temporary employment arrangements, wage discrepancies, and limited access to occupational safety measures.

The report said that 64 per cent of the workers are temporary and only 36 per cent of them are permanent.

While 77 per cent of workers reported earning below the legally mandated minimum wage, only one-fifth said they receive payslips, and a majority described their wage payments as irregular or delayed.

Forty-two per cent said that they worked more than 10 hours a day, and 33 per cent reported that they had to work all seven days of a week.

Besides, 63 per cent said that they never received the legally required double-rate overtime pay.

The study also reports that only one-third of workers receive personal protective equipment, 58 per cent are not given guidance on proper PPE use, and 77 per cent never received any formal health and safety training.

The workers also cited issues such as inadequate ventilation, persistent bad odour, waterlogging, and poor waste management.

According to the report, 85 per cent of female respondents do not receive maternity leave or benefits, and almost one-third mentioned the absence of clean and separate toilet facilities for women.

The study found significant gaps in grievance handling, with one-third of workers reporting no formal process for lodging wage or safety complaints, and 43 per cent saying that they have experienced some form of mistreatment, often avoiding complaints due to fear of retaliation.

It also shows that unionised factories perform better across key compliance areas, including minimum wage implementation, written contracts, wage-related complaint systems, and access to personal protective equipment.

Solidarity Center's country programme director AKM Nasim said that the shadow inspection highlighted and reinforced the difficult conditions workers continue to face, even after the tannery factories were relocated from Hazaribagh in Dhaka to Hemayetpur in Savar.

'It is evident that workers' issues are still not a priority for the enforcement agencies. This is reflected in the large number of workers kept on a 'contractual' basis and the continued non-implementation of the minimum wages in the sector,' he said.

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ২ ডিসেম্বর ২০২৫

পরিবেশবান্ধব উৎপাদনে গার্মেন্টস শিল্পকে আরো ভূমিকা রাখতে হবে : রিজওয়ানা

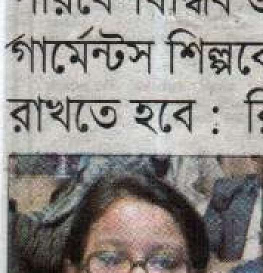

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পগুলো দেশের ব্র্যান্ডিং ও পরিচিতি গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন, বিশ্ববাজারে 'মেড ইন বাংলাদেশ' এখন মর্যাদার প্রতীক। এ সুনাম ধরে রাখতে গার্মেন্টস শিল্পকে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন, শ্রম-অধিকার সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনায় আরো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। গতকাল সোমবার পূর্বাচলে বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫-জি বিকেএমইএ আয়োজিত 'দ্যা প্রেটেনটেলিটি অব বাংলাদেশ আরএমজি সেক্টর ঃ দ্যা ওয়ে ফরোয়ার্ড'— শীর্ষক অনুষ্ঠানে সচিবালয় হতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, শ্রম আইন প্রতিপালন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, পানি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করা এখন বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রধান শর্ত। তিনি উল্লেখ করেন, পানি অপচয় কমিয়ে রিসাইক্লিংয়ে যেতে হবে। শিল্পবর্জ্য প্রবাহিত হয়ে নদী-নালা দূষিত হলে তা দেশের পরিবেশ ও শিল্প—উভয়ের জন্যই হুমকি। কেউ এই বিধান ভঙ্গ করলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাত বিশ্বের অন্যতম বেশি গ্রিন ফ্যাক্টরি সার্টিফাইড শিল্পের অধিকারী, যা এ খাতকে টেকসই উন্নয়নের বিশ্বমানদণ্ডে উপনীত করেছে। আপনারা একটি শক্তিশালী দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। দেশের সরকারি ভবনগুলোকে গ্রিন বিল্ডিংয়ে রূপান্তর করতে আমরা কাজ করছি; শিল্প খাতও এ পরিবর্তনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিবেশ উপদেষ্টা ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যের নতুন পরিবেশগত নীতিমালা-বিশেষত প্লাস্টিক প্যাকেজিং ও সাপ্লাই-চেইন কমপ্লায়েন্স-মেনে চলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববাজার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পকে এখনই প্রস্তুত হতে হবে। টেকসই উৎপাদন, পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং পদ্ধতি দ্রুত গ্রহণ না করলে প্রতিযোগিতা কঠিন হবে। বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ হাতেমসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Monday 1 December 2025

পোশাক কারখানার জন্য '৩ মাস সংকটময় হতে পারে'

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে দেশের পোশাক শিল্পকে কয়েক মাস 'সংকটময়' পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে বলে মনে করছেন কোনো কোনো ব্যবসায়ী নেতা। গত শনিবার বিকালে চট্টগ্রাম বিজিএমইএ ভবনে শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি গাজী জসীম উদ্দিনের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এমন শঙ্কার কথা উঠে আসে।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি বিজিএমইএর ভাইস প্রেসিডেন্ট রফিক চৌধুরী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি শুল্ক দেশের পোশাক কারখানা মালিকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় বিভিন্ন কারখানা সময়মত শ্রমিকদের বেতন দিতে পারছে না। ৭ তারিখের মধ্যে বেতন দেওয়ার একটা সময়সীমা থাকে। কিন্তু অনেক কারখানা এটা মেনে চলতে পারছে না। বেতন দিতে এক-ওদিক হচ্ছে।'

শিল্প পুলিশকে উদ্দেশ করে বিজিএমইএর এই নেতা বলেন, 'জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চড় আমরা একটা সংকটময় সময় পার করব হয়ত। এটার জন্য আপনাদের যথেষ্ট সহায়তা দরকার আছে। বেতন-ভাতা একটা এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশি না, বেতন দুয়েক দিন এদিক-ওদিক হলে শ্রমিকরা আমাদের ওপর ঝাপায় পড়তেছে। শ্রম আদালতে চলে যাচ্ছে। এটা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বড় খাত।

বৈশ্বিক বাজারে আমরা কঠিন সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এক এক সময় এক একটা ঘটে যাচ্ছে। সামনে হয়ত রপ্তানিতে আমাদের একটা বড় সমস্যা পার করতে হতে পারে।'

শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে পুলিশের নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, 'সামনে জাতীয় নির্বাচন আছে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতে নজরদারি বাড়াতে হবে। আপনারা জানেন, ইপিজেডের আশপাশের এলাকাগুলোতে অনেক শ্রমিক থাকেন। নির্বাচন সামনে রেখে অনেক রকম সমস্যা হয়ত আমরা দেখতে পারব।'

চট্টগ্রামের শিল্প কারখানার মালিক, শ্রমিক ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ মতবিনিময় সভা আয়োজন করে চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশ। এতে সভাপতিত্ব করেন শিল্প পুলিশ-৩-এর পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ।

বেপজার অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক আশেক মোহাম্মদ শাহাদাত হোছাইন বলেন, '৫ অগাস্ট পরবর্তী সময়ে শ্রমিকদের মধ্যে দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত প্রবণতা বেড়ে গেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করাসহ বিভিন্ন প্রবণতা কাজ করছে। এরকম একটা পরিস্থিতি কাম্য না।'

আগামীর জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে শিল্পখাতে বিভিন্ন নাশকতার শঙ্কা করে তিনি বলেন, 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চট্টগ্রামের দুইটা ইপিজেড চার পাঁচ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের জায়গা। সেখানে একটা শিল্প পুলিশের ফাঁড়ির প্রয়োজন।'

রোববার চট্টগ্রাম ইপিজেডে পরিস্থিতিকে 'চ্যালেঞ্জ' হতে পারে মন্তব্য করেন আশেক মোহাম্মদ। তিনি বলেন, '৩০ নভেম্বর নাসা গ্রুপের বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধের কথা ছিল।

তাদের যে জমি আছে সেটা বিক্রি করে শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধের কথা ছিল। দুদকের মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে গত তিন দিন আগে সম্পত্তি ক্রোক হয়ে গেছে। কালকে সেটা পরিশোধ করার কথা থাকলেও সেটা করা হবে না। সম্ভবত ২৫ শতাংশ পরিশোধ হতে পারে। যার কারণে আগামীকাল আমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ আছে।'

এসময় তিনি আরও জানান, 'জেএমএস নামে একটা গার্মেন্টস আছে। সেখানে শ্রমিকদের বেতন বকেয়া ছিল। সেটা টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রি করে আমরা বকেয়া পরিশোধ করব।'

সভায় কারাখানা মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত আইজি গাজী জসীম বলেন, 'দেশের অর্থনীতির সিংহভাগ অবদান গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল সেক্টরের। এটাতে মসৃন রাখতে হলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হবে। যাতে মালিক শ্রমিকরা তাদের টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারেন এবং বিনিয়োগকারী এবং ক্রেতারা যাতে ভালোবোধ করেন। সবকিছু নিশ্চিত করতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের যাত্রা।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা চাই ইন্ডাস্ট্রি তার কাজগুলোর সুন্দরভাবে করে যাক এবং শ্রমিকরা যাতে তাদের ন্যায্য অধিকারটা পান। মালিক-শ্রমিক বিরোধ হয় এটা নিষ্পত্তির দায়িত্ব কলকারাখানা অধিদপ্তরের। কিন্তু আমরা সুয়োমুটো ভাবে এটা নিয়ে নি, সমাধানের চেষ্টা করি। আমাদের বিধিতে এটা নাই। কিন্তু আমরা করি।'

কারখানা শ্রমিকরা অনেক সময় ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় আবার অনেক সময় অন্যায্য দাবি করে থাকেন বলেও মন্তব্য করে শিল্প পুলিশ প্রধান। সভায় বিজিএমইএ পরিচালক ও শ্রমিক দল নেতারা বক্তব্য রাখেন।

সমকাল
২ ডিসেম্বর ২০২৫

নভেম্বরে সহিংসতার শিকার ১৮১ নারী ও কন্যাশিশু

■ সমকাল প্রতিবেদক

ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার ৪৫ জন

চলতি বছরের শেষ প্রান্তে এসেও দেশে নারী ও কন্যাশিশুদের ওপর সহিংসতা কমেনি। বরং চলছে উদ্বেগজনক মাত্রায়। নভেম্বর মাসে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন ১৮১ নারী ও কন্যাশিশু। তাদের মধ্যে ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন ৪৫ নারী ও শিশু। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদে সংরক্ষিত ১৫টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে এ তথ্য জানা যায়। সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংগঠনটি জানায়, নির্যাতনের শিকার ১৮১ জনের মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১৯ কন্যাসহ ২৮ জন। দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৯ কন্যাসহ ১৪ জন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এক কন্যাসহ তিনজনকে। পাঁচ কন্যাসহ সাতজনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন মোট ১১ জন। যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে সাত কন্যাসহ ৯ জন। এক কন্যাসহ দুজনকে উত্ত্যক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে ৫৩ নারী ও কন্যার মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে হত্যা করা হয়েছে সাত কন্যা ও ৪৬ নারীকে। রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে চার কন্যাসহ ২৫ জনের। এ ছাড়া ১৪ জনের আত্মহত্যার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৯ কন্যা ও পাঁচ নারী। আত্মহত্যায় প্ররোচনার শিকার দুই কন্যাসহ তিনজন।

এ ছাড়া নভেম্বরে এসিডদগ্ধ হয়েছেন এক কন্যাসহ দুজন। অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন তিন নারী। অপহরণ করা হয়েছে ছয় কন্যাসহ সাতজনকে। পাচারের শিকার হয়েছেন ছয় কন্যাসহ ১২ জন। শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে তিন কন্যাসহ ১৩ জনকে। ফতোয়ার শিকার একজন। এক কন্যাশিশুকে বাল্যবিয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। যৌতুকজনিত কারণে হত্যার শিকার হয়েছেন চার নারী। বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার পাঁচ কন্যাসহ আটজন।

সহিংসতা প্রতিরোধে আইনের কার্যকর প্রয়োগ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি বলে মনে করে সংগঠনটি।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ১ ডিসেম্বর ২০২৫

র‍্যাপিড ও এফইএস বাংলাদেশের যৌথ গবেষণা

উৎপাদনমুখী শিল্পে এক দশকে নারী কর্মী কমেছে ১৮ লাখ

কর্মসংস্থান খাত উলটো পথে হাঁটছে, কারণ উৎপাদন বাড়লেও চাকরি কমছে : ড. হোসেন জিল্লুর রহমান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশের উৎপাদনমুখী শিল্পে গত এক দশকে নারী শ্রমিক কমার প্রবণতা স্পষ্ট হয়েছে। খাতটি শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি ধরে রাখলেও কর্মসংস্থানে বড় ধরনের কাঠামোগত চাপ তৈরি হয়েছে। রফতানিমুখী তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন উৎপাদনশিল্পে অটোমেশন, দক্ষতার ঘাটতি ও কর্মপরিবেশের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রায় ১৮ লাখ নারী শ্রমিক কর্মক্ষেত্র থেকে সরে গেছেন। এ হার একসময় ছিল ৮০ শতাংশ পর্যন্ত, এখন তা নেমে এসেছে ৩৯ শতাংশে।

গতকাল রবিবার রাজধানীর একটি হোটেলে র‍্যাপিড ও এফইএস বাংলাদেশের যৌথ গবেষণা উপস্থাপন অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে এ চিত্র তুলে ধরেন র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. এম এ রাজ্জাক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. সানওয়ার জাহান ভূঁইয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএলও বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স তুনিয়ন।

গবেষণায় দেখা যায়, ২০১৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে উৎপাদনশিল্পে নারীকর্মীর সংখ্যা ৩৭ লাখ ৫০ হাজারের বেশি থেকে কমে প্রায় ২০ লাখে এসেছে। ফলে ১৮ লাখ নারী শ্রমিক শ্রমবাজার থেকে সরে গেছেন। এতে এই খাতে নারীদের অংশীদারিত্ব ৪০ শতাংশ থেকে কমে ২৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, গত এক দশকে শিল্প খাতের গড় উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল প্রায় ১০ শতাংশ। কিন্তু একই সময়ে শিল্প খাতে মোট কর্মসংস্থান ৯৫ লাখ থেকে কমে ৮১ লাখে এসেছে, অর্থাৎ কমেছে ১৪ লাখ। এতে প্রবৃদ্ধি শ্রমনির্ভর না থেকে পুঁজিনির্ভর ও অটোমেশন-ভিত্তিক হয়ে ওঠার বিষয়টি পরিষ্কার।

তৈরি পোশাক খাতে ২০১০ থেকে ২০২৩ সময়ে রপ্তানি ১২.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়তে বাড়তে ৪০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। কিন্তু প্রায় ৪০ লাখ কর্মসংস্থান সেখানে স্থির রয়েছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, প্রতি ১ মিলিয়ন ডলার রপ্তানিতে আগে ৫৪৫ জন শ্রমিক লাগত, এখন তা নেমে এসেছে ৯০-এর নিচে।

২০২৪ সালে সামগ্রিক বেকারত্বের হার ছিল ৩.৬৬ শতাংশ। এর বিপরীতে যুব বেকারত্বের হার দ্বিগুণেরও বেশি, প্রায় ৮.০৭ শতাংশ। এর মাধ্যমে দেখা যায়, বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থান সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

গবেষণায় আরো বলা হয়েছে, ২০১৩ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে কৃষি খাতের জিডিপিতে অংশ প্রায় ১৫.৫ শতাংশ থেকে কমে ১১ শতাংশে নেমে এসেছে এবং শিল্প খাতের অংশ প্রায় ২৫ থেকে ৩৪ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে, মোট উৎপাদনের মাত্র প্রায় ১১ শতাংশ জিডিপি অবদান থাকার পরও কৃষি খাত এখনো মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষকে কাজে নিয়োজিত রেখেছে।

প্রধান অতিথি ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, বিগত ১৫-২০ বছর প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য কমার সাফল্যে নীতিনির্ধারকদের মধ্যে আত্মতুষ্টি দেখা গেছে। তিনি বলেন, কর্মসংস্থান খাত উলটো পথে হাঁটছে, কারণ উৎপাদন বাড়লেও চাকরি কমছে। কৃষি খাতে ৪৫ শতাংশ শ্রমিক কাজ করলেও জিডিপিতে অবদান মাত্র ১১ শতাংশ। আর এ অবস্থাকে তিনি কাঠামোগত দুর্বলতার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি তরুণ ও নারীদের জন্য শ্রমকেন্দ্রিক নীতি গ্রহণ ও কর্মসংস্থান কৌশল উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

সম্মাননীয় অতিথির বক্তব্যে ড. সায়েমা হক বিদিশা বলেন, উৎপাদনশীলতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ এবং বেসরকারি খাতের চাহিদার সঙ্গে দক্ষতার সঠিক সমন্বয় কর্মসংস্থান বাড়াতে পারে। তিনি বলেন, লক্ষ্যভিত্তিক প্রণোদনা, গ্রামীণ বিনিয়োগ, শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা ও ফ্রিল্যান্সিং সহায়তা তরুণদের বেকারত্ব কমাতে ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশেষ অতিথি ম্যাক্স তুনিয়ন বলেন, শ্রমকেন্দ্রিক নীতিতে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি শ্রম অধিকার জোরদার করা, আঞ্চলিক কর্মসংস্থান কৌশল সমন্বয়ের পদক্ষেপ নেয়া, শিশু যত্ন নীতিমালা উন্নত করা এবং মূল খাতগুলোতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

ক্লোজিন কাড

প্রথম আলো
সোমবার, ১ ডিসেম্বর ২০২৫

শিল্পে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, কর্মসংস্থান বাড়েনি

র‍্যাপিডের আলোচনা সভা

রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে 'বাংলাদেশে বেকারত্বহীন প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানকেন্দ্রিক নীতিকাঠামো' শীর্ষক এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশে গত এক দশকে (২০১৩-২৩) উৎপাদনশীল বা শিল্প খাতে প্রতিবছর গড়ে ১০ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে কর্মসংস্থান বাড়েনি। বরং উল্লিখিত সময়ে শিল্প খাতে প্রায় ১৫ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে। এ অবস্থায় প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক নীতি সিদ্ধান্তের বদলে কর্মসংস্থাননির্ভর নীতি গ্রহণে জোর দিতে হবে।

গতকাল রোববার রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন অর্থনীতিবিদেরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান।

কর্মসংস্থানবিহীন প্রবৃদ্ধি নিয়ে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিড ও জার্মান গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ফ্রেডরিক এবার্ট স্টিফটাং (এফইএস)। শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য সায়মা হক।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক। তিনি জানান, 'আমাদের দেশে যে প্রবৃদ্ধি হয়, তার সঙ্গে কর্মসংস্থান তৈরির সরাসরি কোনো সংযোগ নেই। ২০১০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি তিন গুণ বেড়েছে। কিন্তু এ সময়ে এই খাতের কর্মসংস্থানের সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখেই অপরিবর্তিত ছিল। আবার ২০১৩ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের হিস্যা সাড়ে ৪ শতাংশ কমেছে। আর শিল্প খাতের হিস্যা বেড়েছে ৯ শতাংশ। তা সত্ত্বেও উৎপাদন খাতে ১৫ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে। এ সময় উৎপাদন খাতে নারীর অংশগ্রহণও ১৬ শতাংশ কমেছে।'

এম এ রাজ্জাক বলেন, অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু সেই প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান তৈরিতে যথেষ্ট অবদান রাখছে না। অর্থাৎ 'জবলেস গ্রোথ' হচ্ছে। ফলে প্রবৃদ্ধি হলেই কর্মসংস্থান হবে, এ ধারণা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এখন সময় এসেছে কর্মসংস্থান তৈরি হবে এমন বিষয়কে কেন্দ্র করে আমাদের সব নীতি পরিকল্পনা গ্রহণের।

'দুষ্টচক্রের ত্রিভুজে' আটকে দেশ

অনুষ্ঠানে হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, ২০১৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি 'দুষ্টচক্রের ত্রিভুজে' আটকে ছিল। এ সময়ে প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি; সমতা ছিল নীতিনির্ধারকদের নজরের বাইরে; আর শাসনব্যবস্থা জড়িয়ে পড়েছিল দুর্নীতি ও ক্ষমতাশালী ধনীগোষ্ঠীর প্রভাবের মধ্যে। ২০২২ সালের পর একের পর এক সংকট এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ফলে দেশ আজ এমন একপর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে কাঠামোগত দুর্বলতা স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে।

> **বাংলাদেশকে দীর্ঘদিন ধরে একটি 'সহনশীল রাষ্ট্র' বা রেজিলিয়েন্ট অর্থনীতির দেশ হিসেবে দেখা হয়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে দেশ এখন 'আনন্দহীন রেজিলিয়েন্সের ফাঁদে' আটকে গেছে।**
>
> হোসেন জিল্লুর রহমান
> নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

হোসেন জিল্লুর রহমান আরও বলেন, 'বাংলাদেশকে দীর্ঘদিন ধরে একটি "সহনশীল রাষ্ট্র" বা রেজিলিয়েন্ট অর্থনীতির দেশ হিসেবে দেখা হয়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে দেশ এখন "আনন্দহীন রেজিলিয়েন্সের ফাঁদে" আটকে গেছে। অর্থাৎ সহনশীলতা আমাদের শক্তি হলেও বর্তমানে তা আর আনন্দ দিচ্ছে না। সংকট মোকাবিলার চক্র থেকে বের হয়ে আসতে পারছি না।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য সায়মা হক বিদিশা বলেন, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন নেই। কৃষক পরিবারের সন্তানেরা এখন কৃষিকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন না। এ জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন বাড়াতে হবে। এ ছাড়া ফ্রিল্যান্সিং ও অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য ছোট নীতি ও প্রণোদনা দেওয়া হলে সেটি বড় ধরনের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনতে পারে।

আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন বলেন, শুধু কর্মসংস্থান তৈরি করলেই হবে না; কর্মসংস্থান হতে হবে গুণগত মানসম্পন্ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শ্রমিক অধিকার একসঙ্গে নিশ্চিত না করলে তা টেকসই হবে না।

কলেজগুলো বেকার তৈরির কারখানা

প্যানেল আলোচনায় বিডিজবসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ কে এম ফাহিম মাশরুর বলেন, ১৫ বছর আগে দেশে তিন লাখের মতো গ্র্যাজুয়েট তৈরি হতো। সেখানে এখন প্রতিবছর সাড়ে ৪ লাখের বেশি গ্র্যাজুয়েট শ্রমবাজারে প্রবেশ করছেন। এর ৭০ শতাংশই আসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো থেকে। এই কলেজগুলো বেকার তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে।

ফাহিম মাশরুর বলেন, প্রতিবছর ১২ লাখ মানুষ বিদেশে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের ৯০-৯৫ শতাংশই মাধ্যমিক পাস। এ অবস্থায় নিম্ন দক্ষতার শ্রমিক রপ্তানিতে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া উচিত বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক ও শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, নতুন প্রযুক্তি ও যন্ত্রের কারণে কর্মসংস্থানের হার কমছে। শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রয়োজন। বর্তমানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কোনো অধিদপ্তর নেই। এটি দেশে কর্মসংস্থান নীতি বাস্তবায়নে অন্যতম বাধা।

যুগান্তর
শনিবার ৬ ডিসেম্বর ২০২৫
২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

মালয়েশিয়ায় ভয়াবহ নিপীড়নের শিকার বাংলাদেশি শ্রমিক

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের ওপর ভয়াবহ শোষণ, প্রতারণা ও ঋণ-দাসত্বের মতো অবমাননাকর পরিস্থিতি তুলে ধরেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই নির্যাতন 'ব্যাপক, পদ্ধতিগত এবং দীর্ঘদিন উপেক্ষিত।'

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এশিয়ার সহকারী পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি ২৬ নভেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানান, বর্তমানে মালয়েশিয়ায় বৈধ ওয়ার্ক পারমিটধারী বাংলাদেশির সংখ্যা ৮ লাখেরও বেশি। এটি দেশটির সর্ববৃহৎ বিদেশি শ্রমিকগোষ্ঠী। অথচ মালয়েশিয়ায় যাওয়ার আগেই অনেক শ্রমিককে সরকার নির্ধারিত খরচের পাঁচগুণ পর্যন্ত দিতে হয়েছে দালালচক্রকে। অসংখ্য শ্রমিক এখনো দেশে আটকে আছেন; অন্যদিকে যারা পৌঁছেছেন, তারা প্রতারণা ও শোষণের জালে নিমজ্জিত।

শ্রমিকদের অভিযোগ, নিয়োগদাতাদের হাতে পাসপোর্ট জব্দ, ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিতে অসঙ্গতি, চুক্তির

মালয়েশিয়ায় ভয়াবহ নিপীড়নের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তুলনায় কম বেতন, অমানবিক কর্মপরিবেশ, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর উদাসীনতার কারণেই ভোগান্তি বেশি। ডকুমেন্ট না থাকলে শ্রমিকদের গ্রেফতার, আটক, নির্যাতন ও জোরপূর্বক ফেরত পাঠানোর ঝুঁকি থাকে প্রতিনিয়ত। মালয়েশিয়ার কড়া ইমিগ্রেশন আইনের কারণে নিয়মিত পরিচালিত অভিযানে বহু শ্রমিক ধরা পড়ছেন। সাম্প্রতিক হিসাবে দেশটির ডিটেনশন সেন্টারগুলোতে প্রায় ১৮ হাজার অভিবাসী, শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থী আটক রয়েছেন। প্রতিবেদন আরও জানায়, জোরপূর্বক শ্রমের অভিযোগে অতীতে যুক্তরাষ্ট্র মালয়েশিয়ার বেশ কিছু কারখানার পণ্যের ওপর আমদানি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ২০২৭ সাল থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফোর্সড লেবার রেগুলেশন কঠোরভাবে কার্যকর হলে ফোর্সড লেবার-সংযুক্ত কোনো পণ্যই ইউরোপের বাজারে ঢুকতে পারবে না। ফলে ঋণ-দাসত্ব, প্রতারণা ও শোষণের মতো অপরাধ মালয়েশিয়ার রপ্তানিতে বড় ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞরা পরিষ্কারভাবে বলছেন, অভিযোগগুলো অবিলম্বে তদন্ত করতে হবে, ভুক্তভোগীদের কার্যকর প্রতিকার দিতে হবে এবং কোনোভাবেই জোর করে ফেরত পাঠানো বা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। এসবই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আওতায় গুরুতর অপরাধ। এছাড়া মালয়েশিয়া থেকে পণ্য আমদানিকারক আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোকে ফেয়ার লেবার অ্যাসোসিয়েশনের 'রেসপনসিবল রিক্রুটমেন্ট গাইডলাইন' অনুসরণ করার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে শ্রমিক সংগ্রহের ন্যায্য ব্যয় ক্রয়মূল্যের অংশ হিসাবে ধরার কথা বলা হয়েছে, সেই সঙ্গে আইনগত সহায়তার সুযোগ বাড়ানোর সুপারিশও করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া—দুই দেশকেই শ্রমিক নির্যাতন বন্ধে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, অভিবাসী শ্রমিকদের শ্রমে যেসব দেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে, মানবিক ও ন্যায্য শ্রমনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সেসব দেশকে নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি ও হাজারো শ্রমিকের দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

10% industrial growth: Study 1.4m jobs lost in decade despite

EMPLOYMENT - BANGLADESH

TBS REPORT

Female manufacturing employment halves in 10 years

Bangladesh has experienced a decade of robust manufacturing expansion, yet employment in the sector has shrunk by 1.4 million, according to new findings from Research and Policy Integration for Development (RAPID).

The findings, presented by MA Razzaque, chairman of RAPID, at a seminar in Dhaka yesterday, highlight a severe policy imbalance and a systemic failure of the education system to meet the demands of the labour market. Razzaque warned that if Bangladesh fails to adopt employment-centred policies for the coming decade, it risks a development "lost opportunity."

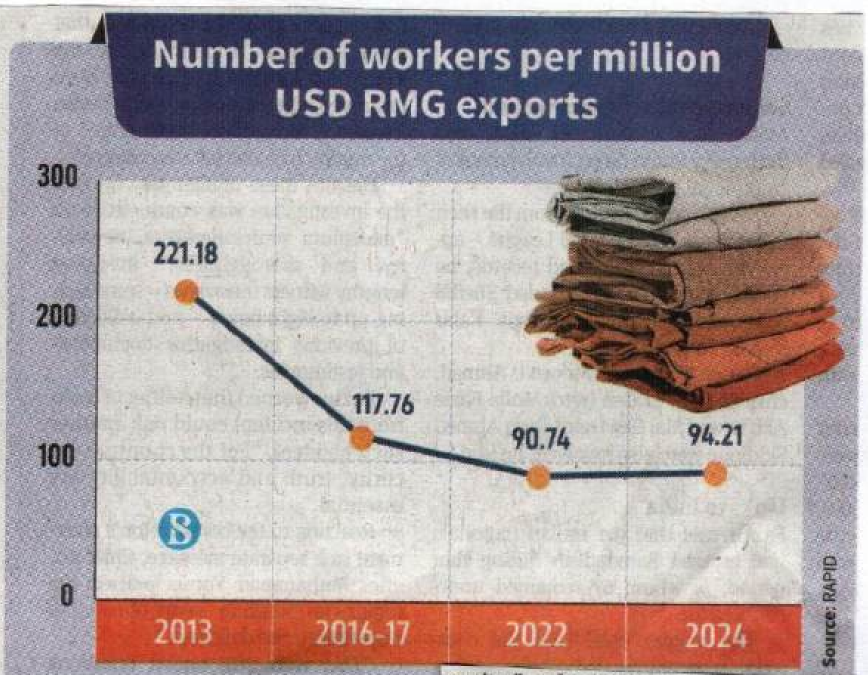

RMG productivity surge reduces demand for workers

The readymade garment (RMG) industry – Bangladesh's export backbone – illustrates the shift most starkly. In 2013, producing and exporting $1 million worth of garments required 220 workers. In 2024, the same volume of production needed just 94, largely due to automation and the adoption of advanced technologies.

Between 2010 and 2024, RMG exports jumped from $12.5 billion to $40 billion, yet employment stagnated at around four million workers.

"Youth unemployment is more than double the overall unemployment rate," said Razzaque, who presented the keynote paper titled "Beyond Jobless Growth: Towards an Employment-Centred Policy Framework for Bangladesh Through a Post-Neoliberal Lens" at the seminar.

He argued that previous governments' policy choices – focused narrowly on a single export sector – were responsible for the lack of broad-based job creation. "We have had growth over the past decade, but not employment, because policy was concentrated on a single sector. Other sectors were not prioritised," he said.

Female employment in manufacturing halved

The report highlights a sharp decline in women's participation in manufacturing. Female employment fell from 3.78 million in 2013 to 1.95 million in 2024, dropping from 40% of the sector's workforce to just 24%. Male employment saw a slight rise during the same period.

Nearly four-fifths of Bangladesh's unemployed population are young people, and in 2024, youth unemployment exceeded 8%, more than double the national average of 3.66%.

Education system failing job market needs

Speakers at the event identified Bangladesh's education system as a major contributor to the employment crisis.

AKM Fahim Mashroor, CEO of bdjobs.com, said the number of annual graduates had surged from 3,00,000 fifteen years ago to 750,000 today – 4,50,000 of whom come from colleges under the National University.

"They are nothing but a factory for producing unemployed graduates," he said, adding that nearly 70% of the curriculum taught under the National University is irrelevant to industry needs.

The criticism was echoed by Hossain Zillur Rahman, executive chairman of the Power and Participation Research Centre (PPRC), who said: "Access to education has expanded, but human capital is not being developed. Under the National University system, the lowest of the low-quality manpower is being produced."

Md Sarwar Jahan Bhuiyan, secretary of the labour and employment ministry, added: "We are producing meaningless BA and MA graduates from the National University," and called for restricting unskilled migration. He argued that remittance earnings would rise significantly if Bangladesh could send skilled workers abroad.

Labour market gaps and lost opportunities

The RAPID study shows that between 2016 and 2020, Bangladesh created about 1.2 million jobs per year – well short of the 2.2 million needed annually.

Agricultural output declined over the past decade, but employment in the sector increased, suggesting disguised unemployment in rural areas. Speakers said agriculture and overseas migration could serve as "low-hanging fruit" for job creation.

'Trap of joyless resilience'

Two women entrepreneurs also presented their experiences, highlighting how they are creating jobs despite limited policy support. Their stories prompted Hossain Zillur to remark that "Bangladesh has fallen into the trap of joyless resilience," urging policymakers to "free ourselves from this trap."

Razzaque urged the government to prioritise employment creation in its upcoming Ninth Five-Year Plan. Failure to do so, he warned, could result in a missed development window.

New type of corruption' under previous regime

Hossain Zillur characterised the previous Awami League government's tenure in three phases, describing 2016-2022 as a period of "new type of corruption."

Bangladesh's apparel exports can fetch $122.01b by 2030 thru investing in climate adaptation

THE FINANCIAL EXPRESS
Saturday • December 13, 2025

MONIRA MUNNI

Frequent heat waves, flooding in two decades impact worker health and factory output in Dhaka: ILO-GLI joint study

Investing in climate adaptation can help Bangladesh fetch US$122.01 billion in apparel exports by the year 2030 as a significant rise in heat waves and flooding in Dhaka over the last two decades severely impacted workers' health and factory outputs, according to a new study.

"In 2030, Bangladesh is projected to earn US$122.01 billion in apparel exports if the sector invests in climate adaptation," revealed the study of the Global Labor Institute (GLI) at Cornell University.

It further said without adaptation measures, however, earnings could fall sharply to US$95.35 billion, representing a 21.85 per cent loss.

The study said the gap becomes far more pronounced by 2050 as, under an adaptive scenario, Bangladesh's apparel export earnings could reach an estimated US$1038.22 billion.

But without adaptation, earnings are projected to plunge to US$328.11 billion-a remarkable 68.40 per cent loss of potential export earnings, according to the report.

According to the study, Dhaka witnessed a significant 56.1 per cent rise in the average number of hot days over 35 degrees Celsius during the last two decades causing severe and frequent heat waves and flooding directly impacting worker health and factory output.

The joint study also predicted that Bangladesh's capital city might face 64.81 days above the moderate heat stress threshold of 30.5 degrees Celsius Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) by 2030, which by 2050 is further expected to soar to 104.48 days.

For Chattogram-- another major production hub-- the projection is 50.10 days by 2030 and 84.86 days by 2050, according to the joint research findings titled 'The heat is on: how heat stress impacts the apparel industry, jobs and workers health'.

The GLI analysed 20 years of climate data since 2005 in 23 apparel production centers across the world with on the ground experiences from the Better Work program?a collaboration between International Labour Organization (ILO) and the International Finance Corporation (IFC).

The research found that over the past two decades, 17 of the 23 production centers recorded increases of more than 10 per cent in the average number of days with dangerously high temperatures of 35°C or more.

It documented an upward trend in the frequency of 'heat stress waves'?defined as three or more consecutive days with outdoor temperatures above 30.5°C on the WBGT index.

This heat has a measurable effect on productivity, as output for moderate effort in manufacturing is estimated to fall by an average of 1.5 per cent for every 1 degree Celsius increase above 25 degrees Celsius WBGT.

The GLI analysis estimates the future impacts of climate change in key apparel production centers-Dhaka in Bangladesh, Phnom Penh in Cambodia, Karachi in Pakistan, and Hanoi and Ho Chi Minh City in Viet Nam, under two scenarios: one in which the industry works proactively to manage heat stress and intensified flooding, and another scenario of no-adaptation.

The five locations were chosen because they account for 18 per cent of global apparel exports and have a combined apparel workforce of more than 10.6 million people.

Under the no-adaptation scenario, the aforesaid four countries are projected to forego a total of $65.8 billion in potential export earnings by 2030, it said.

This translates to a 22 per cent reduction in export earnings versus a climate-adaptive scenario. The industry would also generate nearly one million fewer new jobs across the four countries.

Beyond the rising temperatures, climate change is also driving more intense flooding, a persistent hazard for the low-lying nation like Bangladesh.

An analysis of the 30 heaviest rainfall days in Dhaka shows that average daily precipitation intensified from 41.5 mm (2005-2009) to 42.2 mm (2020-2024), peaking at 46.5 mm between 2015 and 2019.

This water-related risk translates directly to business disruption including worst-case riverine flooding events ("once-in-a-century,") could impact approximately 27 per cent of manufacturing facilities across Bangladesh, with water inundation levels of 0.5 meter or more.

Such disruptions not only damage machinery and materials but also jeopardise workers' safety and their ability to commute to factories, according to the findings.

The economic analysis of the impact is decisive, distinguishing sharply between scenarios with and without climate adaptation investments.

Analysts, however, said the decline is driven by reduced worker productivity during extreme heat, more frequent flood-related disruptions, and increased damage to infrastructure and machinery.

Bangladesh's apparel industry could lose more than a million future jobs by 2050 if rising heat and flooding continue unchecked, according to the ILO-IFC-Cornell GLI climate impact assessment.

In 2030, the RMG industry is expected to have 4.83 million jobs under a climate-adaptive model while without adaptation measures, the number could fall to 4.58 million-a decline of 250,000 jobs, or 5.18 per cent.

The gap widens significantly by 2050. The climate-adaptive scenario projects 6.31 million jobs in the sector, but the no-adaptation measures drop the figure to 5.05 million, meaning 1.27 million jobs will not materialise, equivalent to a 20.05 per cent loss in future employment opportunities, it showed.

The report ranks workers in Bangladesh as the most climate-vulnerable among the 21 apparel production centers it studied.

This extreme vulnerability is compounded by weak national capacity-- the country has a high climate vulnerability score (0.55) but a low climate readiness score (0.28).

This situation is exacerbated by below-average social protection coverage (22 per cent) and low average manufacturing wages (PPP$389.11).

Governments and regulators can set and enforce mandatory standards and brands and retailers can introduce voluntary standards for work hours, rest breaks, effort levels, and hydration based on indoor wet- and dry-bulb standards appropriate to the region, the report suggested.

Its other recommendations include investing in climate adaptation and cooling systems and treating heat stress and floods as health hazards which would entitle workers to paid leave for these events, related illnesses and give workers the right to stop work, individually and collectively, without penalty or loss of income.

Munni_fe@yahoo.com

৭০

তারিখ ঢাকা

অক্সিজেন কাণ্ড

সমকাল ■ মঙ্গলবার । ২ ডিসেম্বর ২০২৫ । ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

পুড়ে যাওয়া ঘরের ধ্বংসাবশেষ থেকে কিছু খোঁজার চেষ্টায় এক নারী। গতকাল সোমবার সকালে চট্টগ্রামের অক্সিজেন এলাকার করিম কলোনিতে ■ সমকাল

গায়ের পোশাক ছাড়া রক্ষা পেল না কিছুই

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো ও কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

- আগুনে ঘরহীন চট্টগ্রামের করিম কলোনির কয়েকশ মানুষ
- কালিয়াকৈরে তিন কলোনিতে পুড়ল টিনশেডের ৭৫টি কক্ষ

রক্ত-ঘামে সঞ্চিত অর্থে তিলে তিলে সংসার গড়েছিলেন নিম্ন আয়ের মানুষ। এক চিলতে আশ্রয় তারা সাজিয়েছিলেন সাধ্যমতো। ভয়াবহ আগুন কেড়ে নিয়েছে তাদের সব। গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে চট্টগ্রামের অক্সিজেন এলাকার রেললাইন-সংলগ্ন করিম কলোনিতে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিটের সদস্যরা এক ঘণ্টার চেষ্টায় বেলা ১১টার দিকে নিয়ন্ত্রণে আনেন আগুন।

ততক্ষণে সব হারিয়ে ফেলেছেন নিম্ন আয়ের পঞ্চাশটি পরিবার। তারা পোশাক কারখানায় কাজ করেন, রিকশা চালিয়ে বা দিনমজুরি করে সংসার পরিচালনা করেন। অগ্নিকাণ্ডের সময় পাশের কারখানায় কর্মরত ছিলেন সালমা আক্তার। হঠাৎ নিজেদের কলোনিতে ধোঁয়া দেখে ছুটে আসেন। ততক্ষণে সব শেষ তাঁর। সালমা ধ্বংসস্তূপের সামনে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'পরনের শাড়িটুকু ছাড়া আর কিছুই বাঁচাতে পারিনি। চোখের সামনে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বাসন-কোসন, ডেকচি-পাতিল, কষ্ট করে জমানো টাকা– সবই আগুনে শেষ।'

অপর পোশাকশ্রমিক ফাহিমা আক্তারও হারিয়েছেন সব। আগুন নেভার পর নিজের ঘরের জায়গায় শুধু ছাই দেখতে দেখতে তিনি বললেন, এখন আকাশের নিচে রাত কাটানো ছাড়া অন্য উপায় নেই।

আট বছর বয়সী অসুস্থ ছেলে সাব্বিরকে রেখে কারখানায় যান জিন্নাত আক্তার। শিশুটি ঘর থেকে বের হতে পারছিল না। ভাগ্যক্রমে প্রতিবেশীরা তাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। জিন্নাত আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখেন, ঘরের সব ছাই। তিনি বলেন, 'আগুন যখন লাগে তখন আমার অসুস্থ ছেলে ঘরের ভেতরে আটকা পড়েছিল। প্রতিবেশীরা দ্রুত বের করে না আনলে ওকে আর বাঁচানো যেত না।'

কলোনিটির ঠিক পাশেই শিল্পগোষ্ঠী কেডিএস গ্রুপের কারখানা। ধোঁয়া দেখে এলাকাবাসী ও কর্মকর্তারা প্রথমে ভেবেছিলেন কারখানায়ই আগুন লেগেছে। কারখানাটির জুনিয়র নির্বাহী (অর্থ) গাজী তৌহিদুল ইসলাম বলেন, 'ধোঁয়া দেখামাত্র কর্মীদের সতর্ক করতে অ্যালার্ম বাজানো হয়। পরে দেখা যায়, আগুন লেগেছে পাশের কলোনিতে। আমাদের অগ্নিনির্বাপণ টিম শুরুতে আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করেছে। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।'

ফায়ার সার্ভিস চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপপরিচালক জসিম উদ্দীন বলেন, অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৫০টি ঘর পুরোপুরি পুড়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে তাদের ধারণা, রান্নার চুলা থেকে আগুন লেগেছে।

এক কলোনির আগুন তিন কলোনিতে

একই দিন সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে আগুনে তিনটি কলোনির ৭৫টি কক্ষ পুড়ে গেছে। উপজেলার পল্লীবিদ্যুৎ দিঘিরপাড় এলাকায় এ আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের ঘণ্টাখানেক চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ওই কলোনিগুলোতেও পোশাক কারখানার শ্রমিকসহ নিম্ন আয়ের মানুষ বসবাস করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মহিউদ্দিনের টিনশেড কলোনির ভাড়াটিয়া শাহনাজ বেগমের কক্ষে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পাশের আরও দুটি কলোনিতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন আগুন নেভাতে ব্যর্থ হয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন।

ক্ষতির শিকার দুই শ্রমিক মো. সায়েম ও আবুল কালাম জানান, সকালে তারা কারখানায় কাজে যান। আধা ঘণ্টা পরই অগ্নিকাণ্ডের খবর জানতে পারেন। তারা ফেরার আগেই সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই দুজনের ভাষ্য, সারা বছর গার্মেন্টিসে চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়ে জিনিসপত্র কিনেছেন। সব আগুনে পুড়ে গেল।

কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর ইফতেখার হাসান রায়হান চৌধুরী বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যায়, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। তদন্ত ছাড়া ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বলা যাচ্ছে না।

NEW AGE
TUESDAY, DECEMBER 2, 2025

Night work, overtime and work conditions for women

by **Mrinmita Sen Dia**

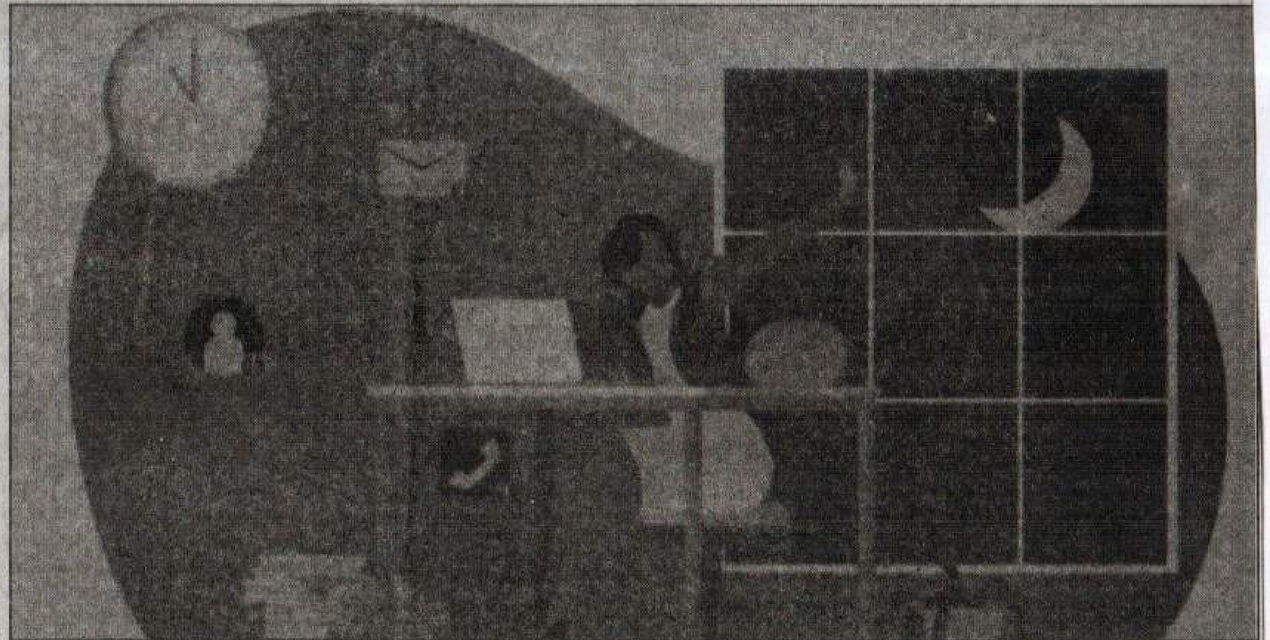

AS THE transition to a 24-hour economy in Bangladesh, there has been an increase in women joining garments, services, healthcare and digital work where night shifts and extended working hours are the norm. But still, our legislation and its practice is lagging behind female workers who have to go home at midnight or balance between work and housework after overtime. Taking a closer look at our legal system and comparing it to others, we must admit that Bangladesh has gained some ground but there are still some significant gaps in the legal system namely protection, safety and equal treatment.

Bangladesh Labour Act 2006 has established that an adult worker must not be employed to work more than eight hours a day or 48 hours a week. This may increase to 10 hours a day and 60 hours a week by overtime but the annual average should remain at 56 hours. Meanwhile, section 109 provides a special protection that no woman should be employed to work between 10pm and 6am without her consent. However, in the truth of the matter, there are many low-paid workers who worry that saying no will only cause them to lose their jobs.

In 2022, the Labour Rules 2015 was updated, which provided an additional level of protection. New Rule 361A spells out the meaning of sexual harassment and mandates all work places to establish a complaint committee headed by a woman, majority of who are female, and distribute written instructions and a complaint box. This is a reaction to the historical issues of harassment at the workplace and on the way to work. Bangladesh, nonetheless, still emerges in the evaluations as among the most challenging countries to work in and specifically to be a woman with gaps still present in real protection and enforcement. The fear of retaliation, ignorance and ineffective inspections remain the reasons why women are silent when harassed during or after night duty.

These laws of most countries and international standards take the step further than Bangladesh in dealing with night work as a specific risk. The ILO Convention on Night Work, 1990 (No 171) recommends regular free health examinations of night workers and a safe working environment, proper remuneration of night workers and special maternity care. In the European Union, the Working Time Directive usually limits the average working week to 48 hours, provides rigid minimum hours of rest per day and per week, and (as to most night workers) the working hours averaged over 24 hours to approximately eight hours, supported by health assessments and special safeguards where the work is hazardous. These frameworks view night work as an economic problem, as well as a health and safety issue with gender effects.

The labour law in Vietnam has a very protective attitude towards pregnancy and early motherhood. The 2019 Labour Code does not permit an employer to have a woman work at night, work overtime or make extended business trips unless the worker agrees to it within the seventh month of pregnancy (sixth month in some locations) or is looking after her child, who is under 12 months. The pregnant women who engage in heavy work are to be shifted to the less heavy work or the number of hours worked should be minimised, at full pay. Also as per Philippines Republic Act 10151 (2011) superseded these provisions and amended them to include a gender-neutral approach to addressing night workers, which nevertheless insists on special treatment of pregnant women and health and safety inspections of all night workers.

The labour system of Bangladesh is not complete because it fails to recognise night work as a unique health and safety hazard requiring additional protection against women. Employers are not required to offer safe transportation, safe waiting areas, frequent health examinations or special precautions against pregnant or nursing night-shift workers, which exposes women to exploitation and under-recorded overtime. The government ought to revise the labour legislation to categorise night work as a hazardous undertaking, have high standards of safety, the night work and health plus maternity safeguards should be in line with the ILO standards and the enforcement enhanced with trained inspectors, active complaints commission and publicity to enhance the government enforcement. As there are already millions of Bangladeshi women employed at night, their safety and the lack of exploitation should be a primary concern of employers and the state.

Mrinmita Sen Dia is a law student at Brac University.

প্রথম আলো
বুধবার, ৩ ডিসেম্বর ২০২৫,

কৃষি খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে

বিআইডিএসের সেমিনারে তথ্য

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, ২০১৬ সালে কৃষি খাতে কর্মসংস্থান ছিল ২ কোটি ৪৭ লাখ মানুষের। ২০২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ কোটি ১৯ লাখ ৮০ হাজারে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

কৃষি খাতে কর্মসংস্থান আবার বাড়তে শুরু করেছে। ২০১৬ সালে দেশে কৃষি খাতে কর্মসংস্থান ছিল ২ কোটি ৪৭ লাখ মানুষের। ৬ বছরের ব্যবধানে ২০২২ সালে এই খাতে কর্মসংস্থান বেড়ে দাঁড়ায় ৩ কোটি ১৯ লাখ ৮০ হাজারে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে মোট কর্মসংস্থানে কৃষি খাতের অবদানও বেড়েছে। ২০১৬ সালে মোট কর্মসংস্থানে কৃষি খাতের অবদান ছিল ৪০ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০২২ সালে তা বেড়ে ৪৫ দশমিক ৪ শতাংশে উন্নীত হয়।

কৃষি খাতে কর্মসংস্থান বাড়লেও কমেছে শিল্প খাতে। ২০১৬ সালে শিল্প খাতে কর্মসংস্থান ছিল ১ কোটি ২৪ লাখ মানুষের। ২০২২ সালে তা কমে ১ কোটি ১৯ লাখে নেমে এসেছে।

সরকারি গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) এক সেমিনারে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিআইডিএসের সম্মেলনকক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকালে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের কৃষিখাদ্য ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিত শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি তৈরি করেন বিআইডিএসের ফেলো এম এ সাত্তার মণ্ডল, গবেষণা পরিচালক মোহাম্মদ ইউনুস, জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো আজরীন করিম, গবেষক তাজনুরে সামিনা খানম ও রিজোয়ানা ইসলাম। তবে সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন সংস্থাটির গবেষণা পরিচালক মোহাম্মদ ইউনুস।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির পেছনের মূল শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাত। ২০১৪ সালের পর থেকে কৃষি প্রবৃদ্ধির হার কমতে থাকলেও কর্মসংস্থান বাড়ছিল। আর কৃষির সঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, খাদ্য সেবা নিয়ে জিডিপিতে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ২৩ দশমিক ৮ শতাংশে।

প্রবন্ধে কৃষিজমির ব্যবহার নিয়ে বলা হয়, দেশের কৃষিজমির প্রায় ৮০ শতাংশ জমিতেই ধান চাষ হয়। তবে গত ১০ বছরে পাট, দানাজাতীয় শস্য এবং ফল চাষের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। একই সময়ে মসলাজাতীয় ফসল এবং সবজির উৎপাদন বেড়েছে সবচেয়ে বেশি।

ফসলের উৎপাদনশীলতা নিয়ে প্রবন্ধে বলা হয়, দেশে বোরো ধানের উৎপাদনশীলতার বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি শূন্য দশমিক ৭৭ শতাংশ। অথচ দেশে মোট ধানের ৬০ শতাংশই আসে বোরো মৌসুমে। তাই খাদ্যনিরাপত্তা বাড়াতে বোরো ধানের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে।

এ বিষয়ে মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, বিশ্বে মোট চাল ও গম উৎপাদনের মাত্র ১০ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাজারে বাণিজ্যের জন্য নিয়ে আসা হয়। তাই কোনো কারণে উৎপাদন কমলে বিশ্ববাজারের ওপর নির্ভর করা যায় না। যেমনটা ২০০৭-০৮ সালে দেখা গিয়েছিল। তখন টাকা দিয়েও বিশ্ববাজার থেকে চাল ক্রয় করা যাচ্ছিল না।

প্রবন্ধে আরও বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনে বড় প্রভাব পড়ছে কৃষিতে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় কৃষিশ্রমিকের আয় কমেছে ২০ শতাংশ পর্যন্ত। তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে চালের উৎপাদনশীলতা কমতে পারে আড়াই শতাংশ। আর গমের উৎপাদনশীলতা কমতে পারে সাড়ে ৩ শতাংশ। ডাল-জাতীয় ফসলের উৎপাদনশীলতা কমতে পারে ৪ শতাংশের বেশি।

বাংলাদেশের কৃষি খাদ্যব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে বিআইডিএস আয়োজিত সেমিনারে উপস্থিত অতিথিরা। গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিআইডিএস মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব শাকিল আকতার। বিআইডিএসের মহাপরিচালক অধ্যাপক এ কে এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন এম এ সাত্তার মণ্ডল। সেমিনারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকেরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাকিল আকতার বলেন, খামারবাড়িতে ১৫০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলেও কৃষকের উন্নতি জন্য প্রকল্প কয়টি? প্রকল্প পরিচালক ও অন্যদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এসব প্রকল্প নেওয়া হয়। রাজস্ব বরাদ্দ থেকে বেতন আর প্রকল্প থেকে গাড়ি কেনা হয়। কিন্তু গবেষণায় কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

কৃষি অর্থনীতিবিদ এম এ সাত্তার মণ্ডল বলেন, নতুন কৃষক শ্রেণি যুক্ত হচ্ছে। তারা জমি লিজ নিয়ে কৃষিকাজ করছে। তবে ধান থেকে ভিন্ন ফসলের চাষ বাড়লে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কারণ, স্বাধীনতার পর আমাদের দৈনিক গড় ভাত গ্রহণের পরিমাণ ছিল ৪৫০ গ্রাম, এখন তা ৩১৫ গ্রামে নেমে এসেছে।

সেমিনারে মুক্ত আলোচনায় বলা হয়, দেশের ৫০ শতাংশ কৃষিজমিই এক একরের চেয়ে বড় নয়। অর্থাৎ নিজের খাওয়ার জন্য খোরপোশ কৃষি চাষাবাদ চলে দেশে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৩ ডিসেম্বর ২০২৫

বন্ধ হচ্ছে কারখানা, ছাঁটাই শ্রমিক

মোবাশ্বির শ্রাবণ, নারায়ণগঞ্জ

দেশে সুতা ব্যবসার জন্য বিখ্যাত নারায়ণগঞ্জ শহরের টানবাজার এলাকা। তবে এক বছর ধরে এর ব্যবসা খুব খারাপ যাচ্ছে। অনেক স্পিনিং কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক কারখানা উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। কর্মসংস্থান হারাচ্ছে শত শত শ্রমিক। শরীফ নামে এক শ্রমিক বলেন, 'আমি ১৮ বছর ধরে চাকরি করি। আমাদের এলাকায় দেড় শ ফ্যাক্টরি ছিল। এখন ২০টাও নেই। কাজের চাপ কমে গেছে। কিছুদিন পর কাজ করতে পারব কি না তা নিয়ে শঙ্কায় আছি।'

হাফসা নামে এক নারী শ্রমিক বলেন, 'আগে অনেক ওভারটাইম করতাম। এখন ওভারটাইম দূরের কথা, কাজই পাই না। আগে বেতন পাইতাম ৩০ হাজার টাকা, এখন পাই ১২ হাজার। এ টাকা দিয়ে সংসার চলে না।' মেসার্স মুজিব এন্টারপ্রাইজের ম্যানেজার জয়দেব চন্দ্র সাহা বলেন, 'ব্যবসার অনেক খারাপ যাচ্ছে। আমাদের কাজও অনেক কমে গেছে।' বাংলাদেশ ইয়ার্ন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহসভাপতি মো. সিরাজুল হক হাওলাদার বলেন, 'আমাদের ব্যবসা মন্দা যাচ্ছে। সুতার ব্যবসা গার্মেন্টসের ওপর নির্ভরশীল। অনেক গার্মেন্ট বন্ধ থাকায় এ ব্যবসায় প্রভাব পড়ছে। ৭০ পার্সেন্ট ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে।' মেসার্স মুজিব এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার, বাংলাদেশ ইয়ার্ন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি মজিবুর রহমান বলেন, 'বর্তমানে এক তৃতীয়াংশ ব্যবসা কমে গেছে। দেশের অনেক মালামাল বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের কোটি কোটি টাকা বাকি পড়ে গেছে।' বাংলাদেশ ইয়ার্ন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম সোলাইমান বলেন, 'এক বছর যাবৎ সুতার বাজার খুব খারাপ যাচ্ছে। এক্সপোর্টের ভয়াবহ অবস্থা চলছে। প্রায় ২০০ গার্মেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। গার্মেন্ট সেক্টরের সঙ্গে সুতার ব্যবসার সম্পর্ক রয়েছে। গার্মেন্ট সেক্টর ভালো না থাকলে আমরা সুতা বিক্রি করব কোথায়? এক্সপোর্ট ভালো না থাকলে গার্মেন্টসের ক্ষতি, আমাদেরও ক্ষতি। ৫ শতাধিক মালিক ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। অনেক কারখানা উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে।' তিনি অভিযোগ করেন, 'ভারত আমাদের দেশে বন্ডের মাধ্যমে মাল ঢুকিয়ে দিচ্ছে; এতে আমাদের আরও ক্ষতি হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার মালামাল ব্ল্যাকে বিক্রি করে দেয়। এর বিরাট প্রভাব পড়ছে।'

কালের কণ্ঠ

NEW AGE THURSDAY, DECEMBER 18, 2025,

Bangladesh RMG exports to EU under strain

Other major exporters also witness decline

Staff Correspondent

BANGLADESH and most other major apparel-exporting countries witnessed a substantial decline in readymade garment exports to the European Union countries in October 2025, according to Eurostat data.

All ten top RMG exporters experienced declines in exports.

In contrast, the EU's imports from global sources declined by 14.55 per cent to 7.38 billion euros in October 2025, down from 8.64 billion euros in October 2024, mainly due to economic sluggishness and weakening consumer demand.

In October, Bangladesh's RMG exports also fell by 19.67 per cent to 1.4 billion euros, down from 1.75 billion euros in October 2024, according to the Eurostat data.

Meanwhile, cumulative apparel imports from Bangladesh during January-October 2025 reached 16.67 billion euros, up 9.45 per cent from 15.23 billion euros in the corresponding period of 2024.

During the period, the EU's imports from global sources also grew by 4.64 per cent to 75.9 billion euros, up from 72.5 billion euros in the same period of 2025.

China remained the EU's largest apparel supplier by a wide margin. Imports from China increased from 20.76 billion euros in January-October of 2024 to 22.24 billion euros in January-October of 2025, a rise of 1.48 billion euros or 7.17 per cent.

However, the asian country's exports declined by 11.36 per cent to 2.45 billion euros in October 2025, down from 2.77 billion euros in October 2024.

The EU's apparel imports from Turkey fell from 7.95 billion euros in January-October of 2024 to 7.06 billion euros in the same period of 2025, a drop of 886 million euros or 11.16 per cent.

A file photo shows workers sewing clothes at a garment factory on the outskirts of Dhaka. — New Age photo

In October 2025, the Eurasian country's exports to the EU also recorded a 23 per cent decline to 630 million euros, down from 821 million euros in the same period of the previous year.

India recorded steady growth in apparel imports to the EU, with total value rising from 3.68 billion euros to 4.01 billion euros in January-October 2025, an 8.83 per cent increase.

However, the country also saw a 13.22 per cent decline to 246 million euros in October 2025.

The EU's apparel imports from Vietnam increased by 10.74 per cent to 3.63 billion euros in January-October of 2025 from 3.28 billion euros in January-October of 2024, said the Eurostat data.

Pakistan also posted double-digit growth in the period, with EU apparel imports rising from 2.89 billion euros to 3.21 billion euros, an increase of 11.22 per cent.

Cambodia emerged as the fastest-growing supplier among the countries analysed. The EU's apparel imports from Cambodia jumped from 3.22 billion euros in January-October of 2024 to 3.74 billion euros in the same period of 2025, an increase of 16.14 per cent.

Indonesia recorded more modest but still positive growth, as the EU's apparel imports increased from about 7.99 billion euros to 8.31 billion euros in the first 10 months of 2025, a 4.04 per cent rise.

However, Eurostat data lags by two months and the Export Promotion Bureau reported that the country's RMG exports had been declining over the past few months.

In the July-November period of FY26, Bangladeshi exporters recorded a 1.03 per cent decline to 7.20 billion euros in exports to the European Union market, the largest destination for Bangladeshi manufacturers, down from 7.29 billion euros in the same period of FY25, showed the EPB data.

This indicated that exports to the EU are likely to show negative growth in Eurostat's November data as well.

Mohiuddin Rubel, former director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that European markets remained unpredictable and sluggish due to inflation and shifts in buying patterns.

According to Eurostat, annual inflation in November remained stable at 2.1 per cent in the euro area, despite earlier forecasts of 2.2 per cent. It was also 2.1 per cent in October and 2.2 per cent in September, indicating the trend remains unpredictable.

He also said that, due to tariffs imposed by the US administration, Chinese firms were expanding into EU markets, intensifying competition and affecting the market share and growth of other major exporters.

Inamul Haq Khan, senior vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that buyers were cutting back on orders and that Chinese and Indian exporters were redirecting shipments to Europe to avoid US tariffs, which had heated up the EU market and impacted exports.

Earlier, Fazlee Shamim Ehsan, executive president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said that the impact of the US tariff was already visible on EU markets.

'Global demand for RMG has declined, affecting most exporters. Consumers have changed their buying practices,' he told New Age earlier.

Exporters warned that if the pattern continued, the industry could face tighter margins and employment pressures.

They urged the government to provide policy support and the manufacturers to improve productivity, competitiveness, efficiency, innovation and market and product diversification to remain competitive.

In 2024, Bangladeshi RMG exporters bagged 18.2 billion euros from the EU markets.

সমকাল
শনিবার | ৬ ডিসেম্বর ২০২৫

সাগরে টেকসই মৎস্য আহরণ

নাদিম মোর্শেদ

বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বঙ্গোপসাগর আজ নীরব মৃত্যুপুরীতে পরিণত হতে চলেছে। গত ৫ নভেম্বর থেকে বাগেরহাটের কেবি ঘাট, পিরোজপুরের পাড়েরহাট এবং পটুয়াখালীর মহিপুর ও আলীপুর দেশের প্রধান চারটি মৎস্য ল্যান্ডিং সাইট সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে কথোপকথনে যে চিত্র উঠে এসেছে, তা কেবল উদ্বেগজনক নয়, বরং ভয়াবহ। একজন সমাজবিজ্ঞান ও টেকসই মৎস্য আহরণবিষয়ক গবেষক হিসেবে আমার পর্যবেক্ষণ বলছে, নীতিমালার অসারতা এবং ধ্বংসাত্মক আহরণ পদ্ধতির কারণে আগামী দুই দশকের মধ্যে বঙ্গোপসাগর জীবশূন্য হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

> যেই স্টিল বডি ট্রলার সাগরের বাস্তুসংস্থান ও প্রজননক্ষেত্র ধ্বংসের মূল হোতা, তারা পাচ্ছে বৈধতা। আর প্রান্তিক জেলেরা, যারা একই অপরাধ ক্ষুদ্র পরিসরে করছে, তারা হচ্ছে নিগৃহীত। গবেষণার নৈতিক অবস্থান থেকে বলতে হয়, অপরাধের ধরন এক হলে বিচার ভিন্ন হতে পারে না। যদি সাগরের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে হয়, তবে স্টিল এবং কাঠ– উভয় প্রকার ট্রলিং নিষিদ্ধ বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

গবেষণার অংশ হিসেবে আমি কথা বলেছি জেলে, মাঝি, ট্রলার মালিক, আড়তদার, শ্রমিক ইউনিয়ন ও মৎস্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে। উপকূলীয় এই জনমানুষের ৯১ শতাংশ জেলে, ৮৯ শতাংশ মাঝি, ৮৭ শতাংশ ট্রলার মালিক এবং ৬৫ শতাংশ আড়তদার একবাক্যে স্বীকার করেছেন, ২০০০ সালের তুলনায় বর্তমানে মাছের প্রাচুর্য ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। একসময় সাগরের বুকে ডলফিনের খেলা, কুয়াকাটা বা কাঁকড়া বিচে সামুদ্রিক কচ্ছপের ডিম পাড়ার দৃশ্য ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। অথচ আজ হাঙর, শাপলাপাতা, করাত মাছ কিংবা হাতুড়ি মাছের মতো প্রজাতি প্রায় বিলুপ্ত। জীববৈচিত্র্যের এই অপূরণীয় ক্ষতির জন্য মূলত দায়ী মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'বটম ট্রলিং' বা তলাবিহীন মাছ শিকার। সাগরে মাছের এই আকালের নেপথ্যে মূল খলনায়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে আধুনিক 'স্টিল বডি ট্রলিং' বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশিং এবং স্থানীয় 'কাঠ বডি ট্রলিং'। পরিবেশের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতিকর এই স্টিল বডি ট্রলারগুলো সরকারিভাবে নিবন্ধিত এবং বৈধ। কোস্টগার্ড বা মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, রেজিস্ট্রেশন থাকায় এই জাহাজগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আইনগত এখতিয়ার তাদের সীমিত। অন্যদিকে স্থানীয় গরিব জেলেদের তৈরি 'কাঠ বডি ট্রলিং' বোটও একই প্রক্রিয়ায় (ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও) সাগরের ক্ষতি করছে। কিন্তু প্রশাসন অবৈধ হওয়ার অজুহাতে এই কাঠের বোটগুলো ভাঙছে, জেলেদের গ্রেপ্তার করছে। যেই স্টিল বডি ট্রলার সাগরের বাস্তুসংস্থান ও প্রজননক্ষেত্র ধ্বংসের মূল হোতা, তারা পাচ্ছে বৈধতা। আর প্রান্তিক জেলে, যারা একই অপরাধ ক্ষুদ্র পরিসরে করছে, তারা হচ্ছে নিগৃহীত। গবেষণার নৈতিক অবস্থান থেকে বলতে হয়, অপরাধের ধরন এক হলে বিচার ভিন্ন হতে পারে না। যদি সাগরের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে হয়, তবে স্টিল এবং কাঠ উভয় প্রকার ট্রলিং নিষিদ্ধ বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রভাবশালীদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সাগরের তলদেশকে মরুভূমি বানানোর প্রক্রিয়া কোনোভাবেই কাম্য নয়। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০০০ সালে যেখানে সামুদ্রিক জেলের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৬.৫ লাখ, সেখানে আজ জনসংখ্যা বাড়লেও মাছের উৎপাদনশীলতা বা 'ক্যাচ পার ইউনিট ইফোর্ট' আশঙ্কাজনকভাবে কমছে। কোস্টগার্ড বা মৎস্য কর্মকর্তারা উপকূলীয় অঞ্চলে তদারক করতে পারলেও গভীর সমুদ্রে ট্রলিং জাহাজের ধ্বংসলীলা রোধে তাদের সক্ষমতা ও সদিচ্ছার ঘাটতি দৃশ্যমান। উপকূলের ৯১ শতাংশ মানুষের হাহাকার আর বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের সমন্বয় ঘটালে যে ভবিষ্যৎ দেখা যায়, তা হতাশাজনক। এখনই যদি 'বটম ট্রলিং' বা সাগরের তলদেশ সেচে মাছ ধরা বন্ধ না করা হয় এবং মৎস্য আহরণ নীতিতে আমূল পরিবর্তন না আনা হয়, তবে আগামী ২০ বছর পর বঙ্গোপসাগর লোনা পানির এক মৃত আধার হয়ে উঠতে পারে। টেকসই মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করতে হলে সরকারকে অবশ্যই প্রভাবশালী মহলের চাপের ঊর্ধ্বে উঠে পরিবেশ ও প্রান্তিক জেলের স্বার্থে কঠোর ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এক দেশে দুই নীতি চলতে পারে না; সাগরের অধিকার কেবল লুটেরাদের নয়; এই সম্পদ আগামী প্রজন্মের।

■ নাদিম মোর্শেদ: শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

সমকাল
■ শনিবার | ৬ ডিসেম্বর ২০২৫

নির্মাণ শ্রমিকের নিরাপত্তার গুরুত্ব উপেক্ষিত

■ ড. মো. হেলাল উদ্দিন

বাংলাদেশের আবাসন ও নির্মাণ শিল্প খাত একটি ক্রমবর্ধনশীল খাত। দ্রুত নগরায়ন, সরকারের অবকাঠামো খরচ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এ খাতের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প এবং অবকাঠামো নির্মাণে এ শিল্পে বর্তমানে ৩৫ লাখ শ্রমিক রয়েছে। বর্তমানে জিডিপিতে নির্মাণ খাতের অবদান প্রায় ৮ শতাংশ।

নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের ঘাটতি প্রতিদিন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। নির্মাণকাজে পুরুষের পাশাপাশি অনেক নারী শ্রমিকও কাজ করছেন। তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং শ্রম ও দক্ষতায় গড়ে ওঠে অট্টালিকা, বিনোদন কেন্দ্র ও জনপদ। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কাজ করতে হচ্ছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে।

একজন নির্মাণ শ্রমিক কীভাবে কাজ করবে এবং কীভাবে নিয়োগকর্তার সহযোগিতা পাবে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে বাংলাদেশ, ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবের আইনি ব্যবস্থা ও নিয়মকানুন পর্যালোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য দেশ নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নিয়ম অনুসরণ করে এবং তদারকি ব্যবস্থাও যথেষ্ট ভালো। কিন্তু বাংলাদেশে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের বিষয়টি উপেক্ষিতই রয়ে গেছে।

নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশে দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু বিষয় জরুরি। নির্মাণ শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত হওয়ার আগে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন বা প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। নির্মাণসাইটে অনিরাপদ বস্তু ও জায়গা সম্পর্কে বোধগম্য নির্দেশকের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কাজের সময় শ্রমিকের বৈদ্যুতিক ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং অনিরাপদ জিনিস নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে রাখতে হবে। আগুনের ঝুঁকি এবং আগুন লাগলে যেন নিরাপদে বের হতে পারে, সে ধরনের সুযোগ রাখতে হবে এবং তাৎক্ষণিক আগুন নেভানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখতে হবে। প্রতিটি নির্মাণ সাইটে মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়ে সেফটি কমিটি থাকতে হবে। যার মাধ্যমে শ্রমিকরা তাদের ঝুঁকির বিষয়টি জানাতে পারবেন। একজন শ্রমিক দৈনিক ওভারটাইমসহ কত ঘণ্টা কাজ করবেন, তার একটি সুনির্দিষ্ট শিডিউল থাকতে হবে। নির্মাণ সাইটে ওপর থেকে শ্রমিকদের পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে এবং এটি নির্মাণ শ্রমিকদের মৃত্যু বা বড় আঘাতগ্রস্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। নির্মাণ সাইটে কোনো দুর্ঘটনা হলে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা থাকতে হবে।

> কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও রাজউকের পক্ষ থেকে নির্মাণক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের বিষয়টি নিয়মিত তদারকি ও আইনের প্রয়োগ আবশ্যক

বাংলাদেশের নির্মাণ শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষার জন্য শ্রম আইন ও জাতীয় বিল্ডিং কোড কার্যকর রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর রয়েছে। অন্যদিকে রাজউক ঢাকায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আইন দ্বারা নির্ধারিত সংস্থা নির্মাণ ও তদারকির দায়িত্বে রয়েছে। বাস্তবে শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে তাদের উদ্যোগ চোখে পড়ে না।

নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র এবং উপযুক্ত কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক ও রিহ্যাব মিলে সবার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় একটি ম্যানুয়াল তৈরি করতে পারে। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও রাজউকের পক্ষ থেকে নির্মাণক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের বিষয়টি নিয়মিত তদারকি ও আইনের প্রয়োগ আবশ্যক।

লেখক: মহাসচিব, বিসিআই

The untold story behind the drop in Bangladeshi women migrants

FEATURE

MASUM BILLAH

Moksuda Begum went to Saudi Arabia with dreams of a better life. A widow raising two children in Narayanganj, she believed migrating for work would ease her financial struggles. Her agent had promised her a salary of Tk22,000 per month.

But her hopes quickly faded when she met a harsh reality. Moksuda was employed as a domestic worker, tasked with cooking, cleaning and managing household chores.

"They forced me to wake up at 4 am, prepare breakfast and work continuously until late at night," she said. "There was no time to rest and sleep was barely a few hours."

The long hours might have been bearable if she had received the wages she was promised. Instead, the payments went to the agent in Saudi Arabia who never passed them on to her.

"I worked for six months and earned only Tk20,000, less than a month's promised salary, with a lot of torture," Moksuda said. She recalled being beaten by her employer, who once dragged her by the hair and made her clean the kitchen repeatedly in anger.

Similarly, Dalia, another returnee, said her experience in the Middle East was short-lived.

She faced harassment, delayed payments and an unfriendly work environment. Upon returning to Bangladesh, she encountered stigma and neglect at home.

"I was treated badly, as if I were a bad woman," Dalia said. "Even my family members acted as though I had done something wrong there."

The experiences of Moksuda and Dalia reflect a broader trend.

According to Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) data, 105,466 Bangladeshi women migrated abroad for work in 2022, marking a rebound after the Covid-19 slump of 2020.

In several years preceding the pandemic, annual female migration figures exceeded one lakh. But since 2022, the numbers have continued to fall.

In 2024, the figure dropped to just over 60,000. And according to the government's Overseas Employment Platform, about 56,292 women migrated between 1 January and 6 December 2025 – representing roughly a 47% decline from the 2022 total.

Over the past 22 years, about 1.25 million Bangladeshi women have migrated, but there is no official record of how many returned or the conditions they endured.

Experts cite rising reports of abuse and exploitation as a key factor discouraging potential migrants. They said the focus should be on improving women's skills, diversifying opportunities beyond domestic work and ensuring safer migration pathways.

Shakirul Islam, executive director of Ovibashi Karmi Unnayan Programme, highlighted structural issues behind the decline.

"The Bangladeshi women who are sent as domestic workers abroad are generally not very skilled. Because of this, demand for them is gradually going down," he said. He added that lack of skills also correlates with higher rates of abuse.

This abuse, widely reported in the media, has led countries like Saudi Arabia to slow recruitment of Bangladeshi women, even though they are not highly active on human rights issues.

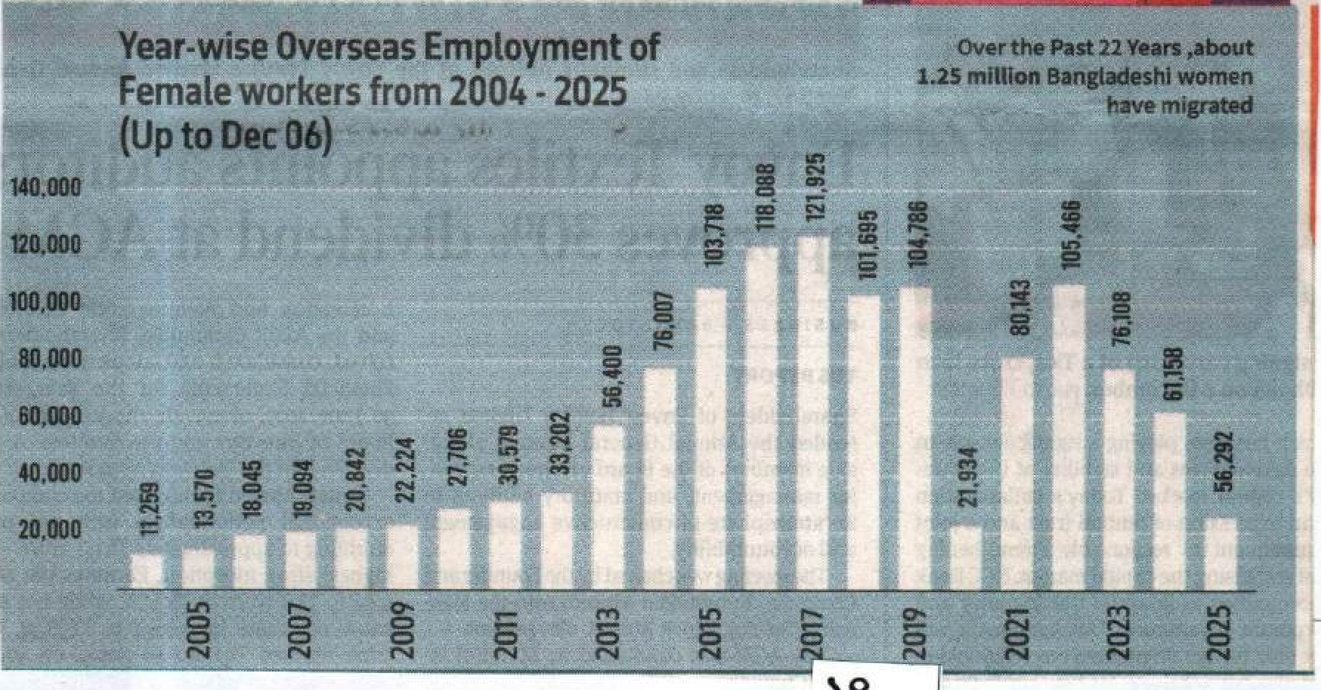

DHAKA SUNDAY DECEMBER 7, 2025
AGRAHAYAN 22, 1432 BS
The Daily Star
FOUNDER EDITOR: LATE S. M. ALI

Don't leave women migrant workers to suffer in silence

Better skills and protection mechanisms are key

It is concerning that the migration of women workers abroad has been gradually declining over the last four years. What is truly worrying is the reason behind it: unsafe working conditions and abuse in destination countries. Despite countless media reports and studies by organisations working with migrant workers, many of these women continue to endure physical abuse and have nowhere to turn for help. Some are trafficked and forced into prostitution, and many return to their homeland in body bags, with the causes of their deaths not properly investigated. Most of them go to Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Oman, Jordan, and Lebanon.

It is little wonder that the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) has found a significant decline in the number of women going abroad for work. A recent study by the Ovibashi Karmi Unnayan Programme found that 94 percent of returning women experienced regular physical and mental abuse, 47 percent reported sexual harassment, while 97 percent were denied medical care. Meanwhile, 80 percent were not given adequate food, and 82 percent had to work from early morning until midnight. According to the Wage Earners' Welfare Board, the bodies of 412 female migrant workers were returned since 2021, with 84 of them having died by suicide.

There are cases in which women have been thrown from rooftops after enduring prolonged torture and given no medical treatment. Death certificates, however, rarely reflect the abuse and mental trauma that may have led to these deaths. This horrifying reality has been widely publicised for many years, yet the previous government did little to ensure the safety of migrant workers or to investigate the deaths of so many women. Women are often offered only low-paying jobs, such as domestic work, because they lack skills, including language skills. As housemaids, they are at the mercy of their employers and often confined to the house 24 hours a day, which increases the risk of abuse.

We, therefore, urge the authorities to immediately ensure that women workers do not go abroad without the necessary safeguards. Like Indonesia and other countries, providing them with skills training for caregiving and nursing will allow them to access jobs that are safer, more dignified, and better paid. Better residential training, including orientation sessions on workers' rights and the culture of the destination country, should be offered. Bangladesh's high commissions in these countries must be more proactive in protecting women migrant workers who find themselves in danger, and helplines should be made available to all workers and their families. Bangladeshis involved in forcing women migrant workers into sex work must also be brought to book.

Equally importantly, there must be diplomatic dialogue with host countries to ensure that allegations of abuse by their own citizens are taken seriously and that necessary action is taken. We must stop treating our citizens as cheap labour to be exported, disregarding the inhuman conditions under which many end up working.

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 6 December 2025

শেরপুরে শ্রমিকের হাট জমজমাট

প্রতিনিধি, শেরপুর (বগুড়া)

বগুড়ার শেরপুরে শ্রমিকের হাট এখন বেশ জমে উঠছে । এখানে কেউ আসে শ্রম বেচতে, আর কেউ আসে শ্রম কিনতে। সারা বছরই এই হাটে শ্রম কেনা বেচা হলেও ধান কাটা মৌসুমে জমে উঠে এই শ্রমিকের হাট। এ সময় মৌসুমী শ্রমিকের আনাগোনা বেড়ে যায়, কেউ কেউ বাড়তি আয়ের আশায় এই সময়ে শ্রম বিক্রি করেন। ভোরে আলো ফুটে ওঠার আগেই শ্রমিকের হাটে শ্রম বেচা কেনা শুরু হয়।

শেরপুর পৌরশহরের আলীয়া মদ্রাসা গেট ও করতোয়া ব্রিজের পূর্বপাড়ে শ্রমিকের হাটে গিয়ে দেখা যায় ধান কাটার সরঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শত শত শ্রমিক। বিভিন্ন কৃষি উপকরণ নিয়ে শ্রম বিক্রির আশায় রয়েছেন। অনেকেই এসে দরদাম মিটিয়ে পছন্দের শ্রমিক নিয়ে যাচ্ছেন।

এখন ধানকাটা শ্রমিকের চাহিদা বেশি। এ ছাড়াও আলু রোপন, ভুট্টা জমিতে কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন সবজির জমিতে কাজের জন্য শ্রমিকের চাহিদাও রয়েছে। উপজেলার খামারকান্দি ইউনিয়নের ফজল হক বলেন, নিজের সামান্য জমি রয়েছে ধান কাটা ও মাড়াই আগেই শেষ করেছি। বাড়তি আয়ের জন্য এখানে এসেছি নিজের শ্রম বিক্রি করতে। ৭ দিন আগে ৯শ' থেকে ১ হাজার টাকায় কাজ করেছি এখন ৭শ' থেকে ৮শ' টাকা পাওয়া যায়। এখানে যুবক ও শক্তিশালী শ্রমিকের চাহিদা ও দাম বেশি। পাখিডাকা ভোর থেকে ৭টা পর্যন্ত চলে এই শ্রমিকের হাট। অনেকেই আবার চুক্তিতে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা বিঘা ধান কেটে মাড়াই করে দিচ্ছেন।

একই এলাকার আতোয়ার জানান, তিনিসহ আরও কয়েকজন শুধুমাত্র ধান কাটা মৌসুমেই শ্রম বিক্রি করেন, এ মাসে তাদের ২৮ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় হবে। বৃদ্ধ রহমত আলী বলেন, আমাদের শ্রমের দাম একেবারেই কম, কোনদিন কাজ জোটে আবার কোন দিন জোটে না। আমি জমি নিড়ানোর কাজ করি, শক্ত কাজ করতে পারিনা।

ভাদড়া গ্রামের আফজাল হোসেন বলেন, প্রতিবছরই ধান কাটার মৌসুম এলে আলীয়া মদ্রাসা গেট থেকে ধানকাটার শ্রমিক নিয়ে গিয়ে ধান কাটি। এখানে এসে পছন্দমত বাছাই করে শ্রমিক নিতে পারি। উপজেলার কৃষি অফিসার ফারজানা আক্তার, এবার এই উপজেলায় ১৭ হাজার ৩১৫ হেক্টর জমিতে উফসি জাত ও ৩ হাজার ১৭০ হেক্টর জমিতে হাইব্রীড জাতের ধানের চাষ হয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশির ভাগ জমিতে ধান কাটা শেষ হয়েছে। এখন আলু, ভুট্টা ও সরিষা রোপণের কাজ চলছে।

বুধবার। ১০ ডিসেম্বর ২০২৫। ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ সময়ের আলো

প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

৮৫ শতাংশ শ্রমিক সুরক্ষার বাইরে

নিজস্ব প্রতিবেদক

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, দেশের শ্রম বাজারে অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হলেও তারা স্বীকৃতি বা সুরক্ষার বাইরে রয়েছেন। মঙ্গলবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ের আলোকিত কনভেনশন সেন্টারে অক্সফাম ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ নারী চা শ্রমিক জোট, গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম, নারী গৃহভিত্তিক তৈরি পোশাক শ্রমিক নেটওয়ার্ক ও নারী মৎস্য শ্রমিক নেটওয়ার্ক আয়োজিত নারী শ্রমিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক সংখ্যা ৮৫ শতাংশ। তারা অধিকাংশই অধিকার থেকে বঞ্চিত। তিনি বলেন, চা শ্রমিক, মৎস্যজীবী বা গৃহশ্রমিকদের অবদান ছাড়া আজকের অর্থনীতি চলবে না। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা প্রায়ই শুধু আনুষ্ঠানিক খাত দেখেন, অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের অবদান বিবেচনা করেন না। ফলে অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের অবদান জানা হচ্ছে না এবং অবদান না জানার কারণে তাদের স্বীকৃতিও দেওয়া হচ্ছে না।

প্রথম আলো
রোববার, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫,

কাঠামোগতভাবে প্রান্তিক নারীদের অধিকার ও করণীয়

মোহাম্মদ আবু ইউছুফ
সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রান্তিক নারীদের সমস্যা বহুমাত্রিক। চা-বাগানের শ্রমিক, দৌলতদিয়ার যৌনকর্মী, প্রতিবন্ধী নারী—সবার সমস্যা ভিন্ন, তাই সমাধানও হতে হবে প্রসঙ্গ-নির্দিষ্ট। অনেকেই মনে করছেন, সরকার কিছুই করছে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো দেশে শুধু বয়স্ক ভাতাভোগীই ৬১ লাখ, বিধবা ভাতা আরও প্রায় ৩০ লাখ। এত জনসংখ্যার দেশে সীমিত সম্পদ দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তার কাঠামো পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন।

এই বাস্তবতায় ভাতা ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা করাও বড় বাজেটের চাপ তৈরি করে। তাই কাঠামোগত সমস্যাগুলো বুঝতে হবে—জনসংখ্যা, রাজস্ব ও সীমিত সম্পদ। একইভাবে নারীর অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও প্রবেশগম্যতার ঘাটতি একটি বড় বাধা। বিচারব্যবস্থায় পৌঁছানো, সরকারি সেবা পাওয়া—এসব জায়গায় অভিগম্যতা এখনো দুর্বল। শুধু ভাতা দিয়ে সমস্যা মিটবে না—তাই আমরা 'ক্যাশ প্লাস ট্রান্সফার' পদ্ধতি চালু করেছি। এতে নারীরা ভাতার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা, বাজার-যোগ এবং ১০-৫০ হাজার টাকার ক্ষুদ্র ঋণ পাচ্ছেন। তবে এত বড় জনসংখ্যায় এসব সেবা রাতারাতি বিস্তৃত করা কঠিন। এ জন্য বেসরকারি খাতকে সংবেদনশীল হতে হবে; কারণ, কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস তাঁরাই। নীতিপ্রণেতা হিসেবে আমাদের নিজেদেরও আন্তসংযুক্ত বৈষম্য আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে। নারীদের শিক্ষায়, পুষ্টিতে, তথ্য ও বিচারব্যবস্থায় প্রবেশগম্যতা, পরিবহনসুবিধা—এসব কাঠামোগত অধিকার নিশ্চিত করাই মূল সমাধান।

আমার অনুরোধ, সরকারকে একা দায়ী না করে সবাই মিলে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে। বেসরকারি খাতকে সংবেদনশীল করা, মানবপুঁজির উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং বিভিন্ন প্রকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যতিরেকে মূল উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দেওয়া—এগুলোই কাঠামোগতভাবে প্রান্তিক নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার পথ।

মাহবুবা আক্তার
পরিচালক, অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ব্লাস্ট

আমরা যখন দলিত জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, লিঙ্গবৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী নারীদের সঙ্গে কাজ করছিলাম, তখন একদম প্রান্তে গিয়ে তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা শুনেছি। দেখেছি, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে তাঁরা নানা রকম বাধার মুখে পড়েন, অথচ তাঁদের অধিকাংশই জানেন না, কোথায় তাঁদের জন্য রাষ্ট্রীয় সুবিধা আছে বা কীভাবে সেগুলোতে প্রবেশ করা যায়। বিশেষ করে চা-বাগানে গিয়ে দেখেছি, সরকার যে সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে, তা অনেক নারী জানেনই না।

লিঙ্গবৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী নারীরাও এখনো সেই প্রবেশগম্যতার সুযোগ কার্যকরভাবে পাচ্ছেন না। ইতিমধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন নীতিমালা থেকে শুরু করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইনের মতো গুরুত্বপূর্ণ আইন রয়েছে, যেখানে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত হলে আইনগত সুরক্ষা পাওয়া যায়। তবে বাস্তবে অনেকে সেবা নিতে গিয়েও বৈষম্যের শিকার হন। নীতি ও আইন বাস্তবায়নে কোথায় ঘাটতি আছে, কোথায় সংশোধন বা পরিমার্জন প্রয়োজন—এ নিয়ে গবেষণা করে আমরা ফলাফল তুলে ধরেছি।

নাগরিক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যবিরোধী আইন চেয়েছে। যদি এই আইন পাস হতো, তাহলে কাঠামোগত বৈষম্য মোকাবিলায় আমরা বড় অগ্রগতি করতে পারতাম। কিন্তু সেটিও এখনো হয়নি। এ আইনকে বাস্তবায়নের জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে অ্যাডভোকেসির কাজ করে আসছি। এ বছর একাধিক সংস্কার কমিশন হয়েছে—বিচার বিভাগে প্রবেশগম্যতা, শ্রম সংস্কার, নারী অধিকার এবং গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনে আমরা আমাদের সুপারিশ তুলে ধরেছি, যেখানে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে কাঠামোগত প্রান্তিক অবস্থানে থাকা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের উন্নয়নে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। এখন নির্বাচন সামনে, তাই রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ইশতেহারে এসব বিষয় গুরুত্ব দেবে—এটাই আমাদের আশা।

বনানী বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ দলিত অ্যান্ড ইন্ডিজেনাস উইমেন ফোরাম

দলিত নারীদের কাঠামোগত উন্নয়নের জন্য যে পদক্ষেপ প্রয়োজন, তা হলো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও সংরক্ষিত সুবিধা। স্বাধীনতার পর সংবিধান অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সমানতা নিশ্চিত করা হয়েছে, তবু প্রায় এক কোটি মানুষ আজও পিছিয়ে রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে তাদের জীবনমান উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা জরুরি।

দলিত বলতে সমাজের জন্ম ও পেশাগত কারণে নিপীড়িত নারীকে বোঝানো হয়। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নবর্ণের মানুষ, যেমন হাজাম, নিকারি, শিকারি, গামছা বোনে—এসব প্রান্তিক নারীরা কাঠামোগত বৈষম্যের শিকার। সরকারি সুবিধা যেমন বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি—এসব পেতে গেলে তাঁরা হেল্পডেস্ক, নোটিশ বোর্ড ও তথ্য প্রদানের অভাবে পিছিয়ে থাকেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় সভা, সক্রিয় স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং গ্রামভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরি।

শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, যাতে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারেন। স্বাস্থ্য এবং প্রজননসেবায় তাঁরা সর্বাধিক পিছিয়ে রয়েছেন। কমিউনিটি ক্লিনিক তাঁদের বসবাসের এলাকায় কার্যকরভাবে থাকা উচিত। আইনি সহায়তা থাকলেও তাঁরা সচেতন নন; স্থানীয় এনজিও ও সরকারকে এটি নিশ্চিত করতে হবে।

গণমাধ্যমে তাঁদের সক্ষমতা ও সামাজিক ভূমিকা ইতিবাচকভাবে তুলে ধরলে হীনম্মন্যতা কমবে এবং কাঠামোগত পরিবর্তন সম্ভব হবে। বিচ্ছেদ, বিবাহ রেজিস্ট্রি এবং সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারকে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রাপ্তি তাপসী
অধিকারকর্মী

গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকারের কাজের ক্ষেত্রে প্রান্তিক নারীদের কাঠামোগত অধিকার নিশ্চিতে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোকে আরও আগে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। নারীর প্রতিনিধিত্ব এবং তাঁদের অধিকার নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সরকারি পদক্ষেপ নেই।

বর্তমানে কোটা বা ইতিবাচক বৈষম্য নারীদের জন্য কার্যকরভাবে নেই। সংবিধান ও কমিশনগুলোতে নারীর অন্তর্ভুক্তি কম এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিযুক্ত নারী সদস্যদের কোনো বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই।

আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ আইন সংশোধন হলেও বাস্তবে ভিকটিমদের সুরক্ষা অসম্পূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ ও অফিসে যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধী সেল এবং জেলাগুলোতে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার কার্যকরভাবে নেই, যা নারীদের সুরক্ষা ও সহায়তায় প্রভাব ফেলে।

নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে মিরর রিপ্রেজেন্টেশন প্রয়োজন। ৬ কোটি ভোটার নারী এবং জনসংখ্যার ৫১ শতাংশ নারী থাকা সত্ত্বেও সরকারি ও সামাজিক পদক্ষেপে ১০০ জন পুরুষের মধ্যে দুজন নারী রাখার মতো প্রতীকী ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতা নিশ্চিত করতে কাঠামোগত সংস্কার জরুরি।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রথম আলো

ইলিরা দেওয়ান
মানবাধিকারকর্মী; সাবেক সদস্য, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

দেশে এখন ৫১ শতাংশ নারী থাকা সত্ত্বেও জাতীয় নির্বাচনের জন্য এখনো ৩৩ শতাংশের জন্য দাবি জানিয়ে যাচ্ছি। সেই জায়গায় প্রান্তিক নারী বা আদিবাসী নারীদের অবস্থান কোথায়, সেটা নতুন করে আর বলার কিছুই নেই।

পাহাড় কি সমতল—সব জায়গায় আদিবাসী নারীরা বৈষম্য এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তাঁরা প্রতিনিয়ত ভয়ের সংস্কৃতিতে থাকেন। সেখানে বিচারহীনতার সংস্কৃতি এত বেশি প্রবল যে নারী বিচার চাইতে আদালতে যাবেন, তিনি তা চিন্তাও করতে পারেন না; বরং মনে করেন যে আমি যখন নির্যাতনের শিকার হলাম, বৈষম্যের শিকার হলাম, আমি বরং চেপে যাই, যাতে লোকজন কম জানে। এই ভয়ের সংস্কৃতি এবং বিচারহীনতা সংস্কৃতি থেকে যত দিন পর্যন্ত আমরা বেরিয়ে আসতে না পারব, যত দিন পর্যন্ত রাষ্ট্র এটার দিকে দৃষ্টি না দেবে, তত দিন পর্যন্ত আদিবাসী নারীর অধিকারের কথা শুধু আমাদের এভাবেই বলে যেতে হবে।

এই ভয়ের সংস্কৃতি ভাঙতে রাষ্ট্র, সরকার ও প্রশাসনকে সরাসরি ও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি প্রকৃত অর্থে বৈষম্যমুক্ত রাষ্ট্র গঠন করতে চায়, তাহলে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রান্তিক নারী ও জনগোষ্ঠীর জন্য স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে—তা হলে বোঝা যাবে তারা প্রকৃত অর্থে বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনে আন্তরিক।

প্রান্তিক নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রশাসনিক মানসিকতা বদলাতে হবে; সেবাসমূহ সরকারিভাবে প্রচার করতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য অনলাইন পদ্ধতির পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক বিকল্প রাখা জরুরি; কারণ, জুম চাষি অনেক নারী লিখতে-পড়তে জানেন না। এমনকি সেখানে পর্যাপ্ত নেটওয়ার্ক নেই। আমি আশা করি, নীতিনির্ধারণী স্তর থেকে এসব বিষয় বিবেচনা করে কার্যকর উদ্যোগ আসবে।

মো. সাইদুর রহমান খান
মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর

সরকারকে সমালোচনা করা সহজ এবং আমরা সেই সমালোচনা সহ্যও করি। কিন্তু সরকারের কাজও কম নয়; সমস্যা হলো প্রচারস্বল্পতা। প্রান্তিক নারীদের জন্য সরকার যে কাঠামোগত সুরক্ষা ও সেবা দিচ্ছে, তা তুলে ধরা জরুরি। প্রান্তিক নারী মানে কেবল দূরবর্তী এলাকার নারী নয়; বরং যাঁরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক বঞ্চনার মধ্যে আছেন—প্রতিবন্ধী নারী, জাতিগত সংখ্যালঘু, দরিদ্র, বয়োবৃদ্ধ—সবাই এই শ্রেণিতে পড়েন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর সবচেয়ে বড় নিরাপত্তাবলয় পরিচালনা করছে। গত বছর আমরা ১২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছি, চলতি বছরে বরাদ্দ আরও বেশি। তবে আমি ভাতাকে চূড়ান্ত সমাধান মনে করি না—এটি স্বীকৃতির প্রতীক। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও উপবৃত্তিসহ অনেক সরকারি উদ্যোগ রয়েছে। অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, চা-শ্রমিক—সবাই আমাদের কাঠামোগত সুরক্ষার আওতায় আছেন। আমরা সরাসরি তাঁদের কাছে ভাতা পৌঁছে দিচ্ছি, যাতে নারীরা নিজেরাই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পান।

ভাতার বাইরে আমাদের বিভিন্ন সেবামূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি আছে—পল্লী সমাজসেবা, পল্লী মাতৃকেন্দ্র, শিশু পরিবার, যৌন শোষণের শিকারদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন এবং সারা দেশে সেফ হোম। এগুলো নারীর দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের জন্য অপরিহার্য। আমরা এখন 'ক্যাশ প্লাস সিস্টেম'-এ যেতে চাই—ভাতার সঙ্গে বিকল্প জীবিকা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও নারী নেতৃত্ব গড়ার কর্মসূচি চালু করছি। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বেও নতুন সুযোগ আছে। প্রান্তিক নারীদের নির্যাতন বা বৈষম্যের বিষয়গুলো তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবিলার জন্য ইউনিয়ন সোশ্যাল ফোর্স গঠন করেছি। আমরা শুধু সহানুভূতি নয়, সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে চাই।

স্নিগ্ধা রেজওয়ানা
সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা যে কাঠামোগত প্রান্তিকতার কথা বলছি, সেটাই আসলে জটিল। দেশে ৫১ শতাংশ নারী থাকা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে তাঁরা প্রান্তিক। তাই প্রান্তিকতা শুধু দল, জাত বা লিঙ্গ দিয়ে ব্যাখ্যা করলে সমস্যাটা ধরা পড়ে না। চা-বাগানের শ্রমিক, নৃগোষ্ঠী, দলিত বা হিন্দু নারী—সবাইকে এক কাঠিতে মাপলে নীতি কখনো কার্যকর হয় না। তাই পলিসি করতে হলে গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করা জরুরি; শুধু নীতি করলেই পরিবর্তন আসে না।

আমাদের বড় সংকট রাষ্ট্র এখনো ভাতাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরোতে পারেনি। ভাতা ও ভিত্তি সব সমস্যার সমাধান নয়। সংবিধান অধিকার দিয়েছে, কিন্তু সংকট রয়েছে সামাজিক মন, চেতনা ও গ্রহণযোগ্যতায়। ডোম, হাজাম বা পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কাজকে ব্রিটিশ আমলের মতোই নিচু শ্রেণির কাজে ধরে রেখে নিয়মিত ভাতার জালে আটকে রাখা হচ্ছে, যাতে তাঁদের অনগ্রসরতা টিকে থাকে।

এখনো নারীরা ম্যানহোল পরিষ্কার করেন পুরো শরীর পানিতে নামিয়ে—এটা কাঠামোগত বৈষম্যের নির্মম চিত্র। নারী শ্রমিকের মজুরিবৈষম্য এখনো আইনি কাঠামোয় জায়গা পায়নি। গৃহশ্রমিক নারীর ন্যূনতম বেতন নির্ধারণেও কোনো আইন নেই।

প্রতিবন্ধিতাকে আলাদা শ্রেণি ধরে দেখাও সাংস্কৃতিক অধস্তনতার অংশ। র‍্যাম্প থাকা নাগরিক অধিকার—এটার জন্য আলাদা শ্রেণির প্রয়োজন নেই। আমাদের পাঠ্যবইয়ে এখনো সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ নেই—এটাও কাঠামোগত ব্যর্থতা। প্রান্তিক নারীর নিরাপত্তা নিয়েও রাষ্ট্রকাঠামোগতভাবে দুর্বল। ধর্ষণের ঘটনায় ভিকটিমের পরিচয় প্রকাশ, আইনি সহায়তার অভাব এবং শিশু ভিকটিমদের নিরাপদ আশ্রয়ের অনুপস্থিতি—সবই দেখায় যে ভাতা নয়, বাস্তব নিরাপত্তা জরুরি।

তামান্না সিং বড়াইক
প্রকল্প কর্মকর্তা, দলিত নারী ফোরাম

চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে নারীরা প্রধানত চা-পাতা তোলার কাজে যুক্ত, সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত কাজ করেন। বর্তমান মজুরি মাত্র ১৮৬ টাকা, যা বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে পরিবারগুলোর জীবনধারণ কঠিন আর নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অনিশ্চিত। তাঁদের উন্নয়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, যেমন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ, ঋণ ও অনুদান সুবিধা, যাতে তাঁরা বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে পান। বাসায় থাকা চা-শ্রমিক নারীদেরও স্থানীয় প্রশিক্ষণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা জরুরি; কারণ, অনেক চা-বাগান দূরে এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে সচেতনতা নেই।

চা-শ্রমিকদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসেবা অগ্রাধিকার দেওয়া এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার। প্রান্তিক নারীরা যেন সংরক্ষিত আসনে বা কমিটিতে বসে তাঁদের অধিকার বিষয়ে কথা বলতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান সময়ে এই জনগোষ্ঠীর সঠিক তথ্য ও গবেষণা অনুপস্থিত। দলের, জাতি বা পরিচয় অনুযায়ী বৈষম্য ও প্রান্তিকতার বাস্তব অবস্থা বোঝার জন্য প্রাথমিক তথ্যভিত্তিক গবেষণা অপরিহার্য।

চা-বাগানের প্রান্তিক নারীদের জন্য কাঠামোগত করণীয় হলো, তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা, শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসেবা অগ্রাধিকার দেওয়া, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তাঁদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। পাশাপাশি সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রবেশগম্যতা ও বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরি করতে হবে। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নীতি প্রণয়নের জন্য তথ্যভিত্তিক গবেষণা অপরিহার্য। এসব পদক্ষেপ ছাড়া চা-বাগানের প্রান্তিক নারীদের অধিকার এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

জয়া সিকদার
নির্বাহী পরিচালক, সম্পূর্ণা

প্রান্তিক নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্য ও অধিকার সুরক্ষার অবস্থা উদ্বেগজনক। ট্রান্সজেন্ডার নারীর পরিচয় এবং তাঁদের সামাজিক অবস্থান কাঠামোগতভাবে তাঁদের পিছিয়ে রাখে। জন্মগত ও লিঙ্গপরিচয়ের কারণে তাঁরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নজরে ভিন্নভাবে দেখা হয়। রাষ্ট্রের নীতিমালা এখনো তাঁদের স্বাভাবিক অধিকার নিশ্চিত করতে সক্ষম নয়। ফলে তাঁরা হিজড়া পল্লি বা আলাদা কমিউনিটিতে সীমিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হন।

প্রান্তিক নারীদের জন্য একটি সুরক্ষিত আইন অপরিহার্য। ট্রান্সজেন্ডার বিল বাস্তবায়িত হলে তাঁরা সরকারি ও বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছ পরিচয় ব্যবহার করে প্রবেশ করতে পারবেন। বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের আগে তাঁদের 'আসল-নকল' প্রমাণ করতে হয়, যা তাঁদের জন্য বড় বাধা। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা ও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তবায়নে বড় সমস্যা দেখা দেয়। ভাতা, উপবৃত্তি এবং প্রশিক্ষণ প্রায়ই তাঁদের পরিচয় সঠিকভাবে যাচাই না হওয়ায় পৌঁছে না। সরকারের পক্ষ থেকে হিজড়া জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে, কিন্তু কাঠামোগত বাধার কারণে কার্যকর হয়নি।

প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়নে নীতিগত, আইনি ও সামাজিক সংস্কার জরুরি। আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। লিঙ্গবৈচিত্র্যের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের মনোভাব পরিবর্তন না হলে তাঁরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সুচিত্রা সরকার
অধিকারকর্মী

আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বলি, হিন্দু মেয়েদের পারিবারিক সম্পত্তিতে প্রাপ্ত অধিকার কার্যত শূন্য। সম্পত্তির ক্ষেত্রে আইন ও সামাজিক কনসেপ্ট মেয়েদের জন্য প্রায়ই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিবাহিত নারীরা নিজের পরিবারের সম্পত্তিতে কোনো দাবি রাখতে পারেন না। পারিবারিক প্রথা ও স্থানীয় হিন্দু নেতাদের চাপের কারণে মেয়েরা মূলত বঞ্চিত থাকেন।

প্রত্যেক হিন্দু মেয়ের জন্য কাঠামোগতভাবে প্রয়োজন আইন অনুযায়ী সম্পত্তিতে সমান অধিকার নিশ্চিত করা। বর্তমানে ১৯৩৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ওপর নির্ভর করা হয়, যেখানে উইল না থাকলে বিধবা, সন্তান ও মেয়েরা সম্পত্তি ভোগ করতে পারেন, কিন্তু বিক্রি বা সম্পূর্ণ স্বত্ব গ্রহণে সীমাবদ্ধ। ভারতে ১৯৫৬ সালের আইন অনুযায়ী সব উত্তরাধিকারী সমানভাবে অধিকার পায়, যা আমাদের দেশে এখনো নেই। ১৯২৮ সালের অক্ষমতা অপসারণ আইনও বাস্তবায়িত হয়নি, ফলে প্রতিবন্ধী বা অসুস্থ নারীরা বঞ্চিত থাকেন।

এই কাঠামোগত বৈষম্য দূর করতে সরকারের ও আইনসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে মেয়েদের পারিবারিক সম্পত্তিতে স্বীকৃতি দিতে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আইনি সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রান্তিক নারীরা নিজেদের অধিকার জানতে ও প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। এ ছাড়া দলিত ও প্রান্তিক নারীদের জন্য সংরক্ষিত সুযোগ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি। প্রতিটি স্তরে, বিশেষ করে ইউনিয়ন ও সিটি করপোরেশনে কোটাব্যবস্থা থাকা উচিত। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ঋণের সুযোগ তাঁদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করবে। গণমাধ্যমে তাঁদের যোগ্যতা ও সামাজিক ভূমিকা ইতিবাচকভাবে তুলে ধরলে হীনম্মন্যতা কমবে এবং কাঠামোগত পরিবর্তন সম্ভব হবে।

সাইমী ওয়াদুদ
শিক্ষক, আইন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নারী পরিচিতি নিজেই একটি প্রান্তিক পরিচিতি, তবে সব নারীর প্রান্তিকতা সমান নয়। লিঙ্গ, ধর্ম, গোষ্ঠী ও শারীরিক সুস্থতা বা প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতা মিলেই এক একটি ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিবিশেষের প্রান্তিকতার স্বরূপ নির্ধারিত হয়। সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে নারী-পুরুষ সমানাধিকারের নিশ্চয়তা থাকলেও বাস্তবে প্রান্তিক নারীরা শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মসংস্থান ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় বৈষম্যের শিকার হন। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারীর ক্ষেত্রে আইন বাস্তবায়নে ফাঁক দেখা যায়। যেমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-তে সব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমান অভিগম্যতার বিধান থাকলেও আদালতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যুক্তিসংগত ব্যাখ্যামূলক বা শ্রবণ সহায়তার কোনো প্রয়োগ দেখা যায় না। প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে বিচারিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজেই কাঠামোগতভাবেই প্রবেশগম্য নয়।

দলিত ও আদিবাসী নারীরা পারিবারিক ও ধর্মভিত্তিক আইনের প্রয়োগে আরও প্রান্তিক হয়ে পড়েন। যেমন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের বাধ্যতামূলক বিধান না থাকায় বৈবাহিক অধিকার প্রমাণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। সরকারি চাকরিতে নারী কোটার বিলুপ্তি ও সামাজিক সুরক্ষাসেবার বাস্তবায়নে প্রকৃত দাবিদার চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় প্রান্তিক নারী প্রান্তিকই থেকে যান বা প্রান্তিকতর হয়ে ওঠেন।

প্রান্তিক নারীদের কাঠামোগত অধিকার নিশ্চিত করতে আমাদের প্রথমে বৈষম্যবিরোধী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের আন্তসংযোগে সৃষ্ট বৈষম্য স্বীকার করা জরুরি। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে ইতিবাচক বৈষম্য ও কোটাপ্রথা সংস্কার করা প্রয়োজন, যাতে প্রান্তিক নারীরা প্রকৃত অর্থে উপকৃত হন। সামাজিক সুরক্ষাসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রান্তিকতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক। হিন্দু ও দলিত নারীদের অধিকার রক্ষায় আইন সংস্কার এবং বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা জরুরি। প্রতিবন্ধী নারীর ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত সহায়তা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে, যেন তাদের বিচার, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে প্রবেশে বাধা না আসে।

পূজা রানা দাস
দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, মিরনজিল্লা

প্রান্তিক নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের নৈতিক ও কাঠামোগত দায়িত্ব। ঢাকা শহরের মিরনজিল্লা কলোনিতে বহু প্রান্তিক নারী ঘরবিহীন ও অস্থির জীবন যাপন করছেন। উচ্ছেদ, সীমিত বাসস্থান ও অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন তাঁদের মৌলিক অধিকার ব্যাহত করছে। সরকারি সেবা যেমন ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি বা ঋণও তাঁরা প্রায়ই পান না; কারণ, স্থানীয় পঞ্চায়েত কমিটি পুরুষতান্ত্রিক নিয়ম অনুসরণ করে, যেখানে নারীদের ভোটাধিকার বা অংশগ্রহণ সীমিত।

মিনা রানী বিশ্বাস
গবেষক, রিব; দলিত নারী প্রতিনিধি, যশোর

সংবিধানের ২৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গভেদে বৈষম্য নিষিদ্ধ, তবু দলিত নারীরা সামাজিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যের শিকার। শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রভাব তাদের মৌলিক অধিকার ও যোগ্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে। সরকারি সেবা পেতে গেলে 'অনগ্রসর শ্রেণি' নামে উল্লেখ থাকলেও প্রকৃত দলিত নারীরা সঠিক সুবিধা পাচ্ছেন না; কারণ, তথ্য প্রদানের অনিয়ম, হেল্পডেস্কের অভাব এবং নোটিশ বোর্ড না থাকায় তাঁরা সুযোগ সম্পর্কে জানতেই পারছেন না।

প্রান্তিক নারীদের জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সমন্বয় সভা জরুরি, যাতে সেবা প্রাপ্তির অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। বয়স্ক ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রায়ই অসম্পূর্ণ বা অপ্রতুল। টেইলারিং, কম্পিউটার ও অন্য আঞ্চলিক প্রশিক্ষণগুলোতে প্রকৃত ভুক্তভোগী বাদ পড়ছেন। তাই গ্রামভিত্তিক কার্যক্রম, নিয়মিত মনিটরিং এবং বিকল্প আয়ের সুযোগ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

স্বাস্থ্য ও প্রজননসেবায় দলিত নারীরা সবচেয়ে পিছিয়ে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের অভাব তাঁদের অবস্থাকে আরও সংকীর্ণ করছে। আইনি সহায়তা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অনেকেই জানেন না বা সুবিধা নিতে পারছেন না। বিবাহ, বিচ্ছেদ ও সম্পত্তিতে অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারকে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ও প্রান্তিক নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত। ইউনিয়ন পরিষদ ও সিটি করপোরেশন স্তরে সংরক্ষিত আসন এবং নির্বাচনী ইশতেহারে কোটা নিশ্চিত করতে হবে। গণমাধ্যমে দলিত নারীদের সক্ষমতা ও সামাজিক ভূমিকা ইতিবাচকভাবে তুলে ধরা গেলে হীনম্মন্যতা কমে এবং কাঠামোগত পরিবর্তন সম্ভব।

শারমিন আক্তার
কর্মসূচি সহ-সমন্বয়কারী, ডব্লিউডিডিএফ

সমাজে প্রতিটি মানুষ সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রান্তিক নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সরকারি সেবা গ্রহণে নানা বাধার সম্মুখীন। এই বাধা শুধু শারীরিক নয়, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেও রয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হলো এই বাধাগুলো দূর করে তাঁদের অধিকার নিশ্চিত করা।

প্রবেশগম্যতা একটি মানবাধিকার। জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতির আলোকে প্রতিটি দেশ নিশ্চিত করবে যাতে প্রান্তিক নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সরকারি সেবা সমানভাবে পায়। এটি দেশের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের শর্তও। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি অফিস ও অনলাইন সেবা প্রায়শই প্রতিবন্ধী বান্ধব নয়। লিফট, র‍্যাম্প, হ্যান্ডরেল, এক্সেসেবল টয়লেট অনুপস্থিত, ব্রেইল বা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রেটার নেই, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো স্ক্রিন রিডার বান্ধব নয়।

সমাধানের জন্য করণীয় স্পষ্ট। সরকারি ভবনের নকশায় ইউনিভার্সাল ডিজাইন বাধ্যতামূলক করতে হবে। সেবা কেন্দ্রগুলোয় দৃশ্যমান ও স্পর্শনির্ভর নির্দেশনা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ক্যাপশন, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ সেবা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও সাপোর্ট ডেস্ক স্থাপন অপরিহার্য। জেলা ও উপজেলা কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা নিশ্চিত করা দরকার।

সরকারি প্রক্রিয়ায় প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রান্তিক নারীদের প্রবেশগম্যতা সীমিত। মাঠে কাজ করা নারীদের সেবা পৌঁছে দিতে গেলে কমিটি বা সামাজিক নেতারা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেন না। ঋণ ও উদ্যোক্তা সহায়তায় অপ্রতুল অর্থ এবং কঠোর কিস্তি শর্তও তাঁদের সক্ষমতা সীমিত করে।

কাঠামোগতভাবে সমস্যার সমাধান জরুরি। প্রান্তিক নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আসন বরাদ্দ, ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ, সরকারি ভবন ও সেবাকেন্দ্রে প্রবেশগম্যতা, যথাযথ ভাতা ও ঋণের ব্যবস্থা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ ন্যূনতম সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া এগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়েই প্রান্তিক নারীর ক্ষমতায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

WEDNESDAY DECEMBER 10, 2025
AGRAHAYAN 25, 1432 BS
The Daily Star

Don't allow abuse in agro-industries

Enforce labour law for women's safety and dignity

The findings presented at this year's Annual BIDS Conference on Development reveal a long-running but largely unaddressed problem in Bangladesh's agro-based industries: the routine mistreatment of women workers. The study—carried out in Mymensingh, Narayanganj, Gazipur, Dhaka, Cumilla and Chattogram districts, covering 510 female respondents—shows that 61.37 percent of them had faced verbal and emotional abuse, which is nearly three in five women. It also shows that one in nine reports sexual or physical harassment. In most cases, supervisors are responsible. The statistics point to a clear abuse of authority inside factories that rely heavily on women's labour, yet provide little protection or oversight. The findings also indicate an existing work culture where intimidation and coercion have been allowed to take root.

The study also lays out the difficult conditions under which women work. They spend an average of 51.6 hours a week on the job, and nine in 10 say overtime is compulsory. Despite this, only 6.3 percent receive the double overtime pay required by law. Facilities that should be standard remain rare, as just 21 percent of enterprises have childcare rooms, and only 31 percent grant fully paid maternity leave. When these work conditions are combined with limited say in household decisions, poor representation at work, and a lack of awareness of their rights, the picture becomes even dire. Women are operating in environments where neglect, overwork, and mistreatment blend into everyday life.

Other studies presented at the same session show how uneven the wider labour market is. Workers in major cities earn far more—2.6 times more on average—than those in rural areas. Rural wages have grown slowly over the past decade, leaving many outside metropolitan areas with few opportunities. For women in agro-industries, often located in smaller towns or peri-urban regions, this means their ability to leave abusive workplaces is even more limited. When job options are narrow and wages low, employers can get away with practices that would not stand in more regulated or better-paid sectors.

These findings clearly show that the problem is not a shortage of rules, but a failure to enforce them. Authorities must strengthen inspections, penalise enterprises that ignore labour law and standards. Also, the availability of basic, gender-responsive facilities must be ensured at every workplace. Reporting systems must be safe, simple and shield workers from retaliation, particularly when supervisors are the offenders. Protecting the women who keep the wheels of our economy running will not happen through small adjustments. It requires firm action, proper monitoring, and a commitment to ensuring that safety and dignity are not treated as optional extras in the workplace.

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫

অধিকাংশ শ্রমিকের দেশে স্বীকৃতি নেই

উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদক

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, বাংলাদেশের শ্রমবাজারে অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের সংখ্যা অত্যধিক হলেও তাদের অধিকাংশই কোনো স্বীকৃতি বা সুরক্ষার বাইরে রয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার তেজগাঁওয়ের আলোকি কনভেনশন সেন্টারে অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ নারী চা শ্রমিক জোট, গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম, নারী গৃহভিত্তিক তৈরি পোশাক শ্রমিক নেটওয়ার্ক ও নারী মৎস্য শ্রমিক নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'অনানুষ্ঠানিক প্রান্তিক আনুষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিক সম্মেলন ২০২৫' এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কর্মজীবী নারী সংগঠনের অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক সুনজিদা সুলতানা।

উপদেষ্টা বলেন, অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক সংখ্যা ৮৫ শতাংশ। ফলে অধিকাংশ শ্রমিক তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকেন। তিনি বলেন, চা শ্রমিক, মৎস্যজীবী বা গৃহশ্রমিকদের অবদান ছাড়া আজকের অর্থনীতি চলবে না। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা প্রায়শই শুধু আনুষ্ঠানিক খাত দেখেন, অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের অবদান বিবেচনা করেন না। এর ফলে অর্থনীতির অসাবধানতার কারণে অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের অবদান জানা হচ্ছে না এবং অবদান না জানার কারণে তাদের স্বীকৃতিও দেওয়া হচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের নিয়ে যখন আমরা কথা বলি, তখন বঞ্চনার কথাই সামনে আসে। বাস্তবে তাদের জন্য নেই কোনো স্বীকৃতি, নেই অধিকার। তারা যে পরিমাণ পরিশ্রম করেন, যে শোষণের শিকার হন– তার বিনিময়ে প্রাপ্যটুকুও পায় না।

উপদেষ্টা বলেন, নেতৃত্ব গঠন একটি একক প্রক্রিয়া নয়, এটি সবার সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। তিনি বলেন, যদিও প্রতিটি শ্রমিকের সমস্যা আলাদা, তবুও নারীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে শোষণের শিকার। নারী শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা শুধু তাদের স্বার্থে নয়, বরং জাতীয় উন্নয়নের জন্যও অত্যন্ত জরুরি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য শ্রম সংস্কার কমিশনের সাবেক প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, চা বাগান থেকে মৎস্য খাত– আমাদের সম্মিলিত শক্তিই আমাদের স্বীকৃতি ও ন্যায়ের পথ খুলে দেয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নারী শ্রমিকদের উপস্থিতি জরুরি, কারণ দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ডই তারা।

অক্সফাম ইন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আশীষ দামলে বলেন, নারীরা যখন সংগঠিত হয়, কথা বলে এবং নেতৃত্ব দেয়–তখন কী কী সম্ভব হয় তার শক্ত প্রমাণ এই কনভেনশন। উন্নয়নের পথচলায় অনানুষ্ঠানিক নারী শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও নেতৃত্ব নিশ্চিত করতেই হবে।

প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রাগ্রসর'র নির্বাহী পরিচালক ফওজিয়া খন্দকার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি তাসলিমা আখতার, গৃহকর্মী নেত্রী ফারহিন আখতার খুশি, শ্রম আদালত বার অ্যাসোসিয়েশন ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা মৌসুমি, অক্সফাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর শাহাজাদি বেগম, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ কে এম আশরাফ উদ্দিন।

বণিকবার্তা বুধবার, ডিসেম্বর ১০, ২০২৫

৩৪ হাজার কোটি টাকা ঋণ ঘাটতিতে চ্যালেঞ্জের মুখে সিএমএসএমই খাত

স্থবির কর্মসংস্থানে গতি ফেরাতে হলে সিএমএসএমই খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানোর বিকল্প নেই

বাংলাদেশের কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাত অর্থনীতির প্রাণশক্তি। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর উদ্যোক্তা উন্নয়ন, স্থানীয় শিল্পের বৈচিত্র্য ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক গতিশীলতায় এ খাতের অবদান অপরিসীম। স্বাধীনতার পর থেকেই এ খাত গ্রামীণ দরিদ্রতা হ্রাস ও কর্মসংস্থান তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অথচ বিগত সময়ে এ খাতের যথাযথ বিকাশ ও সক্ষমতা তৈরির জন্য নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ছিল অত্যন্ত সীমিত। দেশে যেখানে এ খাত কর্মসংস্থানের একটি বড় উৎস হতে পারত, সেখানে দীর্ঘদিন ধরে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীই ব্যাংকিং সুবিধা ও সরকারি প্রণোদনার মুখ্য সুবিধাভোগী ছিল। ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় ঋণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা ও বাজার সংযুক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এ বৈষম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো শুধু সিএমএসএমই খাতের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেনি, বরং জাতীয় অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকেও শ্লথ করেছে।

প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক তরুণ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও তাদের জন্য পর্যাপ্ত ও শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়নি। সিএমএসএমই খাত যদি পরিকল্পিতভাবে শক্তিশালী করা যেত, তবে দেশের বেকারত্ব পরিস্থিতি অনেকটাই প্রশমিত হতো। অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণ ও কর্মসংস্থানের একটি ভালো উৎস হতে পারে এ খাত। সেজন্য প্রয়োজন সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নীতিগত সহযোগিতা এবং ব্যাংক ও আর্থিক খাত থেকে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুবিধা।

১২তম জাতীয় এসএমই পণ্যমেলার দ্বিতীয় দিনে 'স্বয়ংক্রিয় উদ্ভাবনের মাধ্যমে সিএমএসএমইর অগ্রযাত্রাকে রূপদান' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা যেসব কথা বলেছেন, তা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা খাতের বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। বক্তারা যথার্থই বলেছেন, সিএমএসএমই খাতকে টেকসইভাবে এগিয়ে নিতে হলে অটোমেশন, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও আনুষ্ঠানিক অর্থায়নে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা জরুরি। দেশের সিএমএসএমই খাতে ঋণ ঘাটতির পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ২৮০ কোটি ডলার বা ৩৪ হাজার কোটি টাকা। এ ঘাটতি উদ্যোক্তাদের উৎপাদন বাড়ানো, বাজার সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তি গ্রহণের সক্ষমতাকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, নারী মালিকানাধীন ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগের ৬৫ শতাংশ এখনো অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ওপর নির্ভর করে। আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে থাকার এ প্রবণতা শুধু আর্থিক ঝুঁকি বাড়ায় না, উদ্যোক্তাদের ব্যবসা বিকাশ ও সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করছে।

অটোমেশন ও প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে সিএমএসএমই উদ্যোক্তারা কম খরচে বেশি উৎপাদন করতে পারবেন, বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়বে ও আনুষ্ঠানিক খাত বা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার বাড়বে। এতে শুধু উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন নয়, জাতীয় অর্থনীতিতেও বহুমাত্রিক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সিএমএসএমই খাতকে শক্তিশালী করতে হলে অটোমেশনভিত্তিক রূপান্তরে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সহজ প্রবেশাধিকার, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের দিকে গুরুত্ব না দিলে এ খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো কঠিন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাঠামোকে শক্তিশালী করতে হলে সিএমএসএমই খাতকে যুগোপযোগী প্রযুক্তি ও আর্থিক সুবিধার মাধ্যমে সক্ষম করে তোলা উচিত।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগের অভাব ও খেলাপি ঋণের উল্লম্ফনে দেশের অর্থনীতি স্থবির হয়ে আছে। অর্থনৈতিক মন্দার সাম্প্রতিক এ সময়ে বাংলাদেশের আর্থিক খাতে বড় আকারের ঋণ বিতরণ খুব একটা দেখা যায়নি। তবে এ ভাটার সময় যেখানে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, সেখানে ঋণ বিতরণ আরো কমেছে। ব্যাংকার, ব্যবসায়ী ও নীতিনির্ধারকরা দেশের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে এ খাতকে বাঁচানোর আহ্বান জানালেও বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প খাতে (সিএমএসএমই) ঋণ বিতরণ কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ।

দেশের শিল্প খাতে মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৮৫ শতাংশই সিএমএসএমই খাত থেকে আসে। অথচ দেশের অর্থনীতির প্রাণ খ্যাত সিএমএসএমই খাতে চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকের ঋণ বিতরণের তথ্যে ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ প্রান্তিকে এ খাতে ৩ লাখ ২ হাজার ১৭৫ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ হয়েছে। গত বছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ৩ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা। এক বছরের ব্যবধানে সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ কমেছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ। সার্বিকভাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জুলাই-মার্চ) সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ কমেছে ৯ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

ব্যবসা সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সব খাতের তুলনায় সিএমএসএমই-ই সবচেয়ে বেশি শ্রমঘন, অথচ এ খাতে ঋণপ্রবাহ কমার অর্থ হচ্ছে কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়া। ঋণপ্রবাহ সংকোচনের ফলে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ছে। এ বাস্তবতায় নতুন উদ্যোক্তা তৈরির পথ আরো সংকুচিত হচ্ছে, যা তরুণদের কর্মসংস্থান বাজারকে আরো চাপে ফেলবে।

সিএমএসএমই খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধির জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বারবারই জোর দেয়া হচ্ছে। এ-সংক্রান্ত নীতিমালা করে দেয়া হলেও উদ্যোক্তারা ঋণ পেতে নানা ধরনের বাধার মুখোমুখি হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জিডিপিতে এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেসব দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। লাইট ক্যাসেল পার্টনার্সের এক প্রতিবেদনে সেটি উঠে আসে। সেই প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে, ইন্দোনেশিয়ার জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান ৫৯ শতাংশ। একইভাবে কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে ৫৮ শতাংশ, শ্রীলংকায় ৫২, ভিয়েতনামে ৪০ এবং ভারতের জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান ২৯ শতাংশ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ২৫-২৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রয়াস চালাচ্ছে। উন্নয়নশীল ও মধ্যম আয়ের দেশগুলো বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি সিএমএসএমই খাতের ওপর জোর দিয়ে এগিয়েছে। তাছাড়া এসএমই খাত বৃহৎ ও ভারী শিল্পের সহযোগী খাত হিসেবেও ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশে বিনিয়োগ স্থবির হওয়ায় কর্মসংস্থানে গতিশীলতা নেই। নতুন শিল্প গড়ে না ওঠায় বেকারত্ব ক্রমেই বাড়ছে। স্থবির কর্মসংস্থানে গতি ফেরাতে হলে সিএমএসএমই খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও বিনিয়োগের বিকল্প নেই। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হতে পারে সিএমএসএমই খাতের বিকাশ। সিএমএসএমই খাতের বিকাশে ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন সঠিক বিনিয়োগ, সহযোগিতা ও নীতি সহায়তা।

কোভিড কাজ

কালের কণ্ঠ

১০ ডিসেম্বর ২০২৫।

অভ্যুত্থানের পর ৬ সাংবাদিক নিহত, ক্ষতিগ্রস্ত আরো ১০৭৩

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে দেশের গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলা, মামলা, হুমকি, হয়রানি থেকে শুরু করে হত্যা ও চাকরিচ্যুতির মতো নানামুখী দমন-পীড়নের ঘটনায় ছয়জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া অন্তত এক হাজার ৭৩ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এ তথ্য জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর বিশ্লেষণ করে সংস্থাটি এসব তথ্য তুলে ধরেছে এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতে ১২ দফা সুপারিশ করেছে। গতকাল মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে রাজধানীর মাইডাস সেন্টারে 'কর্তৃত্ববাদ পতন-, পরবর্তী বাংলাদেশের গণমাধ্যম পরিস্থিতি' শীর্ষক আলোচনা এবং 'দুর্নীতিবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার-২০২৫' প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে দুর্নীতিবিরোধী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ওপর চারটি ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের অর্থ ও ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। এবার বর্ষসেরা অনুসন্ধানী

টিআইবির প্রতিবেদন

- গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতে ১২ দফা সুপারিশ
- অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পুরস্কার পেল চার সাংবাদিক ও এক প্রতিষ্ঠান

ডকুমেন্টারি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছে চ্যানেল টোয়েন্টিফোর সার্চলাইট টিম। এ ছাড়া পুরস্কার পেয়েছেন আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগে যশোরের দৈনিক গ্রামের কাগজের আশিকুর রহমান ও ফয়সাল ইসলাম, জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে ডেইলি সান পত্রিকার রাশেদুল হাসান এবং টেলিভিশন বিভাগে একাত্তর টিভির মুফতি পারভেজ নাদির রেজা।

অনুষ্ঠানে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিটি আইন করার ক্ষেত্রে গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়েছে। এ সরকারের সময় পাস হওয়া বেশ কয়েকটি অধ্যাদেশের সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত হতে পেরেছিলাম। আমাকে সম্পৃক্ত হতে দেওয়া হয়েছে। আমি সেটা বলছি না আমি পেরেছি। কারণ দুদক সংস্কার কমিশন যে আশু বাস্তবায়ন প্রস্তাবগুলো দিয়েছিল, অধ্যাদেশ করার সময় তার শতভাগই বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।'

দেশে সংস্কারের পথে আমলাতন্ত্র বড় অন্তরায় বলে মন্তব্য করেন ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনায় দুদকের জন্য একটি 'বাছাই' ও 'পর্যালোচনা' কমিটির কথা বলা ছিল। অধ্যাদেশ করার সময় 'বাছাই' শব্দটি রেখে 'পর্যালোচনা' শব্দটি ফেলে দেওয়া হয়েছে। এটা জানার পর শীর্ষ পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়। বৈঠকে তাঁরা 'পর্যালোচনা' রাখতে রাজি হন। এরপর জানতে পারি সেটা বাতিল করা হয়েছে। এর পেছনে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে রাজনীতিবিদদের 'আওয়ার টাইম' সংস্কৃতি। 'দীর্ঘ ১৫ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিলাম, এবার আমাদের পালা।' রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্রের এমন মানসিকতার কারণে সংস্কারের সম্ভাবনা ঝুঁকিতে

অভ্যুত্থানের পর ৬ সাংবাদিক নিহত, ক্ষতিগ্রস্ত

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

পড়েছে। সংস্কার কমিশনের প্রধান হওয়ার পরও তাঁকে অন্য মাধ্যম থেকে অধ্যাদেশের খসড়া পেয়ে মতামত দিতে হয়েছে বলেও জানান তিনি।

অনুষ্ঠনে 'কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী বাংলাদেশের গণমাধ্যমের পরিস্থিতি' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর জাফর সাদিক। তিনি জানান, চব্বিশের ৫ আগস্টের পর থেকে গত ১ নভেম্বর পর্যন্ত ৪৭৬টি ঘটনায় এক হাজার ৭৩ জন গণমাধ্যমকর্মী বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ২৫৯টি ঘটনায় ৪৫৯ জন হামলার শিকার হন। ৮৯টি ঘটনায় ৯৯ জনকে হুমকি, ৩০টি ঘটনায় ৭০ জনকে হয়রানি এবং ১৯টি ঘটনায় ২৭ জনকে আটক করা হয়। এ ছাড়া ৯টি ঘটনায় সাংবাদিক পরিবারের অন্তত ১৭ সদস্য হামলা বা ভাঙচুরের শিকার হয়েছেন। এই সময়ে ছয়জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া চাকরিচ্যুতি, অব্যাহতি বা বরখাস্তের ঘটনায় অন্তত ১৮৯ জন সংবাদকর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

কর্তৃত্ববাদ পতনের পর গণমাধ্যমে বহুল প্রতীক্ষিত স্বচ্ছতা, স্বাধীনতা ও সংস্কারের যে প্রত্যাশা ছিল বাস্তবের চিত্র তেমন আশাব্যঞ্জক নয় বলেও উল্লেখ করেন জাফর সাদিক। তাঁর মতে, ইতিবাচক পরিবর্তনের কিছু ইঙ্গিত দেখা গেলেও গত ১৬ মাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশ ১৬ ধাপ এগোলেও ১৪৯তম অবস্থান আশাবাদের জায়গা দেয় না। তিনি জানান, গণ-অভ্যুত্থানের পর গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের অদলবদল ঘটে। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রভাবের প্রশ্নও উঠেছে। কমপক্ষে আটটি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং ১১টি টেলিভিশন চ্যানেলের বার্তা প্রধানকে সরিয়ে দেওয়া বা 'পদত্যাগে বাধ্য' করা হয়। অনেকে আবার স্বেচ্ছায় দায়িত্ব ছাড়েন। নির্বাহী সম্পাদক, প্রধান বার্তা সম্পাদক, বার্তা সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ পদেও বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়। এ সময়ে অন্তত ২৯টি গণমাধ্যমে শীর্ষ পদে রদবদল হয়েছে এবং একটি অনলাইন পোর্টালের মালিকানা পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনে স্বচ্ছতার ঘাটতি ছিল। এমনকি সাংবাদিকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর উদাহরণও পাওয়া গেছে।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে জাফর সাদিক বলেন, আগের সরকারের সময় রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠদের হাতে গণমাধ্যমের নিবন্ধন দেওয়া হলেও পরিবর্তনের পরও পুরনো ধারা পুরোপুরি থামেনি। এ বছর দুটি নতুন চ্যানেলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যার মালিক গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকা একাংশের নেতা। পাশাপাশি বন্ধ থাকা চ্যানেল ওয়ান পুনরায় চালু হয়েছে। দিগন্ত টিভি সম্প্রচারের পথে। 'আমার দেশ' পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। আরো একটি নতুন চ্যানেল স্টার টিভি প্রচার শুরু করার অপেক্ষায়। গ্রিন টেলিভিশনও অক্টোবর থেকে আবার সম্প্রচারে ফিরেছে।

টিআইবির ১২ দফা সুপারিশ : গণমাধ্যমের পরিস্থিতি উন্নয়ন ও স্বাধীনতা নিশ্চিতে ১২ দফা সুপারিশ পেশ করেছে টিআইবি। সুপারিশে বলা হয়েছে, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সব সুপারিশ অনতিবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশ করতে হবে। প্রেস কাউন্সিল বিলুপ্ত করে স্বাধীন জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন গঠন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সব গণমাধ্যমকে জাতীয় বা বাংলাদেশ সম্প্রচার সংস্থা গঠন করে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তা ও শ্রম আইন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী করতে হবে। নিয়মিত বেতন-ভাতা দেওয়ার পাশাপাশি চাকরির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিতে হবে। মাঝারি ও বৃহৎ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করে সবার জন্য শেয়ার ওপেন করে দিতে হবে। ছোট আকারের প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের শেয়ার প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

আরো বলা হয়েছে, ভুয়া ও অপতথ্য মোকাবেলায় প্রতিটি গণমাধ্যমের নিউজ রুমে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। প্রয়োজনে ফ্যাক্ট চেকার পদে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিতে হবে। প্রতিনিয়ত ভুয়া ও অপতথ্য, গুজব ও মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারী সব গণমাধ্যমকে প্রাথমিকভাবে সতর্কতা ও জরিমানাসহ লঘু দণ্ডের পরও অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে সেগুলো বন্ধ করে দিয়ে মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সবার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ফটোকার্ড তৈরি ও প্রচারের নির্দিষ্ট মানদণ্ড তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সংবাদসংবলিত ফটোকার্ডগুলোতে কিউআর কোড সিস্টেম বা যেকোনো পরিচয়সূচক চিহ্ন রাখতে হবে। গণমাধ্যমকে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ বন্ধ এবং নারী, আদিবাসী, সংখ্যালঘু বিষয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। সব ধরনের ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক উসকানি এবং যেকোনো সন্ত্রাসী হামলা-আঘাত থেকে গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সুরক্ষা দিতে হবে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করে স্বাধীন সাংবাদিকতার পথ সুগম করতে হবে।

কোভিড কাজ

সমকাল বুধবার। ১০ ডিসেম্বর ২০২৫

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এক বছর ধরে অকার্যকর

■ সমকাল প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস

- হাজারো অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায়
- সংশোধিত গেজেটে প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিভাগ যুক্ত

এক বছরের বেশি সময় পার হলেও পুনর্গঠন করা হয়নি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ফলে পরিচালনা কমিটি ছাড়াই চলছে সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটি। গত বছর ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর কমিশনের চেয়ারম্যানসহ সদস্যরা গত ৭ নভেম্বর পদত্যাগ করেন। এরপর দীর্ঘ সময় আর এই পদগুলো পূরণ করা হয়নি। ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি এখন অকার্যকর রয়েছে।

গতকাল আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ থেকে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর সংশোধিত গেজেট জারি করা হয়েছে। এতে নতুনভাবে 'জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিভাগ' গঠন, স্বাধীন বাজেট, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং স্বাধীনতা বঞ্চিত ব্যক্তিদের সুরক্ষায় বিস্তৃত ক্ষমতা যুক্ত করা হয়েছে।

কমিশনকে সক্রিয় করতে আইন সংশোধনের জন্য গত ১০ নভেম্বর জারি করা হয় অধ্যাদেশটি। কিন্তু এখনও কমিশন পুনর্গঠন হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে আজ ১০ ডিসেম্বর পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। বাংলাদেশেও দিবসটি পালনে কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। 'মানবাধিকার আমাদের প্রতিদিনের অপরিহার্য বিষয়'– এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে সারাদেশে উদযাপিত হবে দিবসটি। দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আলোচনা সভা, মানববন্ধন ও র‍্যালি।

কমিশন সূত্রে জানা গেছে, কমিশনে সব মিলিয়ে এক হাজারের বেশি অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। এর মধ্যে রয়েছে হত্যা, ধর্ষণ, পারিবারিক ও নারীর প্রতি সহিংসতা, নিখোঁজ, গুম, হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু, বিচারবহির্ভূত হত্যা, পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সংখ্যালঘু নির্যাতন ও বিনা বিচারে আটকের অভিযোগ।

কমিশন কর্মকর্তারা জানান, বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য রাজধানীর কারওয়ান বাজার কমিশন কার্যালয়ে রয়েছে পৃথক দুটি বেঞ্চ। চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি ফুল বেঞ্চ বর্তমানে কার্যকর না থাকায় কমিশনে কোনো সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও দীর্ঘদিন কমিশন কোনো সিদ্ধান্ত বা বিবৃতি দিতে পারছে না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কমিশনের সচিব সেবাস্টিন রেমা সমকালকে বলেন, 'কমিশনের মূল কাজ করার এখতিয়ার আমাদের নেই। চেয়ারম্যান ও সদস্য থাকলে কমিশনের সব কাজই সহজ হতো। তারা না থাকায় কাজে ব্যাঘাত ঘটছে।'

কমিশনের পরিচালক কাজী আরফান আশিক বলেন, 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অধ্যাদেশ জারি করা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের যুগান্তকারী কাজ। এর ফলে কমিশন আরও শক্তিশালী হবে এবং স্বাধীনভাবে জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।'

অপরাধের দায়মুক্তি পাবেন না বাহিনীর সদস্যও

কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই এখন থেকে গোপন আয়নাঘর বা যে কোনো আটক কেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারবেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। এসব বিধান রেখে গতকাল অধ্যাদেশের চূড়ান্ত গেজেট জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। দেশের কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা বা যে কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সন্দেহভাজন হিসেবে জড়িত থাকলেও তা তদন্ত করতে পারবে কমিশন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় 'ওপরের নির্দেশ' বলে অপরাধের দায়মুক্তি পাবেন না সরকারি কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট কোনো সদস্য।

অধ্যাদেশে নতুন খসড়া অধ্যাদেশটি বিদ্যমান ২০০৯ সালের আইন প্রতিস্থাপন করবে। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হবে। তা সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীন হবে না।

জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিভাগ গঠন

অধ্যাদেশের সংশোধিত গেজেটে নতুনভাবে 'জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিভাগ' গঠন, স্বাধীন বাজেট, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং স্বাধীনতাবঞ্চিত ব্যক্তিদের সুরক্ষায় বিস্তৃত ক্ষমতা যুক্ত করা হয়েছে।

নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর আচরণ ও দণ্ডবিরোধী সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে 'জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিভাগ' নামের একটি পৃথক ইউনিট গঠনের বিধান সংযোজন করা হয়েছে সংশোধিত অধ্যাদেশে।

অধ্যাদেশের নতুন ৩০(ক) ধারা অনুযায়ী, এই বিভাগের প্রধান হবেন কমিশনের চেয়ারপারসন। তার সঙ্গে থাকবেন কমিশন মনোনীত একজন কমিশনার এবং কারাবন্দি বা স্বাধীনতাবঞ্চিতদের অধিকার ও কল্যাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন মানবাধিকারকর্মী।

যৌনকর্মীদের মানবাধিকার নিশ্চিতের দাবি সংহতির

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে যৌনকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে যৌনকর্মীদের অধিকার রক্ষায় গঠিত মোর্চা 'সংহতি'। সংগঠনটি জানিয়েছে, যৌনকর্মীরা এই দেশের নাগরিক হয়েও মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা পান না এবং নিয়মিত বৈষম্য, উচ্ছেদ ও সহিংসতার মুখে পড়েন। গতকাল গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান সংহতির সভাপ্রধান ও নারীপক্ষ সদস্য মাহবুবা মাহমুদ লীনা।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

নারী শ্রমিক সম্মেলন

অনানুষ্ঠানিক খাতে নারীর শ্রমের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত হয়নি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের অর্থনীতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রযাত্রার পেছনে বড় ভূমিকা রাখছেন নারী শ্রমিকরা। দীর্ঘদিন ধরে অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করলেও তাদের শ্রমের যথাযথ স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত হয়নি। এই বৈষম্য দূর করতে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া জরুরি বলে মন্তব্য করেন আনুষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিক সম্মেলনে বক্তারা। গতকাল তেজগাঁওয়ের আলোকি কনভেনশন সেন্টারে নারী চা-শ্রমিক জোট, গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম, নারী গৃহভিত্তিক তৈরি পোশাকশ্রমিক নেটওয়ার্ক ও নারী মৎস্য শ্রমিক নেটওয়ার্ক নিয়ে সম্মেলন আয়োজন করে অক্সফাম।

অনুষ্ঠানে অক্সফাম ৩৩টি নাগরিক সমাজ সংস্থার অংশীদারত্বে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ইভাব্লিউসিএসএ প্রকল্পের অধীনে জরিপের প্রাথমিক ফল তুলে ধরে। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কর্মজীবী নারী সংগঠনের অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক সানজিদা সুলতানা। তিনি বলেন, 'নারী শ্রমিকরা অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলেও তাদের অধিকারের স্বীকৃতি এখনো সীমিত।'

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ভিডিও বার্তায় বলেন, 'দেশের শ্রমবাজারে অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের সংখ্যা অত্যধিক হলেও তাদের অধিকাংশই কোনো স্বীকৃতি বা সুরক্ষার বাইরে রয়েছেন।' ভিডিও বার্তায় শ্রম সংস্কার কমিশনের সাবেক প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'চারটি খাতে নারী শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা খুবই কম। এ জন্য আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।' ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের নির্বাহী পরিচালক রোকসানা সুলতানা বলেন, 'নারীশক্তি বাড়লে কর্মক্ষেত্রে শোষণ কমবে।' তিনি শিক্ষা, সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী শ্রম অধিকারের সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করার তাগিদ দেন।

চা-শ্রমিক শীলা কুর্মি অভিযোগ করেন, অসুস্থ হলে চিকিৎসাসেবা পাওয়া কঠিন, সন্তানদের শিক্ষার সুযোগও সীমিত। তিনি মজুরি বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ আবাসন ও শিক্ষাসুবিধা নিশ্চিতের দাবি জানান। অক্সফামের বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আশীষ দামলে বলেন, নারীরা যখন সংগঠিত হন, কথা বলেন এবং নেতৃত্ব দেন তখন কী কী সম্ভব হয়, তার শক্ত প্রমাণ এই কনভেনশন।' সারা দিনের আলোচনায় বক্তারা বলেন, আইনি সংস্কার ছাড়া কাঠামোগত পরিবর্তন সম্ভব নয়।'

TUESDAY DECEMBER 9, 2025
AGRAHAYAN 24, 1432 BS
The Daily Star

61% women in agro-industries face abuse

BIDS study finds supervisors behind majority of the cases

STAR BUSINESS REPORT

Nearly three in five women working in factories that make food and non-food items from farm, fisheries and forestry products face verbal or emotional abuse, according to a new study.

Besides, one in nine reported physical or sexual harassment, according to the study by the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

The survey covered 510 women in Mymensingh, Narayanganj, Gazipur, Dhaka, Cumilla and Chattogram districts.

Most respondents said their supervisors were responsible for the abuse, pointing to a serious misuse of authority at work.

The study was unveiled yesterday at a session titled "Labour Market, Agriculture and Energy" in Dhaka on the second day of the BIDS Conference on Development 2025.

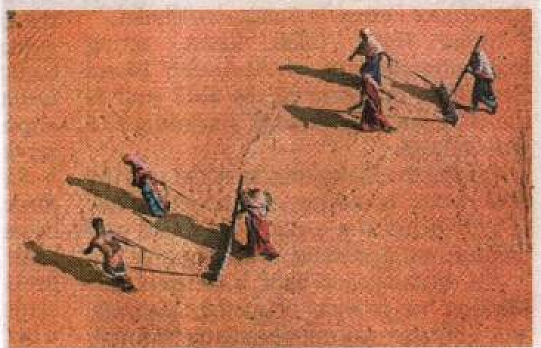

PHOTO: HABIBUR RAHMAN

It found that 61.37 percent of women employed in agro-based enterprises had faced verbal and emotional abuse. Of this group, 10.98 percent reported sexual or physical harassment, and 2.55 percent mentioned cyber harassment. Supervisors accounted for 64.4 percent of all reported incidents.

Researchers also highlighted punishing work hours with little reward. Women work an average of 51.6 hours a week. Nine in ten said overtime is compulsory, yet only 6.3 percent receive the legally required double overtime pay.

The session featured four studies that highlighted systemic inequalities across cities, farms, factories and households. The study on the working conditions and economic empowerment of women in agro-based industries was presented by Kashfi Rayan, research associate at BIDS.

61% of women

FROM PAGE B1

It also found that essential facilities remain rare. Only 21 percent of enterprises provide childcare rooms, and just 31 percent offer full paid maternity leave.

Despite the rising participation of women in agro-industries, the study said empowerment remains limited due to restrictive household decision-making, weak representation at work and low awareness of labour rights.

Rayan called for tighter enforcement of labour laws, gender-responsive facilities and stronger grievance and reporting systems to ensure safety and dignity at work.

In the same session, Badrun Nessa Ahmed, senior research fellow at BIDS, presented findings on wage disparities between cities and rural areas in her paper titled "One size does not fit all: urban heterogeneity and labour market inequalities in Bangladesh".

Drawing on Labour Force Survey data, she said workers in metropolitan areas earn 2.6 times more than those in rural areas. Between 2013 and 2022, rural wages grew by only 4.2 percent, compared with 10.7 percent in big cities.

An instrumental variable analysis showed a 21.6 percent wage premium in metropolitan areas, while smaller towns offered only 5.2 percent.

"Urban Bangladesh is not homogeneous. The advantages are heavily concentrated in big cities," Ahmed said, pointing to factors such as agglomeration, productivity clustering and better job matching.

She recommended strengthening secondary cities, improving urban services and formalising labour markets to reduce widening spatial inequality.

Another study, presented by senior research fellow Mohammad Golam Nabi Mozumder, warned of ecological pressures linked to rapid mechanisation in agriculture.

Titled "The irresistible shift from agriculture to agri-venture: technology, habitus, and the looming threat of ecocide", the study examined how rising wages and persistent labour shortages are turning farming from a livelihood into a profit-driven agri-venture that risks upsetting ecological balance.

Based on interviews in 14 districts, the study recorded heavy use of hybrid seeds, synthetic fertilisers and pesticides, along with inefficiencies when machines are used on small, fragmented plots.

It also found irregularities in the subsidised machinery market, ranging from counterfeit equipment to dual-branded machines and contract terms that vary widely.

Mozumder warned of a "pesticide treadmill" that is degrading soil and threatening aquatic life, calling it a looming "spectre of ecocide". He urged policymakers to regulate machinery distribution, set quality standards and promote agro-ecological models to protect the environment.

SM Zulfiqer Ali, research director at BIDS, moderated the session.

কোভিড-কাজ

FRIDAY DECEMBER 5, 2025
AGRAHAYAN 20, 1432 BS
The Daily Star

ILO ratifications pave way for GSP+, FTA talks: EU ambassador

Workers stitch and assemble clothing at a garment factory in Bangladesh. PHOTO: STAR/FILE

STAR BUSINESS REPORT

Ratifying key International Labour Organization (ILO) conventions will help Bangladesh better negotiate the GSP+ scheme and a potential Free Trade Agreement (FTA) with the European Union (EU), as it demonstrates progress in human rights and good governance, said EU Ambassador to Bangladesh Michael Miller yesterday.

He made the statement at a celebration of Bangladesh's ratification of ILO Conventions 155, 187, and 190, held at the Foreign Service Academy in Dhaka.

ILO Convention 155 addresses labour rights in refusing hazardous work, Convention 187 establishes a promotional framework for occupational safety and health, and Convention 190 aims to prevent violence and harassment.

The event was jointly organised by the Ministry of Labour and Employment and the ILO, and attended by interim government advisers, senior officials, diplomats, labour leaders, and ILO representatives.

"As Bangladesh prepares to graduate from LDC [least developed country] status, it can benefit from the EU's GSP+ scheme. This scheme provides continued preferential market access, but links trade benefits to the implementation of international standards on labour rights, environmental protection, human rights, and good governance," Miller said.

He added, "Our future partnership will remain rooted in mutual respect for fundamental rights and shared prosperity. Should Bangladesh one day formally request FTA negotiations, I assure you that the highest standards in rights protection and

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কোভিড কাণ্ড

ILO ratifications

FROM PAGE B1

governance will be central to any such arrangement."

The EU has long supported Bangladesh through initiatives such as "Everything but Arms", providing duty-free, quota-free access, European expertise, and development cooperation, which have driven significant economic and social progress and lifted millions out of poverty.

To qualify for the GSP+ scheme or negotiate an FTA with the EU, the world's largest trade bloc, Bangladesh must now improve labour rights, human rights, good governance, and environmental protection in production.

Progress under the interim government has helped maintain preferential access to the EU market, the largest destination for Bangladeshi exports.

"We warmly welcome the interim government's achievements and encourage continued progress on Bangladesh's National Action Plan on the labour sector. Key areas still needing attention include amending the Export Processing Zone (EPZ) Labour Act, eliminating child labour, and strengthening social dialogue," Miller said.

Syed Sultan Uddin Ahmmed, chairman of the Labour Reform Commission, said, "Occupational safety and health standards need to be implemented for all workers across sectors like construction, agriculture, and transport. Ratification alone is not enough; proper implementation is essential."

Bangladesh is the first country in Asia to ratify all 10 fundamental ILO conventions and the first in South Asia to ratify ILO Convention 190. To date, the country has ratified 36 ILO conventions aimed at protecting workers' rights.

"These achievements are the result of years of efforts by the government, working closely with social partners and other stakeholders," said Max Tuñón, ILO country director in Bangladesh.

He added, "Taken together, these ratifications send a strong signal to the world. They show Bangladesh's commitment to decent work and readiness for modern regulations, robust labour institutions, and productive workplaces where workers feel protected and respected."

M Sakhawat Hussain, adviser to the Ministry of Labour and Employment, said the ratifications are crucial as Bangladesh prepares to graduate from the least developed country club next year.

Lutfey Siddiqi, chief advisor's special envoy for international affairs, also spoke at the event.

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

পোশাকশ্রমিকদের বিরুদ্ধে ৪৭,৭২৮ মামলা প্রত্যাহার

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রায় ৪৮ হাজার শ্রমিক ও শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে করা ফৌজদারি মামলার প্রায় সব প্রত্যাহার হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, মোট ৪৭ হাজার ৭২৮ জনের (নামীয় ও বেনামি) বিরুদ্ধে চলমান মামলাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। বর্তমানে একটি মামলা চলমান। বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইন (সিসিসি) বাংলাদেশ কোয়ালিশন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনাকে 'বাংলাদেশের শ্রম আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গণ-মামলা প্রত্যাহার' এবং 'বৈধ শ্রমিক আন্দোলনকে অপরাধীকরণের দীর্ঘদিনের প্রথার সংশোধন' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন, বিপ্লবী গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি সালাউদ্দিন স্বপন, বিজিআইডব্লিউএফ সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার, একতা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কামরুল হাসান, সলিডারিটি সেন্টারের কান্ট্রি ডিরেক্টর এ কে এম নাসিম, বিসিডব্লিউএস নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তারসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতা। লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান সিসিসি বাংলাদেশ কোয়ালিশনের সমন্বয়কারী রাশেদুল আলম রাজু। তিনি বলেন, এ বিজয় কেবল শ্রমিকদের নয়, যারা কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের সবার। সম্মিলিত আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় চাপের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, প্রত্যাহার হওয়া মামলাগুলোর অধিকাংশই আশুলিয়া, গাজীপুর, কালিয়াকৈর ও কোনাবাড়ী শিল্পাঞ্চলের। মোট ৪৫টির মধ্যে ৪১টি ২০২৩ সালের ন্যূনতম মজুরি আন্দোলনের সময় দায়ের করা হয়েছিল। বাকিগুলো ২০১৬ ও ২০২১ সালের আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট। ১১টি মামলা পুলিশ নিজে থেকে করেছিল। বাকিগুলো কারখানা মালিক বা তাদের প্রতিনিধি এইচআর, নিরাপত্তা কর্মকর্তা, আইন উপদেষ্টা, এমনকি ড্রাইভাররাও বাদী হয়েছিলেন। ২০২৩ সালের নভেম্বরে সরকার মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা ঘোষণার পর দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের গুলিতে অন্তত ৩ শ্রমিক নিহত ও শতাধিক আহত হন। এরপরই হাজার হাজার শ্রমিককে বেনামি আসামি করে গণহারে মামলা করা হয়। সিসিসি তাদের বিশ্বের ২২০টির বেশি সদস্য সংগঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর ওপর ধারাবাহিক চাপ সৃষ্টি করে। মামলা দেওয়া কারখানার ক্রেতা ব্র্যান্ডদের সঙ্গে সংলাপের ফলে অনেক মালিক শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহারে রাজি হন। দেশের ভেতরে সলিডারিটি সেন্টার, বিসিডব্লিউএস, বিলস, ব্লাস্টসহ শ্রমিক ফেডারেশনগুলো গ্রেফতারদের জামিন, আইনি সহায়তা ও সরকারের সংলাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদ সম্মেলনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। সংগঠকরা বলেন, সরকারের দ্রুত ও মানবিক সিদ্ধান্ত হাজারো শ্রমিকের দীর্ঘমেয়াদি ভোগান্তি কমিয়েছে। তবে কিছু নতুন মামলা এখনও রয়েছে উল্লেখ করে তারা উদাহরণ দেন, গত ১৬ মার্চ ২০২৫ এজেআই গ্রুপের সিইও কর্তৃক কবির হোসেনের নামে করা মামলা।

কালের কণ্ঠ। সোমবার। ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫

এএফডব্লিউএর সংলাপে তথ্য

এক বছরে ২৫৮ কারখানা বন্ধ, কর্মহীন লক্ষাধিক শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

গত এক বছরে দেশে ২৫৮টি কারখানা বন্ধ হয়ে লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মহীন হয়েছেন। এতে শুধু শ্রমবাজার নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপরও বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে। প্রযুক্তিগত রূপান্তর, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এবং বিদ্যমান শ্রম পরিস্থিতির দুর্বলতা মিলিয়ে পোশাকশিল্প এখন এক জটিল সংকটের মুখে।

এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্সের (এএফডব্লিউএ) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'প্রযুক্তিগত রূপান্তর, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিদ্যমান শ্রম পরিস্থিতিতে করণীয়' শীর্ষক সংলাপে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের জেন্ডার অফিসার আমরিন হোসাইন এ্যানি। সংলাপে আলোচকরা পোশাক খাতের বিদ্যমান সংকট নিরসনে প্রযুক্তি, জলবায়ু ও শ্রম খাতের সমন্বিত একটি রোডম্যাপ প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব দেন।

টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে সংলাপে বক্তব্য দেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) যুগ্ম সমন্বয়ক আব্দুল কাদের হাওলাদার, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফৌজিয়া মোসলেম, এএফডব্লিউএর বাংলাদেশ প্রতিনিধি আরিফুর রহমান, গার্মেন্টস ও সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি ইদ্রিস আলী, সেফটি অ্যান্ড রাইটসের নির্বাহী পরিচালক সিকান্দার আলী মিনা, গার্মেন্টস লেবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শামীমা আক্তার, গ্রোইং টুগেদার ওপিসির এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান এম আনোয়ার এবং এএফডব্লিউএর বাংলাদেশ কমিটির সদস্যসচিব সুলতানা বেগম।

মূল প্রবন্ধে আমরিন হোসাইন এ্যানি বলেন, গার্মেন্টসশিল্পে সৃষ্ট মোট মুনাফা ও শ্রমিকদের প্রাপ্ত মজুরির মধ্যে স্পষ্ট বৈষম্য রয়েছে। বাংলাদেশে শ্রমিকদের মজুরি এখনো জীবনযাত্রা উপযোগী পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক এ খাতে কর্মরত, যাঁদের ৬০ শতাংশের বেশি নারী। নারী শ্রমিকদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় অর্জন হলেও নিরাপদ কর্মসংস্থান, জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাঁদের অংশগ্রহণ এখনো সীমিত। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ক্রেতাদের আস্থার সংকট, রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ঘাটতি এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা—সব মিলিয়ে শিল্পটি গভীর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

সংলাপে অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ বলেন, পোশাক খাতের অস্থিরতা কমাতে মানবিক জীবনযাপন উপযোগী জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা এবং তা কার্যকর করতে হবে। কোনো শ্রমিকের মজুরি যেন দারিদ্র্যসীমার নিচে না থাকে, তা নিশ্চিত করা জরুরি। তিনি সব খাতের শ্রমিকদের জন্য রেশন সুবিধা, প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান।

সভাপতির বক্তব্যে শ্রমিকনেতা আবুল হোসেন বলেন, গার্মেন্টস-শিল্পের বিদ্যমান সমস্যার সমাধানে মালিক, শ্রমিক ও সরকারসহ সব পক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমিয়ে কারখানায় সুষ্ঠু ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

Dhaka : Thursday 11 December 2025

সংবাদ

বেতাগী (বরগুনা) : ধান কাটছেন কৃষক —সংবাদ

বেতাগীতে শ্রমিক সংকটে দুশ্চিন্তায় কৃষকরা

প্রতিনিধি, বেতাগী (বরগুনা)

এবছরের মাঠ ভরা সোনালী ধান দেখে কৃষকের স্বপ্নে প্রাণ ভরে উঠে। সেই ধান ঘরে তোলা নিয়ে রঙিন স্বপ্নের জাল বোনে কৃষক।

এবছর বরগুনার বেতাগী উপজলোয় আমনের ফলন ভালো হয়েছে। কিন্তু প্রাপ্তি চাষিরা ন্যায্য মূল্য ও শ্রমিক সংকট নিয়ে কৃষক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, উপজেলায় এ বছর যাচ্ছেন। বরগুনার বেতাগীতে ১০ হাজার ৬৯২ হেক্টর জমিতে হাইব্রিড, উচ্চফলনশীল ও স্থানীয় জাতের আমন চাষ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকার কৃষকদের প্রধান ফসল আমন হওয়ায় বরগুনার ৫৫ ভাগ জমিতে বি-আর, ব্রি ও বিনা- এই তিন জাতের উফশী ধান আবাদ করা হয়েছে। বাকি ৪৫ ভাগ জমিতে আবাদ করা হয় স্থানীয় জাতের আমন। যথাসময় আমনের বীজ বপন ও পরিচর্যায় ভালো ফলনের সম্ভাবনায় কৃষক স্বপ্নে ভেসে ওঠে। এ অঞ্চলের কৃষকদের উচুঁ জমির আগাম জাতের আমন ধান ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে কাটা শুরু করে। উচুঁ জমির আগাম জাতের আমন ধান যখন শষ্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেছে, কিন্তু এলাকাভেদে এসব আমন ধান কাটা শুরু হবে আরো একসপ্তাহ পড়ে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, জাতভেদে আমন ধান গত একসপ্তাহ আগে থেকেই এই অঞ্চলের ধান কাটা শুরু হয়েছে। এই অঞ্চলের ইতোমধ্যে আমনের জাতভেদে উচুঁ জমির একতৃতীয়াংশ ধান কাটা শেষ হয়েছে। কিন্তু নিচু জমির ধান এখনো পাকেনি। কৃষকরা জানান, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মাঠের ধান ঘরে তুলতে না পারলে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিচু সমতল জমির ফলন ভালো হলেও কৃষক শ্রমিককে দিতে হচ্ছে দ্বিগুন টাকা। দ্বিগুন টাকায়ও মিলছে না শ্রমিক। ফলে যথাসময় অবশিষ্ট জমির ফসল ঘরে তোলা নিয়ে চিন্তিত রয়েছেন। পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ষাটোর্ধ কৃষক গোলাম হোসেন বলেন, আমার চাষযোগ্য ৪ বিঘা জমির ২ বিঘা জমিতে আগাম জাতের উচ্চ ফলনশীল আমন ধান হলে পড়ে বিনষ্ট হয়। বাকি ২ বিঘা জমির ধান ভালো হলেও দ্বিগুন টাকা দিয়েও ঠিক সময় শ্রমিক পাই না। ঠিক সময় ধান কাটা ও মাড়াই নিয়ে দু:শ্চিন্তায় রয়েছি।

বেতাগী পৌর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রুস্তম আলী মুদিমনোহরি ব্যবসায়ী। তিনি শ্রমিক দিয়ে ধান রোপন করলেও। শ্রমিকের অভাবে ধান কাটা ও মাড়াই নিয়ে চিন্তিত রয়েছেন। দোকান বন্ধ করে মাঠে নিজেই ধান কেটে একাই আঁটি বাঁধেন।

বিবিচিনি ইউনিয়নের পুটিয়াখালী গ্রামের সত্তোর্ধ কৃষক সুকুমার হাওলাদার বলেন, গত বছর ছয়-সাতজন শ্রমিক এক বিঘা ধান কাটা ও মাড়াইয়ের কাজ করে দিলে প্রায় আড়াই মণ ধান দিতে হতো। এবার শ্রমিকরা সাড়ে চার-পাঁচ মণ চাচ্ছেন। শ্রমিকরা ধান কাটা বাদ দিয়ে বেতাগী পৌর শহরে গিয়ে দিনমজুরের কাজ করছেন।

ধানের বদলে টাকা দিলে একজন শ্রমিককে এখন একবেলার জন্যই দিতে হচ্ছে ৮০০-৯০০ টাকা। দ্বিগুন টাকায়ও শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। শ্রমিক না পেয়ে বেতাগী সদর ইউনিয়নের বাসন্ডা গ্রামের এলাকার নিজের জমিতে একাই ধান কাটছিলেন কৃষক বাবুল বিশ্বাস। তিনি বলেন, কয়েক বছর ধরে তারা বেতাগী পৌরশহরে গিয়ে আসবাবপত্র তৈরির মিস্ত্রী হিসেবে কাজ করছেন। তার মতো এভাবে একই এলাকা থেকে কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত একাধিক শ্রমিক পৌর শহরের বিভিন্ন কাজ করার ফলে গ্রামে ধান কাটার শ্রমিক-সংকট দেখা দিচ্ছে।

কথা হলো বেতাগী পৌর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অটোরিকশাচালক রতন শীলের সাথে। তিনি বলেন, দুবছর আগেও কৃষি কাজ করতেন। শ্রমিকের বেতন ও উৎপাদন খরচ মিটাতে ব্যায় বেশি হওয়ায় কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমানে তিনি প্যের শহরে অটোরিকশা চালিয়ে পাঁচ সদস্যের পরিবারের ভরনপোষণ করছেন।

পৌর শহরের রিকশাচালক রাখাল চন্দ্র ঢালী ও বিমল পরামানিক বলেন, ধানকাটা মৌসুমে কাজ করলে কিছুদিন কাজ করা যায়। মৌসুম শেষে আবার রিকশা চালাতে হয়। তাছাড়া কৃষি কাজের শ্রমিক হিসেবে কাজ করলে যে টাকা আয় হয় তার চেয়ে পৌর শহরে রিকশা চালালে বেশি টাকা পাওয়া যায়।

কোটিপতি প্রতি

THE FINANCIAL EXPRESS December 9, 2025

Finding cure to jobless growth

Bangladesh needs to focus on how to add value to products and production processes using local technological advancements to compete in the global market

Bangladesh has entered a phase of development marked by jobless growth. Is it a short-term phenomenon that will somehow disappear or a systematic outcome of following the wrong development thesis? According to a recent report, while Bangladesh's productive sector experienced an impressive average annual growth rate of 10 per cent over the decade spanning 2013-2023, the manufacturing sector lost 1.4 million jobs during this period. Due to the adoption of increasingly advanced imported technologies, there has been a decrease in labour-based value-added production. For example, in contrast to the 220 workers needed to produce $1 million in exports in 2013, garment factories needed only 94 workers in 2024. Of course, it has increased labour productivity. But it has happened due to the import of technology. Hence, the benefit of productivity improvement migrated out of Bangladesh. More alarming is that this trend will continue, as technological advancements have been improving the quality and reducing the cost of whatever Bangladesh produces. Such a reality raises a vital question: has Bangladesh been following the wrong development thesis, and how can it exit from it?

There has been a call for striking a balance between growth and job creation. But if Bangladesh continues to follow incorrect economic theories, how can that balance be maintained? On the other hand, as media report indicates, some expert groups have been blaming government policies. Well, how does the government make policies, and who has been advising the government to take those policies? If a wrong thesis guides the policy advisors, should the government continue to seek policy advice from them to find a remedy for jobless growth?

At the core of development thinking, particularly for Bangladesh's industrial economy, there has been a labour-centric replication strategy. It's guided by a neoclassical production function linking economic output to labour, capital, and total factor productivity. There has also been a common belief that labour productivity improvement benefits labour suppliers. Hence, the focus has been on liberalising technology imports (capital) and offering training to factory workers to operate them. As a result, economic output has increased, along with improvements in labour productivity. Unfortunately, the benefit of labour productivity improvement did not benefit Bangladesh. Instead, the country has lost precious jobs.

There has also been an argument that an excessive focus on a single sector, primarily RMG, has left other industries underdeveloped. For this reason, such a reality of jobloss and growth has emerged. If Bangladesh continues to follow a technology-import-led replication economy, will the job reality change due to expansion in other sectors? Unfortunately, theory and data suggest that this is not the case. Regardless of the industry, technological advancements have a natural tendency to reduce labour in copying and using products. Unfortunately, it has not been factored into the development thesis prescribed for Bangladesh.

Experts appear to believe that a credible election, genuine political representation, the establishment of people-centred governance, and a renewed social contract between the state and citizens will help reverse the reality of job loss. Unfortunately, such a change will likely have very little implication on the underlying primary reason affecting the job market.

There could be an argument that a focus on agriculture may reverse the trend. Unfortunately, it will not likely happen. Further growth in the agricultural sector requires far less labour and more technology. For example, the use of precision dispensing of farming inputs, such as pesticides and fertilisers, involves replacing labour on the ground with flying intelligent spraying machines. If the policy is to import those machines, like in manufacturing, the farming sector will also experience the same jobless growth reality.

There has also been an issue of graduate unemployment. Invariably, all studies have indicated that Bangladesh has experienced exponential growth in the production of graduates. As a result, along with the shrinking salary difference between primary school dropouts and university graduates, there has been a rapid growth in graduate unemployment, reaching as high as fifty per cent. This is the unfortunate outcome of Bangladesh's policy of pursuing a technology-import-centric, labour-intensive replication economy, and the belief that there has been a positive correlation between human capital supply and total factor productivity as an exogenous factor.

To get further clarity about the wrong development thesis that is being implemented by borrowing billions, resulting in showing GDP numbers as a success indicator, asking for tax-to-GDP ratio growth, making a few people rich, killing existing jobs, and turning millions of graduates unemployed, we need to go back to the basics of wealth creation. Economic prosperity does not depend solely on the number of units we produce. Most importantly, it depends on how much value we add in each of those produced units. Unfortunately, this value-added aspect is missing from the prescription given to Bangladesh.

In every product, whether it is a shirt, a shoe, or furniture, the role of material and labour in total value has been declining. On the other hand, ideas or technologies in the form of product or process features have been increasing. Unfortunately, the focus on developing technology locally and integrating it into products and processes is missing. Unless this missing element is addressed, no type of change in the political or social sphere will reverse the trend of jobless growth. To make it happen, neoclassical economic theories are not sufficient. Even modern endogenous growth theories are insufficient, as they tend to promote a linear correlation between idea flow or R&D investment and economic growth. We need to have a clear understanding of the evolution of products and processes, and how to add value through innovative ideas to win the global race.

By the way, once we start discussing ideas and innovation, the subject of startups inevitably arises in policy circles. If we arrange an idea competition, offer cozy office space, address intellectual property issues, and allocate risk capital, startups will flourish as a new engine of economic growth. Over the last 25 years, numerous incentives have been introduced to foster this belief. But have we got any success stories? If not, why are we allocating more money behind this belief? Instead of believing that great ideas will inevitably lead to an economic powerhouse, we should focus on the underlying pattern of evolution of inventions and innovations through incremental progression and reinvention, resulting in the rise and fall of firms and the migration of prosperity. Besides, the current startup race appears to be driven by a toxic thesis of inflating valuations out of spreading hype and offering subsidies, as opposed to delivering economic value through innovation.

To sum up, Bangladesh's jobless growth is the outcome of following flawed development thesis based on neoclassical production function-based economic theory. Even endogenous growth theories are not sufficient to offer a prescription for remedy. Besides, rather than being a solution, the toxic thesis of startups has become a barrier to finding a cure. Hence, Bangladesh needs to focus on how to add value to products and production processes using local technological advancements to compete in the global market. Besides, Bangladesh needs to enter industries to pursue idea-based value addition, as opposed to relying on labour and imported capital.

M. Rokonuzzaman, Ph.D is Academic and Researcher on technology, innovation and policy.
zaman.rokon.bd@gmail.com

THE FINANCIAL EXPRESS December 10, 2025

NONCOMPLIANCE WITH THREE CORE CONVENTIONS

ILO defers action about Bangladesh amid political transition

- Bangladesh urged to show concrete progress on its labour-sector action plan
- Government issues amended labour act with major reforms (union registration, maternity protection, OSH, anti-blacklisting)
- Article 26 complaint filed in 2019 over nonobservance of Conventions 81, 87, 98
- EU links future GSP+ trade benefits to stronger labour-rights implementation

MONIRA MUNNI

Bangladesh gets a breathing space as the International Labour Organization (ILO) defers until March its decision about further action for nonobservance of three labour rights-related core conventions, sources say.

However, the UN labour agency presses for timely implementation in all priority areas of the national action plan on labour sector.

Taking note of the political changes which led to an interim government in Bangladesh and the report on progress made with the implementation of the roadmap of actions to address all outstanding issues mentioned in the article 26 complaint concerning the alleged non-observance of Conventions Nos 81, 87 and 98, the ILO's governing body has requested taking all necessary action to that end, according to its draft decision.

Bangladesh has also been requested to report further progress made in the implementation of the roadmap on actions in that regard to the GB at its 356th Session scheduled to take place in March next year in Geneva.

"... deferred the decision on further action in respect of the complaint to that session," reads the draft decision.

The draft decisions come after the ILO GB's 355th session held on November 17-27 in Geneva, sources say.

Bangladesh provided progress report on the implementation of the national action plan (2021-2026) with key priorities, including labour- law reform, trade-union registration, labour inspection and enforcement, child-labour elimination and combating violence and discrimination, on October 17 this year.

In a recent development, Bangladesh has ratified all 10 fundamental conventions by ratifying two core ones recently.

Several workers' organisations from Italy, Japan, South Africa, Pakistan and Brazil filed the complaint under Article 26 with the ILO in 2019 regarding Bangladesh's noncompliance with three core conventions: Convention 81 on labour inspection, Convention 87 on freedom of association and the right to organise, and Convention 98 on the right to organise and collective bargaining.

The complainants also proposed forming a commission of enquiry to investigate Bangladesh's nonobservance of these fundamental conventions.

Meantime, ambassador and head of the EU delegation to Bangladesh Michael Miller at a recent programme said as Bangladesh prepares to graduate from least-developed country (LDC) status, it can benefit from GSP-plus scheme which provides preferential market access but links trade benefits to the implementation of international standards on labour rights, environment protection, human rights and good governance.

Talking on the national action plan on labour sector, he stressed further implementation of the NAP, noting that some areas have yet to progress, including amendments to the EPZ labour act, the elimination of child labour, and strengthening social dialogue.

Talking to the FE, ministry sources say the government issued ordinance of the amended labour act on November 17 with a number of reforms, including easing trade-union registration allowing 20 workers to register for trade union while also permitting five unions in a factory.

Significant changes also apply to maternity protection, workplace health, hygiene and occupational safety.

রবিবার ১৪৩২, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক ইত্তেফাক

পোশাকশ্রমিকদের জন্য ডিজিটাল হাসপাতাল চালু করছে বিজিএমইএ, অলওয়েল ও নুভিস্তা ফার্মা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পোশাক শিল্পের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য সার্বক্ষণিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদানে একটি ডিজিটাল হাসপাতাল পাইলট প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ লক্ষ্যে সম্প্রতি উত্তরাস্থ বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ), আইসিটি-সক্ষম স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যাটফরম অলওয়েল বিডি লিমিটেড এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি নুভিস্তা ফার্মা পিএলসি একত্রে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে।

বিজিএমইএর পক্ষে সংগঠনটির সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, অলওয়েল বিডি লিমিটেডের পক্ষে চেয়ারম্যান মুজাহিদুল হক আবুল হাসানাত এবং নুভিস্তা ফার্মা পিএলসির পক্ষে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এম রব্বুর রেজা সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খানের সভাপতিত্বে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বিজিএমইএর সাবেক প্রশাসক মো. আনোয়ার হোসেন, বিজিএমইএর সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, পরিচালক শাহ রাঈদ চৌধুরী, পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, মিরপুর হেলথ কেয়ার সেন্টারের চেয়ারম্যান খন্দকার মহিদুর রহমান শাহীন, অলওয়েলের সিইও ফরহাদ আহমেদ এবং তিন প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ।

এই এমওইউর অধীনে অলওয়েল মূল আইসিটি-সক্ষম স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যাটফরম সরবরাহ করবে, যা ২৪/৭ ডিজিটাল জেনারেল প্র্যাকটিশনার (জিপি) পরামর্শ, ফলো-আপ এবং সুরক্ষিত ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য রেকর্ড ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে। নুভিস্তা ফার্মা প্রকল্পটিতে সহঅর্থায়ন করবে এবং একটি কাঠামোগত রেফারেল নেটওয়ার্ক স্থাপন করবে, যার মাধ্যমে কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রীরোগ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজেই উপলব্ধ হবে। প্রাথমিকভাবে, ৫ হাজার কর্মী এই পাইলট প্রকল্পের আওতায় আসবেন এবং তিন মাস পর আরো ৫ হাজার কর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব কারখানাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।

শ্রমিক কণ্ঠ

DHAKA SATURDAY DECEMBER 13, 2025
AGRAHAYAN 28, 1432 BS
The Daily Star

What the new labour ordinance means for workers

The Daily Star (TDS): How do you assess the Labour Ordinance 2025?

Taslima Akhter (TA): A large proportion of those who lost their lives in the 2024 mass uprising were working people. Students, workers, and women — thousands sacrificed their lives, and we believe that the 2024 mass uprising laid the foundation for the Labour Ordinance 2025.

A total of 125 sections have been amended or revised in the ordinance. In my view, the interim government has attempted to strike a balance between the demands of both workers and owners. Although some disagreements remain between the two sides, whatever progress has been achieved is, I believe, significant for workers and for the labour sector as a whole.

For the first time, National Tripartite Consultative Council (NTCC), formed after the mass uprising, had the opportunity, space, and sincerity to work free from political influence. The NTCC brought together the views of workers, employers, and the government. In the past, the NTCC had never spent so much time or held such extensive discussions on labour law.

TDS: How will the Ordinance be implemented?

TA: This Ordinance now functions as law. After the election, the newly elected parliament will begin the process of converting the Ordinance into permanent legislation. Until then, this is the law — and it must not remain confined to paper. Practical implementation must begin now.

Issues raised by us or by employers, where we still have questions or objections, should be addressed through continued engagement in the coming days. The interim government must quickly take initiatives during its remaining tenure to clarify the ambiguous areas through rules and regulations.

At the same time, for the advancement of workers and the labour sector, the government and both parties — workers and employers — must undertake extensive outreach so the law can be applied properly. The language of the labour law remains so complex that even educated people struggle to understand it, let alone workers. It is urgently necessary to simplify its legal terminology and present the law clearly in Bangla so that everyone can grasp and apply it.

TDS: Do you think the Ordinance will meaningfully expand workers' rights and opportunities?

TA: Let me begin with some of the gains that have received less attention. One of our key proposals was to replace the word mohila with nari throughout the labour law. The word mohila originates from mohol, the inner quarters of traditional households, and historically reinforced the notion that women's work holds lesser value. Both employers and workers agreed to this change. In the Labour Ordinance 2025, the word nari has now been substituted for mohila across the law.

This time, a new clause — 345A — has been introduced to prohibit discrimination against workers. Here, discrimination refers to any form of distinction, exclusion, or lesser treatment based on race, colour, gender, religion, political opinion, nationality, social status, or disability — practices that undermine equality of opportunity and treatment at work. Alongside the existing clause on equal pay for equal work, new clauses 345A, 345B, and 345C have been added to expand and clarify the definitions and forms of discrimination.

Section 332, previously titled Behaviour towards women, has been renamed to emphasise the responsibility of all to prevent violence in the world of work and at the workplace. Although we repeatedly submitted written recommendations to replace subjective terms such as decency, modesty, and obscenity, those changes were not adopted. However, a new section — 332A— establishes committees for the resolution of discrimination, violence, and harassment, in line with the 2009 High Court guidelines and our long-standing demands. In addition, Clause 12(b) of Section 2 has incorporated a definition of gender-based violence and harassment in the workplace. These changes also align with ILO Convention 190.

At the same time, Bangladesh has ratified a total of three ILO conventions—Convention No. 190 and Conventions Nos. 155 and 187 (both of which aim to ensure workers' safety, health, and protection in the workplace, though they differ in emphasis and scope). The core principles of these conventions have also been reflected in our national laws.

TDS: Union registration can now begin with just 20 workers. Employers fear this may create instability. What is your view?

TA: I don't see it that way. In fact, I believe the new Ordinance will enhance workers' freedom of association and help stabilise the labour sector. Workers will be able to negotiate in a more democratic work environment.

It also provides a pathway for Bangladesh to move past longstanding ILO complaints. Ultimately, a stable workforce and improved workplace relations will encourage foreign investment.

For many years, the workers have demanded easing registration requirements and shifting from percentage-based requirements to a fixed numerical threshold. Under the old law, union registration required the consent of 20% of workers in an establishment and 30% in an industrial group. The entire process had become highly politicised.

The Ordinance now allows union formation across five tiers:

- 20 to 300 workers = 20 members
- 301 to 500 workers = 40 members
- 501 to 1,500 workers = 100 members
- 1,501 to 3,000 workers = 300 members
- Above 3,000 workers = 400 members

Other registration conditions have also been simplified. Although some complexities remain, the process is now far easier than before.

TDS: What other important additions or deletions do you see in the Ordinance?

TA: Several significant changes have been made among the 125 amended sections. Some notable ones include:

- Bangladesh has approximately 7.5–8 crore (75–80 million) workers, of whom only 15% were legally recognised as "workers". The demand for recognising all workers and ensuring social protection was raised in both the Labour Commission and the NTCC, though not fully achieved. However, for the first time, domestic workers have been recognised as workers (Section

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

2/9B). This is a major step forward, allowing domestic workers to form organisations.

- Section 118(1): Festival holidays have increased from 11 to 13 days.
- Minimum wage, Section 139(6): Instead of revision every five years, wages must now be revised every three years.
- Death compensation (Section 19): Eligibility has been reduced from two years of continuous service to one year.
- Lay-off compensation (Section 16): Previously required one year of continuous service; now workers will qualify after three months.
- Resignation benefits (Section 27/4): Previously, anyone with less than five consecutive years of service received no benefits. Now:
  - o After one year of service: 7 days' wages per year
  - o From 3 to 10 years: 15 days' wages per year
  - o More than 10 years: 30 days' wages per year or gratuity
- Employment Injury Scheme Fund (Section 151A): A new fund will be established for compensation due to workplace accidents.
- Provident Fund is now mandatory in establishments with 100 or more workers. Earlier, it was optional.
- The definition of worker has been expanded, Section 2(65).

TDS: What key issues were left out of the Ordinance?

TA: Several important demands and long-standing aspirations of workers remain unfulfilled. For example, despite repeated calls from workers, the national minimum wage commission and a framework for determining a national minimum wage were not included in the ordinance.

Maternity leave still remains discriminatory across the public and private sectors. Government employees receive 180 days of leave. We had proposed extending maternity leave to 180 days for all workers. Instead, the existing 112 days have been increased to only 120 days – a mere eight-day rise.

Even after the tragedies of Rana Plaza and Tazreen, demands to revise compensation standards were not fulfilled. The current Ordinance has not clearly defined or increased penalties for deaths caused by negligence or for structural killings.

We believe it is unrealistic to expect all demands to be met at once. The amendment of 125 sections is already a major achievement in our legislative history and sets a new precedent. Reforming labour laws is an ongoing process.

The interview was taken by **Md Raihan Raju** *of The Daily Star.*

প্রথম আলো
সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ৩

শ্রম অভিবাসন

প্রবাসী শ্রমিকেরা কি শুধু পেটে ভাতেই থাকবেন

নাহিদ হাসান

সৌদি আরবে পেস্ট কন্ট্রোল বা কীটনাশক ছিটানোর কাজে নিয়োজিত একজন শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত মাসিক মজুরি ৭০০ রিয়াল। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা মাসে দাঁড়ায় ২২ হাজার ৪০০ টাকা। দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করে চুক্তি অনুযায়ী দুই বছরে মোট আয় হয় ৫ লাখ ৩৭ হাজার ৬০০ টাকা। জীবনযাপনের খরচ হিসেবে প্রায় ২ লাখ টাকা বাদ দিলে একজন প্রবাসীর কাছে দেশে পাঠানোর মতো অবশিষ্ট থাকে মাত্র ৩ লাখ ৩৭ হাজার ৬০০ টাকা।

এর বিপরীতে একজন শ্রমিককে বিদেশে পাঠাতে নিয়োগকারী এজেন্সি ফি বাবদ নেয় প্রায় ৪ লাখ ৬০ হাজার টাকা। এর সঙ্গে পাসপোর্ট, মেডিকেল পরীক্ষা, তাকামুল সনদ, পিডিও প্রশিক্ষণ ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স মিলিয়ে আরও প্রায় ৬০ হাজার টাকা যোগ হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন স্তরের সাব-এজেন্টকে দিতে হয় আনুমানিক ৫০ হাজার টাকা। সব মিলিয়ে মোট ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় ৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা। ফলে দুই বছর কাজ শেষে শ্রমিকের হাতে যা থাকে, তা দিয়ে বিদেশ যাওয়ার মূল খরচও ওঠে না; ঘাটতি থাকে প্রায় ২ লাখ ৩২ হাজার টাকা। এই ঘাটতি পূরণে কার্যত ভিসার মেয়াদ দ্বিগুণ করে চার বছর কাজ করতে হয় প্রায় কোনো লাভ ছাড়াই। বাস্তবে এটি আধুনিক যুগের একধরনের দাসব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

বাংলাদেশ থেকে সর্বাধিক প্রবাসী শ্রমিক যান কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, চাঁদপুর, ফেনী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও মুন্সিগঞ্জ থেকে। পাশাপাশি সিলেট অঞ্চলের জেলাগুলো থেকেও বিপুলসংখ্যক মানুষ বিদেশে যান। বিপরীতে রংপুর বিভাগের জেলাগুলো থেকে বিদেশ গমন তুলনামূলকভাবে কম। বিষয়টি শুধু 'গরিব জেলা' বলে ব্যাখ্যা করলে এর প্রকৃত জটিলতা ধরা পড়ে না।

এর পেছনে একাধিক কাঠামোগত কারণ রয়েছে। প্রথমত, এসব এলাকায় শক্তিশালী প্রবাসী নেটওয়ার্কের অভাব। যেখানে দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী রয়েছেন, সেখানে নতুনদের জন্য তথ্য ও সহায়তা সহজলভ্য হয়। দ্বিতীয়ত, নিবন্ধিত রিক্রুটিং এজেন্সির স্বল্পতা। রংপুর অঞ্চলে বৈধ এজেন্সি খুব কম থাকায় মানুষ বিদেশ গমনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতেই পারেন না। তৃতীয়ত, প্রাথমিক ব্যয় বহনের অক্ষমতা—বিদেশে যেতে কয়েক লাখ টাকা জোগাড় করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। চতুর্থত, দারিদ্র্যজনিত ঝুঁকিবিমুখতা; একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যকে বিদেশে পাঠাতে পরিবারগুলো ভয় পায়।

পঞ্চমত, শিক্ষা ও দক্ষতার ঘাটতি। অনেক গন্তব্য-দেশ নির্দিষ্ট দক্ষতা ও ভাষাজ্ঞান চায়, যা অনগ্রসর অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কম। ষষ্ঠত, ভৌগোলিক ও যোগাযোগগত প্রতিবন্ধকতা, বিশেষ করে পার্বত্য জেলাগুলোতে। সপ্তমত, বিদেশ গমনসংক্রান্ত তথ্যপ্রবাহের অভাব। অষ্টমত, দালাল চক্রের প্রতারণার ভয়, যা পরিবারগুলোর অনীহা আরও বাড়িয়ে দেয়।

> রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর অস্বচ্ছতা, অতিরিক্ত ব্যয় ও দাসসদৃশ অনিয়মের ক্ষেত্রে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়েও কোনো মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা যায়নি। প্রবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন ও প্রবাসযাত্রা সহজীকরণে অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয় সেই ঝাঁকুনিটাই এখনো অনুপস্থিত

সব মিলিয়ে দেখা যায়, বৈধ ও সক্ষম রিক্রুটিং এজেন্সির নাগাল পাওয়াই বিদেশ গমন বৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কিন্তু লাইসেন্স প্রদানে সরকারের কঠোরতা, অবকাঠামো ও আর্থিক সক্ষমতার শর্তের কারণে রংপুর অঞ্চলে এ ধরনের এজেন্সি গড়ে ওঠেনি। ফলে দক্ষিণাঞ্চলকেন্দ্রিক নীতিনির্ধারণ উত্তরের বাস্তবতাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে পারেনি।

একসময় মালয়েশিয়া সরকার জিটুজি পদ্ধতিতে শ্রমিক নিয়োগ করায় মাত্র ৩৫ হাজার টাকা বিমানভাড়া দিয়েই অনেক শ্রমিক সে দেশে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু রিক্রুটিং এজেন্সির বিরোধিতায় সেই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। সৌদি আরবে আইন অনুযায়ী নিয়োগদাতাদের শ্রমিকের ভিসা ও নিয়োগ ব্যয় বহন করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা অনেক সময় মানা হয় না। রাষ্ট্রীয়ভাবে এসব নিয়ম কার্যকর করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়নি। এই বাস্তবতায় স্পষ্ট হয়, শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতিগত অবস্থান ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে গভীর ফারাক রয়ে গেছে। শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার বদলে মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠীর চাপই বারবার নীতিনির্ধারণকে প্রভাবিত করেছে।

ইতিহাসে অভ্যুত্থানকে সমাজ পরিবর্তনের শক্তিশালী অনুঘটক বলা হয়। কিন্তু রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর অস্বচ্ছতা, অতিরিক্ত ব্যয় ও দাসসদৃশ অনিয়মের ক্ষেত্রে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়েও কোনো মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা যায়নি। প্রবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন ও প্রবাসযাত্রা সহজীকরণে অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয় সেই ঝাঁকুনিটাই এখনো অনুপস্থিত।

● **নাহিদ হাসান** লেখক ও সংগঠক
nahidknowledge1@gmail.com

thefinancialexpress December 15, 202

RMG exports to EU, non-traditional markets dive

Aggressive pricing by rivals, weak global demand hit shipments

FE REPORT

Readymade garment (RMG) exports to the European Union and several non-traditional markets, including Australia, India and South Korea, posted negative growth during the first five months of the current fiscal year, reflecting mounting pressures from weak global demand and intensifying competition.

The slowdown contrasts with modest growth in exports to the United States, Bangladesh's single largest market, despite the introduction of new US tariff regimes.

Exporters say shifting trade dynamics have pushed major competitors, particularly China and India, to target Europe and other emerging destinations more aggressively.

Industry insiders warn that deep discounting by rival exporters, combined with Bangladesh's rising production costs and high interest rates, is eroding competitiveness and could further weigh on export performance in the coming months.

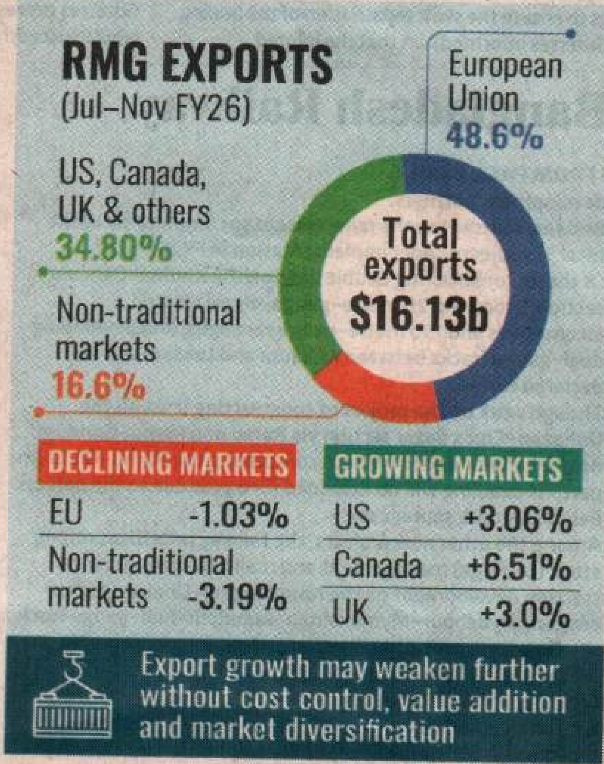

The Export Promotion Bureau (EPB) data show that exports to the European Union fell by 1.03 per cent to US$7.83 billion during the July-November period of fiscal year (FY) 2025-26, compared with US$7.91 billion in the corresponding period of the previous fiscal year.

The EU accounted for 48.57 per cent of the country's total RMG exports, which stood at US$16.13 billion during the first five months of FY26.

Major EU markets, including Denmark, France, Germany and Italy, recorded declines ranging from 3.56 per cent to about 9.0 per cent, according to EPB data.

Similarly, garment shipments to non-traditional markets fell by 3.19 per cent year-on-year to US$2.67 billion during the July-November period of FY26, compared with US$2.75 billion in the same period of FY25.

Markets beyond the traditional destinations (namely the EU, the US, Canada and the UK) are considered non-traditional and emerging markets. These include Australia, Japan, India, Brazil, Chile, China, Russia, South Korea, Mexico and Turkey.

Among these destinations, Australia, India, South Korea, Mexico, New Zealand, Russia and Turkey recorded declines ranging from 8.18 per cent to 24.55 per cent during the July-November period, while Japan posted marginal growth of 0.98 per cent compared with the corresponding period of the previous fiscal year.

Industry insiders attributed the overall weakness to subdued consumer demand in both advanced and emerging markets, driven by high living costs, sluggish global growth and ongoing geopolitical tensions.

Faruque Hasan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said global demand, particularly in the EU and other emerging markets, has declined in recent months, leading to lower import volumes.

He said exports from China to the US dropped sharply due to higher tariffs, prompting Chinese exporters to target the EU more aggressively by offering very low prices.

India is also adopting a similar strategy, he added, while Bangladesh is losing competitiveness due to internal challenges such as high production costs and elevated bank interest rates.

Mr Hasan, who is also managing director of Giant Group, warned that garment export growth could decline further in the coming months, including shipments to the US.

Mohiuddin Rubel, additional managing director of Denim Expert Ltd, said that while traditional markets are struggling to provide stable demand, the decline in non-traditional markets highlights the urgent need for renewed focus on market diversification and value addition.

Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), told The Financial Express that the muted performance reflects a broader slowdown in the global apparel market.

The global economy remains sluggish, and uncertainty and disruptions, including the impact of new US tariff regimes, have dampened demand across markets, he added.

Despite the broader slowdown, earnings from Bangladesh's single largest destination, the US, rose by 3.06 per cent to US$3.22 billion during the July-November period of FY26, according to EPB data.

Exports to Canada and the UK also grew by 6.51 per cent and 3.0 per cent, earning US$554.47 million and US$1.84 billion respectively over the same period.

Munni_fe@yahoo.com

ক্লোজিন কাণ্ড

বণিকবার্তা
সোমবার, ডিসেম্বর ১৫, ২০২৫ ■ অগ্রহায়ণ ৩০, ১৪৩২

শ্রম আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা শ্রমিক অসন্তোষের বড় কারণ

ড. তারনিমা ওয়ারদা আন্দালিব

অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো শ্রমিক। তাদের পরিশ্রমেই শিল্পের চাকা ঘোরে এবং গড়ে ওঠে উন্নয়নের স্থাপত্য। অথচ বাংলাদেশে শ্রম আদালতের প্রাঙ্গণে ন্যায়ের সন্ধান করতে গিয়ে তারা প্রতিনিয়ত এক নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি হন। শ্রমিকের পক্ষে দাঁড়াতে সক্ষম আইনজীবীর স্বল্পতা এবং আইনি সহায়তায় শ্রেণীবৈষম্য ন্যায়বিচারের দ্বার রুদ্ধ করে তোলে। আদালত তাদের শেষ আশ্রয় হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটাই আজ অনেক শ্রমিকের জন্য এক নিদারুণ প্রহসনের মঞ্চ।

মজুরি, ছুটি, অধিকার বা ন্যায্য পাওনার লড়াই যখন কাগজের পাতায় বন্দি হয়ে পড়ে, আর আইনজীবীর অভাবে বছরের পর বছর মামলা স্থগিত থাকে, তখন ন্যায় যেন ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করে তাদের হাতেই, যাদের রক্ত-ঘামে দেশের অর্থনীতি জীবন্ত। গরিব শ্রমিক যখন আদালতের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে খালি হাতে ফিরে যায়, সেই শূন্যতা কেবল তার ঘরের চুলোর আগুনকেই নিভিয়ে দেয় না—এটি পুরো আইনি ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কমিয়ে আনে। সমাজের মর্মমূলে ধরে এক বিষাক্ত ক্ষত। শ্রমিকের নীরব কান্না আজ আর ব্যক্তিগত বেদনার গল্প নয়; এটি এক জাতীয় সংকট, এক সমষ্টিগত ক্ষত, যা আমাদের সমাজের গভীরে ধীরে ধীরে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ করুণ গাথা বুঝতে হলে শুধু চোখ খুললেই চলবে না—হৃদয়ের কানকেও সাজাতে হবে, সহমর্মিতার প্রতিটি সুরে।

শ্রম আদালতে শ্রমিকরা কেন পর্যাপ্ত আইনি সহায়তা পান না এবং কেন এ বৈষম্য প্রকট, এর পেছনে গভীর অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক কারণ রয়েছে। এ কারণগুলো যেন এক অদৃশ্য প্রাচীর, যা শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখে।

এর প্রধান কারণ হলো শ্রমিক আইন নিয়ে কাজ করা আইনজীবীর স্বল্পতা। শ্রম আইন একটি বিশেষায়িত শাখা হওয়ায় অধিকাংশ আইনজীবী এতে আগ্রহী হন না। শ্রমিকের পক্ষে মামলা লড়লে পারিশ্রমিক কম বা অনিয়মিত হওয়ায় আইনজীবীদের আর্থিক অনীহা থাকে। আইন ও বিচার বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি ১ লাখ শ্রমিকের জন্য একজন শ্রম আইনজীবীও নেই। এ সংখ্যাই বলে দেয়, বিচারের প্রত্যাশা কতটা ক্ষীণ। বড় প্রতিষ্ঠান বা মালিকপক্ষের আইনজীবীর ফি অনেক বেশি হওয়ায় তারা অধিক পারিশ্রমিকের দিকে ঝোঁকেন। জাতীয় আইনি সহায়তা সংস্থার তথ্য অনুসারে, শ্রমিকের মামলা নিষ্পত্তির হার অন্যান্য দেওয়ানি মামলার চেয়ে ২০ শতাংশ কম। সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, শ্রম আদালতে নিয়মিত প্র্যাকটিস করেন এমন আইনজীবীর সংখ্যা দেশের মোট নিবন্ধিত আইনজীবীর মাত্র ৫ শতাংশ।

অন্যদিকে প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত দুর্বলতা এ বৈষম্যকে আরো তীব্র করেছে। শ্রম আদালতের বিচারকদের (চেয়ারম্যান) সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বলা বাহুল্য, এ কারণে শ্রম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির হার অন্যান্য আদালতে মামলা নিষ্পত্তির হারের চেয়ে প্রায় ২৫ শতাংশ কম। মামলা দাখিল এবং শুনানির প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক জটিলতা এত বেশি যে একজন স্বল্পশিক্ষিত শ্রমিক তা বুঝতে পারেন না। মাত্র ১২ শতাংশ শ্রমিক তাদের অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন বলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক শ্রমশক্তি জরিপে উঠে এসেছে। এ অজ্ঞতার সুযোগ নেয় মালিক পক্ষ। মালিক পক্ষের নিপীড়নের শিকার হন শ্রমিকরা। অনেক সময় সামাজিক বাধা ও চাকরি হারানোর ভয়ে ভুক্তভোগী শ্রমিকরা অভিযোগও দায়ের করেন না। এর পরও শ্রম আদালতে জমে থাকা মামলার সংখ্যা বছরে গড়ে ১৫ শতাংশ হারে বাড়ছে বলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রমিকদের সামাজিক বৈষম্য এবং সচেতনতার অভাবও এর অন্যতম কারণ। বিচার চাইতে গেলে চাকরি হারানোর ভয় শ্রমিকদের মুখ বন্ধ করে দেয়।

দাউদ ইব্রাহিম হাসান

শ্রম অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক অসন্তোষের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে ৪০ শতাংশ হলো মজুরি ও ন্যায্য পাওনা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ, যার নিষ্পত্তি হয় না আদালতে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, দীর্ঘসূত্রতার কারণে শ্রমিক মামলার নিষ্পত্তিতে গড়ে দুই-তিন বছর সময় লাগে। এসব কারণে উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

শ্রম আদালতে বিচার পাওয়ার বৈষম্য কেবল ব্যক্তিগত বঞ্চনা নয়, এটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং মানবাধিকারের প্রশ্নে বড় ধরনের হুমকি। অর্থনৈতিক মডেলের পূর্বাভাস অনুযায়ী, যদি এ বৈষম্য অব্যাহত থাকে, তবে ২০৪০ সাল নাগাদ শ্রম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির হার মাত্র ১ শতাংশে নেমে আসতে পারে, যা কার্যত বিচার প্রক্রিয়ার পতন নির্দেশ করে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিব মডেলের পূর্বাভাস বলছে, বিচার না পাওয়ায় শ্রমিক অসন্তোষ এবং বিবাদের হার ২০৪০ সাল নাগাদ ২৫ শতাংশে পৌঁছতে পারে, যা শিল্প ক্ষেত্রে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি করবে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, শ্রমিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত না হলে আন্তর্জাতিকভাবে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ঝুঁকিতে পড়ে।

শ্রম আদালতে শ্রমিকরা কেন পর্যাপ্ত আইনি সহায়তা পান না এবং কেন এ বৈষম্য প্রকট, এর পেছনে গভীর অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক কারণ রয়েছে। এ কারণগুলো যেন এক অদৃশ্য প্রাচীর, যা শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখে। এর প্রধান কারণ হলো শ্রমিক আইন নিয়ে কাজ করা আইনজীবীর স্বল্পতা। শ্রম আইন একটি বিশেষায়িত শাখা হওয়ায় অধিকাংশ আইনজীবী এতে আগ্রহী হন না

ভবিষ্যতে এর ফল হবে আরো করুণ—শিল্পক্ষেত্রে অস্থিরতা বাড়লে জাতীয় উৎপাদন ও রফতানি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। মানবাধিকারের লঙ্ঘন আরো প্রকট হবে। সামাজিক ন্যায়বিচারের পতন ঘটবে। বিশ্বব্যাংকের শ্রমবাজার বিশ্লেষণ অনুসারে, শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত না হলে উৎপাদনশীলতা গড়ে ৩০ শতাংশ কমে যায়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) একটি গবেষণা দেখায়, শ্রমিকদের আইনি সহায়তা বাড়ানো হলে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং উৎপাদনশীলতা ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

বিদ্যমান এসব বৈষম্য বন্ধ করতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি অস্থিতিশীল শিল্প এবং মানবিকতাহীন বিচার ব্যবস্থার শিকার হবে। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ছাড়া কোনো জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি টেকসই হতে পারে না। এ করুণ গাথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যে জাতির শ্রমিক কাঁদে, সে জাতি কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

ড. তারনিমা ওয়ারদা আন্দালিব: ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক
দাউদ ইব্রাহিম হাসান: ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গবেষক

যুগান্তর
সোমবার ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

সংলাপে বক্তারা

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি জীবনযাত্রা উপযোগী নয়

যুগান্তর প্রতিবেদন

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি এখনো জীবনযাত্রা উপযোগী নয়। সঠিক কৌশল, শ্রমিককেন্দ্রিক নীতি এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করলে বাংলাদেশ আরও শক্তিশালী, প্রতিযোগিতামূলক এবং মানবিক গার্মেন্টস শিল্প তৈরিতে সক্ষম হবে। রোববার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ এলায়েন্স আয়োজিত সংলাপে বক্তারা এ কথা বলেন। সংলাপে বক্তৃতা করেন সংগঠনের আহবায়ক কাজী রুহুল আমিন, সদস্য সচিব সুলতানা বেগম, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ঢাকা মহানগরের সভাপতি আবুল হোসাইন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে সৃষ্ট মোট মুনাফা ও শ্রমিকদের প্রাপ্ত মজুরির মধ্যে একটি স্পষ্ট বৈষম্য বিদ্যমান। শ্রমিকদের মজুরি এখনো জীবনযাত্রা উপযোগী পর্যায়ে পৌঁছেনি। উৎপাদন ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার চাপ প্রায়ই শ্রমিকদের ওপর স্থানান্তরিত হয়, যার ফলে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। বর্তমানে প্রায় ৩.৫ থেকে ৪ মিলিয়ন শ্রমিক এই খাতে কর্মরত, যার ৬০ শতাংশেরও বেশি নারী। নারী শ্রমিকদের শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভুক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বড় অর্জন হলেও নিরাপদ কর্মসংস্থান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ এখনো সীমিত।

NEW AGE MONDAY, DECEMBER 15, 2025,

258 factories shut in a year, 1,00,000 lose jobs: AFWA

United News of Bangladesh · Dhaka

AT LEAST 258 factories shut down over the past year, leaving more than 100,000 workers unemployed and heightening social and economic risks, according to a report by the Asia Floor Wage Alliance.

Amrin Hossain Annie, gender officer of Bangladesh Nari Progati Sangha, presented the findings at a dialogue titled 'Actions needed amid technological transition, climate change and existing labour conditions' held at the National Press Club on Sunday.

Presided over by labour leader Abul Hossain, the function was addressed, among others, by economist Professor MM Akash, joint convenor of Sramik Karamchari Oikya Parishad Abdul Quader Howlader, president of Bangladesh Mahila Parishad Fouzia Moslem and Bangladesh representative of AFWA Arifur Rahman.

Speakers said the combined impact of technological transformation, climate change and fragile labour conditions had pushed the garment sector into a more complex and uncertain reality. They stressed the need for a coordinated roadmap integrating technology, climate resilience and labour rights to overcome the ongoing crisis.

Amrin said there was a clear disparity between the total profits generated by the garment industry and the wages received by workers. Despite Bangladesh's critical position in the global supply chain, workers' wages have yet to reach a living standard, she noted. Production costs and international competition are often shifted onto workers, limiting improvements in their quality of life.

Currently, nearly four million workers are employed in the garment sector, more than 60 per cent of them women. While women's participation in the workforce is a major achievement for economic development, their access to safe employment, gender-sensitive workplaces and decision-making processes remain limited. Political instability, declining buyer confidence, export market competition, power and energy shortages, and the global economic slowdown have further deepened uncertainty in the sector, she added.

Professor Akash said resolving the crisis required coordinated action, including the declaration and enforcement of a humane, living national minimum wage. No worker's wage should fall below the poverty line, he said, calling for rationing systems, training centres and the right to form trade unions across all sectors.

He urged labour organisations to unite on a common platform to strengthen workers' solidarity.

Labour leader Abul Hossain said resolving the industry's problems required the participation of all stakeholders, including workers, owners and the government.

He emphasised the need to address low wages and wage discrimination and to ensure healthy and safe working conditions in factories.

THE FINANCIAL EXPRESS December 15, 2025

RMG labour unrest likely before polls

Warns intelligence report

REZAUL KARIM

An intelligence agency has warned of a high possibility of widespread labour unrest and instability in the readymade garment (RMG) sector, the country's largest export industry and employer of around four million workers, ahead of the national elections.

The National Security Intelligence (NSI) report highlights a growing crisis driven by multiple factors, including the global economic downturn, US countervailing duties, post-July uprising labour conditions, and soaring production costs, which have already led to the closure of several garment factories.

The agency has sent the report to the labour and employment ministry along with some recommendations.

A senior official of the ministry says, "We have received a special report from the NSI on possible labour unrest in the RMG sector ahead of the national polls. We have taken necessary steps in this regard."

The growing crisis is further compounded by a negative growth trend in garment exports for three consecutive months (August-October) of the current fiscal year, raising the spectre of more factory closures and intensifying the risk of labour dissatisfaction centred on wage and benefit payments, according to the report.

It expresses concern that opportunistic groups, both domestic and foreign, may easily manipulate and incite unemployed workers from closed factories and those protesting for unpaid dues to launch a large-scale movement.

This is feared to be part of a hateful effort targeting the garment sector in the run-up to the upcoming general elections.

Officials, manufacturers, and labour monitors are warning that the volatile situation inside the RMG workforce is fast becoming a flashpoint capable of destabilising the pre-election environment.

The apparel industry traditionally thrives on political stability, predictable transport routes, and disciplined labour conditions, but all three pillars are now under strain.

Over recent months, nationwide protests demanding a "fair and rational" revision of minimum wages escalated into industrial-scale agitation.

Workers have repeatedly abandoned factory floors, marched on highways,

SUGGESTIONS FOR PREVENTING UNREST

- Monitor wages, dues tightly
- Ensure timely payment of wages, bonuses
- Enforce December's 9% annual increment
- Limit layoffs, factory closures
- Expand TCB family cards for jobless workers
- Prioritise hiring unemployed workers in new factories

জেন্ডার কাড

THE FINANCIAL EXPRESS December 8, 2025

Gender differentials in workforce

In the midst of the demographic transition, Bangladesh is experiencing rapid shifts in the relative numbers of children, the working-age population, and elderly persons. Here, changes in the age structure suggest that two-thirds of the total population are of working age, which could be a stimulus to the first demographic dividend in socioeconomic advances.

Addressing demographic change should remain a top priority on the political agenda, given the timeframe to achieve the first demographic dividend by 2036, following the National Transfer Accounts (NTA), while the dependency ratio will be at its lowest in 2045 (World Population Prospects 2024 Revision, United Nations), and changes in gender composition on the labour market. The labour-force composition in Bangladesh can play a significant role in its economic development.

The country has made progress in women's labour- market participation, but there is still a wide gap between men and women. Here, female workforce participation remains significantly lower than that of their male counterparts. The low participation of women in the workforce could seriously affect the country's chance of achieving the first demographic dividend. Thus, it is necessary to explore the scenarios of gender differentials in labour- force participation and to adopt essential urgent actions to reap the benefit.

In addition, to attain the International Conference on Population and Development Programme of Action (ICPD PoA) on Gender Equality, Equity, and Empowerment of Women; and Sustainable Development Goals (SDG-8): Promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all; and SDG-5: Achieve gender equality and empower all women and girls, current gender gap in the labour-force participation should be set right.

Here, change has been observed in the rising participation of women in the labour market, with the rate rising from around 8.0 per cent in the mid-1980s to almost 42 per cent in 2022, according to the Labour Force Survey (LFS) of the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). Despite the increase, the female-participation rate remains much lower than the male rate. Here, the rate of growth of the female labour force and/or the annual average change in the participation rate has slowed over the past decade.

The low female labour-force -participation rate, low educational attainment of the labour force, high youth -unemployment rate, a large youth population not in employment, education, or training (NEET), and substantial underemployment restrict the country from realising the full potential of the demographic structures. Thus, interventions are required at the policy level, as well as at the functional or operational levels.

At the policy level, recommendations include ensuring the availability of updated data on female labour-force participation at regular intervals, creating enabling environment for females, ensuring fair opportunity for all in the job market, and ensuring women-friendly services (entrepreneurship and creation of employment opportunities at local/community/rural level- with emphasis on technical education, trade courses etc), gender norm-centric policies as traditional gender norms and patriarchal values often restrict women's mobility and constrain their activities in the labour market, institutional coordination/reforms and updating the national-policy documents to stimulate female labour-market participation, with a number of institutional coordination and reforms, policies and social protection to stimulate the participation of women in the labour market, like providing daycare facilities, extending the provision of maternity and post-maternity leave, and introducing flexible and part-time working hours, strategies to adapt to technological change and automation (to spread the benefits of technological change and automation more equitably, in the short run, different tax incentives and social protection can be useful), strategies to address the domino impact of COVID-19 and climate change on vulnerable girls, and seeking professional employment opportunities abroad and to protect the human rights of the migrant workers.

Functional level- or operational-level recommendations include (a) implementation of 'The Child Marriage Restraint Act 2017' (b)avoiding early pregnancies and continued education and integration in income-generating activities (c) skill development at the local level (d) strengthening the activities like Joyeeta Foundation by the Department on Women Affairs (DWA) (e) outsourcing market opportunities in the developed countries (f) to revisit tertiary education curriculum for demand-driven professional human resource development (g) to create more economic zones and employment opportunities (h) to encourage Technical and Vocational Education and Training (TVET) and adopting example from successful foreign countries (I) to ensure a gender-friendly environment in education/training institutes (j) women's inclusion in the formal sector (k) to address the gender gap in wage differentials and unpaid family work.

To capitalise on the first demographic dividend's opportunity, short- and long-term policy actions can be taken, considering the timeframe left. A critical question is 'how to engage the female working-age population in the labour market.. If the right public policies ensure empowerment, education, and employment, economic returns can be high. A comprehensive way of addressing gender differentials can make economic growth a reality.

Women can access and use family planning without barriers, and this has to be ensured here so that women and couples can choose the number, timing, and spacing of children. It allows women to participate in the labour force and contribute more to the family's economic wellbeing.

As an essential step towards gender equity and fostering economic growth, Bangladesh needs to develop and enforce policies that enable girls to go to higher secondary school to combat child marriage and adolescent pregnancy and equip them with skills to compete for higher-paying jobs. Women in poor conditions may have lower access than men to mass media and technology, leaving them less informed and less empowered. Thus, women need improved access to information that will help them shape and improve their own lives and those of their children.

Also critical for gender equality are equitable land rights and access to credit for women. When women have access to credit and generate profits, they are more likely than men to use their income to improve their families' wellbeing. Thus, improving women's access to these assets brings Bangladesh closer to reaping the first demographic dividend and the gender dividend by achieving gender equality and empowering women.

In brief, to address the gender differentials, Bangladesh needs to increase female workforce participation, invest more and improve education for girls and women, prevent gender-based violence and eliminate child marriage, and increase women's representation in leadership and change norms and necessary supports to women's participation in the formal labour market.

Dr Mohammad Mainul Islam is a professor and former chairman of the Department of Population Sciences at the University of Dhaka. He can be reached at mainul@du.ac.bd

প্রতিদিন কাগজ

THE FINANCIAL EXPRESS December 14, 2025

EXPORTERS GATHER WITS AFTER TARIFF TROUBLE

D

RMG export to US beats BD's competitors

Jan-September turnover posts double-digit growth at18.64pc

- Two more months to show real picture of US tariff impact: Exporters
- An industry leader, however, foresees a better tomorrow with political transition
- EU market remains a concern for economic downturn over there, China push

MONIRA MUNNI

Bangladesh's apparel export to the United States, its single-largest market, circumvents tariff tempests and records a double-digit growth of18.64 per cent, the highest among major competitors, in the first nine months of 2025.

According to US official count, the exports grew both in terms of value and volume during the January-to-September period of the current calendar year.

Readymade garment exports from Bangladesh during the period singly fetched US$6.42 billion, marking the 18.64-percent growth, according to the data released on December 11 by OTEXA, an affiliate of the US Department of Commerce.

The country had earned US$5.41 billion in the same period of 2024.

During the reporting period, the growth rate also surpassed the global average of 1.74 per cent, placing Bangladesh ahead of main competitors, save Cambodia, though Vietnam sustained top-exporter stand pushing China behind.

During the reporting period, Bangladesh outpaced almost all its major competitors in export growth to the US, its single-largest export destination.

However, exporters say that the OTEXA published the data of September for the shipments made two months back while reciprocal tariffs imposed by the US came into effect on August 7.

And it would take two more months to get "the real picture of US tariff impact when the country might see a downturn in the coming months due to tariff issues".

According to state-owned Export Promotion

RMG export to US beat BD's

| FROM PAGE 1 COL 4

Bureau (EPB) data, published two months ahead of Otexa data, overall RMG exports have already started facing a downtrend for the past four months since August 2025.

Meantime, during the January-to-September period, Bangladesh shipped 2.07 billion square meters of garments, about 19 per cent higher than 1.73 billion square meters sent in the corresponding period of 2024.

America's overall apparel imports during the period stood at US$60.34 billion, up from $59.31 billion in the corresponding period of last year. Vietnam, during the first nine months of 2025, became leading apparel exporter to the US, shipping RMG items worth US$12.74 billion, accounting for about 13.69-percent growth.

China dropped to the second position with US$8.78 billion worth of apparel shipments with a 29.89-percent year-on-year negative growth, highlighting the effects of elevated tariff barriers and ongoing geopolitical tensions.

Asked about the industry view, Fazlee Shamim Ehsan, executive president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), says Otexa revealed two-month previous data, meaning September data reflected the shipments made early July and onwards.

To get the picture of US tariff impact, he says, it takes two more months when data would revealed for the shipments of August onwards. "There is still growth on the US market and it might not fall much or continue to grow provided a stable political situation with national election in place which will also bring back the buyers' confidence," the industry owner tells The Financial Express.

He looks to a better tomorrow for business.

With improving local situation having a stable political government, Bangladesh would likely to get higher chunk of shifted work orders especially from China, he says.

The BKMEA leader, however, notes that Bangladesh is facing challenges in the EU where the economy is undergoing difficulties while major competitors like China have been focusing on that market due to high US tariffs on China's goods.

Exporters say though Chinese orders have been shifting from the US due to high tariffs, China is increasing its share in the EU market aggressively by offering 'much lower prices' to buyers to offset US market-share decline.

Meantime, India's apparel exports rose by 12.81 per cent to US$4.10 billion during the January-to-September period of 2025.

Indonesia recorded a 13.49 -percent increase in apparel shipments to US$3.59 billion, continuing its steady growth as a supplier to the US market. Cambodia bagged 28.47-percent rise in exports, reaching US$3.57 billion, during the period under consideration.

Pakistan also recorded a growth of 14 per cent to bag US $1.80 billion from the US market.

Munni_fe@yahoo.com

DHAKA SUNDAY DECEMBER 14, 2025
AGRAHAYAN 29, 1432 BS
The Daily Star

RMG industry under strain amid factory closures, job losses

BKMEA chief says, decries rising production costs

JAGARAN CHAKMA

The country's readymade garments (RMG) sector is facing one of its toughest periods in recent years, with falling exports, rising production costs, factory closures, and financial instability putting immense pressure on manufacturers, Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said.

In an interview with The Daily Star, Hatem described the situation as "extremely alarming," blaming ineffective policies and a lack of banking support for worsening the crisis.

"Not only the RMG sector, but the entire economy, business environment, and flow of money are not functioning smoothly," he said. "We have raised these issues for a long time, but effective solutions are still missing."

Hatem acknowledged some government measures, including action against large-scale bank irregularities, partial control of inflation, and easing the dollar crisis, but said they do not address the deep structural problems of the export-driven RMG sector.

"The government has failed to introduce business-friendly policies in a timely and coordinated way. We are not against the government; we have praised several initiatives. But on key economic issues -- trade, banking, and industrial policies -- there has been little consultation with stakeholders like us," he added.

Over the past few years, major financial support for the sector has been withdrawn. Hatem cited the reduction of the Export Development Fund (EDF) allocation and the closure of the Tk 5,000 crore Pre-shipment Credit Fund in April 2024, which offered loans at just 5 percent interest.

"With borrowing costs now around 15-16 percent, businesses are struggling to survive. How can an industry survive under such intense financial pressure? We are fighting just to stay afloat," he said.

The removal of export incentives, part of Bangladesh's plan to phase them out ahead of its graduation from Least Developed Country (LDC) status, has added further pressure.

"From February 1, 2024, previous export incentives were discontinued. The remaining 0.3 percent is almost unusable due to heavy paperwork and red tape. For us, it is effectively cancelled," Hatem said.

He said around 250-260 RMG factories have closed over the past 18 months, leaving more than 2.2 lakh workers unemployed. "Some factories have opened during this period, creating 30,000 to 40,000 jobs, but overall job loss remains very high," he added.

In Narayanganj, a major knitwear hub, individual factory closures have left thousands unemployed. "These are not just statistics. They represent families, livelihoods, and entire communities," he said.

TAKEAWAYS FROM INTERVIEW

CRISIS & ALARM

RMG sector in "extremely alarming" state, with exports falling and costs rising

The crisis goes beyond garments – business confidence, cash flow, and overall economic activity are badly disrupted

FACTORY CLOSURE & JOB LOSSES

Around 250-260 RMG factories closed in 18 months, resulting in a net loss of over 2.2 lakh jobs

FINANCIAL SUPPORT GAP

Key financial lifelines withdrawn, including reduced EDF allocation and closure of the Tk 5,000 crore Pre-shipment Credit Fund

BANKING SECTOR FAILURES

Banks accused of "active obstruction", especially toward SMEs, instead of supporting industries during crisis

Credit limits not adjusted for dollar depreciation, sharply reducing exporters' ability to open import LCs

GLOBAL MARKET PRESSURES

US demand weakening due to inflation and tariff uncertainty, while tougher competition in the EU from China and India squeezes orders

URGENT WARNING

Factories running 20-50% below capacity, prompting a warning that without urgent banking and policy reform, more closures are inevitable

GLOBAL MARKET PRESSURES AND BANKING CHALLENGES

The global economic climate has also become less supportive for Bangladeshi exporters. In the United States, the country's largest export market, inflation and weaker consumer purchasing power have reduced demand. "Buyers are cautious. They are uncertain about future tariffs and are taking a wait-and-see approach. As

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাকা পরিষদ

RMG industry under strain

FROM PAGE B4

even for that," he said.

Hatem also accused banks of manipulating exchange rates. "They buy dollars from us at lower rates but sell them back at higher rates when we need to make payments. This dual pricing is unfair."

He urged the government and Bangladesh Bank to act quickly. "We need targeted, sector-specific policies. Most importantly, the banking system needs urgent reform. If this trend continues, more factories will close, and the impact on the national economy will be severe," he said.

"This is not just about factories -- it's about exports, jobs, and the economic future. If we don't act now, we may not get a second chance," Hatem warned.

a result, we are receiving fewer orders," Hatem said.

Some US quarters have tried to impose parts of the general tariff structure -- about 20 percent -- on Bangladeshi goods, which could further undermine competitiveness.

Meanwhile, exporters from China and India, facing barriers in the US, have shifted focus to Europe, creating "unhealthy competition" and reducing Bangladesh's flow of orders.

As a result, many factories are running well below capacity. "Most are running 20-30 percent below capacity, and some are 40-50 percent lower than normal. This is not sustainable," Hatem said.

Hatem criticised the banking sector for failing to support industries in their time of need. "Banks are completely uncooperative, especially with small and medium-sized enterprises. In some cases, it's worse than neglect -- it's active obstruction," he said.

Bank credit limits have not been adjusted with changing exchange rates. "For example, a Tk 50 crore credit limit when the dollar was Tk 83 allowed LCs worth $6 million. Now that the dollar is Tk 122, I can only open LCs worth around $4 million with the same limit. Yet banks refuse to revise it," Hatem added.

He also highlighted long delays in back-to-back LC processing -- sometimes 20-30 days -- which disrupt production cycles. "Banks give all sorts of excuses -- margin issues, documentation problems, or that your limit is used up. It's the same story every time."

Exporters are struggling to access their own funds, with banks charging 15-16 percent interest on export proceeds needed for salaries. "Earlier, we could access this money interest-free for 30 days. Now, we are being charged

NEW AGE SUNDAY, DECEMBER 14, 2025,

Concerns rise as unemployment, poor people increase

Staff Correspondent

SPEAKERS at an open-forum discussion on Saturday expressed concerns over the rise in unemployment rates and numbers of people living under the poverty line in the country.

Their concerns were expressed at an event titled 'Democratic reconstruction on youth employment' organised by the Centre for Governance Studies at the CIRDAP auditorium in the capital, said a press release.

Centre for Governance Studies president Zillur Rahman, moderating the event, said that one-third of Bangladesh's population were young and a good many of them were educated, but at the same time, a large number of them were not employed.

Bangladesh Chamber of Industries president Anwar-ul Alam Chowdhury said that mob culture and political culture posed serious challenges at present.

'We have no long-term plan to address the energy crisis, while industries say they lacked skilled human resources.'

Economist Mohammed Parvez Imdad said that when employment increased, inequality decreased.

'It is the government's responsibility to create jobs, but in many cases the private sector also has a significant role to play,' he said, adding that overseas employment and ready-made garments, the two mainstays of the country's economy were not sufficient at all.

The economist also emphasised reducing the digital divide and developing sectors based on latest technologies.

Jahangirnagar University vice chancellor Mohammad Kamrul Ahsan said, 'Statistics show a lack of jobs, but reality shows a lack of skilled performance... We are producing many graduates, but we are not thinking about where we are sending them.'

He emphasised adapting educational curriculum to the needs of future employment centred on technological development, artificial intelligence and robotics.

Dhaka University pro-vice chancellor for administration Sayema Haque Bidisha, Communist Party of Bangladesh general secretary Ruhin Hossain Prince, Gono Odhikar Parishad general secretary Rashed Khan, Dhaka University professor Samina Lutfa, Bangladesh Nationalist Party member of media cell Mahmuda Habiba, Rashtro Sangskar Andolon Didarul coordinator Alam Bhuiyan, CGS executive director Parvez Karim Abbasi, Supreme Court lawyer Barrister Shihab Uddin Khan, and National Citizens' Party central joint convener Sarwar Tusher also spoke at the event.

সমকাল | শুক্রবার | ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ |

বৈষম্য নারীর মস্তিষ্কে অদৃশ্য ক্ষত তৈরি করে

■ সমকাল ডেস্ক

দৈনন্দিন জীবনে ছড়িয়ে থাকা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যমূলক আচরণ প্রায়ই উপেক্ষায় থেকে যায়। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, এর দীর্ঘস্থায়ী মানসিক প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে এটি নারীর মস্তিষ্কে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে; হয়ে উঠতে পারে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির কারণ।

বিবিসির প্রতিবেদনে গবেষণা প্রতিবেদনটির বিস্তারিত তুলে ধরে বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, অবাঞ্ছিত যৌন মনোযোগ প্রায়ই তাৎক্ষণিক হুমকি হয়ে ওঠে না। এটিকে উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, এর স্থায়ী মানসিক প্রভাব নেই। গবেষণায় দেখা গেছে, দৈনন্দিন জীবনে এ ধরনের ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়া মানুষের শরীর ও জীবনে ছড়িয়ে পড়ে।

গত বুধবার ব্রিটিশ গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিগত শতাব্দীতে নারী অধিকার আন্দোলন ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। অনেক দেশেই সমান বেতন এখন আইনি বাধ্যবাধকতা; পাশাপাশি অবৈধ হয়েছে লিঙ্গবৈষম্য। যুক্তরাজ্য তিন নারী প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে। ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে নারী নেত্রীদের অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে। তথাপি উদ্বেগ রয়ে গেছে। কারণ, যুক্তরাজ্যসহ সারাবিশ্বে লিঙ্গসমতা এখন স্থবির অবস্থায়, এমনকি কোথাও এটি পেছনের দিকেও যাচ্ছে। লিঙ্গসমতা কেবল বেতন বৈষম্যের পরিসংখ্যানে দাঁড়িয়ে আছে। নারী ও মেয়ে শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা বাড়ছে।

বিশ্বব্যাপী পরিসংখ্যানগুলো যে তথ্য দিচ্ছে, তা উদ্বেগজনক। প্রায় তিন নারীর একজন শারীরিক বা যৌন সহিংসতা বা উভয় ধরনের সহিংসতার শিকার। পাশাপাশি যৌনতাবাদের সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে, যা দৈনন্দিন জীবনে ছড়ানো। নারীরা স্নেহময়ী ও আবেগি, অপরদিকে পুরুষ যুক্তিবাদী ও প্রভাবশালী– এমন ধারণা থেকে আপাতদৃষ্টিতে ইতিবাচক লিঙ্গভিত্তিক প্রশংসার উদার যৌনতাবাদ

নতুন গবেষণার তথ্য

ছড়িয়ে পড়ছে। এসব ধারণা লিঙ্গবৈষম্যের মধ্যেই নিহিত, যা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষতি করতে পারে। সেই সঙ্গে তাদের 'অধীনস্থ অবস্থা'কে শক্তপোক্ত করতে পারে।

ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানী প্যাট্রিসিয়া হোমান ও তাঁর সহকর্মীদের তৈরি দ্য লেনসেটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি একটি সরকারি ওয়েবসাইট থেকে নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য মুছে ফেলা হয়। আর যে তথ্য যোগ করা হয়েছে, তা জৈবিক যৌন প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরদার করে, নারীর শরীরকে দুর্বল ও সুরক্ষার প্রয়োজন বলে চিত্রিত করে। সেখানে ট্রান্সজেন্ডারদের হুমকি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

মস্তিষ্কে একটি 'ক্ষত'

বৈষম্যমূলক আচরণ ও সূক্ষ্ম যৌনতা নারীর স্বাস্থ্যের ওপর বড় প্রভাব ফেলে। তবে এটা সর্বদা তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান হয় না। ২৯টি দেশে সাত হাজার ৮০০টিরও বেশি মস্তিষ্কের স্ক্যান বিশ্লেষণ করে একটি বৃহৎ গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিক লিঙ্গ ভারসাম্যহীনতা নারীর মস্তিষ্ককে শারীরিকভাবে পরিবর্তন করে। গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ লিঙ্গ বৈষম্যযুক্ত দেশগুলোতে বসবাসকারী নারীর মস্তিষ্কের অঞ্চলে পাতলা কর্টিকাল পুরুত্ব থাকে, যা মানসিক নিয়ন্ত্রণ, স্থিতিস্থাপকতা, হতাশা ও আঘাত-পরবর্তী স্ট্রেস ডিসঅর্ডারের মতো চাপ-সম্পর্কিত ব্যাধির সঙ্গে যুক্ত।

চিলির পন্টিফিকাল ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নিকোলাস ক্রুসলি বলেন, নারীরা যে বৈষম্যের সম্মুখীন হন, তা 'তাদের মস্তিষ্কে একটি দাগ রেখে যায়'। বৈষম্যের চাপে মস্তিষ্ক পরিবর্তিত হতে পারে। এর কারণ প্লাস্টিসিটি নামক প্রক্রিয়া। আমরা যা অনুভব করি বা শিখি, তার ওপর নির্ভর করে মস্তিষ্ক কীভাবে অভিযোজিত হয়।

ক্রুসলির ব্যাখ্যা, যদি জাগলিংয়ের মতো দক্ষতা মস্তিষ্কে দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখায়, তাহলে আপনাকে অবমূল্যায়ন করে– এমন একটি সমাজে চলাচলের একটি গভীর অভিজ্ঞতার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলবে। কারণ, দীর্ঘ সময়ের চাপ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক অভিযোজন ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করে। নিকোলাস ক্রুসলি বলেন, যদি আপনি লিঙ্গবৈষম্য কমাতে সক্ষম হন, তাহলে নারীর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে।

প্রতি ৫ জনের একজন বৈষম্যের শিকার

অন্যান্য গবেষণায়ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর লিঙ্গবৈষম্যের প্রভাব দেখা গেছে। যুক্তরাজ্যের এক গবেষণায় দেখা যায়, যেসব নারী লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হন, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য চার বছর পর আরও খারাপ হয়েছে। প্রায় তিন হাজার নারীর ওপর করা গবেষণায় প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন যৌন বৈষম্যের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে– জনসাধারণের জন্য অনিরাপদ বোধ করা থেকে শুরু করে অপমানিত হওয়া বা শারীরিকভাবে আক্রমণের শিকার হওয়া। এসব নারীর ক্ষেত্রে মানসিক যন্ত্রণা ও জীবনবিমুখ হওয়ার শঙ্কা স্বাভাবিকের চেয়ে তিন গুণ বেশি।

গবেষণার প্রধান লেখক কিংস কলেজ লন্ডনের স্বাস্থ্য মনোবিজ্ঞানী রুথ হ্যাকেট বলেন, বারবার চাপের অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসায় শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। পরে সেই ক্ষতিকারক জৈবিক পরিবর্তন দুর্বল মানসিক সুস্থতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

সমকাল ■ শুক্রবার | ১২ ডিসেম্বর ২০২৫

সংবাদ সম্মেলনে শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তারা

সংকটে দেশের স্পিনিং শিল্প

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিদেশি সুতার ডাম্পিং বন্ধসহ স্থানীয় শিল্প সুরক্ষার ১০ দাবি

বিদেশি সুতার ডাম্পিং ও উৎপাদন ব্যয় বাড়ায় সংকটে দেশের স্পিনিং শিল্প খাত। কয়েকটি দেশে এ খাতে সরকারি প্রণোদনার কারণে তাদের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে সুতা রপ্তানি করছেন। এর পাশাপাশি কভিড-পরবর্তী মন্দা, ইউক্রেন যুদ্ধ, ডলার সংকট, জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাওয়ায় গত কয়েক বছরে দেশের ৪০ শতাংশ স্পিনিং মিলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। যেসব কারখানা চলছে, সেগুলোও ৫০-৬০ শতাংশ সক্ষমতায় উৎপাদনে রয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে স্পিনিং শিল্পের শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলা হয়। সংবাদ সম্মেলনে শিল্প রক্ষায় অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ, সেফ গার্ড ডিউটি আরোপসহ ১০ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। অন্য দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে রপ্তানিসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলে ৩০ শতাংশ ছাড় দিয়ে আপৎকালীন প্রণোদনা দেওয়া, স্পিনিং মিলের মেশিনারিজ যুগোপযোগী করতে ৫ শতাংশ সুদে ১০ বছর মেয়াদি বিশেষ প্যাকেজের ঋণ সহায়তা ইত্যাদি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সালমা গ্রুপের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা আজহার আলী, যমুনা গ্রুপের পরিচালক এ বি এম সিরাজুল ইসলাম, গ্রিনটেক্স স্পিনিংয়ের নির্বাহী পরিচালক রুহুল আমিন প্রমুখ।

এদিকে পোশাক শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসায় ডিজিটাল হাসপাতাল করা হবে। পাইলট এ প্রকল্পে সহায়তা দেবে স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যাটফর্ম অলওয়েল বিডি ও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি নুভিস্তা ফার্মা। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সঙ্গে গত বুধবার এ বিষয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Friday 12 December 2025

মেট্রোরেলের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দাবি আদায়ে কর্মবিরতি ঘোষণা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

স্বতন্ত্র চাকরি-বিধিমালা প্রণয়ন ও প্রকাশের দাবিতে আজ থেকে কর্মবিরতি ও যাত্রী সেবা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। একই সঙ্গে প্রতিদিন ডিএমটিসিএল প্রধান কার্যালয়ের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করবে বলেও জানিয়েছে। এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

ডিএমটিসিএল'র কর্মকর্তারা জানান, প্রতিষ্ঠার পর ডিএমটিসিএলের ৯০০'র বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য এখনও স্বতন্ত্র চাকরি-বিধিমালা চূড়ান্ত হয়নি। ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর মেট্রোরেলের বাণিজ্যিক চলাচল শুরু হওয়ার পর থেকে উন্মুক্ত নিয়োগে আসা এসব কর্মচারী নিয়মিত দায়িত্ব পালন করলেও ছুটি, সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি, শিফট অ্যালাউন্স বা ওভারটাইম, গ্রুপ ইনস্যুরেন্সসহ বিভিন্ন মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকার অভিযোগ করেন তারা।

ডিএমটিসিএল সূত্রে জানায়, ২০২৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর উপদেষ্টা কমিটির নির্দেশনায় ৬০ কর্মদিবসের মধ্যে সার্ভিস রুল প্রস্তুত করার কথা ছিল। তা না হওয়ায় ২০২৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি কর্মচারীরা আন্দোলনে নামে। পরে ২০ ফেব্রুয়ারি কর্তৃপক্ষ ২০ মার্চের মধ্যে সার্ভিস রুল চূড়ান্তের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে এ নিয়ে কর্মচারীদের ক্ষোভ বাড়তে থাকে।

গত ১০ ডিসেম্বর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে বৈঠকে জানানো হয়, সার্ভিস রুলের সব ধারায় পরিচালনা পর্ষদ একমত হলেও 'বিশেষ বিধান' সংক্রান্ত একাদশ অধ্যায়ই প্রধান বাধা। ওই অধ্যায়ে মেট্রোরেল প্রকল্পের জনবলকে ডিএমটিসিএলে আত্মীকরণের বিষয় রয়েছে, যা কর্মচারীদের দাবি-প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

কর্মচারীদের অভিযোগ, পরিচালনা পর্ষদ বিতর্কিত বিধান বাদ দিতে আগ্রহী হলেও ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষের চাপের কারণে সার্ভিস রুল প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। পূর্বঘোষিত আলটিমেটাম অনুযায়ী গত ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে সার্ভিস রুল প্রকাশ না হওয়ায় কর্মচারীরা ঘোষণা দেন, ১১ ডিসেম্বরের (গতকাল) মধ্যেও সার্ভিস রুল প্রণয়ন না হলে ১২ ডিসেম্বর (আজ) ভোর ৭টা থেকে সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন এবং যাত্রী সেবা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক বিলম্ব এবং বিতর্কিত বিশেষ বিধান বজায় রাখার কারণে তারা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কর্মসূচির ফলে যে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হবে, তার সম্পূর্ণ দায়ভার ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে।

এ বিষয়ে ডিএমটিসিএল'র উপ-প্রকল্প পরিচালক (জনসংযোগ) মো. আহসান উল্লাহ শরিফী সাংবাদিকদের বলেন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবি নিয়ে ডিএমটিসিএল'র এমডির সঙ্গে একাধিকবার মিটিং হয়েছে। তাদের দাবির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে বোর্ডসভা। তাদের দাবির সঙ্গে মেট্রোরেল বন্ধের কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে গতকাল রাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একজন কর্মকর্তা সংবাদকে জানায়, কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছে। রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত প্রত্যাহারের কোনো তথ্য জানা নেই।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ ডিসেম্বর ২০২৫

বন্দরের তুলা কারখানায় এলাকায় আগুনের ঝুঁকি

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

বন্দরের ধামগড়, কুড়িপাড়া ও লক্ষ্মণখোলা এলাকা প্রবল অগ্নিঝুঁকিতে রয়েছে। এখানে হাজারের অধিক তুলা তৈরির কারখানা রয়েছে। কয়েক দিন পরপর এসব এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গতকাল দুপুরে আধা কিলোমিটারের মধ্যে দুটি কারখানায় পরপর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। বন্দর ফায়ার সার্ভিসের তথ্যমতে বন্দরের উত্তরাঞ্চল এলাকাটি সবচেয়ে বেশি অগ্নিঝুঁকিপ্রবণ। তিনটি এলাকার দুটি সিটি করপোরেশনের ২৫, ২৬ ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে, আর একটি ধামগড় ইউনিয়নের অধীনে। গত মাসেও কুড়িপাড়া এলাকায় একটি প্রেস হাউজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের জরিপ মতে এ সকল এলাকায় প্রতি বছর কমপক্ষে ১০ থেকে ১২টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

তুলা কারখানা মালিক সমিতির পক্ষ থেকে তুলা ব্যবসায়ী ইসলাম মিয়া বলেন, এ অঞ্চলের তুলা কারখানায় প্রায় কয়েক হাজার শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। আর সবচেয়ে বেশি নারী শ্রমিক কাজ করেন কারখানাগুলোতে। তবে তুলার মেশিনে তুলা ভাঙানোর সময় কাঁচামালে কোন প্রকার আলপিন থাকলেও তুলাকাটিং মেশিনের ব্লেডের ঘর্ষণে আগুন লেগে যাবে।

গতকাল বন্দরের কুড়িপাড়া এলাকায় মেসার্স জান্নাত ট্রেডার্স নামক তুলা তৈরির কারখানায় মেশিন থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। মুহূর্তে কারখানায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদ পেয়ে বন্দর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এক ঘণ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কারখানার মালিক নাসিক ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম দাবি করে অগ্নিকাণ্ডে তার ৫০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ আগুন নেভাতে নেভাতে ধামগড় এলাকায় আরেকটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তাৎক্ষণিক ফায়ার সার্ভিসের দল সেখানে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত হয়।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫।

বিপজ্জনক শিশুশ্রম বেশি শিল্প খাতে, ৫৪.৭ শতাংশ

এডুকো ও ক্ল্যাপ আয়োজিত নীতি শেয়ারিং অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিপজ্জনক শিশুশ্রম সবচেয়ে বেশি শিল্প খাতে, ৫৪.৭ শতাংশ। এ ছাড়া সেবা খাতে ২৯.৯ শতাংশ এবং কৃষিতে সর্বনিম্ন ৩.৩ শতাংশ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থায় শিশুশ্রম প্রতিরোধে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের সুপারিশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

আন্তর্জাতিক সংস্থা এডুকো বাংলাদেশ ও চাইল্ড লেবার ইলিমিনেশন প্ল্যাটফর্ম (ক্ল্যাপ) আয়োজিত নীতি শেয়ারিং অনুষ্ঠানে উত্থাপিত প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকদের পরিবারকে সহায়তার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শক্তিশালীকরণে প্রস্তাবিত নীতি' নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসংক্রান্ত গবেষণা প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। এডুকো বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক আফজাল কবির খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. কামাল উদ্দিন বিশ্বাস, শ্রম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মো. আওরঙ্গজেব আকন্দ, চাইল্ড লেবার মনিটরিং কাউন্সিলের কো-চেয়ার অ্যাডভোকেট সালমা আলী, এডুকো বাংলাদেশের পরিচালক (প্রোগ্রাম) আব্দুর রহিম প্রমুখ।

প্রস্তাবে গোলাম মোয়াজ্জেম জানান, আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, আইন ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও লাখো শিশু অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রমে নিয়োজিত। প্রায় ৩৫ লাখ শিশু নানা ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকলেও এর মধ্যে ১৭ লাখ শিশুর তথ্য আছে। এর মধ্যে এক লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আছে। নানা কাজের সুযোগ থাকার কারণে শহরে শিশুশ্রম বেশি, তবে গ্রামে শিশুশ্রম কম নয়। কৃষি খাতে ও মৌসুমি কাজে শিশুরা যুক্ত আছে। শিশুশ্রম নিরসনে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ ও আওতা বাড়ানোর সুপারিশ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে কামাল উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ ও ব্যবহার, শোষণ, পাচার এবং সব ধরনের সহিংসতা, নির্যাতন ও শিশুশ্রমের অবসান ঘটানোর কথা বলা হয়েছে। সরকার এসডিজি অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে বেশ কিছু উদ্যোগ, প্রকল্প ও কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা খাতে অন্তর্ভুক্ত ও বরাদ্দ বাড়ানোর সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। আওরঙ্গজেব আকন্দ বলেন, সর্বজনীন শিশু সুবিধাসহ পর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মানসম্মত শিক্ষার পেছনে ব্যয় বাড়ানো এবং স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদেরসহ সব শিশুকে স্কুলে ফিরিয়ে আনতে হবে।

প্রথম আলো
বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ২ পৌষ ১৪৩২

'বোমা মেশিন' দেখতে চান না শ্রমিক

পঞ্চগড়ের পাথরমহাল

আগেও প্রশাসন বোমা মেশিন উৎখাত করেছিল। প্রায় চার বছর পাথর তোলা এক রকম বন্ধ ছিল। শ্রমিকেরা জীবিকা হারিয়েছিলেন।

রাজিউর রহমান, পঞ্চগড়

মোটা দড়িতে আড়াআড়ি ছোট ছোট তিনটি বাঁশের লাঠি বাঁধা। সেগুলোর দুই প্রান্ত ধরে নুইয়ে পড়ে টানছেন ১০ জন। দড়ির অন্য মাথা ডাহুক নদের মধ্যে ডুবে আছে। ১০ জনের সম্মিলিত বলে ধীরে ধীরে জেগে উঠল সেই মাথায় লম্বা করে বাঁধা একটি বাঁশ। দ্রুত তার নিচে লোহার জালের একটি ডোঙা পেতে দিলেন কয়েকজন। অন্যদিকে বাঁশটিতে বাঁধা একটি লোহার জাখলা বা বড় বেলচাভর্তি বালুর স্তূপ ঠেলে তুলে পানির নিচ থেকে উঠে এলেন আরও একজন, ঢেলে দিলেন ডোঙায়। অন্যরা ডোঙাটি সরিয়ে নিলে আরেকজনের সাহায্যে জাখলা ধরে তিনি আবার ডুব দিলেন পানিতে। ডোঙায় ঢালা বালুতে মিশে আছে ছোট-বড় পাথর।

মোট ১৯ জন শ্রমিকের একেকবারের শ্রমের ফসল। পাথর আহরণের এটা সনাতন পদ্ধতি। পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের বালাবাড়ি এলাকায় ডাহুক নদে গত ১৩ সেপ্টেম্বর এভাবেই পাথর তুলছিলেন এক দল শ্রমিক। তাঁরা জানালেন, আগস্টের শেষ সপ্তাহে প্রায় এক কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে বন্দিভিটা এলাকায় পাথর তুলতে বোমা মেশিন বসিয়েছিল কিছু লোক। উপজেলা প্রশাসন সেটা জব্দ করে মামলা করেছে। তার পর থেকে এলাকায় বোমা মেশিন নেই।

বোমা মেশিনকে 'ড্রেজার' বলেন শ্রমিকেরা। পাথর তোলায় বোমা মেশিন বা কোনো যন্ত্রের ব্যবহারই বৈধ নয়। আগেও প্রশাসন বোমা মেশিন উৎখাত করেছিল। শ্রমিকেরা জীবিকা হারিয়েছিলেন। সরকার পরিবর্তনের পর আবার পাথর তোলা শুরু হয়েছে। তেঁতুলিয়ার বিভিন্ন নদ-নদীর পাথরমহাল ও ব্যক্তিমালিকানার জমি থেকে পাথর তুলে জীবিকা চালান হাজারো শ্রমিক। সদর উপজেলাতেও পাথরমহাল আছে। শ্রমিকেরা কেউই বোমা মেশিনের ব্যবহার চান না। কারণ, এগুলো অনেক শ্রমিকের কাজ খেয়ে ফেলে। এতে পাথরও খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।

জেলায় সরকারের ইজারা দেওয়া পাথরমহাল ১৯টি, সবই নদ-নদীতে। তবে সরেজমিনে তেঁতুলিয়ায় জমি খুঁড়েও অবৈধভাবে পাথর তুলতে দেখা যায়। শ্রমিকেরা দলবদ্ধভাবে জাখলা, ডোঙা আর জালসহ সরঞ্জাম কেনেন। তারপর এলাকা বেছে নিয়ে পাথর তোলেন। বালু থেকে পাথর ছেঁকে তাঁরা ট্রাক্টর হিসেবে বিক্রি করেন মহাজন নামে পরিচিত এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে। মহাজনেরা সেটা বেচেন পাথর ভাঙার মেশিন মালিক বা দ্বিতীয় ধাপের ব্যবসায়ীদের কাছে। মেশিনে ভাঙা পাথর কিনে নিয়ে যান দেশের নানা জায়গা থেকে আসা তৃতীয় ধাপের বড় ব্যবসায়ীরা।

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার শালবাহান ইউনিয়নের সাঙ্গু-বালাবাড়ি এলাকায় ডাহুক নদ থেকে সনাতন পদ্ধতিতে পাথর তুলছেন শ্রমিকেরা। গত ১৩ সেপ্টেম্বরের চিত্র। প্রথম আলো

তেঁতুলিয়ার বালাবাড়ি এলাকায় শ্রমিকেরা ট্রাক্টরপ্রতি ১০০ ঘনফুটের মতো পাথর বিক্রি করছিলেন আট হাজার টাকায়। তা থেকে তাঁরা নদে ডোবা জমির মালিককে দেন এক হাজার টাকা। সারা দিনের বিক্রি শেষে যা থাকে, তাতে একেকজনের ভাগে জোটে সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা।

পাথরমহালের ইজারাদারেরা মাশুল তোলেন তৃতীয় ধাপের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ১০ চাকার ট্রাকপ্রতি ৫০০ টাকা এবং ৬ চাকার ট্রাকপ্রতি ৩০০ টাকা করে। ইজারাদারদের ছয়টি সংগঠনের মোর্চা 'জেলা পাথর বালি যৌথ ফেডারেশন' এই টাকা আদায় নিয়ন্ত্রণ করে।

ইজারাদারদের একটি সংগঠন 'পাথর বালি শ্রমিক কল্যাণ সমিতি'র দপ্তর সম্পাদক ও ভজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য তবিবর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ট্রাকে পাথর লোড করলেই আমরা ইজারার টাকা আদায় করি। সেই পাথর ইজারা এলাকা থেকে তুললেও দিতে হবে, বাইরে থেকে তুললেও দিতে হবে।'

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর তেঁতুলিয়া উপজেলায় বোমা মেশিন বসিয়ে পাথর তোলা শুরু করেন কিছু ব্যবসায়ী। চলতি বছরের ১৩ জানুয়ারি সরকার সারা দেশের পাথরমহালগুলো ইজারার নিষেধাজ্ঞা তুলে নয়। এরপর তেঁতুলিয়ায় সমতল ভূমি কেটে পাথর তোলা বাড়ে। পাশাপাশি বোমা মেশিনও পুরোদমে চলতে থাকে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) কর্মীরা জেলা প্রশাসক ও পরিবেশ উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দেন। এরপর গত ১৩ মার্চ তেঁতুলিয়ার ভজনপুর ইউনিয়নের সংগঠন ও কীর্তনপাড়া গ্রামে অবৈধ পাথর তোলা বন্ধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে হামলার ঘটনা ঘটে। নিয়মিত অভিযান চালানোর পর আপাতত বোমা মেশিনের ব্যবহার বন্ধ হয়েছে। গত ৫ মার্চ পঞ্চগড়ের ১৯টি পাথরমহালের ইজারার বিজ্ঞপ্তি দেয় জেলা প্রশাসন। এতে শুধু সনাতন পদ্ধতিতে পাথর তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বাপার পঞ্চগড় জেলার সাধারণ সম্পাদক আজহারুল ইসলামের ভয়, অন্তর্বর্তী সরকার স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা না নিলে আবার বোমা মেশিন ফিরে আসবে।

তেঁতুলিয়ার বিভিন্ন এলাকা ও করতোয়া, সাঁও, ডাহুক ও মহানন্দা নদীর তীর ঘুরে পাথর উত্তোলন করতে দেখা যায়। বেশির ভাগ শ্রমিক বলছেন, বোমা মেশিন বন্ধ হওয়ায় তাঁরা খুশি। বোমা মেশিন চলত গভীর রাতে, প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে। কারা এগুলো চালাচ্ছেন, তা বোঝা কঠিন ছিল। প্রশাসনের অভিযানে এসব বন্ধ করতে গিয়ে অনেক সময় সাধারণ শ্রমিকেরা বিপাকে পড়েছেন।

সময়ের আলো । বৃহস্পতিবার। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫।

এডুকো ও ক্ল্যাপের নীতি শেয়ারিং অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরা

শিশুশ্রম নির্মূলে সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করতে হবে

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

শিশুশ্রম প্রতিরোধে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের সুপারিশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছেন, শিশুশ্রম নির্মূল প্রচেষ্টা এগিয়ে নিতে শিশুদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার আওতার ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে। একই সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শিশুদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় এনে সমন্বিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।

বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকদের পরিবারকে সহায়তার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শক্তিশালীকরণে প্রস্তাবিত নীতি' শেয়ারিং অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা। এডুকো বাংলাদেশ ও চাইল্ড লেবার ইলিমিনেশন প্ল্যাটফর্ম (ক্ল্যাপ) আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এডুকো বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক আফজাল কবির খান। অনুষ্ঠানে নীতি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. কামাল উদ্দিন বিশ্বাস, শ্রম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মো. আওরঙ্গজেব আকন্দ, চাইল্ড লেবার মনিটরিং কাউন্সিলের কো-চেয়ার অ্যাডভোকেট সালমা আলী, এডুকো বাংলাদেশের পরিচালক (প্রোগ্রাম) আব্দুর রহিম, শিশু অধিকার ফোরামের সহ-সভাপতি খায়রুজ্জামান কামাল ও গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটির নির্বাহী পরিচালক এ কে এম মাসুদ। উত্থাপিত নীতি প্রস্তাবে ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম জানান, আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, আইন ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও লাখো শিশু অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রমে নিয়োজিত। প্রায় ৩৫ লাখ শিশু নানা ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকলেও এর মধ্যে ১৭ লাখ শিশুর তথ্য আছে। এর মধ্যে এক লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আছে। তিনি বলেন, নানান কাজের সুযোগ থাকার কারণে শহরে শিশুশ্রম বেশি, তবে গ্রামে শিশুশ্রম কম নয়। কৃষি খাতে ও মৌসুমি কাজে শিশুরা যুক্ত হচ্ছে। শিশু শ্রমিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৬ দশমিক ৬ শতাংশ শিল্প-কারখানায়, ৪৪ দশমিক ৪ শতাংশ সেবা খাতে এবং ৩৮ দশমিক ৮ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত। আর বিপজ্জনক শিশুশ্রম সবচেয়ে বেশি ৫৪ দশমিক ৭ শতাংশ, সেবা খাতে ২৯ দশমিক ৯ শতাংশ এবং কৃষিতে সর্বনিম্ন ৩ দশমিক ৩ শতাংশ।

তিনি আরও বলেন, স্কুলগামী শিশুদের মধ্যে শ্রমে নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা কম। স্কুলগামী শিশুদের মধ্যে যেখানে এক শতাংশ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত সেখানে স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে রয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব মো. কামাল উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রায় শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ ও ব্যবহার, শোষণ, পাচার এবং সব ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের পাশাপাশি শিশুশ্রমের অবসান ঘটানোর কথা উল্লেখ করেছে। সরকার এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চলতি বছরে স্কুলগামী শিশুদের জন্য ৯টি কর্মসূচি ৯ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যা সামাজিক সুরক্ষা খাতের বাজেটের ৮ দশমিক ৩৭ শতাংশ। তবে স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই। এই বরাদ্দ বাড়ানোর সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তিনি।

অধ্যাপক মো. আওরঙ্গজেব আকন্দ বলেন, শিশুশ্রম বন্ধে সর্বজনীন শিশু সুবিধাসহ পর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মানসম্মত শিক্ষার পেছনে ব্যয় বাড়ানো এবং সব শিশুকে স্কুলে ফিরিয়ে আনতে হবে। পরিবারের প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য যথোপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা, কৃষিজ উন্নয়ন, পল্লী জনসেবা, অবকাঠামো ও জীবন-জীবিকার পেছনে বিনিয়োগ বাড়ানোর উচিত।

এডুকো পরিচালক আব্দুর রহিম বলেন, দেশের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা অতিমাত্রায় বিভক্ত। এ খাতের কর্মসূচিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটির সঙ্গে অন্যটি সংযুক্ত নয়। এসব কর্মসূচির লক্ষ্যগুলো একটির সঙ্গে অন্যটি মিলে যায়, এতে বাজেট কম এবং আওতাও অপ্রতুল। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি। সভাপতির বক্তব্যে আফজাল কবির খান বলেন, শিশুশ্রম নির্মূলের জন্য শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। কারণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পারিবারিক দারিদ্র্যের ঝুঁকি কমিয়ে অর্থনৈতিক বা স্বাস্থ্যগত ধাক্কা মোকাবিলায় সহায়তার মাধ্যমে শিশুশ্রম হ্রাস করে। একই সঙ্গে শিশুদের স্কুলে ভর্তিতে সহায়তা ও পড়াশোনার সুবিধা দেয়। তাই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানোর পাশাপাশি শিশু শ্রমিকদের পরিবারের প্রতি সহায়তা জোরদার করতে হবে।

SUNDAY DECEMBER 14, 2025
AGRAHAYAN 29, 1432 BS
The Daily Star

Protect our migrants from trafficking networks

Dismantle the gangs, ensure legal labour migration

It is deeply disturbing that our aspiring migrant workers are being subjected to brutal exploitation along illegal migration routes to Europe. According to a report in this daily, traffickers lure young men with promises of well-paid jobs in Greece, only to trap them in a vicious cycle of torture, extortion, and near-death experiences in transit countries such as Libya.

The ordeal of Akbar Samrat, a 25-year-old electrician from Chandpur, exposes the unimaginable cruelty faced by many of our migrants. After selling his property and borrowing heavily, Akbar paid Tk 15 lakh to traffickers who promised him work in Greece. Instead, he was smuggled through Dubai and Egypt to Libya, where armed gangs detained him, subjected him to horrific torture, and demanded ransom from his family. Even after his family paid Tk 11 lakh under duress, his suffering did not end. Akbar spent weeks in captivity before finally being rescued with the help of the International Organization for Migration and returned home.

Investigations by the CID's Trafficking in Human Being unit reveal that at least 18 others were deceived by the same network within a year, with traffickers extracting an estimated Tk 3.5 crore from hopeful migrants. The syndicate operated with chilling efficiency, maintaining contacts in Libya and Greece, extorting families through multiple bank accounts, and sending victims on perilous Mediterranean boat journeys after ransom payments. While some reached Europe, many perished at sea. It was also reported earlier how our migrants who legally travelled to Russia with work visas were coerced into joining the ongoing Russia-Ukraine war. These disturbing trends reflect the deep flaws in our migration system and the pervasive networks of traffickers who prey on vulnerable workers. The fact that Bangladeshis now rank highest among nationalities attempting to enter Europe illegally via the Mediterranean, with numbers rising sharply this year, underscores the gravity of the crisis.

We urge the government to treat illegal migration and human trafficking as a national emergency. Law enforcement agencies must dismantle trafficking networks in their entirety, trace financial flows, and pursue collaborators both at home and abroad. Meanwhile, targeted awareness campaigns are essential in high-risk regions such as Madaripur-Shariatpur, Sylhet-Sunamganj, and Narsingdi-Bhairab, where traffickers are most active. It is equally vital for the government to expand legal pathways for migration, so that desperate individuals are not forced into the hands of traffickers. Stronger coordination with international partners, including transit and destination countries, is also crucial to protect our migrants, bring those trapped in foreign countries home, and prosecute the traffickers.

omic@gmail.com বাণিজ্য সংবাদ Wednesday 31 December 2025

এলডিসি উত্তরণের পর ইইউতে রপ্তানিতে শুল্ক বাড়বে ১২ শতাংশ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

আগামী ২০২৯ সালের পর দেশের তৈরি পোশাক খাত ইউরোপের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার হারাবে। এলডিসি উত্তরণ এবং ইবিএ (এভরিথিং বাট আর্মস) চুক্তির মেয়াদ শেষে ১২ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক দিতে হবে ইইউতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে। ফলে তৈরি পোশাক খাতের সিংহভাগ রপ্তানির এ গন্তব্যে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে পারে বাংলাদেশ। কারণ, বাংলাদেশের শুল্ক বাড়লেও প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে কোনো ধরনের শুল্ক দিতে হবে না। তাই দ্রুত ইউরোপের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির পরামর্শ দিয়েছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) পক্ষ থেকে আজ সোমবার আয়োজিত এক সেমিনারে এ পরামর্শ দেওয়া হয়। এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী ইউরোপের বাজারে পোশাক খাতের অবস্থা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির গবেষণা পরিচালক মো. দীন ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন র‍্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক এম আবু ইউসুফ।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, ইউরোপের বাজারে ১০ শতাংশ শুল্কারোপ করা হলে প্রতিযোগিতায় টিকতে ৪ শতাংশ পর্যন্ত পোশাকের মূল্য কমাতে হবে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের। বাংলাদেশ প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় কম দামি পোশাক রপ্তানি করায় এই দাম কমানো কঠিন হবে। ইউরোপের বাজারে ট্রাউজার ও টি-শার্টসহ প্রধান ১০টি রপ্তানি পণ্যের দাম চীন ও ভিয়েতনামের পণ্যের চেয়ে ৩৬ শতাংশ কম। এমনকি কম্বোডিয়াও বাংলাদেশের চেয়ে দামি পণ্য রপ্তানি করে থাকে।

ফলে তৈরি পোশাক খাতের সিংহভাগ রপ্তানির এ গন্তব্যে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে পারে বাংলাদেশ। কারণ, বাংলাদেশের শুল্ক বাড়লেও প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে কোনো ধরনের শুল্ক দিতে হবে না।

মূল প্রবন্ধে আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে বলা হয়, আমদানিনির্ভর হওয়ায় ওভেন পোশাক সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। তাই বাজার সুবিধা নিশ্চিত করতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করা এবং দেশীয় কাঁচামালের ওপর নির্ভরতা তৈরি করতে সংযোগ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। নগদ অর্থসহায়তার সুযোগ না থাকলেও লজিস্টিক ব্যয় কমিয়ে সহায়তা অব্যাহত রাখার কথা বলা হয় প্রবন্ধে।

সেমিনারে অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক তাইবুর রহমান বলেন, 'পোশাক খাতে সুতার মতো কাঁচামালের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কাজ করার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের। চামড়া খাতেও দেখা যাচ্ছে নিজস্ব অনেক চামড়া থাকার পরও জুতা বানাতে চামড়া আমদানি করতে হচ্ছে। তাই নিজেদের কাঁচামালের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।'

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বাণিজ্যবিশেষজ্ঞ মো. মুনির চৌধুরী বলেন, 'রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কের চেয়ে অনেক সময় অশুল্ক বাধাও বড় হতে পারে। তাই গবেষণায় ভর্তুকি অব্যাহত রাখা যায়। দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। আর মুক্তবাণিজ্য চুক্তি করতে আমাদের দক্ষ নেগোশিয়েটর দরকার। এ জন্য আলাদা উইং করতে হবে, পুল তৈরি করতে হবে।'

ইউরোপের বাজারে উন্নত কর্মপরিবেশ একটি ইস্যু হবে বলে মনে করছেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো বদরুন্নেসা আহমেদ। তিনি বলেন, 'সামনে আরও ৪ থেকে ৫ বছর সময় আছে, তাই দক্ষতা বৃদ্ধি করে দামি পণ্য তৈরির দিকে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া।'

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তা মো. মশিউল আলম বলেন, 'ভবিষ্যতে ২৫ শতাংশের বেশি কার্বন কর আসতে পারে। তাই সেভাবে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে।'

নিট পোশাকে ৭ থেকে ৮ শতাংশ শুল্ক বাড়তে পারে জানিয়ে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের গবেষণা ব্যবস্থাপক হারুনুর রশিদ বলেন, 'তখন প্রতিযোগিতার কারণে পণ্যের দাম কমাতে হবে। তাই মুদ্রার অবমূল্যায়ন করতে হবে। আর ন্যূনতম ৫০ শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হবে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

মব সন্ত্রাসে আক্রান্ত শিল্পকারখানা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

বিশেষ প্রতিনিধি

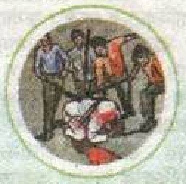

বিচারের বাণী
নীরবে কাঁদে
তৃতীয় পর্ব

মব সন্ত্রাসের কারণে গত ১৬ মাসে দেশের অর্থনীতি অচল হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন শিল্পকারখানায় আগুন ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে চালানো হয়েছে মব সন্ত্রাস এবং লুটপাট। চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা।

সংবাদপত্রের হিসাব অনুযায়ী, গত ১৬ মাসে ১২৪৩টি শিল্পকারখানা আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে বড় ধরনের হামলা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে ৪৮টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ছিল গাজী টায়ারসে আগুন। আওয়ামী লীগের সরকার পতনের পর নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সাবেক পাট ও বস্ত্রমন্ত্রীর গাজী টায়ারস কারখানায় হামলা, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অন্তত ১৮২ জনের মৃত্যু হয় বলে ধারণা করা হয়। কারখানাটির মালিক আওয়ামী লীগ সরকারের প্রাক্তন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী এবং নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগীর গাজী। তাকে গত বছরের ২৫ আগস্ট ভোরে রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওইদিন রাতে রূপগঞ্জের রূপসী এলাকায় দেশের বৃহৎ টায়ার প্রস্তুতকারী কারখানাটিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। টানা পাঁচ দিন পর ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আগুন নেভাতে সক্ষম হন। টানা পাঁচ দিন ধরে জ্বলা আগুনে ভবনটি ভিতরে থাকা কেউ যে আর রক্ত-মাংসে আস্ত থাকবেন না; সেটা ধরে নিয়েই স্বজনরা নিখোঁজদের অন্তত লাশটুকু চেয়েছিলেন; কিন্তু সেটাও তাদের ভাগ্যে জোটেনি। কারণ আগুনে পোড়া ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে সেখানে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

নারায়ণগঞ্জের তৎকালীন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাহমুদুল হক আগুনের সূত্রপাত ও দায়ীদের চিহ্নিত করতে ২৭ অগাস্ট তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হামিদুর রহমানকে প্রধান করে আট সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। গত ১২ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসকের কাছে ৩২ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি দাখিল করেন কমিটির প্রধান।

ওই ঘটনাকে প্রতিবেদনে নিছক দুর্ঘটনা নয়, 'অগ্নিসংযোগ' হিসেবে বর্ণনা করা হলেও কারা ওই কাজ করেছে সুনির্দিষ্টভাবে তাদের চিহ্নিত করা হয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় পর্যায়ে গাজীর গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়লে ওইদিন লোকজন আনন্দ মিছিল বের করে। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে খাদুন এলাকার খাঁপাড়া জামে মসজিদ থেকে মাইকে কয়েকজন ব্যক্তি 'কারখানার ভিতরে যাদের জমি জোর করে দখল করা হয়েছে তাদের বিকাল ৩টার দিকে রূপসী বাসস্টেশনে জড়ো হওয়ার' ঘোষণা দেন।

বেলা ১২টার দিকে লুটপাট করার উদ্দেশ্যে 'দুষ্কৃতকারীরা' কারখানায় প্রবেশ করে। তারা কারখানার ভিতরে থাকা শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে লুটতরাজ শুরু করে। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে আরেক দল 'দুষ্কৃতকারী' দেশি অস্ত্র নিয়ে কারখানায় প্রবেশ করে। বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে লুটপাটকারীদের একাধিক দলের মধ্যে কারখানার বাইরে ও ভিতরে বাগবিতণ্ডা ও সংঘর্ষ হয়।

পরে খাঁপাড়া মসজিদ থেকে পুনরায় 'গাজীর কারখানায় ডাকাত ঢুকেছে' ঘোষণা দিয়ে এলাকাবাসীকে তাদের প্রতিহত করার আহ্বান জানানো হয়। তাতে লুটপাট আরও বেড়ে যায়। লুটপাটকারীরা তখন কারখানা ছয়তলা ভবনটির বিভিন্ন তলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং লুটপাট চালিয়ে যেতে থাকে। আগুন দেওয়ার ঘটনার পর কারখানার এক কর্মকর্তা বলেছিলেন, দুপুর থেকে রাতে আগুন দেওয়ার আগ পর্যন্ত টানা লুটপাট চলে। এই পুরো সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য সেখানে যাননি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে লুটপাটকারীদের একটি দল ভবনের নিচতলায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেটের শার্টারে তালা ঝুলিয়ে চলে যান। ওই সময় অনেকে ভবনটির ওপরের অংশে লুটপাটে ব্যস্ত ছিলেন। ভবনটিতে দাহ্য পদার্থ থাকায় দ্রুত প্রতিটি তলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিটের টানা ২২ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন পুরোপুরি নেভে পাঁচ দিন পর। দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলতে থাকা আগুনে ভবনটি 'ঝুঁকিপূর্ণ' হওয়ায় সেখানে উদ্ধার অভিযান চালানো যায়নি।

এ ঘটনায় কারও বিরুদ্ধে মামলা হয়নি, কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এমনকি এ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করাও হয়নি। একইভাবে, আরও যেসব কারখানায় হামলা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে, সেসবেরও কোনো বিচার হয়নি। মামলাও হয়নি। এ বিচারহীনতার কারণে অনেকেই আতঙ্কে কারখানা বন্ধ করে দেন। বন্ধ হওয়া অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান আর চালু হয়নি।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের হিসাব অনুযায়ী, গত ১৬ মাসে ঢাকায় সংঘটিত 'দাঙ্গা'র ঘটনাগুলোর প্রায় তিন-চতুর্থাংশই হয়েছে মতিঝিল, গুলশান ও তেজগাঁও অঞ্চলে। এসব মব বা দাঙ্গার মধ্যে আলোচিত কিছু ঘটনার একটি হলো ব্যাংকপাড়াখ্যাত মতিঝিলে একটি বাণিজ্যিক ভবন দখলের চেষ্টায় ২৯ জুলাই ৩০ থেকে ৩৫ জনের মবকে পুলিশ থামাতে গেলে মবকারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এরপর থানার ভিতরেই হামলার চেষ্টা করে এ মব চক্র। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গুলশানে ঘটে যাওয়া মব অ্যাটাকের একটি হলো শেখ হাসিনার সাবেক রাজনৈতিক উপদেষ্টা প্রয়াত এইচটি ইমামের ছেলে এবং সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সাংসদ তানভীর ইমামের সাবেক স্ত্রীর বাসায় মব হামলা। অর্থ লুটপাটের উদ্দেশ্যে গত ৫ মার্চ গুলশান-২ নম্বরে ৮১ নম্বর সড়কে অবস্থিত তানভীর ইমামের সাবেক স্ত্রীর বাসাটি ঘেরাও করে মব।

এ ছাড়া রাজধানীর অভিজাত আবাসিক এলাকায়ও মবের ঘটনা ঘটেছে। বারিধারা কূটনৈতিক জোনের ২ নম্বর ইউএন রোডের ছয়তলা একটি বাড়ির দুটি ফ্ল্যাট দখলে পরিকল্পিত হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। ক্যাপিটাল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোকাররম হোসেইন খান ও তার মেয়ে ক্যাপিটাল্যান্ডের নির্বাহী পরিচালক মাহিরা হোসেইন খান ফ্ল্যাট দুটিতে বাস করেন।

দেশের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অর্থনীতির অনুকূলে নেই বলে মনে করে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) সভাপতি ফজলে শামীম এহসান। তিনি বলেন, 'কর্মসংস্থান হচ্ছে না বিনিয়োগ পরিবেশ না থাকায়। বিনিয়োগ না হওয়ার অন্যতম কারণ সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা। পরিবেশ তৈরি হচ্ছে না বলে বিনিয়োগকারীরা আস্থা পাচ্ছেন না, ভয় পাচ্ছেন। তারা একটি নির্বাচিত স্থিতিশীল সরকার চান।'

রাজধানীর বাণিজ্যিক ও অভিজাত আবাসিক এলাকাগুলোতে বিভিন্ন সময় মবের ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সৃষ্ট আস্থার সংকটে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, 'মতিঝিল, গুলশান ও তেজগাঁওসহ বাণিজ্যিক এলাকায় মবের ঘটনা ব্যবসায়িক আস্থা কমিয়ে দিচ্ছে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সব ধরনের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, পাশাপাশি ভোক্তারাও ঝুঁকিতে পড়ছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংকুচিত করছে এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঢাকা চেম্বার মনে করে আইনশৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখা ও সঠিক সময়ে নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে এ ধরনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।'

ইত্তেফাক
বুধবার
১৬ পৌষ ১৪৩২, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে গেইন এফবিসিসিআই ক্যাবের ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রমিকদের পুষ্টিগত অবস্থা ও সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমভড নিউট্রিশন (গেইন), ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) ও কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মঙ্গলবার ঢাকায় এফবিসিসিআইয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন গেইনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. বুদাবা খন্দকার, এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক আব্দুর রহিম খান ও ক্যাবের সভাপতি এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। অনুষ্ঠানের শুরুতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া করা হয়। এই ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতার মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প খাতে কর্মরত শ্রমিকদের পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যবান্ধব কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা।

সমঝোতা স্মারকের আওতায় কর্মক্ষেত্রে পুষ্টি-সংবেদনশীল উদ্যোগ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ভোক্তা ও শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রমাণভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে যৌথভাবে কাজ করা হবে। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, গেইন প্রমাণভিত্তিক কার্যকর উদ্যোগ বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। একই সঙ্গে পুনরাবৃত্তিযোগ্য মডেল, উপকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সহায়তার মাধ্যমে শ্রমিকদের পুষ্টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অংশ নেবে। শ্রমিকদের জ্ঞান, আচরণ ও চর্চার ঘাটতি নিরূপণেও সংস্থাটি সহায়তা করবে। এফবিসিসিআই এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে করপোরেট টেকসই উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রের কল্যাণমূলক উদ্যোগে পুষ্টি-সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি সংযুক্ত করতে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করবে। শিল্পকারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মক্ষেত্রভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণেও সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অন্যদিকে ক্যাব ভোক্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার বিষয়ে জনস্বার্থভিত্তিক অ্যাডভোকেসি জোরদার এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস প্রসারে প্রচারমূলক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

THE FINANCIAL EXPRESS
December 31, 2025

Workplace deaths soar in 2025, as safety situation worsens

FE REPORT

1,190 workers die, 222 injured in job-related accidents in country

Workplace safety situation worsened sharply in 2025, with at least 1,190 workers died and 222 were injured in job-related accidents across the country, according to a new report released on Tuesday.

The death toll marked a significant rise from 2024, when 905 workers died and 218 were injured. The increase of 285 fatalities in a single year points to deep and unresolved problems in how workplace safety is managed.

The findings were revealed in an annual monitoring report of the Bangladesh Occupational Safety, Health and Environment (OSHE) Foundation. The report was unveiled at a press conference at the Dhaka Reporters Unity.

OSHE Foundation said the report has been prepared with information from national and local newspapers, electronic and online media, trade union sources, and verified field-level data collected by the organisation.

One of the most disturbing findings is the fatality rate itself. More than eight out of every ten reported workplace accidents in 2025 ended in death. This suggests that when accidents happen, workers often do not survive them. The report links this to weak preventive safety systems, delayed rescue efforts, and limited access to emergency medical care.

The report also shows that most accidents occurred in the informal sectors. Around 84 per cent of workplace accidents took place in the jobs that are outside effective labour law coverage.

OSHE Foundation described this as the single biggest structural challenge to improving workplace safety, warning that meaningful progress would remain difficult unless informal workers are brought under labour law enforcement and social protection schemes.

As in previous years, transport sector recorded the highest number of accidents. It was followed by industrial and manufacturing sector, service sector, agriculture, and construction and infrastructure. Jobs involving long hours, heavy machinery, high mobility, and informal employment were found to be especially risky.

Road accidents were the leading cause of workplace deaths, followed by electrocution, falls from height, fires and explosions, lightning strikes, and incidents of violence and harassment. The report noted that most of these accidents could be prevented with basic safety planning and supervision.

OSHE Foundation placed several recommendations. These included strengthening labour inspections, forming safety committees at workplaces with workers' participation, ensuring minimum compensation for families of the dead workers, conducting regular safety audits in high-risk sectors, creating a government-run national database on workplace accidents, and extending social protection to informal sector workers affected by accidents.

Without serious attention to workplace safety, OSHE Foundation warned, it would be difficult to protect workers' lives, sustain productivity, or support long-term development. The organisation stressed that preventing accidents must be prioritised over responding to them after the damage is done.

newsmaniasi@gmail.com

THE FINANCIAL EXPRESS
December 22, 2025

Ending the plight of female migrant workers

The sufferings of the Bangladeshi female migrant workers abroad, and the social isolation and depression many face on their return home, often hit the headlines and evoke widespread public concern. Driven by the hope of entering the workforce, improving their economic condition, many poor women seek domestic work overseas. Too often, however, their dreams turn into nightmares. Physical atrocity combined with constant mental torture pushes them into such desperate circumstances that many are ultimately forced to return home. The scale of this crisis is overwhelming. According to a BRAC report, about half a million Bangladeshi migrant workers have returned over the past six years after facing various forms of mistreatment and hardship. Among them, 67,199 women suffered sexual and physical abuse. Consequently, the number of outbound female migrant workers has plummeted. While more than 100,000 women sought work abroad annually a decade ago, that figure has since been cut in half.

For those who do return, the trauma rarely ends at the airport. On their return home, many shared their harrowing experiences abroad. In their desperation to find work, they had gone overseas by borrowing large sums of money or selling whatever little property they owned. On return, many discover that they have lost everything, sometimes even their families as some are not accepted by their husbands or in-laws. While the authorities concerned have done little to protect the rights of these hapless workers abroad, they have also failed to ensure the support necessary for their reintegration into their families.

Against this backdrop, speakers at a roundtable discussion organised by UN Women and Prothom Alo highlighted the need for sustainable reintegration of returnee female workers into their families with due attention to gender sensitivity. They called for the implementation of various programmes through coordinated efforts by government and non-government organisations. On a thorough assessment of these women's skills, employment opportunities for them should be created and thus their economic solvency will help their reintegration into mainstream society. It is imperative that the authorities develop gender-responsive migration policies to protect the rights of female migrant workers and take meaningful action to improve their lives upon their return. These vulnerable women require comprehensive medical care, psychological support and financial assistance to recover from their traumatic experiences.

> ***Sending skilled workers abroad can significantly reduce the vulnerabilities associated with unregulated domestic work***

Furthermore, the government must ensure that the migration process becomes more sustainable and secure. Rather than facilitating the migration of unskilled workers to traditional destinations in the Middle East as domestic helps, the authorities should prioritise training for aspiring migrants and explore opportunities in other prospective countries. Experts at the roundtable noted that there is a high demand for skilled workers in the caregiving and garment sectors in countries such as Japan, Hong Kong and Jordan. Bangladesh can readily train aspiring female migrant workers for these sectors. Sending skilled workers abroad can significantly reduce the vulnerabilities associated with unregulated domestic work. That said, foreign missions also need to take pro-active measures so that migrant workers can report abuse and the authorities concerned should respond promptly. Overall, the structural vulnerabilities faced by Bangladeshi women throughout the migration process must be addressed to replace a cycle of exploitation with a system of dignity and protection.

প্রথম আলো
.সম্বর ২০২৫, ৮ পৌষ ১৪৩২

ভালুকা ও লক্ষ্মীপুরে নিষ্ঠুর হত্যা

দায়মুক্তির সংস্কৃতি অপরাধ বাড়াচ্ছে

ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ এনে পোশাক কারখানার কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা এবং লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতার ঘরে আগুন দেওয়ায় শিশুমৃত্যুর ঘটনা দুটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই। এক দিনের ব্যবধানে এই দুটি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড নাগরিকদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম দিয়েছে। এটি নিশ্চিত করেই দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি এবং রাষ্ট্র ও সরকারের দায়মুক্তি সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। এতে নাগরিকদের মধ্যে যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি হয়েছে, সেটা প্রশমনের দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের বরাতে *প্রথম আলোর* খবর জানাচ্ছে, গত বৃহস্পতিবার ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে পাইওনিয়ার্স নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেডের কর্মী দীপু চন্দ্র দাসকে কারখানা থেকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। একপর্যায়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিভাজকে একটি গাছে বিবস্ত্র করে ঝুলিয়ে মরদেহে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় র‍্যাব-পুলিশ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। র‍্যাব ১৪-এর অধিনায়ক নয়মুল হাসান বলেছেন, 'ধর্ম অবমাননার বিষয়টি খুবই অস্পষ্ট। তিনি কী বলেছেন, এটা খোঁজার চেষ্টা করলেও কেউ এটা বলতে পারেনি।' এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য কী, কারা এর সঙ্গে জড়িত, তদন্ত করে বের করতে হবে এবং প্রত্যেককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

মব সহিংসতা বন্ধে এবং সহিংসতাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে অন্তর্বর্তী সরকার যে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছে, ভালুকার ঘটনাটি তারই ধারাবাহিকতা। নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক দল ও গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে বারবার মব সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হলেও অন্তর্বর্তী সরকারের দিক থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সরকার ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগে সমাজের কোনো কোনো গোষ্ঠী নিজেদের অতি ক্ষমতাবান ও জবাবদিহির ঊর্ধ্বে ভাবতে শুরু করায় নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

দীপু চন্দ্র দাস ছিলেন সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রী, দেড় বছরের শিশুসন্তান এবং বৃদ্ধ ও অসুস্থ বাবা রয়েছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে পরিবারটি দিশাহারা। ন্যায়বিচার নিশ্চিতের পাশাপাশি পরিবারটির পাশে দাঁড়ানো রাষ্ট্র ও সরকারের দায়িত্ব।

শুক্রবার গভীর রাতে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চরমনসা গ্রামে আগুনে পুড়ে সাত বছরের শিশু আয়েশা আক্তারের মৃত্যু ও তিনজনের দগ্ধ হওয়ার ঘটনাটিও জননিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে। পরিবারটির অভিযোগ, দুর্বৃত্তরা ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ঘর মানুষের নিরাপদ আশ্রয়। গভীর রাতে ঘুমন্ত একটা পরিবারকে তালাবদ্ধ করে বাইরে থেকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া চরম নিষ্ঠুর অপরাধ। অপরাধীরা যখন ভাবতে শুরু করে অপরাধ করে তারা পার পেয়ে যাবে, কেবল তখনই এ ধরনের ভয়ংকর অপরাধ সংঘটনে তারা উৎসাহিত হতে পারে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস অবশ্য দাবি করেছে, নাশকতার 'বিশ্বাসযোগ্য' প্রমাণ তারা পায়নি। কিন্তু পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে অবশ্যই গভীরতর তদন্ত করে, তবেই উপসংহারে আসতে হবে। লক্ষ্মীপুরের এই ঘটনায় যারাই জড়িত থাক, তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরও দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি না হওয়াটা হতাশাজনক। অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। নিরাপত্তা নিয়ে নাগরিকদের ভেঙে পড়া আস্থা মেরামত করতে হলে মব সহিংসতা থেকে শুরু করে সব ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করতে হবে। শুধু বিশেষ অভিযান এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সমন্বিত ও জোরালো অভিযান। অপরাধ করে কেউ পার পাবে না—অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সরকারকে সুস্পষ্ট বার্তা দিতে হবে। নৃশংস অপরাধের পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না হওয়ায় দায়মুক্তির সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

মঙ্গলবার
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

গাজীপুরে সাত দিন পর খুলল বন্ধ কারখানা

শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টির অভিযোগে ১৩৯ শ্রমিক ছাঁটাই

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে সাত দিন বন্ধ থাকার পর নগরীর কোনাবাড়ী আমবাগ এলাকায় অবস্থিত পি এন কম্পোজিট কারখানা গতকাল সোমবার খুলেছে। এদিকে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে জড়িত থাকার অভিযোগে ঐ কারখানার ১৩৯ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ ও কারখানা সূত্রে জানা গেছে, গত ৭ ও ৮ ডিসেম্বর শ্রমিকরা কিছু অযৌক্তিক দাবি-দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ করলে ৯ ডিসেম্বর থেকে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। অবৈধভাবে কারখানাতে সংঘবদ্ধ হয়ে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করে চরম বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করার অপরাধে গত ১১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ২৩ ধারা অনুযায়ী ১৩৯ জন শ্রমিককে সাময়িক বরখাস্ত করে কারখানা কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে কারখানার এ জি এম আখলাকুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, সোমবার সকাল থেকে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়েছে। শ্রমিকদের বেতন ভাতা সময়মতো পরিশোধ করা হচ্ছে। তাদের কোনো দাবি-দাওয়া নেই। তাদের দাবি একটাই কর্তৃপক্ষকে তাদের কাছ মাফ চাইতে হবে। তিনি আরো বলেন, ১৩৯ জন শ্রমিককে আর কাজে নেওয়া হয়নি। বরখাস্তকৃত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম যথারীতি চালু থাকবে।

কোনাবাড়ী থানার ওসি খন্দকার জালাল উদ্দীন মাহমুদ বলেন, শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কারখানার সামনে গাজীপুর শিল্প পুলিশের পাশাপাশি মেট্রোপলিটন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সমকাল | মঙ্গলবার | ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

রাজধানীর ৫৩% শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে শিক্ষাজীবনে

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিশুশ্রম নিরসনে অধিকার প্রকল্পের সভা

■ কর্মমুখী শিক্ষায় বদলাচ্ছে জীবনের গল্প

ঢাকা শহরে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে যুক্ত ৫৩ শতাংশ শিশুকে কাজ থেকে প্রত্যাহার করে শিক্ষাজীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়া কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে শতভাগ যুবক ও ৮৫ শতাংশ অভিভাবক সম্মানজনক কর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ইকো স্যোসাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ইএসডিও) সভায় এ তথ্য তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে সহযোগিতায় ছিল এডুকো বাংলাদেশ।

সভায় শিশুশ্রম বন্ধে কর্মমুখী শিক্ষা ও কমিউনিটিভিত্তিক শিশুসুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের আহ্বান জানান সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা। তাছাড়া নগর শিশুশ্রম টেকসইভাবে মোকাবিলায় সমন্বিত ও বহুমুখী উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তারা। 'শিশুশ্রম নিরসনে অধিকার প্রকল্পের' বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরার লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। ইএসডিওর নির্বাহী পরিচালক ড. মো. শহীদ-উজ-জামানের সভাপতিত্বে ও এডুকো বাংলাদেশের প্রকল্প কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. রুহুল আমিন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, এডুকো বাংলাদেশের পরিচালক (প্রোগ্রাম) আব্দুর রহিম প্রমুখ।

সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, শিশুশ্রম জাতীয় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। এজন্য সরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকার, সুশীল সমাজ, বেসরকারি খাত এবং কমিউনিটির মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয় প্রয়োজন।

ইঞ্জিনিয়ার মো. রুহুল আমিন বলেন, বাস্তবভিত্তিক ও কার্যকর কৌশলে রূপান্তরের মাধ্যমে শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা সম্ভব। সম্মিলিত সামাজিক উদ্যোগ শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক।

সভাপতির বক্তব্যে ড. শহীদ-উজ-জামান বলেন, শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনে সরকারের পাশাপাশি এনজিও এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও টেকসই কর্মপরিকল্পনার অভাব রয়েছে।

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 27.12.2025

Some key labour reform proposals implemented, while many remain pending

REFORM - DHAKA

REYAD HOSSAIN

Some major recommendations of the Labour Reform Commission have been implemented over the past eight months since the commission submitted its report, but several proposals are yet to be acted upon.

According to those concerned, amendments to the Labour Act, a shorter wage review cycle, measures to improve workplace safety, and steps to simplify the formation of trade unions have already been introduced.

The government has also ratified three international conventions, including the ILO Convention 190 on preventing violence and sexual harassment at the workplace.

In addition, some informal sectors, such as domestic workers, have been brought under the Labour Act, 2006, and factory workers are also expected to receive benefits under the law.

However, many key recommendations remain unimplemented.

These include reforming the minimum wage structure, fixing a national minimum wage based on the concept of a "living wage", extending maternity leave to six months, and quickly reviewing and withdrawing criminal cases filed against participants in labour movements.

Recommendations to increase the capacity of Labour Courts, introduce penal provisions against forced labour, align working hours and overtime with international standards, and abolish the practice of hiring workers on an outsourcing basis for permanent jobs have also not been implemented.

Some proposals, stakeholders said, have only been partially carried out.

Syed Sultan Uddin Ahmed, chairman of the Labour Reform Commission, said much more could have been achieved since the commission submitted its recommendations on April 21.

"The recommendations we made are implementable. They have not been implemented to the desired extent. Whatever

বণিকবার্তা শুক্রবার, ডিসেম্বর ১৯, ২০২৫

শ্রমবাজার বলতে এখন শুধুই সৌদি আরব

জনশক্তি রফতানি গন্তব্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে

দেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সেই সঙ্গে ক্রমেই বাড়ছে বেকারের সংখ্যাও। বিপুল পরিমাণ বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখতে পারত বৈদেশিক শ্রমবাজার। কিন্তু বাস্তবতা হলো দেশের অভিবাসন খাত নানা সমস্যায় জর্জরিত। এর প্রধানতম কারণ হলো সিন্ডিকেট ও দালাল শ্রেণীর দৌরাত্ম্য, যার প্রভাব আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ওপর পড়ছে। এর বাইরে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো এক দেশকেন্দ্রিক শ্রমবাজার ব্যবস্থা। কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে চলতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছেন ১০ লাখ ৭৬ হাজার বাংলাদেশী, যার প্রায় ৬৭ শতাংশ কর্মী ভিসায় গিয়েছেন সৌদি আরবে। এর বাইরে বাকি কর্মীদের অধিকাংশ গেছেন সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপসহ মধ্যপ্রাচ্যের তিন দেশে। কোনো কারণে যদি সৌদি আরবের বাজার বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দেশের জনশক্তি রফতানি বড় বাধার মুখে পড়বে। জনশক্তি রফতানি এক দেশকেন্দ্রিক হওয়া কখনই উচিত নয়। জনশক্তি রফতানিতে গন্তব্য রাষ্ট্রের মধ্যে বৈচিত্র্যায়ণ আনা দরকার।

অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বড় প্রত্যাশা ছিল বৈশ্বিক শ্রমবাজারে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণ, বন্ধ শ্রমবাজার চালু করা এবং নতুন শ্রমবাজারের সন্ধান। বাস্তবে সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন খুব একটা দেখা যায়নি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মী যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সৌদি আরবকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। বন্ধ অনেক শ্রমবাজার উন্মুক্ত হয়নি। মালয়েশিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বাজার খুলে দেয়ার ব্যাপারে অনেকেই আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, এসব উদ্যোগ ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। মালয়েশিয়া থেকে এক-দেড় লাখ কর্মী নেয়ার আশ্বাস দেয়া হলেও চলতি বছরে সেখানে কর্মী গেছেন মাত্র কয়েক হাজার। একইভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতেও কর্মী যাওয়ার সংখ্যা কমেছে। ফলে বাংলাদেশের শ্রমবাজার কার্যত সৌদি আরবকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে বড় ঝুঁকি তৈরি করছে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যমতে, চলতি বছর বিভিন্ন দেশে মোট কর্মী গেছেন ১০ লাখ ৭৫ হাজার ৯৭৬ (এ হিসাব ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত)। এর মধ্যে ৭ লাখ ১৫ হাজার ৫৮৬ কর্মী গেছেন সৌদি আরবে। এর বাইরে ১ লাখ ৪ হাজার ৬৭৮ গেছেন কাতারে। বাকি শ্রমবাজারের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেছেন ১২ হাজার ৯৩১, মালয়েশিয়ায় ৩ হাজার ৫, ওমানে ৬৪২ ও সিঙ্গাপুরে ৬৭ হাজার ৬৯০ জন। বিএমইটির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এক দশক আগেও বিদেশে বাংলাদেশীদের বড় শ্রমবাজার ছিল অন্তত ১২টি। এখন তা দু-তিনটি দেশে নেমে এসেছে। বিশেষ করে সৌদি আরব ছাড়া আরো যে পাঁচ দেশ শীর্ষ শ্রমবাজারের তালিকায় আছে তার মধ্যে বর্তমানে সিঙ্গাপুর, কুয়েত, কাতার ও মালদ্বীপের বাইরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মী অন্য কোনো দেশে যাচ্ছেন না।

বিদেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিকদের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী কর্মীর চাহিদা আছে। কিন্তু চাহিদামতো দক্ষ কর্মী পাঠানো যাচ্ছে না। বিদেশের শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি রফতানির লক্ষ্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হয় ১০৪ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও ছয়টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি)। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) অধীনে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরেই প্রশিক্ষিত করা হয়েছে পৌনে ১২ লাখের বেশি কর্মীকে। যদিও বিবিএসের আর্থসামাজিক ও জনমিতিক জরিপ ২০২৩-এর তথ্যমতে, সংশ্লিষ্ট কাজে কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই বিদেশ পাড়ি জমাচ্ছেন দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মী। অভিবাসীদের মধ্যে মাত্র ১০ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ বিদেশ পাড়ি জমানোর আগে কর্মসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। এর মধ্যে আবার ৪৭ দশমিক ৬৬ শতাংশই দক্ষতা অর্জন করেন বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে জনশক্তি রফতানিতে সম্ভাবনাময় গন্তব্যের নাম জাপান। সামনের ১৫ বছরে দেশটিতে এক কোটির বেশি কর্মী প্রয়োজন। কৃষিকাজ, নির্মাণ খাত, কেয়ার গিভার, অটোমোবাইল, শিপিংসহ ১৬ ক্যাটাগরিতে জাপানে জনশক্তি রফতানির সুযোগ থাকলেও বাংলাদেশ উল্লেখ করার মতো কর্মী পাঠাতে পারছে না। অন্যদিকে নেপাল, ভিয়েতনাম ও মিয়ানমার থেকে প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক শ্রমিক যাচ্ছে দেশটিতে। ভাষা না জানা ও সংশ্লিষ্ট কাজে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে দেশটিতে জনশক্তি রফতানির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারছে না বাংলাদেশ। বিশ্বজুড়ে শ্রমবাজার দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অদক্ষ বা স্বল্পদক্ষ শ্রমের চাহিদা কমে গিয়ে বাড়ছে কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও পেশাভিত্তিক দক্ষ শ্রমিক। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের অধিকাংশ কর্মী এখনো বিদেশে যাচ্ছেন সাধারণ শ্রমিক হিসেবে। ফলে তারা কম মজুরি, অনিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং নানা ধরনের শোষণের শিকার হচ্ছেন। শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে দক্ষতা বাড়ানোর বিকল্প নেই।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শ্রমবাজার সম্প্রসারণে ব্যর্থতার মূল কারণ হলো আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে না পারা। আধুনিক শ্রমবাজারে শুধু শারীরিক শ্রম নয়, বরং কারিগরি দক্ষতা, ভাষাজ্ঞান ও পেশাগত প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সেই প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়নি। ফলে বাংলাদেশী কর্মীরা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন। পাশাপাশি অতীতে অবৈধভাবে বিদেশে প্রবেশ, ভুয়া কাগজ ব্যবহারসহ নানা অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ এবং মানবেতর জীবনযাপনের ঘটনাগুলো বাংলাদেশের জন্য নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করেছে, যার প্রভাব এখনো শ্রমবাজারে পড়ছে।

ক্রমেই অবৈধ অভিবাসন বাড়ছে। সমুদ্রপথে ইউরোপে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশীরা বর্তমানে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এ যাত্রায় প্রাণহানির আশঙ্কা যেমন রয়েছে, তেমনি ইউরোপের দেশগুলোর কঠোর নীতির কারণে ভবিষ্যতে বৈধ শ্রমবাজার তৈরির সম্ভাবনাও আরো ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। দক্ষতা ও পরিকল্পনার অভাবে এ অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বৈধ পথে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ করতে হলে এ খাতের সিন্ডিকেট ভাঙার পাশাপাশি দালালদের দৌরাত্ম্য দূর করতে হবে। বিদেশগামী শ্রমিকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। সুতরাং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে শ্রমবাজারের চাহিদার বাস্তব সংযোগ তৈরি করতে হবে। কারিগরি শিক্ষা ও ভোকেশনাল ট্রেনিং কেন্দ্রগুলোর পাঠ্যক্রম আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করা উচিত। বিদেশী ভাষা, কম্পিউটার, কেয়ার গিভার, যন্ত্রচালনা বা অপারেটিং স্কিল, নির্মাণ, ড্রাইভিংয়ে দক্ষতা অর্জনে জোর দিতে হবে। দক্ষ কর্মী তৈরিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বিদেশে কর্মসংস্থান নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করে বন্ধ শ্রমবাজার পুনরায় চালু করা, নতুন বাজার অনুসন্ধান, দক্ষতা উন্নয়ন ও শ্রমিক সুরক্ষা নিশ্চিতে সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। অন্যথায় সৌদি আরবনির্ভর এ একমুখী শ্রমবাজার ভবিষ্যতে রেমিট্যান্সপ্রবাহ ও কর্মসংস্থানের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এখনই জনশক্তি রফতানিতে গন্তব্য ও শ্রমিকের ধরনে বৈচিত্র্যায়ণ আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

কোভিড কাণ্ড

NEW AGE TUESDAY, DECEMBER 23, 2025,

CORPORATE DUE DILIGENCE

Future of RMG labour

by **Shahenoor Akther Urmi**

IN BANGLADESH, the collapse of Rana Plaza in 2013 is remembered as a black day, and the tragedy continues to haunt those who survived it. Before engaging with the study of human rights, I too viewed the collapse largely as an accident, a catastrophic failure of a building that should never have housed factories. Over time, however, my understanding changed. Studying business and human rights made it impossible to see Rana Plaza as a mere accident. It was, instead, a brutal manifestation of a global supply chain model in which profit was prioritised over human life, and where poor workers, most of them women, were treated not as people, but as expendable inputs. For Asian countries leading the Ready-Made Garment industry, particularly Bangladesh, Rana Plaza stands as an enduring example of systemic failure in the governance of business and human rights.

Twelve years after the collapse, the Ready-Made Garment sector has expanded significantly. Important improvements in factory building safety have been achieved, largely through legally binding initiatives such as the Accord on Fire and Building Safety and the Alliance for Bangladesh Worker Safety. Yet despite these developments, the sector now faces a more entrenched crisis: a widening gap between international legal commitments and the harsh commercial realities imposed by global buyers. The recent approval of three key International Labour Organisation conventions by Bangladesh's interim government has opened a critical window for reform. However, whether these commitments translate into real change depends on how deeply global retailers embed these standards into their purchasing practices. Unequal pricing policies and the continued tolerance of opaque subcontracting arrangements are repeatedly cited as contributing factors behind labour violations and industrial disasters in the sector.

Rana Plaza also exposed long-standing weaknesses within the domestic regulatory environment. Although labour laws existed long before 2013, enforcement mechanisms were persistently weak and in many respects remain so today. The Department of Inspection for Factories and Establishments has long been constrained by limited resources, institutional capacity and credibility, allowing violations to continue largely unchecked. More fundamentally, workers' ability to act as their own monitors has been systematically undermined. Freedom of association, as guaranteed under International Labour Organisation convention no 87, and the Right to Organise and Collective Bargaining under convention no 98, have been eroded through bureaucratic barriers and widespread anti-union discrimination. Registering trade unions remains an arduous process and independent worker voices inside factories are frequently suppressed, weakening enforcement from the factory floor upward.

Another persistent failure lies in the lack of sustained political attention from successive ruling governments. While rhetorical support for labour reform is often expressed, meaningful legislative progress has been slow. Amendments to labour laws are regularly delayed and frequently fall short of full compliance with International Labour Organisation standards. This failure is not merely administrative but deeply political. The economic dominance of the Ready-Made Garment sector has shielded factory owners from strict accountability, creating institutional tolerance for a low-wage, high-risk labour model that prioritises export competitiveness over worker safety and dignity.

Yet the most decisive pressure within Bangladesh's supply chain ecosystem is not generated in Dhaka or in Export Processing Zones. It originates in the sourcing offices of major Western brands. Global buying practices driven by fast fashion and relentless price competition have left Bangladeshi suppliers with little bargaining power. Low unit prices, tight lead times and delayed payments compress margins to the point where factories are forced to choose between financial survival and ethical compliance. Investments in occupational safety and health systems, payment of lawful overtime, or even maintaining minimum wages become increasingly difficult under these conditions. Evidence shows that the average unit price paid by European buyers has stagnated or declined, even as demands for sustainability and compliance continue to rise.

This reality exposes the limitations of traditional Corporate Social Responsibility models. Voluntary commitments have repeatedly failed to prevent tragedies such as Rana Plaza and the Tazreen Fashion fire. In this context, mandatory Corporate Due Diligence frameworks offer a more credible path forward. The European Union's Corporate Sustainability Due Diligence Directive represents a significant regulatory shift. It requires large European Union and non-European Union companies operating within the European market to identify, prevent, mitigate and account for human rights and environmental harms across their operations and value chains.

The directive rests on three core obligations. First, it extends accountability by allowing civil liability in European courts for failures in due diligence, creating legal avenues for compensation that did not exist after Rana Plaza. Second, it mandates value chain remediation by requiring brands to assess how their own purchasing practices including pricing, production timelines and payment terms contribute to harm within supplier factories. Third, it requires meaningful engagement with affected stakeholders, ensuring that workers, trade unions and labour-focused civil society organisations are formally involved in the design and implementation of due diligence measures.

For Bangladesh, the importance of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive lies in its potential to close long-standing loopholes. Brands sourcing garments from Bangladesh would no longer be able to distance themselves from subcontracting practices or externalise human rights costs. They would be legally compelled to disclose complete supply chains, integrate human rights considerations into pricing decisions and ensure that orders do not foster labour exploitation or environmental harm. In this sense, the directive offers a shift from sym-

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

bolic assurances to enforceable obligations.

Domestically, the ratification of three International Labour Organisation conventions is a significant step forward. However, their practical value depends on implementation. The forthcoming Bangladesh Labour (Amendment) Ordinance, 2025, must be made genuinely accessible to the millions of workers it seeks to protect. At present, many conventions and policy documents remain available only in English, limiting their relevance for workers who cannot read foreign languages. Translating these materials into Bangla and disseminating them through worker organisations, non-governmental organisations and public education initiatives is essential. Without this effort, newly recognised rights will remain confined to technical documents rather than empowering those they are meant to serve.

International researchers and academics continue to cite Rana Plaza as a defining symbol of Bangladesh's garment industry, often to the country's detriment. Yet the collapse also created an opportunity to reshape the sector's narrative and move towards more ethical sourcing models, similar to those emerging in countries such as Sri Lanka. That opportunity has been repeatedly constrained by weak enforcement and short-term commercial priorities. Binding due diligence regulations such as the European Union's Corporate Sustainability Due Diligence Directive now present a renewed chance for systemic reform.

Bangladesh has signed international agreements and taken formal steps towards reform. The remaining challenge lies with global brands. Resetting a supply chain long shaped by exploitation requires internalising the cost of human dignity, eliminating tolerance for unmonitored subcontracting and engaging meaningfully with organised workers. The commitments are in place. It is now for the world's largest buyers to bear the responsibility of making them real.

Shahenoor Akther Urmi, a freelance journalist, studies human rights and democratisation at Mahidol University, Thailand

সংবাদ : শনিবার ১২ পৌষ ১৪৩২
a : Saturday 27 December 2025

সবুজ কারখানায় রেকর্ড, সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

তৈরি পোশাক খাতে সবুজ কারখানায় (গ্রিন ফ্যাক্টরি) নতুন রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। বিদায়ী ২০২৫ সালে ৩৮টি ফ্যাক্টরি সবুজ কারখানার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর আগে কোনো বছরই দেশের এত সংখ্যক কারখানা লিড (এলইইডি) সার্টিফিকেটের সনদ পায়নি। আর বরাবরের মতোই দেশে এখন সবুজ কারখানও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ২৭০টি সবুজ কারখানা রয়েছে বাংলাদেশে। পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের (ইউএসজিবিসি) এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিজাইন (লিড) গ্রিন ফ্যাক্টরি বা সবুজ কারখানার সার্টিফিকেশন দিয়ে থাকে। ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের (ইউএসজিবিসি) তথ্যমতে, দেশে এখন সবুজ কারখানা ২৭০টি। এর মধ্যে গোল্ড ক্যাটাগরির ১৩৭, প্লাটিনাম ১১৪, সিলভার ১৫ ও সার্টিফাইড ক্যাটাগরির ৪ টি। এছাড়া, ৫৫০টির বেশি কারখানা গ্রিন ফ্যাক্টরি হতে রেজিস্ট্রেশন বা পাইপলাইনে রয়েছে।

তথ্যে বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০২৫ সালে সবুজ কারখানার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৮টি কারখানা। এর আগে ২০২৪ সালে ২৬টি, ২০২৩ সালে ২৪টি, ২০২২ সালে ৩০টি, ২০২১ সালে ২৪টি, ২০২০ সালে ২৩টি ও ২০১৯ সালে ২৮টি ফ্যাক্টরি সবুজ কারখানার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এদিকে, শীর্ষ ১০০টি পোশাক কারখানার মধ্যে বাংলাদেশেই রয়েছে ৬৮টি।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাকিস্তানে রয়েছে ৭টি ও তৃতীয় অবস্থানে থাকা ইন্দোনেশিয়ায় রয়েছে ৬টি।

জানা গেছে, গত বছর ২০০ সবুজ কারখানার মাইলফলক অর্জন করে বাংলাদেশ। এর মধ্য দিয়ে দেশের পোশাক খাতও নতুন মাইলফলক

স্পর্শ করে। ফের বাংলাদেশ এ খাতে নতুন মাইলফলক স্পর্শ করলো। এর মধ্যে দিয়ে পরিবেশবান্ধব পোশাক উৎপাদনে বিশ্ব নেতৃত্ব আরও সুদৃঢ় করেছে বাংলাদেশ।

বিজিএমইএ'র সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'সবুজ কারখানায় বাংলাদেশ বরাবরই ওপরে রয়েছে। পোশাক মালিকদের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, বিজিএমইএ'র কৌশলগত নেতৃত্ব ও শিল্পখাতের সম্মিলিত উদ্যোগেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের চাহিদা বাড়ছে। ক্রেতা ও ভোক্তারা কম কার্বন নিঃসরণ, পানি সাশ্রয় ও জ্বালানি দক্ষতার ওপর জোর দিচ্ছেন। বিষয়টি মাথায় রেখে বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলো কার্বন দক্ষতা, পানি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামোতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। লিড সার্টিফিকেশন এখন শুধু পরিবেশ সুরক্ষার বিষয় নয়, বরং বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।'

তিনি আরও বলেন, 'এই অর্জন প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের পোশাক খাত ভবিষ্যতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিবেশ আইন, কার্বন মূল্য নির্ধারণ ও ডিজিটাল স্বচ্ছতা ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ২০২৫ সালের এই রেকর্ড বিশ্বকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, বাংলাদেশ শুধু পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষে নয়, বরং সবুজ ও ভবিষ্যৎমুখী শিল্পায়নেও নেতৃত্ব দিচ্ছে।'

কোভিড কাণ্ড

সংবাদ
রোববার ১৩ পৌষ ১৪৩২
: Sunday 28 December 2025

চট্টগ্রামের ২২ পোশাক কারখানা বন্ধ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

চট্টগ্রামসহ দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের পোশাক কারখানায় কাজ কমেছে। এর ফলে অনেক কারখানা উৎপাদন ধীরে চলছে। গত এক বছরে দেনা-পাওনা ও অন্যান্য কারণে চট্টগ্রামে প্রায় ২২টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে কয়েক হাজার শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। ৫ আগস্টের পর থেকে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের প্রবণতাও বেড়েছে।

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশ ও খাত সংশ্লিষ্টরা জানান, আর্থিক সংকট, এলসি জটিলতা, ক্রয়াদেশ কমে যাওয়া ইত্যাদি কারণে এসব কারখানা বন্ধ হয়েছে। অনেক কারখানা সময়মত শ্রমিকদের বেতন দিতে পারছে না। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামী কয়েক মাসও একই সংকট দেখা দিতে পারে। তবে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হলে পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হতে পারে বলে আশা করছেন তারা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়ন, পণ্যের মান বাড়ানো, নতুন বাজার অন্বেষণ, সহজ শর্তে ঋণ ও নীতিমূলক সহায়তা থাকলে রপ্তানি খাত পুনরায় শক্তিশালী হতে পারে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, দেশের রপ্তানি চার মাস ধরে কমছে। গত নভেম্বর মাসে রপ্তানি হয়েছে ৩৮৯ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই সময়ে ৪১২ কোটি ডলারের তুলনায় ৫.৫৪ শতাংশ কম। টানা চার মাস কমলেও ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে সামগ্রিক রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় রয়েছে।

শীর্ষ পাঁচ রপ্তানি খাতের মধ্যে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য ছাড়া বাকি সব খাতের রপ্তানি নভেম্বর মাসে কমেছে। এতে রয়েছে তৈরি পোশাক, পাট ও পাটজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য এবং হোম টেক্সটাইল।

এছাড়া চামড়াবিহীন জুতা, হিমায়িত খাদ্য ও প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানিও কমেছে। বিশেষ করে তৃতীয় শীর্ষ রপ্তানি খাত কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানিতে ২৫ শতাংশের বেশি ধস নেমেছে।

পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি নভেম্বর মাসে ১০.৫ শতাংশ কমে ৬ কোটি ৮৯ লাখ ডলার হয়েছে। তবে চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত এই খাতে সামান্য ১.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধিও হয়েছে। এ পরিস্থিতির পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি শুল্ক অন্যতম কারণ। গত এপ্রিল থেকে ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক নিয়ে অস্থিরতা তৈরি হয়। ৩১ জুলাই বিভিন্ন দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা থাকায় জুলাইয়ে অনেক পণ্য জাহাজীকরণ হয়। জুলাই মাসে রপ্তানি বেড়ে যাওয়ার কারণও এটাই।

যুক্তরাষ্ট্রে ২০ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপিত হওয়ার পর দেশটির বাজারে তৈরি পোশাকের দাম বেড়ে যায়। ভোক্তা চাহিদা কমে যাওয়ায় বড় ক্রেতারা ক্রয়াদেশ কমিয়ে দেন। ইউরোপের বাজারেও মন্দাভাব দেখা দেয়। এ কারণে কাঁচামালের আমদানি কমে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে রপ্তানিতে আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আমদানিও আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৩ শতাংশে কমেছে। বিশেষ করে কাঁচা তুলা আমদানি ১৬.৫ শতাংশ কমে গেছে। এ কারণে স্পিনিং মিল ও টেক্সটাইল ভ্যালু চেইনের কার্যক্রমও হ্রাস পাচ্ছে। চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের তালিকা অনুযায়ী, ক্ষমতার পরিবর্তনের পর চট্টগ্রাম ইপিজেডসহ বিভিন্ন স্থানে ২২টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। এ বছরের শুরু থেকে চলতি মাস পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে ১১টি কারখানা। এসব কারখানায় পাঁচ হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করতেন। তবে ছোট ছোট কারখানাগুলোও কাজ না পেয়ে বন্ধ হওয়ার কারণে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি।

বিজিএমইএ বলছে, চট্টগ্রামে তাদের সদস্যভুক্ত ৬৯৯টি কারখানার মধ্যে ৬১০টি সচল, তবে বর্তমানে শুধু ৩৪৮টি কারখানা কার্যক্রম চালাচ্ছে। ২২টি বন্ধ কারখানার মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেডে চারটি রয়েছে। এতে নাসা গ্রুপের টয় উড (বিডি) কোম্পানি, এমএনসি অ্যাপারেলস লিমিটেড, থিয়েনিস অ্যাপারেলস লিমিটেড এবং জেএমএস গার্মেন্টস লিমিটেড অন্তর্ভুক্ত। এ চার কারখানায় মোট ৪ হাজার ৮১৮ শ্রমিক কাজ করতেন। বাকিদের মধ্যে আরও চার হাজার শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫

৬৯% শিশুশ্রমিক পরিবারের বসবাস দারিদ্র্যসীমার নিচে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের ৬৯ শতাংশ শিশুশ্রমিক পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বাংলাদেশে শিশুশ্রমের হার বেশি। বিশ্বব্যাপী ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশু জনসংখ্যার ৭.৮ শতাংশ শিশুশ্রমে নিযুক্ত থাকলেও বাংলাদেশে ৯.২ শতাংশ শিশুশ্রমে নিয়োজিত আছে। ওই সব শিশুর মধ্যে ৪৭.৬৮ শতাংশ সপ্তাহে সাত দিন এবং ৪৬.৩৬ শতাংশ সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করে। শিশুশ্রমিকদের সবচেয়ে বেশি ২৮.৪৮ শতাংশ পোশাক খাতসহ অন্যান্য শিল্পে ও উৎপাদনকাজে জড়িত।

উন্নয়ন সংস্থা 'এডুকো'র গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'নগর প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম : বাংলাদেশে সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ ও টেকসই কৌশলগত সমাধান বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণার ফল উপস্থাপন করেন গবেষকদলের প্রধান আমিনুর রহমান। গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশে শহরাঞ্চলে শিশুশ্রম নির্মূলে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে, শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও শিশুশ্রমিক পুনর্বাসনে সরকারের পাশাপাশি এনজিও এবং উন্নয়ন অংশীদাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও টেকসই কর্মপরিকল্পনার অভাব রয়েছে। তাই শিশুশ্রম নির্মূলের উদ্যোগগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৃহত্তর নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জলবায়ু অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এডুকো বাংলাদেশ ও চাইল্ড লেবার ইলিমিনেশন প্ল্যাটফর্ম (ক্লাপ) আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এডুকো বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক আফজাল কবির খান। তিনি বলেন, শিশুশ্রম নির্মূলে সরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকার, সুধীসমাজ, বেসরকারি খাত এবং কমিউনিটির মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয় প্রয়োজন। একই সঙ্গে কার্যকর হস্তক্ষেপ নিশ্চিতে প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণ এবং শিশুকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই গবেষণার ফলকে বাস্তবভিত্তিক ও কার্যকর কৌশলে রূপান্তরের মাধ্যমে শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও শিশুবান্ধব নগর পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১০ পৌষ ১৪৩২, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫

লৌহজংয়ের বালিগাঁও বাজার

শ্রমবিক্রির জন্য যেখানে জড়ো হন শত শত নারী-পুরুষ

■ লৌহজং (মুন্সীগঞ্জ) সংবাদদাতা

জীবিকার তাগিদে ভোরেই জড়ো হতে থাকে উত্তরবঙ্গের শত শত শ্রমিক। প্রতিদিন কাক ডাকা ভোরে সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বালিগাঁও বাজারে অল্প সময়ের জন্য বসে শ্রমবিক্রির এক ব্যতিক্রমী হাট। এখানে কোনো পণ্য নয়—বেচাকেনা হয় মানুষের শ্রম। আল রোপণ মৌসুমকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন এই হাটে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন শত শত নারী ও পুরুষ শ্রমিক।

বুধবার ভোর সকালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, সকাল পৌনে ৬টা থেকেই বালিগাঁও বাজারসংলগ্ন সড়কের দুই পাশে ভিড় জমাতে শুরু করেন শ্রমিকরা। রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও কুড়িগ্রামসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শ্রমিকরা ১৫ থেকে ২০ জনের দলে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কৃষকদের সঙ্গে চলে পারিশ্রমিক নিয়ে দরকষাকষি। চুক্তি সম্পন্ন হলেই দলবদ্ধভাবে তারা ছড়িয়ে পড়েন আলু রোপণের কাজে।

এই শ্রমিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীও রয়েছেন। গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাহপুর উপজেলার কমিরন বেগম জানান, প্রতিদিন ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উঠে দল বেঁধে লাইনে দাঁড়াতে হয়। মালিকদের সঙ্গে মজুরি ঠিক হলে সঙ্গে সঙ্গেই কাজে নেমে পড়ি।

কমিরন বেগমের মতো জীবিকার সন্ধানে মুন্সীগঞ্জে এসেছেন নিলুফা, জহুরা আক্তার, নয়নতারা বানুসহ আরো অনেক নারী শ্রমিক।

লৌহজং উপজেলার জসিম শেখ জানান, শুধু বালিগাঁও বাজার নয়, জেলার বিভিন্ন গ্রাম ও সড়কের মোড়ে প্রতিদিনই এমন শ্রমবিক্রির হাট বসে। আলু রোপণ মৌসুম এলেই এই চিত্র আরো প্রকট হয়ে ওঠে।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন প্রায় ৪০টি গ্রামের কৃষক এই বাজারে এসে শ্রমিক সংগ্রহ করেন। নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থাপনা ছাড়াই বছরের পর বছর ধরে ভোরের এই শ্রমহাট গড়ে উঠেছে—যেখানে দরদামের মধ্য দিয়েই ঠিক হয় একদিনের শ্রমের মূল্য।

DHAKA SATURDAY DECEMBER 27, 2025
POUSH 12, 1432 BS
The Daily Star

LAW LETTER

Labour Law (Amendment) Ordinance and Due Diligence

The notion of human rights due diligence (HRDD) is a structured method, which state and nonstate actors have to apply to identify, prevent, mitigate, and account for adverse human rights impacts arising from their actions. Needless to say, an important aspect of HRDD is labour rights.

The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), which were unanimously adopted by the UN Human Rights Council in 2011, has been the starting point of this recognising this obligation. In this age where private entities have immense influence, the UNGPs recognise the important responsibility that nonstate entities have in protecting human rights. The OECD Human Rights Due Diligence Guidance further operationalises these principles by providing extensive, industry-neutral guidance to help business entities implement HRDD in their business operations.

As a growing practice, several jurisdictions have made HRDD a legally binding obligation. For instance, the Duty of Vigilance Law, 2017 of France and the Supply Chain Act, 2023 of Germany, impose mandatory HRDD obligations. Bangladesh, too, has an important role to play here as it is a major manufacturing hub, especially in the RMG sector. The Labour (Amendment) Ordinance 2025 (the "Ordinance") addresses many of the gaps that existed in our legal framework and aligns domestic law more closely with international HRDD standards. While the amendment is primarily a labour reform, it strengthens the legal environment in which HRDD can operate effectively.

The Ordinance has introduced significant reforms. ILO Conventions Nos 87 and 98 identify freedom of association as an enabling right, essential to protect other labour rights. Section 179 of the Act is amended to make trade union formation more accessible by replacing the percentage-based threshold with a fixed minimum threshold of 20 workers, subject to proportionate increases for larger establishments.

Maternity leave is extended from 112 to 120 days by amending section 46 of the Act. Moreover, instead of treating sexual harassment as an individual criminal offence, the Ordinance has addressed it through an organisational accountability framework with the requirement of establishing a complaint committee with female representation. It has also introduced a detailed definition through the insertion of sub-section 52A under section 2 of the Act, covering thirteen forms of sexual harassment. The Ordinance has also introduced sections 345A to 345B in the Act prohibiting discrimination based on race, gender, religion, etc. These changes reflect the principles found in ILO Convention 190 and the UN Women GAIA Principles.

Moreover, the Amendment has extended protection to certain types of workers who were previously not protected, *eg*, domestic workers. In line with the UNGPs principles 26 to 31 on accessible, timely, and effective remedies, the 2025 amendment has established a three-tier remedy infrastructure, namely workplace complaint committees, and grievance redressal.

The Ordinance has further amended section 195 of the Act to prohibit worker blacklisting and bar the employers from preparing and maintaining a list or database of workers ineligible for re-employment after termination for any other reason. It has also prohibited employers from undermining trade unions, such as influencing formation, manipulating leadership, or dismissing union members, aiming to correct power imbalances.

In a nutshell, the Labour Ordinance has brought many changes that align on paper with international standards. In practice, these changes must be strictly put in play for us to reap the benefits.

Fairuz Islam
Studies law at Bangladesh University of Professionals and works at Ergo Legal Counsel.

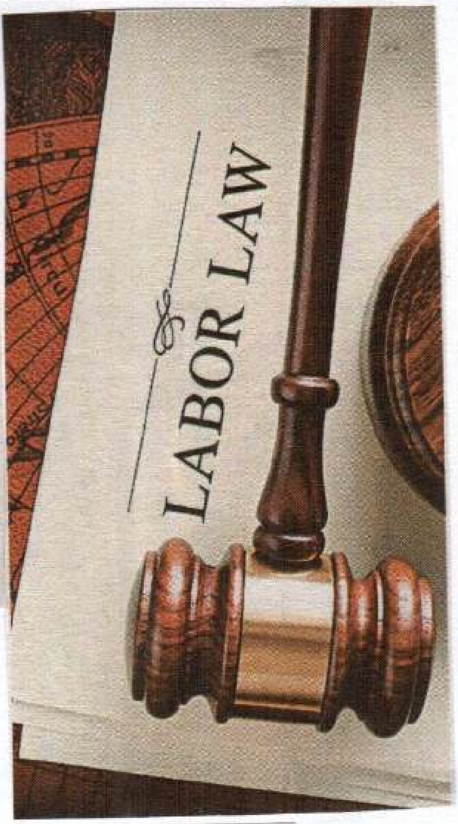

The Labour Ordinance has brought many changes that align on paper with international standards. In practice, these changes must be strictly put in play for us to reap the benefits.

দেশ রূপান্তর বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫,

নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা এখন বড় চ্যালেঞ্জ

মতবিনিময় সভায় বক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক

পোশাক খাতে কাজ করা মোট শ্রমিকের মধ্যে কমপক্ষে ২০ লাখ নারী শ্রমিক গ্রাম থেকে এসেছেন। নারী শ্রমিকরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য, হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। তাদের নিরাপত্তায় সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে তা এখনো স্পষ্ট না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট জনরা। গতকাল বুধবার রাজধানীর এক হোটেলে 'ন্যায্য মজুরি: অধিকার ও দায়বদ্ধতা' শীর্ষক মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তারা।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে ন্যায্য মজুরি, জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে মজুরির সামঞ্জস্য এবং শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় করণীয় নির্ধারণে সভাটির আয়োজন করে পোশাক শ্রমিক উন্নয়ন জনকল্যাণ সংস্থা। সভায় শ্রমিক, কারখানা মালিক, সরকারের প্রতিনিধিসহ, উন্নয়ন কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

পোশাক খাতে কাজ করা নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহমেদ বলেন, কর্মের জন্য যে নারী শ্রমিকরা ৩০ বছরের জন্য শহরে আসেন তাদের নিরাপত্তার জন্য সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে বা শহর তাদের জন্য প্রস্তুত কি না তা আমরা কখনোই ভাবিনি। শিল্পাঞ্চলগুলোতে শ্রমিকদের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় হাসপাতাল নেই, শিশুদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার নেই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। ন্যায্য মজুরিও নিশ্চিত নেই। এটি শ্রম খাতের সামগ্রিক নিরাপত্তাহীনতা।'

তিনি বলেন, কাজে থাকাকালীন সন্তানের নিরাপত্তা না থাকায় অনেক শ্রমিকক সন্তানকে গ্রামে রেখে আসেন। আবার যে বেতন পান তা দিয়ে হয়তো খাবারের ব্যবস্থা করা সম্ভব। পরিবারের অন্য খরচ মেটানো কঠিন। এই অবস্থায় একজন শ্রমিক থেকে উৎপাদনশীলতা কীভাবে আশা করা যায়। ফলে শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা বাড়াতে ও জীবনমান উন্নয়নে এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন খুবই জরুরি।

সলিডারিটি সেন্টারের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর একেএম নাসিম বলেন, 'শ্রম আইনের সর্বশেষ সংশোধনীতে বাধ্যতামূলক ভবিষ্যৎ তহবিল প্রবর্তন এবং মাতৃত্বকালীন সুবিধা ১১২দিন থেকে ১২০দিন বৃদ্ধি ইতিবাচক অগ্রগতি। তবে এই সংস্কারগুলো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। পর্যাপ্ত মজুরি না থাকায় ভবিষ্যৎ তহবিলের কার্যকর বাস্তবায়ন কঠিন হবে। এ ছাড়া মাতৃত্বকালীন সুবিধা গণনার পদ্ধতিতে পরিবর্তন গর্ভবতী শ্রমিকদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।'

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মো. বেলায়েত হোসেন বলেন, শুধু মালিক ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে পারবে না। শ্রমিকদের সরকার শিল্প এলাকায় স্বল্পমূল্যে শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করলে মূল মজুরির ওপর চাপ কমত। ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত হয়। আমরা এই ন্যায্য মজুরি দিতে চাই।

সভায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক মো. তাইমুম ইসলাম বলেন, 'পরিদর্শন অধিদপ্তর টোল ফ্রি টেলিফোন নম্বর ১৬৩৫৩ চালু করেছে। এই নম্বরে শ্রমিকরা নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরিসহ যেকোনো অভিযোগ জানাতে পারবেন। এবং দ্রুত সমাধানও করছি আমরা।'

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন আওয়াজ ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী নাজমা আক্তার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার প্রমুখ।

আলোচকরা বলেন, দেশের তৈরি পোশাক খাত কয়েক দশক ধরে দেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। এ খাত রপ্তানি আয়ের সর্বোচ্চ অংশ নিশ্চিত করে এবং তৃণমূল থেকে আসা প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এই শিল্পকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ করেছে। তবুও বহু শ্রমিক অনিরাপদ কর্মপরিবেশ, মজুরি অনিশ্চিয়তা, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি, বিচার ও সামাজিক সুরক্ষায় সীমিত প্রবেশাধিকারের মুখোমুখি হন। বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য, হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হন।

দেশ রূপান্তর শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার হাতছাড়ার শঙ্কা

- এক বছরে গেছে মাত্র ২৯০ শ্রমিক
- নেপাল থেকে শ্রমিক নিচ্ছে মালয়েশিয়া
- মাত্র ১৯০ জনকে পাঠিয়েছে বোয়েসেল

সরোয়ার আলম

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ আছে; কবে আবার তা চালু হবে কেউ বলতে পারছে না। কূটনৈতিক দুর্বলতা, নীতিগত অস্থিরতা এবং মানব পাচার ও মানি লন্ডারিংয়ের ঢালাও মামলার কারণে এ শ্রমবাজারের পুনরায় চালু হওয়ার পথ সংকুচিত করেছে। এ অবকাশে নেপালসহ কয়েকটি দেশের শ্রমিকরা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে ঢুকছে।

আটকেপড়া ১৮ হাজার শ্রমিকের মাত্র ১৯০ জনকে মালয়েশিয়ায় পাঠিয়েছে বোয়েসেল। এর আগে মালয়েশিয়া সরকার বেশ কয়েকটি শর্ত দিলেও সেসব পূরণ করতে পারছে না বাংলাদেশ। ফলে ৩১ ডিসেম্বর মধ্যে সব শ্রমিককে পাঠানোর বিষয়টি অনিশ্চিত।

সংশ্লিষ্টরা দেশ রূপান্তরকে জানিয়েছে, যেসব এজেন্সি মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠাবে তাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা সে দেশে পাঠাতে বলা হয়েছে। মালয়েশিয়া বলেছে, একেকটি এজেন্সির অফিস ১০ হাজার স্কয়ার ফুটের হতে হবে; এক ফুট কম হলেও তাদের নাম পাঠাতে বারণ করা হয়েছে। শর্তের রেকর্ডপত্র তালিকার সঙ্গে দিতে হবে জানিয়ে গত ২৭ অক্টোবর মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশকে চিঠি দিয়েছে। মালয়েশিয়ার এ উদ্যোগকে আপাতদৃষ্টিতে শ্রমবাজারকে স্বচ্ছ ও নৈতিক করার উদ্যোগ হিসেবে দেখা হলেও শর্ত পূরণে বাংলাদেশের অধিকাংশ এজেন্সি হিমশিম খাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মহলে নতুন করে 'সিন্ডিকেট' ফিরে আসার জল্পনা শুরু হয়েছে।

শ্রমবাজারের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন বিশ্লেষক দেশ রূপান্তরকে বলেন, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকারের উচিত রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কার্যক্রম কঠোরভাবে মনিটর করা, যাতে শ্রমিকরা প্রতারিত না হন। যারা অপকর্ম করছে তাদের আইনের আওতায় নিতে হবে। গ্রামাঞ্চলে সহজ-সরল লোকদের সঙ্গে যেসব দালাল প্রতারণা করছে, তাদের তালিকা তৈরি করে গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নিতে হবে। তাদের প্রতিরোধ করতে না পারলে সমস্যা বাড়তেই থাকবে। নষ্ট হবে বাংলাদেশের সুনাম। তারা বলেন, মালয়েশিয়ার শর্ত বেশিরভাগ এজেন্সিই তা পূরণ করতে পারবে না। অভিযোগ উঠেছে, বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলার ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। দুই দেশের সরকারপ্রধান, উপদেষ্টা, মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধারাবাহিক বৈঠক ও সফর সত্ত্বেও আশা জাগানিয়া অগ্রগতি দেখা যায়নি। বাংলাদেশের কূটনৈতিক দুর্বলতা, নীতিগত অস্থিরতা এবং মানব পাচার ও মানি লন্ডারিংয়ের মামলা শ্রমবাজার পুনরায় চালু করার পথ সংকুচিত করেছে।

নিবন্ধনেও পিছিয়ে বাংলাদেশ : বায়রা সূত্র জানায়, ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মে পর্যন্ত ৪ লাখ ৮০ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক মালয়েশিয়ায় গেলেও গত এক বছরে বাংলাদেশ পাঠাতে পেরেছে মাত্র ২৯০ জন। অন্যদিকে ২০২৪ সালে নেপাল থেকে ২১ হাজার ১৮৩, ইন্দোনেশিয়া থেকে ২৯ হাজার ৯০০ জন শ্রমিক মালয়েশিয়ায় গেছে। গত নভেম্বরে নেপাল ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ৮ হাজার ৩৩৪ জন মালয়েশিয়ায় গেছে ~ ৯০ জন। মালয়েশিয়া সরকার জানিয়েছে,

প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৫ সালে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার জন্য নিবন্ধন (১৪ সোর্স কান্ট্রি) করেছে ১ লাখ ১৩ হাজার ২২২ জন। তার মধ্যে নেপালের ৬০ হাজার, ইন্দোনেশিয়ার ২২ হাজার ৬৮৫, ভারতের ১২ হাজার ২৭ ও পাকিস্তানের ৭ হাজার ৪২৮ জন। বাংলাদেশ থেকে নিবন্ধন করেছে মাত্র ১ হাজার ৮৫৩ জন।

হয়রানিমূলক মামলার অভিযোগ : মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষ বলছে, বিভিন্ন এজেন্সির সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে মানব পাচার ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে 'হয়রানিমূলক' মামলা হয়েছে, যা মালয়েশিয়া সরকারের অভিবাসন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মালয়েশিয়ার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। মালয়েশিয়া দ্রুত মামলাগুলোর নিষ্পত্তি চেয়েছে।

রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকদের সংগঠন বায়রার সাবেক মহাসচিব মুক্তিযোদ্ধা আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, 'কর্মীদের নিরাপদ কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তা এবং কম খরচে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি। রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকদের কে ব্যবসা করল, কে করল না সেটাকে প্রাধান্য না দিয়ে দেশের স্বার্থ ও শ্রমিকের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।'

বোয়েসেলের ব্যর্থতা ও ধীরগতি : ২০২৪ সালের ৩১ মে পর্যন্ত কলিং ভিসা, নিয়োগ অনুমতি, বিএমইটির ছাড়পত্রসহ যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরও প্রায় ১৮ হাজার শ্রমিক মালয়েশিয়ায় যেতে পারেননি। গত বছর ৪ অক্টোবর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের বাংলাদেশ সফরের সময় বিষয়টি উত্থাপন করা হলে তিনি এসব শ্রমিককে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল দুবার মালয়েশিয়া সফর করেছেন। কয়েক দফায় যৌথ ওয়ার্কিং কমিটির সভাও হয়েছে। কিন্তু শ্রমবাজার খোলার লক্ষণ দেখা যায়নি। গত বছর মে মাসে আটকেপড়া শ্রমিকদের মালয়েশিয়ায় পাঠানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এসব শ্রমিককে পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা নির্ধারিত সময় গত জুলাইয়ের পর মাত্র ১৫০ জনকে পাঠাতে পেরেছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অন্য শ্রমিকদের পাঠাতে না পারলে তাদের মালয়েশিয়ায় যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে না।

বিনা খরচে পাঠানোর কথা বলে হাতিয়ে নিচ্ছে অর্থ : আটকেপড়া শ্রমিকদের বিনা খরচে পাঠানোর কথা। কিন্তু তাদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে ১ লাখ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা। গত ৪ সেপ্টেম্বর প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারে এ খরচ নির্ধারণ করা হয়। ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের ৩১ মে পর্যন্ত বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর জন্য সরকার অনুমোদিত খরচ ছিল ৭৮ হাজার ৯০০ টাকা। বোয়েসেল তাদের বোর্ডসভায় মালয়েশিয়ার একটি সংস্থাকে ভিসা ক্রয়ের জন্য জনপ্রতি ৭৫ হাজার টাকার অনুমোদন দিয়েছে। এ টাকা মালয়েশিয়ান নাগরিক জসওয়ান সিং নামের ব্যক্তির মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। টাকা পাঠানো হয়েছে হুন্ডির মাধ্যমে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানো নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, বোয়েসেল অবৈধ ভিসা ট্রেডিং ও মানব পাচারে জড়িত। অথচ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্তরা এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

বায়রার সিনিয়র সদস্য মোবারক উল্লাহ শিমুল বলেছেন, 'আমরা যখন লোক পাঠাই তখন ভিসা ট্রেডিংয়ের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং ও মানব পাচারের অভিযোগে সিআইডি এবং দুদক মামলা করে। এখন সরকারি সংস্থাও একই কাজ করছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে কারা?' তিনি বলেন, 'দুই দেশের সরকারপ্রধান পর্যায়ের সভায় আটকেপড়া ১৮ হাজার শ্রমিককে পাঠানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়, যা বোয়েসেলের কাজ। তারা বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে মাত্র ১৯০ জনকে পাঠাতে পেরেছে। বাকিদের যাওয়ার বিষয়টি এখনো নিশ্চিত নয়।'

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ে ইউনিভার্সিটি অব পুত্রামালয়েশিয়ার গবেষক সৈয়দ কামরুল ইসলাম বলেন, 'গত বছর মে মাসে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক নেওয়া বন্ধ হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার নতুন করে শ্রমবাজার খুলতে পারেনি। এ সুযোগটি নিচ্ছে নেপাল, ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় আমরা বেশ কিছু বিধি ও শর্ত জুড়ে দেওয়ার বিষয়ে অবহিত হয়েছি। কিন্তু নতুন বাজার খোঁজা ও বিদ্যমান বাজারগুলোর সমস্যার সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ দেখিনি।'

সংবাদ : রোববার ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
ca : Sunday 14 December 2025

বিআইডিএস এর সেমিনারে বক্তারা: এক দেশে বেশি শ্রমিক গেলে মজুরি কমে যায়

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

কোনো নির্দিষ্ট দেশে কাজের জন্য বেশি সংখ্যায় শ্রমিক গেলে ওই দেশে শ্রমিকের অতিরিক্ত সরবরাহ তৈরি হয়। ফলে একসময় প্রবাসী শ্রমিকদের গড় মজুরি কমে যায়। তাই শুধু নিম্ন দক্ষতার শ্রমিক না পাঠিয়ে বিভিন্ন খাতে দক্ষ শ্রমিক পাঠাতে পারলে এই আশঙ্কা আর থাকে না।

গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত এক সেমিনারে উপস্থাপিত একটি তাত্ত্বিক গবেষণা প্রতিবেদনে এ মন্তব্য করা হয়। গবেষণার শিরোনাম ছিল, ছোট অর্থনীতির দেশের প্রবাসী আয় ও প্রবাসী শ্রমিকদের ওপর বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব। গবেষণাটি উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক এ কে এম মাহবুব মোরশেদ। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক মোহাম্মদ ইউনুস।

তাত্ত্বিক গবেষণায় জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির দ্বৈত প্রভাব তুলে ধরা হয়। এতে দেখানো হয়, দাম বাড়লে হোস্ট (তেল উৎপাদনকারী) দেশগুলো জ্বালানি তেল বিক্রি করে বেশি লাভবান হয়। তাদের মোট দেশজ আয় (জিডিপি) ও শ্রম চাহিদা বাড়ে। আর বাংলাদেশের মতো হোম (শ্রম রপ্তানিকারক) দেশগুলো দীর্ঘ মেয়াদে উৎপাদন, ভোগ ও ব্যয়ের সংকোচনের মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে দেশীয় শ্রমিক ও নতুন অভিবাসনপ্রত্যাশী উভয়ের জীবনমান কমে যায়।

এ কে এম মাহবুব মোরশেদ বলেন, 'তেলের দাম বাড়ার পরপরই মধ্যপ্রাচ্যসহ তেলসমৃদ্ধ দেশে উৎপাদন বাড়ে, শ্রমঘণ্টা বাড়ে। তাতে এই সংশ্লিষ্ট খাতের প্রবাসী শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি পায়। আবার মজুরি বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত কাজের সুযোগ পেয়ে বিদ্যমান প্রবাসীরা বেশি পরিমাণে শ্রম দেন। সব মিলিয়ে প্রথম ধাক্কায় প্রবাসী আয়ের (রেমিট্যান্স) প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে।'

অন্যদিকে তেলের মূল্যবৃদ্ধির সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শ্রম রপ্তানিকারক দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে। মাহবুব মোরশেদ বলেন, 'উচ্চ মূল্যে আমদানি করা জ্বালানি উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়, শিল্পে ব্যয় বাড়ে, ভোগ কমে।'

প্রথম আলো
রোববার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫,

মালয়েশিয়ায় অস্বস্তিতে বাংলাদেশিরা

বৈদেশিক শ্রমবাজার

দেশটিতে বিদেশি শ্রমিকদের সর্বোচ্চ ৩৭% বাংলাদেশের। তবে অবৈধভাবে অবস্থানকারীদের ধরপাকড়ে বৈধ কর্মীরাও আতঙ্কে আছেন।

সানাউল্লাহ সাকিব, *মালয়েশিয়া থেকে ফিরে*

বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির গন্তব্য ও প্রবাসী আয়ের উৎস হিসেবে শীর্ষ পাঁচ দেশের একটি মালয়েশিয়া। একসময় দেশটিতে বিদেশি শ্রমিকের বড় অংশ ছিল ইন্দোনেশিয়ার; এখন সেই জায়গা দখল করেছেন বাংলাদেশিরা।

বৈধ নথিপত্রধারীদের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছেন। দেশটির অভিবাসন বিভাগের অভিযানে এ রকম অভিবাসীরা প্রায়ই ধরা পড়ছেন। এতে অবশ্য বৈধভাবে থাকা বাংলাদেশিদের মধ্যেও আতঙ্ক ও অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি দেশটি ঘুরে এমন তথ্যই জানা গেছে।

মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, শুধু নভেম্বরে আটক হয়েছেন ১৮২ বাংলাদেশি। এর আগে সেপ্টেম্বরে এক অভিযানে ধরা পড়েন ৩৭৭ জন। মালয়েশীয় অভিবাসন বিভাগের প্রায় সব অভিযানে বাংলাদেশিদের আটক হওয়ার ঘটনা ঘটছে। আটক ব্যক্তিদের পরে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মালয়েশিয়ার একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে থাকা একজন বাংলাদেশি নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'যেকোনো জায়গায়ই অনেক বাংলাদেশিকে দেখা যাবে। তাঁদের অর্ধেক হয়তো অবৈধ। এ জন্য আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে পরিবার নিয়ে বসবাস করছি, তারা বিব্রত হচ্ছি। কারণ, এ নিয়ে কর্মক্ষেত্রেও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। অথচ প্রশিক্ষণ দিয়ে বৈধভাবে লোক পাঠানো গেলে আরও বেশি আয় করা সম্ভব ছিল।'

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কুয়ালালামপুরের সুলতান আবদুল সামাদ জামে মসজিদ এলাকায় দেখা হয় কুমিল্লা থেকে যাওয়া একদল বাংলাদেশি শ্রমিকের সঙ্গে। তাঁরা *প্রথম আলো*কে জানান, এখনো কাজ পাননি। প্রত্যেকেই দালালের মাধ্যমে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে গেছেন। রাজধানীর বাইরে কোনো কারখানায় কাজের চেষ্টা করছেন।

ঢাকায় রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, 'লোকদেখানো জনশক্তি রপ্তানির বদলে অবৈধ বাংলাদেশিদের বৈধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। আগেও মালয়েশিয়া এভাবে বৈধতা দিয়েছে। এতে দেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়বে। নতুন করে শ্রমবাজার সিন্ডিকেটের হাতে তুলে দিলে বাস্তবে তাঁরা কাজে যোগ দিতে পারবেন না। এ জন্য সরকারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

জনশক্তি রপ্তানি

সাল	সংখ্যা
২০২০	১২৫
২০২১	২৮
২০২২	৫০,০৯০
২০২৩	৩,৫১,৬৮৩
২০২৪	৯৩,৬৩২
২০২৫*	২,৪৮৬

* মে মাস পর্যন্ত

মালয়েশিয়ায় যেভাবে বাংলাদেশিরা

বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজারের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৬ সালে। এর মধ্যে ১৯৭৮ সালে প্রথম ২৩ জন শ্রমিক মালয়েশিয়ায় যান। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে আনুষ্ঠানিক জনশক্তি নিয়োগ চুক্তি সই হয় ১৯৯২ সালে। ১৯৯০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সে দেশে বাংলাদেশি শ্রমিক রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে ২০২৩ সালে বাংলাদেশ থেকে সর্বোচ্চ ৩ লাখ ৫১ হাজার ৬৮৩ জন মালয়েশিয়ায় গেছেন। ২০২৪ সালের ৩১ মে শ্রমবাজারটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে নানা শর্তে তা আবার চালু হয়েছে।

দেশটির নির্মাণ, শিল্প, কৃষি ও পরিষেবা খাতে বাংলাদেশিরা কাজ করেন। মালয়েশিয়ায় বিদেশি শ্রমিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৭ শতাংশই এখন বাংলাদেশি। চলতি বছরের জুনের শেষে কাজের অনুমতি থাকা বাংলাদেশির সংখ্যা ছিল ৮ লাখ ৩ হাজার ৩৩২। মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম *দ্য স্টার*-এর এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

তবে মালয়েশিয়ায় থাকা বাংলাদেশিরা জানান, বাস্তবে এর প্রায় দ্বিগুণ বাংলাদেশি সেখানে কর্মরত আছেন। অনেকেই শিক্ষা ভিসায় গিয়ে আর ফেরেননি। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশটিতে ২৫ লাখ নাগরিক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গিয়ে আর নিজ দেশে ফেরেননি। এর মধ্যে ৩৮ শতাংশ বাংলাদেশি।

কুয়ালালামপুর, পেনাংসহ বিভিন্ন রাজ্যে আবাসন ব্যবসা জমজমাট। ফলে নির্মাণশ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা আছে। সেবা এবং উৎপাদন খাতও বড় হচ্ছে। বৈধ-অবৈধ বাংলাদেশিরা এসব খাতেই বেশি কাজ করেন। দেশটিতে সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারিত থাকায় অনেক প্রতিষ্ঠান খরচ বাঁচাতে অবৈধ শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে, যার মধ্যে বাংলাদেশির সংখ্যাই বেশি।

মালয়েশিয়ার সর্বনিম্ন বেতন প্রতি মাসে ১ হাজার ৭০০ রিঙ্গিত, যা বাংলাদেশি মুদ্রা প্রায় ৫১ হাজার টাকা। দেশটিতে শ্রমিকদের দৈনিক ৮ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এ ছাড়া চাইলে প্রতিদিন সর্বোচ্চ চার ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করা যায়। নির্মাণ, কারখানা, পামবাগান, ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বিং, পেইন্টার, সুপারমার্কেটসহ বিভিন্ন কাজে শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে।

'মাই সেকেন্ড হোম' কর্মসূচি

মালয়েশিয়ায় দ্বিতীয় নিবাস গড়ার সুযোগ দিয়ে চালু করা 'মালয়েশিয়া মাই সেকেন্ড হোম' কর্মসূচিতে বাংলাদেশিরা এখন চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৩ হাজার ৬০৪ বাংলাদেশি এ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা বিনিয়োগে ৫ বছরের ভিসা এবং বেশি অর্থে ২০ বছরের ভিসা পাওয়া যায়। এর জন্য শর্ত হলো, আবাসন খাতে বিনিয়োগ। ফলে দেশটিতে আবাসন ব্যবসা আরও চাঙা হয়ে উঠেছে।

জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের চিত্র

কম দূরত্ব, তুলনামূলক কম খরচ এবং সাংস্কৃতিকভাবেও কাছাকাছি হওয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের অন্যতম প্রধান গন্তব্য মালয়েশিয়া। যেমন ২০২২ সালে ৫০ হাজার ৯০ জন; ২০২৩ সালে ৩ লাখ ৫১ হাজার ৬৮৩ জন এবং ২০২৪ সালে নিষেধাজ্ঞার আগপর্যন্ত ৯৩ হাজার ৬৩২ জন মালয়েশিয়ায় গেছেন। চলতি বছরের মে পর্যন্ত গেছেন ২ হাজার ৪৮৬ জন।

প্রবাসী আয়ের হিসাবও ইতিবাচক

প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় মালয়েশিয়া থেকে দেশে প্রবাসী আয়ও আসছে ভালো পরিমাণ। এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০২ কোটি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১২ কোটি, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৬০ কোটি, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৮০ কোটি মার্কিন ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাইয়ে ২৬ কোটি এবং আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ২৭ কোটি ডলার করে এসেছে।

কুয়ালালামপুরের টাইমস স্কয়ারের একটি দোকানের কর্মী চুয়াডাঙ্গার মমিনুল ইসলাম জানান, আগে দেশে একটি জুতার দোকানে কাজ করতেন। যা বেতন পেতেন, তা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন হতো। এ জন্য পাঁচ লাখ টাকা ঋণ করে মালয়েশিয়ায় পাড়ি দেন। এখন প্রতি মাসে ২ হাজার ২০০ রিঙ্গিত (৬৬ হাজার টাকা) বেতন পান। ইতিমধ্যে ঋণের টাকা পরিশোধ করে দিয়েছেন। মালয়েশিয়ায় ভালো আছেন। প্রতি মাসে পরিবারের কাছে ভালো পরিমাণ টাকা পাঠান। সংসারের সবাই ভালো আছেন, সঞ্চয়ও করতে পারছেন।

প্রথম আলো
রোববার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫,

কর্মসংস্থান বাড়ানো সরকারের দায়িত্ব

সিজিএসের আলোচনা

'গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য মুক্ত আলোচনা: তরুণদের কর্মসংস্থান প্রসঙ্গ' শীর্ষক সংলাপ।

> এখন এআই এবং রোবোটিকসের যুগ, দরকার অনেক বেশি প্রযুক্তির ভাষা জানা—এগুলো দিয়েই ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান তৈরি হবে।
>
> **মোহাম্মদ কামরুল আহসান**, উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের বেকারত্ব বেড়েছে এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলো ভালো লক্ষণ নয়। শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান—এই তিনের মধ্যে একটি বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান। কর্মসংস্থান বাড়ানো সরকারের দায়িত্ব। তবে বেসরকারি ক্ষেত্রগুলোর অনেক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), রোবোটিকসের যুগে অনেক বেশি প্রযুক্তির জ্ঞান থাকতে হবে। এগুলো দিয়েই ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

তবে বিএনপি নেতা আবদুল মঈন খান মনে করেন, বেকারত্বের পরিণতি বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে এখনো ততটা গুরুতর আকার ধারণ করেনি। অনেক ক্ষেত্রে বৈদেশিক আয়ের মাধ্যমে বেকারত্বের অবস্থাও দূর হয়ে যায়।

গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক সংলাপ অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। 'গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য মুক্ত আলোচনা: তরুণদের কর্মসংস্থান প্রসঙ্গ' শীর্ষক এই সংলাপের আয়োজন করে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, অনেক তরুণ গ্র্যাজুয়েট হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই অনেকে ভাষা না জেনে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। তাই তাঁদের তৈরি করতে হলে ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এখন এআই এবং রোবোটিকসের যুগ, দরকার অনেক বেশি প্রযুক্তির ভাষা জানা—এগুলো দিয়েই ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য সায়েমা হক বিদিশা বলেন, 'হাই স্কিল ম্যানেজারিয়াল পজিশনে খুবই স্বল্প মাত্রায় নারীদের অংশগ্রহণ আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের চাকরি বাজারে অন্তর্ভুক্ত করছে। শহর এলাকায় ডে-কেয়ার সেন্টার নারীদের কর্মসংস্থানের ওপর একটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। এগুলোর ওপরও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেন, 'দেশের সবচেয়ে বড় অভিযোগটি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঘিরে। শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই; এই তিনের মধ্যে একটি গভীর ব্যবধান বিদ্যমান।' দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে কম বিনিয়োগ হচ্ছে উল্লেখ করে বর্তমানে কর্মরতদের জন্য দেশে কোনো কার্যকর অধিকার বা সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা রয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি।

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী বলেন, বিশ্বব্যাংক বলছে, দেশের বেকারত্ব বেড়েছে এবং দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। এগুলো ভালো লক্ষণ নয়। অন্য সূচকগুলোতেও ভালো কিছু দেখা যাচ্ছে না, যা দেখা যাচ্ছে, সেটা খুবই উদ্বেগজনক।

অর্থনীতিবিদ মোহাম্মদ পারভেজ ইমদাদ বলেন, 'কর্মসংস্থান বাড়লে অসমতা কমে আসে। সরকারের দায়িত্ব চাকরি বাড়ানো। অনেক ক্ষেত্রেই বেসরকারি সেক্টরেরও অনেক ভূমিকা রাখার জায়গা রয়েছে। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আমাদের দেশেরও বিভিন্ন খাত উন্নয়ন করা সম্ভব।'

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, তরুণদের জন্য শুধু চাকরি দেওয়াই কি লক্ষ্য, নাকি টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাই আসল উদ্দেশ্য—এই প্রশ্ন গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। তরুণদের জন্য এমন একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে তাঁরা নিজেদের সম্ভাবনা ও সৃজনশীল চিন্তাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

তরুণদেরও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে দিতে হবে

অনুষ্ঠানের শুরুতে সিজিএসের সভাপতি জিল্লুর রহমান বলেন, যে তরুণেরা দেশের পরিবর্তন এবং সংস্কার দেখার জন্য অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন, তাঁরাই আজ হতাশ। তরুণদের মন্ত্রিত্বে বসিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের খুব লাভ হয় না। সবারই একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তরুণদেরও সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে দিতে হবে।

১২ ডিসেম্বর ২০২৫ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ সময়ের আলো

অদক্ষ জনশক্তিই বড় বাধা

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এখন দক্ষ কর্মী চাইছে। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ প্রচুর কর্মী থাকলেও তাদের নেই কর্মদক্ষতা

এমএকে জিলানী

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে মূলত জনশক্তি রফতানির ওপর নির্ভরশীল। যদিও জ্বালানি আমদানিসহ অন্যান্য সীমিত খাতেও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিদ্যমান তবে জনশক্তিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী বাহন। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এখন দক্ষকর্মী চাইছে আর অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন নেই। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ দেশে প্রচুর জনশক্তি থাকলেও দক্ষকর্মী সীমিত।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, বাহরাইন, ইরান, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)–মধ্যপ্রাচ্যের এ ১০টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বজায় রেখেছে। মধ্যপ্রাচ্যের এ ১০টি দেশের মধ্যে ৩টি দেশে জনশক্তি রফতানি বন্ধ। ওই দেশগুলো দক্ষকর্মী ছাড়া নেয় না। জর্ডান শুধু দক্ষ নারীকর্মী নেয়, ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা, ইরাকে নিকট ভবিষ্যতে বড় আকারে কর্মী পাঠানো যেতে পারে। বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী, সব দেশই দক্ষকর্মী চায়। এখন আর কেউ অদক্ষকর্মী নেয় না। এখানেই সমস্যা, বাংলাদেশে প্রচুর জনশক্তি আছে কিন্তু দক্ষকর্মী নেই। এ কারণে মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রফতানি কমছে। দক্ষ করে জনশক্তি গড়তে না পারলে বিদেশি শ্রমবাজারে শিগগিরই বড় আকারের ধস নামার আশঙ্কা রয়েছে। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

> **মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজার**
>
> দক্ষ কর্মী তৈরির জন্য এখনই মনোযোগ না দেওয়া হলে বিদেশি শ্রমবাজারে বাংলাদেশের জন্য বড় সমস্যা আসতে পারে
>
> **শহীদুল হক** সাবেক রাষ্ট্রদূত

বাহরাইনে অনেক বছর ধরেই জনশক্তি রফতানি বন্ধ। যেখানে বাংলাদেশিরা আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়ানোর অভিযোগে জনশক্তি রফতানি বন্ধ রয়েছে। ঢাকা এ বিষয়ে মানামার সঙ্গে কাজ করছে। আশা করা হচ্ছে, সামনে রাজনৈতিক সরকার এলে বাহরাইনে আবারও জনশক্তি রফতানি শুরু হবে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালে ৭২ হাজার ১৬৭ জন বাংলাদেশি বাহরাইনে কর্মরত ছিলেন।

ইরানে বাংলাদেশি জনশক্তি রফতানিতে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আবার সেখানকার অর্থের মান অনেক কম। এসব কারণে দেশটির ভিসাসেবা চালু থাকলেও সেখানে খুব বেশি বাংলাদেশি কর্মী কাজ করতে যান না। আবার সেখানে যেসব বাংলাদেশি যান তাদের বেশিরভাগই ইরানের মধ্য দিয়ে তুরস্ক, আজারবাইজান ইত্যাদি দেশ হয়ে ইউরোপে পাড়ি জমান। বিএমইটির বার্ষিক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের তালিকায় ইরান নিয়ে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

অদক্ষ জনশক্তিই বড় বাধা

কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ইরাকে বাংলাদেশি জনশক্তি রফতানির বাজার খোলা। কিন্তু দেশটি এখনও অস্থিতিশীল। আবার সেখানে কর্মরত বেশিরভাগ বাংলাদেশি অবৈধ উপায়ে অবস্থান করছেন। সর্বশেষ ৩০০-৪০০ বাংলাদেশি কর্মী ইরাক গেছেন। নিকট ভবিষ্যতে ইরাক পুনর্গঠন করার আভাস পাওয়া গেছে এবং এই ইস্যুতে সেখানে অনেক আর্থিক তহবিলও জোগাড় হচ্ছে। ইরাক পুনর্গঠনের সময় তাদের প্রচুর কর্মীর প্রয়োজন হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইরাক পুনর্গঠনের সহযোগিতা করতে চায়। ইরাক পুনর্গঠনের সময় যাতে বাংলাদেশি কর্মীরা সেখানে ব্যাপকভাবে কাজ করতে পারেন সেই সুযোগ কাজে লাগাতে কাজ করছেন ঢাকার কূটনী[illegible] ইরাকে নিযুক্ত বাংলাদেশের দূত সেখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রাথমিক বৈঠক [illegible]ছেন।

বিএইটির তথ্য অনুযায়ী, সর্বশেষ ২০১৮ সালে বাংলাদেশ [illegible] কর্মী বাহিনী (১৮ হাজার ৫৬৭) ইরাকে কাজ করতে যান।

জর্ডানে বাংলাদেশি জনশক্তি রফতানি খোলা। কিন্তু দেশটি তৈরি পোশাক খাতের কর্মকাণ্ডের জন্য বেশিরভাগ নারী দক্ষকর্মী নেয়। চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত দেশটিতে ৪ হাজার ৯২৬ জন বাংলাদেশি কর্মী দেশটিতে কাজ করতে গেছেন, যেখানে ২০২৪ সালে জর্ডানে ১৫ হাজার ৪১৩ জন বাংলাদেশি কর্মী গেছেন।

কুয়েত বাংলাদেশ থেকে অদক্ষ জনশক্তি নেয় না। এ কারণে দেশটিতে চাহিদা থাকলেও দক্ষকর্মীর অভাবে বাংলাদেশ সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে জনশক্তি রফতানি করতে পারে না। চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত দেশটিতে ১১ হাজার ১১ জন বাংলাদেশি কর্মী দেশটিতে কাজ করতে গেছেন। ২০২৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩৩ হাজার ৩৩ জন।

মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ লেবানন এখনও যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং অস্থিতিশীল। সেখানে যাওয়ার আনুষ্ঠানিক ভিসা বন্ধ। সচরাচর কোনো বাংলাদেশি সেখানে যান না। চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত দেশটিতে ২ হাজার ১৮১ জন বাংলাদেশি কর্মী দেশটিতে কাজ করতে গেছেন। ২০২৪ সালে লেবাননে যান ৪ হাজার ২২৫ জন বাংলাদেশি। বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য ওমানের শ্রমবাজার ২০২৩ সাল থেকে বন্ধ। সেখানকার শ্রমবাজার চালুর জন্য ঢাকার কূটনীতিকরা কাজ করছেন। চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত ৪৩ জন বাংলাদেশি কর্মী দেশটিতে কাজ করতে গেছেন। ২০২৪ সালে লেবাননে যান ৩৫৮ জন বাংলাদেশি।

কাতারে বাংলাদেশি জনশক্তি রফতানি চালু কিন্তু এ দেশটিও দক্ষকর্মী চায়। পর্যাপ্ত দক্ষকর্মী না থাকায় সেখানে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও দোহায় জনশক্তি পাঠাতে পারছে না ঢাকা। চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত দেশটিতে ৪ হাজার ৩০৮ জন বাংলাদেশি কর্মী দেশটিতে কাজ করতে গেছেন। ২০২৪ সালে কাতার গেছেন ৭৪ হাজার ৪২২ জন বাংলাদেশি।

বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানির প্রধান বাজার সৌদি আরব। কিন্তু তারাও আর অদক্ষকর্মী নেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। সৌদি আরব যেতে হলে নির্দিষ্ট কাজের জন্য দক্ষতার পরিচয় এবং সনদ নিয়ে যেতে হবে, যা সৌদির ভাষায় তাকামুল পরীক্ষা বলা হয়। এ কারণে সৌদিতেও জনশক্তি রফতানি কমছে। বিএইটির তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত দেশটিতে ৩ লাখ ৪ জন বাংলাদেশি কর্মী কাজ করতে গেছেন। ২০২৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ২৮ হাজার ৫৬৪ জন।

বেশিরভাগ বাংলাদেশি অবৈধ উপায়ে ইউরোপ যাওয়ার জন্য রুট হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ব্যবহার করায় দেশটিতে বন্ধ ব্যবহার করায় দেশটিতে বাংলাদেশি জনশক্তি রফতানি বন্ধ রয়েছে। শুরুতে ইউরোপের দেশগুলো সরাসরি এ বিষয়ে বাংলাদেশকে বলে কোনো সুরাহা না পেয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে জানালে দেশটি বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা বন্ধ করে দেয়। ২০২৪ সালে কাতার গেছেন ৪৭ হাজার ১৬৬ জন বাংলাদেশি কাজ করতে গেলেও চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত যায় মাত্র ২ হাজার ৯৯৩ জন।

এ বিষয়টি সম্পর্কে সাবেক রাষ্ট্রদূত শহীদুল হক সময়ের আলোকে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বারবার সতর্ক করেছে যে, তাদের শুধু দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন। সমস্যা হলো, বাংলাদেশে প্রচুর জনশক্তি থাকলেও দক্ষকর্মী কম। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে মানব পাচারও ঘটছে। দক্ষকর্মী তৈরির জন্য এখনই মনোযোগ না দেওয়া হলে বিদেশি শ্রমবাজারে বাংলাদেশের জন্য বড় সমস্যা আসতে পারে।

:-এনসিসি ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিকস

কালের কণ্ঠ

। শুক্রবার । ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ । ২০ জমাদি

বিদেশি সুতার ডাম্পিং ও দেশীয় সুতার উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি

দেশীয় স্পিনিং শিল্প সুরক্ষার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা ▷

বিদেশি সুতার ডাম্পিং, দেশীয় সুতার উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার চাপে দেশের স্পিনিংশিল্প অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে বলে দাবি করেছেন এ খাতের শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তারা। এই সংকট মোকাবেলায় সরকারের কাছে জরুরি সুরক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে দেশীয় সুতায় তৈরি পোশাকে প্রণোদনা ১.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করাসহ বেশ কিছু দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এই দাবি জানান। স্পিনিংশিল্পে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তারা এই ব্যানারে সংবাদ সম্মেলনটির আয়োজন করেন। এ সময় বক্তারা সংকটের চিত্র তুলে ধরে শিল্প রক্ষায় অ্যান্টি-ডাম্পিং ট্যাক্স ও ১০ শতাংশ সেফগার্ড ডিউটি আরোপের মতো কিছু নীতিগত সহায়তারও দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে সালমা গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার ইঞ্জিনিয়ার আজহার আলী বলেন, 'বৈদেশিক বাজারে অনেক দেশ সরকারি ভর্তুকির কারণে তুলনামূলক কম দামে সুতা রপ্তানি করায় বাংলাদেশে উৎপাদিত সুতা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। এর ফলে দেশে উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে সুতা আমদানি হচ্ছে, যা কার্যত ডাম্পিংয়ের শামিল।'

তিনি আরো বলেন, 'স্থানীয় শিল্পকে বাঁচাতে এবং বাজারে ন্যায্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে সুতা আমদানিতে অ্যান্টি-ডাম্পিং ট্যাক্স বা সেফগার্ড ডিউটি আরোপ এখন সময়ের দাবি।'

স্পিনিংশিল্পের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'কভিড-পরবর্তী মন্দা, ইউক্রেন যুদ্ধ, ডলার সংকট, জ্বালানি-বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি—এসব মিলিয়ে গত কয়েক বছরে দেশের ৪০ শতাংশ স্পিনিং মিল উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। এতে লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়েছেন। যেসব কারখানা চলছে সেগুলোও ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ সক্ষমতায় উৎপাদনে রয়েছে।'

উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির প্রসঙ্গ টেনে আজহার আলী বলেন, 'পর পর তিন ধাপে গ্যাস-বিদ্যুতের দাম ৩৫০ শতাংশ বেড়ে গেলেও টেক্সটাইল ও ব্যাকওয়ার্ড ইন্ডাস্ট্রির পণ্যমূল্য সমন্বয় হয়নি। ফলে মিলগুলো ক্ষতির মুখে পড়েছে।' এ অবস্থায় রপ্তানিমুখী কারখানার জন্য ৩০ শতাংশ বিল রিবেট দিয়ে দুই বছরের জন্য জরুরি প্রণোদনা দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে স্পিনিংশিল্পের কর্মকর্তারা

- অ্যান্টি-ডাম্পিং ট্যাক্স, সেফগার্ড ডিউটি ও দেশি সুতার পোশাকে ১০% প্রণোদনা দাবি
- রপ্তানিমুখী কারখানার জন্য ৩০ শতাংশ বিল রিবেট দিয়ে দুই বছরের জন্য জরুরি প্রণোদনা দেওয়ার দাবি

এ ছাড়া আরো কিছু সুনির্দিষ্ট দাবি উপস্থাপন করেন সংবাদ সম্মেলন আয়োজকরা। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাবসায়িক সক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে স্পিনিং শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আরো কয়েকটি নীতিগত সহায়তার প্রস্তাব তুলে ধরেন। এসব দাবির মধ্যে রয়েছে—বাতিল হওয়া রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) সুবিধা আগামী দুই বছরের জন্য পুনর্বহাল করা। শিল্পে স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবহার বাধ্যতামূলকভাবে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো। রিসাইকেল ও সাসটেইনেবল পণ্যের উৎপাদন উৎসাহিত করতে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান। আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য ৫ শতাংশ সুদে ১০ বছরমেয়াদি বিশেষ ঋণ প্যাকেজ চালু করা। রপ্তানিকৃত পণ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলের ৩০ শতাংশ রিবেট, আমদানির ক্যাপাসিটি বাড়ানোর দাবি জানান তাঁরা। এ ছাড়া টাকার অবমূল্যায়নের কারণে কমে যাওয়া আমদানি সক্ষমতা পুনরুদ্ধারের দাবিও জানান তাঁরা।

শুক্রবার, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ দেশ রূপান্তর

পোশাক শ্রমিকদের জন্য ডিজিটাল হাসপাতাল পাইলট প্রকল্প চালু করতে বিজিএমইএ, অলওয়েল এবং নুভিস্তা ফার্মার সঙ্গে চুক্তি সই করছেন কর্মকর্তারা ■ সংগৃহীত

টেক্সটাইল শিল্পের কফিনে শেষ পেরেক মারে আ.লীগ

খাতসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংবাদ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের টেক্সটাইল শিল্প খাতের ওপর দিয়ে ধারাবাহিকভাবে ঝড় বয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করছেন খাত সংশ্লিষ্ট শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে টেক্সটাইল খাতের ২৫ শতাংশ প্রণোদনা কমিয়ে দেড় শতাংশে নামিয়ে আনে। যার মাধ্যমে এই শিল্পের কফিনে শেষ পেরেক মারা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে স্পিনিং শিল্প রক্ষার দাবিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি করা হয়। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সালমা গ্রুপের প্রধান পরিচালক কর্মকর্তা ইঞ্জিনিয়ার আজহার আলী। এ সময় ৭ দফা দাবি তুলে ধরেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, সরকারের ভুল নীতির কারণে বর্তমানে টেক্সটাইল শিল্পকে আরও ভোগাচ্ছে। যার খেসারত দিতে হচ্ছে এ খাতে কর্মরত শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে। ইতিমধ্যেই ৩৫টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মসংস্থানহীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। বাকি কারখানাগুলো ৪০ ভাগ ক্যাপাসিটিতে উৎপাদন চলছে। এখনই পদক্ষেপ নেওয়া না হলে এ শিল্পের ধস ঠেকানো যাবে না। শিল্পকে বাঁচাতে নগদ প্রণোদনা বৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ ও বিদেশি সুতা আমদানিতে সেইফগার্ড শুল্ক বসানো উচিত।

বক্তব্য দিয়েছেন– বেঙ্গল এনএফকের পরিচালক (অপারেশন) ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক; ওয়ান কম্পোজিটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন; আইইবির গার্মেন্টস বিভাগের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মহিউদ্দিন আহমেদ; ইনস্টিটিউশন অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড টেকনোলজিস্টসের (আইটিইটি) সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার এনায়েত হোসেন। উপস্থিত ছিলেন, আহমেদ গ্রুপের উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার শান্তিময় দত্ত, আরমাডা গ্রুপের পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম আজাদ, গ্রিনটেক্স স্পিনিংয়ের নির্বাহী পরিচালক রুহুল আমিন প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার আজহার আলী বলেন, গত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এই শিল্পের ওপর দিয়ে নানান ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কভিড-১৯, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ডলার ও জ্বালানি সংকটের কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০ ভাগ শিল্প কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলশ্রুতিতে প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা বেকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বাকি শিল্প কারখানাসমূহ ক্রমান্বয়ে বন্ধ হওয়ার পথে। এমতাবস্থায় শিল্পকে বাঁচাতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। ৭ দাবি হচ্ছে– দেশি সুতা ব্যবহারে ১০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা, গ্যাস-বিদ্যুৎ বিলে ৩০ শতাংশ ছাড়, সুতা আমদানি বন্ধে এন্টি ডাম্পিং ট্যাক্স বা সেইফগার্ড ডিউটি প্রয়োগ, ইডিএফ ফান্ড পুনর্বহাল, গার্মেন্টস রপ্তানির উৎপাদন খরচের ৭০ শতাংশ কাঁচামাল স্থানীয় উৎস থেকে কেনার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা, রিসাইকেল পণ্য উৎপাদনে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আজহার আলী বলেন, এক সময় স্পিনিং মিলে ২৫ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া হতো, সে কারণে দেশে টেক্সটাইল মিল গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ সেটি কমিয়ে দেড় শতাংশে নামিয়ে এনেছে। প্রণোদনা কমানোর মাধ্যমে এই শিল্পের কফিনে শেষ পেরেক মারা হয়। কারণ বাংলাদেশ যখন প্রণোদনা কমিয়ে দেয়, তখন ভারত সুতা রপ্তানিতে ১১ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া শুরু করে। এ কারণে কম দামে ভারতের সুতা দেশে প্রবেশ করতে শুরু করে।

তিনি আরও বলেন, এখনো যে প্রণোদনা দেওয়া হয়, তার টাকা পেতে বাংলাদেশের মিলগুলোকে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। পক্ষান্তরে ভারতে তিন দিনের মধ্যে প্রণোদনা টাকা ছাড় করা হয়। দেশের সুতার তুলনায় কম দামে ভারতের সুতা দেশে আসতে শুরু করে। ২২ মাস যাবৎ ইডিএফের (রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল) সীমা কমানোয় মিলগুলোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সংকুচিত হয়েছে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে সুতার উৎপাদন খরচ বেড়েছে। উৎপাদন খরচ অনুযায়ী সুতার দাম না পাওয়া গেলে আগামী ৬ মাস থেকে এক বছর পর মিলগুলো চালানো যাবে না।

বেঙ্গল এনএফকের পরিচালক (অপারেশন) ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক বলেন, নানা কারণে বর্তমানে ৪০টি স্পিনিং মিল বন্ধ আছে। আর যেসব মিল চালু আছে, সেগুলোও ৬০ শতাংশ ক্যাপাসিটিতে চলছে। মূলত গার্মেন্টস বিদেশ থেকে সুতা আমদানি করায় দেশীয় সুতা অবিক্রিত থেকে যাচ্ছে। এখন সময় এসেছে, সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কারের পাশাপাশি তারা কি পরিমাণ সুতা আমদানি করল তা চিহ্নিত করা। এরাই দেশের টেক্সটাইল শিল্পকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। কেননা ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করতে তারা কত টাকার সুতা, কাপড় ও অ্যাক্সেসরিজ আমদানি করছে, সে হিসেব করার সময় এসেছে। তিনি আরও বলেন, টেক্সটাইল গার্মেন্টসের মেরুদণ্ড। এটা বুঝতে আমাদের যত দেরি হবে, দেশের তত ক্ষতি হবে। কারণ এখন যারা ভারত থেকে আড়াই ডলারে সুতা আমদানি করছে, দেশের টেক্সটাইল শিল্প বন্ধ হয়ে গেলে ওই সুতা ৫ ডলারে কিনতে হবে।

ওয়ান কম্পোজিটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন বলেন, টেক্সটাইল শিল্পে বাংলাদেশের প্রতিযোগী ভারত। স্বভাবতই তারা চাইবে বাংলাদেশকে দুর্বল করতে। নীতি সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। কিন্তু তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রণোদনা দিলে সরকারের হয়তো ৩ বিলিয়ন ডলার খরচ হবে, তাতে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাত একদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, অন্যদিকে কর্মসংস্থান বাড়বে। তিনি আরও বলেন, কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে মালিকরা হয়তো কোনো না কোনোভাবে টিকে থাকবে।

সমকাল | শুক্রবার | ১২ ডিসেম্বর ২০২৫

জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে আয় কমে প্রবাসী শ্রমিকের

সমকাল প্রতিবেদক

বিআইডিএসের সেমিনার

স্বল্প মেয়াদে জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বাড়লেও নেতিবাচক প্রভাবটি পড়ে দীর্ঘ মেয়াদে

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ছোট উন্নয়নশীল জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশগুলোর জন্য নতুন ধরনের দীর্ঘমেয়াদি চাপ তৈরি করছে। জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে স্বল্প মেয়াদে জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় বাড়ে। কিন্তু এর প্রভাবে দীর্ঘ মেয়াদে প্রবাসী শ্রমিকের আয় কমে যায়। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশের অর্থনীতিতে। এক পর্যায়ে দেশে থাকা শ্রমিকদের আয়ও কমে যায়।

'ছোট অর্থনীতির দেশের রেমিট্যান্স ও প্রবাসী শ্রমিকদের ওপর জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার প্রভাব' শীর্ষক সেমিনারে এমন পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন অর্থনীতিবিদরা। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) গতকাল বৃহস্পতিবার এই সেমিনারের আয়োজন করে। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক ড. একেএম মাহবুব মোরশেদ। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক ড. মোহাম্মদ ইউনূস।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, গত দুই দশকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বিশ্ব জিডিপির শূন্য দশমিক ৩৭ শতাংশ থেকে বেড়ে এখন শূন্য দশমিক ৭৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০২০ সালে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় মোট ১৪৬ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। ওই বছর বাংলাদেশে রেমিট্যান্স-জিডিপি অনুপাত ছিল ৬ দশমিক ৭ শতাংশ। রেমিট্যান্সসংশ্লিষ্ট দেশের বৈদেশিক খাতকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। তাই তারা বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে চায়। তবে এই প্রবণতা অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির কাঠামোগত দুর্বলতারও লক্ষণ।

গবেষণা প্রবন্ধটিতে বলা হয়, জ্বালানির দাম বাড়ার পরপরই মধ্যপ্রাচ্যসহ তেলসমৃদ্ধ দেশে উৎপাদন বাড়ে। ফলে প্রবাসী শ্রমিকদের আয় তাৎক্ষণিকভাবে বাড়ে। এর ফলে প্রথম ধাক্কায় রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে দেখা যায়। মজুরি বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত কাজের সুযোগ তৈরি হয়। রেমিট্যান্সে দ্রুত উত্থান দেখা যায়। কিন্তু এই অনুকূল পরিস্থিতি খুব বেশি স্থায়ী হয় না। উচ্চ মজুরির সম্ভাবনা দেখে শ্রমশক্তি পাঠানো দেশগুলো থেকে নতুন শ্রমিকরা দ্রুত বিদেশে যেতে শুরু করেন। জনশক্তি আমদানিকারক দেশে শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বাড়তে থাকে। শ্রমের জোগান বেড়ে যাওয়ার চাপে প্রবাসী শ্রমিকের গড় মজুরি তখন কমতে শুরু করে। অর্থাৎ রেমিট্যান্স প্রথমে বাড়লেও পরে আবার ওঠানামা করে এবং স্থিতিশীলতা হারায়।

গবেষণায় আরও দেখা যায়, এ অবস্থার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েন পুরোনো প্রবাসী শ্রমিকরা। অন্যদিকে তেলের দাম বাড়ার সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শ্রম রপ্তানিকারক দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে। উচ্চমূল্যে আমদানি করা জ্বালানি উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়, শিল্পে ব্যয় বাড়ে, ভোগ কমে এবং দেশীয় আয়ের চাপ বাড়ে। কর্মসংস্থানের সংকট আরও প্রকট হয়। তাই সব মিলিয়ে রেমিট্যান্স বাড়ছে মানেই অর্থনীতি ভালো আছে— এমন ধারণা ভুল।

ড. একেএম মাহবুব মোরশেদ আরও বলেন, তেলের দাম বাড়লে উত্তোলনকারী দেশগুলো বেশি লাভবান হয়, তাদের জিডিপি ও শ্রম চাহিদা বাড়ে। অন্যদিকে বাংলাদেশের মতো শ্রম রপ্তানিকারক দেশে দীর্ঘ মেয়াদে উৎপাদন, ভোগ ও কল্যাণ সংকোচনের মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে দেশীয় শ্রমিক এবং নতুন অভিবাসনপ্রত্যাশী উভয়ের জীবনমান কমে যায়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হয় সেমিনারে। যেমন– দেশে শ্রমিকের আয়ের ওপর কর কমানো, উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করা, অভিবাসনকে একটি নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মধ্যে আনা ইত্যাদি। এতে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি সরবরাহ কমবে এবং প্রবাসী মজুরি স্থিতিশীল থাকবে।

অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব মোরশেদ বলেন, তেলের দাম বাড়লে শেষ পর্যন্ত দেশের লাভ-ক্ষতির হিসাবটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। শুধু প্রবাসী আয়ের ওপর নির্ভর করে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। দীর্ঘ মেয়াদে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক | শুক্রবার | ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫

লিবিয়ার মরুভূমিতে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায়

চক্রের হোতা শাহজালাল বিমানবন্দরে গ্রেফতার

বিশেষ প্রতিনিধি

গ্রিসে উচ্চ বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে লিবিয়ায় পাচার করে মুক্তিপণ আদায় করা একটি চক্রের হোতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ নজির হোসেন। বুধবার বিকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গত ৪ ডিসেম্বর এক ভুক্তভোগী নজির ও চক্রের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এ তথ্য বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান।

মামলার এজাহারের তথ্য উল্লেখ করে জসীম উদ্দিন খান বলেন, চক্রটির অন্যতম সদস্য গ্রিস প্রবাসী শরীফ উদ্দিন। গত বছর দেশে এসে মামলার বাদী ও অন্য এক ভুক্তভোগী যুবককে গ্রিসে লোভনীয় বেতনের চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এ জন্য জনপ্রতি ১৫ লাখ টাকা চুক্তি করে। বাদীসহ আরেক ভুক্তভোগী পাসপোর্ট এবং ২ লাখ টাকা করে প্রদান করে। পরে ঐ বছরের জুলাই মাসে তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে বিমানে করে দুবাই, পরে সেখান থেকে মিশর হয়ে লিবিয়ায় পাঠান।

লিবিয়ায় পৌঁছানোর পর তাদেরকে একদল মাফিয়ার হাতে তুলে দেয়। তাদের কাছ থেকে ডলার ও ইউরো ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং আটক রেখে শারীরিক নির্যাতন চালানোর পাশাপাশি মুক্তিপণ দাবি করে। দেশে বসে চক্রের হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী গ্রেফতার নজির ও অন্যান্য সহযোগীরা দুই ভুক্তভোগী পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করেন। তারা এক ভুক্তভোগী যুবকের পরিবারের কাছ থেকে মোট ২১ লাখ ৮০ হাজার টাকা এবং অন্য যুবকের পরিবারের কাছ থেকে মোট ১৬ লাখ টাকা আদায় করে। কিন্তু মুক্তিপণের টাকা নেওয়ার পরও ভুক্তভোগীদের মুক্তি না দিয়ে লিবিয়ার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ৪৫ দিন জেল হাজতে কাটানোর পর গত ২৯ আগস্ট বাদী ও অন্য যুবকটি আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহায়তায় বাংলাদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে আসামিদের কাছে টাকা চাইলে তারা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন।

নজির প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ভুক্তভোগীদের প্রলুব্ধ করে ইউরোপ নেওয়ার কথা বলে লিবিয়া পাঠিয়ে আসছে। উচ্চ বেতনের চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মোট ১৯ জনের কাছ থেকে প্রতারণামূলকভাবে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা আদায় করার অভিযোগ রয়েছে চক্রটির বিরুদ্ধে। যার মধ্যে ৯ জন ভুক্তভোগী আইওএমের সহায়তায় দেশে ফেরত আসতে পেরেছেন। বাকিরা এখনো লিবিয়ার বিভিন্ন মাফিয়ার কাছে আটক আছেন। তিনি বলেন, ডিএমপির ডেমরা মডেল থানায় রুজু হওয়া অপর এক মামলায়ও গ্রেফতার মোহাম্মদ নজির হোসেনের সম্পৃক্ততা পেয়েছে সিআইডি। চক্রটির অন্যতম সদস্য এজাহারনামীয় ১ নম্বর অভিযুক্ত মো. বাহাদুর ফারাজীর সঙ্গে ভুক্তভোগী বাদীর মোবাইলে পরিচয় হয়। বাদীকে গ্রিসে লোভনীয় বেতনের চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব দিলে বাদী রাজি হয়ে ফারাজীকে পাসপোর্ট ও নগদ ৮ লাখ টাকা দেন।

যুগান্তর | শুক্রবার ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

জাতীয় প্রেস ক্লাবে বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন মোশাররফ কম্পোজিট মিলস লিমিটেডের পরিচালক (অপারেশন) মো. শাহিনুল হক যুগান্তর

ভুক্তভোগী শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংবাদ সম্মেলন

ভুল নীতিতে ডুবছে টেক্সটাইল জরুরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন

- বন্ধ হয়ে গেছে ৩৫টি কারখানা অবশিষ্ট কারখানা উৎপাদন করছে ৪০ ভাগ ক্যাপাসিটিতে
- সরকারের কাছে ৭ দফা দাবি পেশ, জরুরি ভিত্তিতে নীতি সহায়তা না দিলে টেক্সটাইল শিল্পের এই ধস ঠেকানো যাবে না

যুগান্তর প্রতিবেদন

সরকারের ভুল নীতি টেক্সটাইল শিল্পকে আরও ভোগাচ্ছে। যার খেসারত দিতে হচ্ছে উদ্যোক্তাসহ এ খাতে কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীকে। ইতোমধ্যে ৩৫টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট কারখানাগুলো ৪০ ভাগ ক্যাপাসিটিতে উৎপাদন করছে। এতে প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মসংস্থানহীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বলা যায়, সরকারের ভুল নীতির কারণে এ শিল্প এখন ডুবতে বসেছে। এ অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে জরুরি ভিত্তিতে নীতি সহায়তা না দিলে টেক্সটাইল শিল্পের ধস ঠেকানো যাবে না। গুরুত্বপূর্ণ এ সেক্টরকে বাঁচাতে নগদ প্রণোদনা বৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ ও বিদেশি সুতা আমদানিতে এন্টিডাম্পিং বা সেফগার্ড শুল্ক বসাতে হবে।

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে স্পিনিং শিল্প রক্ষার দাবিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সালমা গ্রুপের প্রধান পরিচালক কর্মকর্তা ইঞ্জিনিয়ার আজহার আলী।

লিখিত বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার আজহার আলী বলেন, কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এই শিল্পের ওপর দিয়ে নানান ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কোভিড-১৯, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ডলার ও জ্বালানি সংকটের কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ইতোমধ্যে প্রায় ৪০ ভাগ শিল্প-কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়ে এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বাকি শিল্প-কারখানাগুলো ক্রমান্বয়ে বন্ধ হওয়ার পথে। এ অবস্থায় শিল্পকে বাঁচাতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি ৭ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবির মধ্যে রয়েছে—দেশি সুতা ব্যবহারে ১০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা, গ্যাস-বিদ্যুৎ বিলে ৩০ শতাংশ ছাড়, সুতা আমদানি বন্ধে এন্টি ডাম্পিং ট্যাক্স বা সেফগার্ড ডিউটি প্রয়োগ, ইডিএফ ফান্ড পুনর্বহাল, গার্মেন্ট রপ্তানির উৎপাদন খরচের ৭০ শতাংশ কাঁচামাল স্থানীয় উৎস থেকে কেনার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা এবং রিসাইকেল পণ্য উৎপাদনে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আজহার আলী বলেন, একসময় স্পিনিং মিলে ২৫ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া হতো, সে কারণে দেশে টেক্সটাইল মিল গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ সেটি কমিয়ে দেড় শতাংশে নামিয়ে এনেছে। প্রণোদনা কমানোর মাধ্যমে এই শিল্পের কফিনে শেষ পেরেক মারা হয়। কারণ বাংলাদেশ যখন প্রণোদনা কমিয়ে দেয়, তখন ভারত সুতা রপ্তানিতে ১১ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া শুরু করে। এ কারণে কম দামে ভারতের সুতা দেশে প্রবেশ করতে শুরু করে।

তিনি আরও বলেন, এখনো যে প্রণোদনা দেওয়া হয়, তার টাকা পেতে বাংলাদেশের মিলগুলোকে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। পক্ষান্তরে ভারতে ৩ দিনের মধ্যে প্রণোদনার টাকা ছাড় করা হয়। দেশীয় সুতার তুলনায় কম দামে ভারতের সুতা দেশে আসতে শুরু করে। অপরদিকে ২২ মাস যাবৎ ইডিএফের (রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল) সীমা কমানোয় মিলগুলোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সংকুচিত হয়েছে। এছাড়া জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে সুতার উৎপাদন খরচ বেড়েছে। ফলে উৎপাদন খরচ অনুযায়ী সুতার দাম না পাওয়া গেলে আগামী ৬ মাস থেকে এক বছর পর মিলগুলো আর চালানো যাবে না।

বেঙ্গল এনএফকের পরিচালক (অপারেশন) ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক বলেন, নানা কারণে বর্তমানে ৪০টি স্পিনিং মিল বন্ধ আছে। আর যেসব মিল চালু আছে, সেগুলোও ৬০ শতাংশ ক্যাপাসিটিতে চলছে। মূলত গার্মেন্ট মালিকরা বিদেশ থেকে সুতা আমদানি করায় দেশীয় সুতা অবিক্রীত থেকে যাচ্ছে। তাই এখন সময় এসেছে, সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক গার্মেন্ট প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কারের পাশাপাশি তারা কী পরিমাণ সুতা আমদানি করল তা চিহ্নিত করা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, এরাই দেশের টেক্সটাইল শিল্পকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছেন। কেননা ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করতে তারা কত টাকার সুতা, কাপড় ও অ্যাকসেসরিজ আমদানি করছেন, সে হিসাব করার সময় তো এসে গেছে। তিনি আরও বলেন, টেক্সটাইল গার্মেন্টের মেরুদণ্ড। এটা বুঝতে আমাদের যত দেরি হবে, দেশের তত ক্ষতি হবে। কারণ এখন যারা ভারত থেকে আড়াই ডলারে সুতা আমদানি করছেন, দেশের টেক্সটাইলশিল্প বন্ধ হয়ে গেলে ওই সুতা ৫ ডলারে কিনতে হবে।

ওয়ান কম্পোজিটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন বলেন, টেক্সটাইলশিল্পে বাংলাদেশের প্রতিযোগী ভারত। স্বভাবতই তারা চাইবে বাংলাদেশকে দুর্বল করতে। নীতি সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এর কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রণোদনা দিলে সরকারের হয়তো ৩ বিলিয়ন ডলার খরচ হবে, তাতে বাংলাদেশের গার্মেন্ট খাত একদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, অন্যদিকে কর্মসংস্থান বাড়বে। তিনি আরও বলেন, কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে মালিকরা হয়তো কোনো না কোনোভাবে টিকে থাকবে। কিন্তু এত শ্রমিকের কী হবে? সেই কথা কি কেউ ভাবছেন বা ভেবেছেন। এজন্য বলছি—সরকারের ভুল নীতির কারণে এখন টেক্সটাইলশিল্প গভীর সংকটে ভুগছে, এরপর আসবে গার্মেন্টের পালা।

আইইবির গার্মেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম বলেন, স্পিনিং মিলগুলো মুখ থুবড়ে পড়লে শ্রমিকদের কী হবে তা ধারণাও করা যাচ্ছে না। এজন্য এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। ৬ মাস বা এক বছর পর সিদ্ধান্ত নিলে এই শিল্প বাংলাদেশে টিকিয়ে রাখা যাবে না।

ইনস্টিটিউশন অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড টেকনোলজিস্টসের (আইটিইটি) সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার এনায়েত হোসেন বলেন, এখনই টেক্সটাইলশিল্পের সমস্যা নিরসন করতে না পারলে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এই খাতের ওপর অন্তত ৬৩টি খাত নির্ভরশীল। তাছাড়া শ্রমিক কর্মসংস্থানহীন হয়ে পড়লে সামাজিক অস্থিরতা ও অবক্ষয় দেখা দিতে পারে।

বাদশা মিয়া টেক্সটাইলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খোরশেদ আলম বলেন, স্থানীয় গার্মেন্ট দেশীয় সুতা কিনতে চায়। কিন্তু তারা তাদের মতো করে দাম কমাতে চান। অথচ এক সময় কেজিপ্রতি সাড়ে ৪ ডলারে সুতা কিনেও তারা রপ্তানি করেছেন, কিন্তু এখন ৩ ডলারেও কিনতে চান না। তিনি বলেন, অনেক সময় বায়ারদের সুপারিশের কারণে বিদেশ থেকে সুতা-কাপড় কিনতে হয়। এ রকম নানা সমস্যা আছে। ফলে টেক্সটাইল বাঁচাতে হলে সরকারকে এই জায়গায় নীতি সহায়তা দেওয়া উচিত। ভারতের মতো দ্রুত প্রণোদনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাস্তবভিত্তিক হারে প্রণোদনাসহ অন্যান্য নীতি সহায়তা দিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন যমুনা গ্রুপের পরিচালক (মার্কেটিং স্পিনিং বিভাগ) ও বাংলাদেশ ইয়ার্ন মার্কেটিং অ্যান্ড প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশনের (বিওয়াইএমপি) সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার এবিএম সিরাজুল ইসলাম, আহমেদ গ্রুপের উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার শান্তিময় দত্ত, আরমাডা গ্রুপের পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম আজাদ ও গ্রিনটেক্স স্পিনিংয়ের নির্বাহী পরিচালক রুহুল আমিন প্রমুখ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সিন্ডিকেটে বন্দি

বিশেষ প্রতিনিধি

জনশক্তি রপ্তানি ধাপে ধাপে দুর্নীতি

প্রথম পর্ব

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান খাত হলো অভিবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। আমাদের অভিবাসী কর্মীরা বিদেশে গিয়ে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেন। কষ্টার্জিত অর্থ পাঠান দেশে, তা দিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে।

বর্তমানে বিশ্বের ১৭৬টি দেশে ১ কোটি ৪৯ লাখের বেশি কর্মী কর্মরত আছেন বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়। তবে এ সংখ্যার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। নানা কারণেই মানুষ প্রবাস জীবন বেছে নেন। যেসব নাগরিক কাজের জন্য বিদেশে যান এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর দেশে ফিরে আসেন, তাদের সাধারণত অভিবাসী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই হিসেবে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে কর্মরত অভিবাসীর সংখ্যা ১ কোটির কিছু বেশি। বিশ্বে জনশক্তি রপ্তানির দিক থেকে বাংলাদেশ অন্যতম শীর্ষ দেশ। টানা তিন বছর ১০ লাখের বেশি করে কর্মী বিদেশে পাঠিয়ে স্মরণীয় মাইলফলক অর্জন করেছে বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত।

২০২৪ সালে মোট ১০ লাখ ১১ হাজার ৮৫৬ জন কর্মী বিদেশে গেছেন, যা বার্ষিক হিসাবে দেশের ইতিহাসে তৃতীয় [illegible] সর্বোচ্চ। কিন্তু বিপুল পরিমাণ কর্মী পাঠালেও এর মধ্যে ৯৫ শতাংশ কর্মী গেছেন মাত্র পাঁচটি দেশে- সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কাতার, সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। নতুন বাজার যেমন তৈরি হয়নি তেমনি পুরোনো বাজারও দুর্নীতির কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে ৯৭,৮৭৩ জন কর্মী বিদেশে যান। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে এ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৬২,৪৪২ জনে। অর্থাৎ, চলমান বছরে জানুয়ারির তুলনায় কেবল ফেব্রুয়ারিতেই জনবল রপ্তানি কমেছে প্রায় ২০ শতাংশ।

তিনটি বড় শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর সংখ্যা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এ তিনটি দেশ হলো- মালয়েশিয়া, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। এ ছাড়া সৌদি আরব ও কাতারের মতো দেশগুলোতে নিয়োগ কমে যাওয়ায় এবং মালয়েশিয়া, ওমানের পাশাপাশি বাহরাইনের শ্রমবাজারও বন্ধ থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ২০২৩ সালে সাড়ে ৩ লাখের বেশি কর্মী মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৪ সালের জুন থেকে দেশটির শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যায়। ২০২৪ সালে ১ লাখেরও কম কর্মী দেশটিতে যেতে পেরেছেন। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ সীমাহীন দুর্নীতি।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩ হাজার ৩৩১ ব্যক্তির কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত অর্থের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি অর্থ আদায়ের মাধ্যমে ৫২৫ কোটি ২২ লাখ ৯৭ হাজার টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে ৬ রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক ও কর্মকর্তাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে পৃথক ছয়টি মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত ৬ নভেম্বর দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। আসামিরা হলেন- মেসার্স আমিন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের মালিক রুহুল আমিন, সাদিয়া ইন্টারন্যাশনালের মালিক শামীম আহমেদ চৌধুরী নোমান, ইমপেরিয়াল রিসোর্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. ইকবাল হোসাইন ও এমডি মো. বদরুদ্দৌজা চৌধুরী, আরআরসি হিউম্যান রিসোর্স সার্ভিস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. মনিরুজ্জামান ও এমডি মো. আলমগীর কবীর এবং থানেক্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের সাবেক এমডি আবদুল্লাহ শাহেদ, পরিচালক মো. জয়নাল আবেদীন ও পরিচালক শামসের আহমেদ।

অনুসন্ধান প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩ হাজার ৩৩১ ব্যক্তির কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত অর্থের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি অর্থ আদায় করা হয়েছে। আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার পাঁচ গুণ পর্যন্ত বাড়তি অর্থ আদায় করেছেন। এ সময় তারা বিএমইটি ও বায়রার নিবন্ধন শর্ত ভঙ্গ করে অবৈধভাবে শ্রমিক নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

এর আগে গত সেপ্টেম্বরে, মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির নামে ১ হাজার ১৫৯ কোটি ৮২ লাখ ২ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে ১৩টি ওভারসিজ কোম্পানির মালিকসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে পৃথক ১৩টি মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানিতে সিন্ডিকেট করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া চক্রের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। অনুসন্ধানে সিন্ডিকেটের প্রধান সদস্য রুহুল আমিন স্বপনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ৫০০ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক করা হয়েছে। স্বপন চাঁদাবাজির মাধ্যমে রাতারাতি ৮ হাজার কোটি টাকা সম্পদের মালিক বনে গেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

কিন্তু সংশ্লিষ্টরা বলছে, যাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে তারা দুর্নীতি চক্রের একটি অংশ মাত্র। দুর্নীতির মূল হোতারা এখনো সক্রিয় এবং ধরাছোঁয়ার বাইরে।

মালয়েশিয়া গত বছরের ৩১ মে পর্যন্ত ১০০টি রিক্রুটিং এজেন্সির ('সিন্ডিকেট' নামে অধিক পরিচিত) মাধ্যমে কর্মী পাঠানোর সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। অনেক প্রার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র নিশ্চিত করার পরও শেষ মুহূর্তে এজেন্সিগুলো ফ্লাইটের ব্যবস্থা করতে পারেনি। ফলে হাজার হাজার কর্মী আর মালয়েশিয়া যেতে পারেননি। ওই সময় থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রয়েছে। তবে সরকার বিশেষ জি-টু-জি ব্যবস্থার মাধ্যমে এসব কর্মীকে মালয়েশিয়া পাঠাচ্ছে।

মালয়েশিয়ায় পাঠাতে প্রত্যেক কর্মীর জন্য দেড় লাখ টাকা দিতে হয় ১০০ এজেন্সির নামে গড়ে ওঠা চক্রকে। এরপর একই চক্রের অধীন থাকা স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামে বাণিজ্য চলছে। এতে একজন কর্মী ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা খরচ করে মালয়েশিয়ায় গেছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের আগস্টে চালু হওয়ার পর ওই দফায় ৪ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭২ জন মালয়েশিয়ায় যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু বিমান টিকিট না পাওয়া, রিক্রুটিং এজেন্টের গাফিলতিসহ নানা কারণে দেশটিতে যেতে ব্যর্থ হন প্রায় ১৮ হাজার কর্মী।

বাংলাদেশের জন্য চতুর্থ বৃহৎ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সম্প্রতি আবারও চালু করার চেষ্টা করছে সরকার।

গত ১৪ মে মালয়েশিয়ায় দেশটির সরকারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী।

যাতে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে আবারও। যে প্রক্রিয়া এগোবে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভার মাধ্যমে। কারণ মালয়েশিয়া বাংলাদেশ থেকে কোন কোন খাতে কত সংখ্যক কর্মী নেবে সে সিদ্ধান্ত হবে ওই বৈঠকেই।

কিন্তু এখানেও ঘুরেফিরে আসছে সিন্ডিকেট প্রসঙ্গ। যা নিয়ে বিভক্ত জনশক্তি রপ্তানিকারকরা। কারও কারও অভিযোগ, সিন্ডিকেটের কারণে মালয়েশিয়ায় যাওয়া কর্মীদের কয়েক গুণ অর্থ খরচ করতে হচ্ছে।

এ ছাড়া অবৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি কিংবা দালালের দৌরাত্ম্য, এমন নানা কারণে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বারবারই সমস্যায় পড়েছে বাংলাদেশের কর্মীরা।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ঘিরে বাংলাদেশের এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা নতুন নয়।

'সিন্ডিকেট তৈরির সুযোগ রেখে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালু করলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না' বলেই মনে করেন অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রামরুর চেয়ারম্যান তাসনিম সিদ্দিকী।

প্রথম আলো
...র ২০২৫, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

এক দেশে বেশি শ্রমিক গেলে মজুরি কমে যায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

কোনো নির্দিষ্ট দেশে কাজের জন্য বেশি সংখ্যায় শ্রমিক গেলে ওই দেশে শ্রমিকের অতিরিক্ত সরবরাহ তৈরি হয়। ফলে একসময় প্রবাসী শ্রমিকদের গড় মজুরি কমে যায়। তাই শুধু নিম্ন দক্ষতার শ্রমিক না পাঠিয়ে বিভিন্ন খাতে দক্ষ শ্রমিক পাঠাতে পারলে এই আশঙ্কা আর থাকে না।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত এক সেমিনারে উপস্থাপিত একটি তাত্ত্বিক গবেষণা প্রতিবেদনে এ মন্তব্য করা হয়। গবেষণার শিরোনাম ছিল—ছোট অর্থনীতির দেশের প্রবাসী আয় ও প্রবাসী শ্রমিকদের ওপর বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব।

গবেষণাটি উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক এ কে এম মাহবুব মোরশেদ। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক মোহাম্মদ ইউনুস।

তাত্ত্বিক গবেষণায় জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির দ্বৈত প্রভাব তুলে ধরা হয়। এতে দেখানো হয়, দাম বাড়লে হোস্ট (তেল উৎপাদনকারী) দেশগুলো জ্বালানি তেল বিক্রি করে বেশি লাভবান হয়। তাদের মোট দেশজ আয় (জিডিপি) ও শ্রম চাহিদা বাড়ে। আর বাংলাদেশের মতো হোম (শ্রম রপ্তানিকারক) দেশগুলো দীর্ঘ মেয়াদে উৎপাদন, ভোগ ও ব্যয়ের সংকোচনের মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে দেশীয় শ্রমিক ও নতুন অভিবাসনপ্রত্যাশী উভয়ের জীবনমান কমে যায়।

এ কে এম মাহবুব মোরশেদ বলেন, তেলের দাম বাড়ার পরপরই মধ্যপ্রাচ্যসহ তেলসমৃদ্ধ দেশে উৎপাদন বাড়ে, শ্রমঘণ্টা বাড়ে। আবার মজুরি বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত কাজের সুযোগ পেয়ে বিদ্যমান প্রবাসীরা বেশি পরিমাণে শ্রম দেন। সব মিলিয়ে প্রবাসী আয়ের (রেমিট্যান্স) প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে।

অন্যদিকে তেলের মূল্যবৃদ্ধির সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শ্রম রপ্তানিকারক দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে। মাহবুব মোরশেদ বলেন, উচ্চ মূল্যে আমদানি করা জ্বালানি উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়, শিল্পে ব্যয় বাড়ে, ভোগ কমে।

দেশ রূপান্তর

বৃহস্পতিবার, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

শ্রমিক পাঠিয়ে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা লুট

নিজস্ব প্রতিবেদক

> ৬০ এজেন্সির মালিক ও কর্মকর্তাসহ ১২৪ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা। এর আগে ৪০টি এজেন্সির ১০৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। ১০০ মামলায় আসামি ২৩২ জন

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে দেশের ৬০টি রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক ও কর্মকর্তারা রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়ায় সরকার নির্ধারণের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি অর্থ আদায়ের মাধ্যমে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচার করেছেন। এমন অভিযোগের প্রমাণ থাকায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ৬০টি পৃথক মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলার আসামি ১২৪ জন। তারা আড়াই লাখেরও বেশি ব্যক্তির কাছ থেকে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন।

গতকাল বুধবার দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের এ পদক্ষেপ এমন এক সময় মামলার খবর এসেছে, যখন সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) ভোটের আমেজ বিরাজ করছে। আগামী ১৭ জানুয়ারি সংগঠনটির ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। দুদকের মামলার বিষয়ে জানাজানি হলে বায়রায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। অনেকে দুদকের এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে।

এর আগে ৪০টি ওভারসিজ কোম্পানির স্বত্বাধিকারী, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালকসহ ১০৮ জনের বিরুদ্ধে ৩ হাজার ৪৩৮ কোটি ৯৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ৪০টি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। যা বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে। সব মিলিয়ে ওই ঘটনায় ১০০টি পৃথক মামলা দায়ের হয়েছে যার মধ্যে আসামি ২৩২ জন। আর আত্মসাৎ করা অর্থের পরিমাণ ৭ হাজার ৯৮৪ কোটি ১৫ লাখ ৭ হাজার ৫০০ টাকা।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, মামলায় ৬০ রিক্রুটিং এজেন্সির ১২৪ মালিকদের বিরুদ্ধে ২ লাখ ৬৭ হাজার ২৭৬ জনের কাছ থেকে ৪ হাজার ৫৪৫ কোটি ২০ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।

দুদক জানিয়েছে, মালয়েশিয়া রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম, অতিরিক্ত অর্থ আদায় এবং অর্থপাচারের অভিযোগে ৬০টি ওভারসিজ কোম্পানির স্বত্বাধিকারী, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অভিযোগে বায়রার বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনকালে তারা সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট গড়ে চুক্তি ভঙ্গ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিকদের কাছ থেকে সরকারের নির্ধারিত ফির কয়েকগুণ অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছেন। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী একজন কর্মীর মালয়েশিয়া যাওয়ার ব্যয় ছিল ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা। কিন্তু অভিযোগ অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক প্রভাব ও বায়রার অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাচক্র ব্যবহার করে এই খরচকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। শ্রমিক বাছাই, অর্থসংক্রান্ত প্রক্রিয়া ও চুক্তিভিত্তিক শর্তাবলি উপেক্ষা করা হয়েছে। মামলাগুলোতে আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০ (বি), ১৬১, ১৬২,১৬৩, ১৬৪, ১৬৫ (ক), ৪২০ ও ৪০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

যেসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে– সরকার ইন্টারন্যাশনালের মোহাম্মদ আলী সরকার; দি গাজীপুর এয়ার ইন্টারন্যাশনালের এএম শাহীন আহম্মেদ (বাবলু) এবং ফেরদৌস আহম্মেদ বাদল; ব্রাদার্স ইন্টারন্যাশনালের রফিকুল ইসলাম; মোর্স ঐশী ইন্টারন্যাশনালের মিসেস লিনা রহমান; পাথ ফাইন্ডার ইন্টান্যাশনালের মাজহারুল ইসলাম; আল বোখারী ইন্টারন্যাশনালের মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া, মো. আতাউর রহমান ভূঁইয়া, মোহাম্মদ জাকারিয়া ভূঞা, আব্দুর রহমান; মালয়েশিয়া বাংলাদেশ হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেডের রুহুল আমীন, শিউলী বেগম, মাসুম বিল্লাহ, মোহাম্মদ মেহেদী হাসান; মেসার্স আল রাবেতা ইন্টারন্যাশনালের মোহাম্মদ আবুল বাসার, মোহাম্মদ ফজলুর রহমান; দি সুপার ইস্টার্ন লিমিটেডের শাহীন কবির, হুমায়ুন কবীর; ট্রান্স এশিয়া ইন্টিগ্রেট সার্ভিসেস লিমিটেডের জামাল আবু জাঈদ, মো. সানাউল্লাহ।

এ ছাড়া স্ট্যানফোর্ড এমপ্লয়মেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড; পিএন এন্টারপ্রাইজ কোম্পানি; দরবার গেটলাবাল ওভারসিস; আল খামিস ইন্টারন্যাশনাল; দিশারি ইন্টারন্যাশনাল; এসওএস ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেস; আইএসএমটি হিউম্যান রিসোর্স; নিউ এজ ইন্টারন্যাশনাল; হায়দারি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল; আমিয়াল ইন্টারন্যাশনাল; ইস্ট ওয়েস্ট প্যারাডাইস; বেসিক পাউয়ার অ্যান্ড কেয়ার ওভারসেজ; বিডি গ্লোবাল বিজনেস; ফিউচার ইন্টারন্যাশনাল; আহাদ ইন্টারন্যাশনাল; আগা ইন্টান্যাশনাল; এলিগ্যান্টস ওভারসেজ; আলহেরা ওভারসেজ; এএনজেড মাল্টি ইন্টারন্যাশনাল; মদিনা ওভারসেজ; নেক্সট ওভারসেজ; ইউনাইটেড এক্সপোর্ট; গ্যালাক্সি করপোরেশন; ম্যানেইজ পাওয়ার করপোরেশন; এশা ইন্টারন্যাশনাল; মুবিন এয়ার ইন্টারন্যাশনাল; জেজি আল ফালাহ; নিউ হেভেন ইন্টারন্যাশনাল; মনছুর আলী ওভারসিজ; ম্যাচ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল; নাতাশা ওভারসিজ; শান ওভারসিজ; অপরাজিতা ওভারসিজ; মোহাম্মদ নুরুজ্জামান অ্যান্ড সন্স; ত্রিবেনী ইন্টারন্যাশনাল; আক্তার রিক্রুটিং এজেন্সি; মৃধা ইন্টারন্যাশনাল; ফোর সাইট ইন্টারন্যাশনাল; সুলতান ওভারসিজ; রানওয়ে ইন্টারন্যাশনাল; প্রভাতি ইন্টারন্যাশনাল; জনতা ট্রাভেলস; উইন ইন্টারন্যাশনাল; কমফোর্ট ওভারসিজ কনসালট্যান্টস; কিসওয়া এন্টারপ্রাইজ; আমান এন্টারপ্রাইজ; রমনা এয়ার ইন্টারন্যাশনাল; আল ফারাহ হিউমান রিসোর্স অ্যান্ড কনসালট্যান্সি; প্রান্তিক ট্রাভেলস অ্যান্ড টুরিসম এবং কাশীপুর ওভারশিজ।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বায়রার একজন নেতা দেশ রূপান্তরকে জানান, আগামী ১৭ জানুয়ারি তাদের সংগঠনের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য ভোট অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের সময়ে দুদকের এ পদক্ষেপকে তারা স্বাগত জানিয়েছেন। তারমতে, মালয়েশিয়ার বাজারে শ্রমবাজার নিয়ে যে সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছিল। দুদক তাদের শনাক্ত ও মামলার আওতায় নিয়ে আসায় বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম বাড়বে। এ সিন্ডিকেটের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে ভবিষ্যতে কোনো এজেন্সি দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করার সাহস পাবে না। পাশাপাশি রিক্রুটিং এজেন্সির মধ্যে স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। এতে শ্রমবাজারে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এবং সব এজেন্সি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায় টিকে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ ॥

ইউরোপে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রায় বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশিদের জন্য ইউরোপে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া বন্ধ হতে চলেছে। সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) রাজনৈতিক আশ্রয় নীতিতে বড় পরিবর্তন এনে বাংলাদেশসহ সাতটি দেশকে নিরাপদ দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। এ নীতিতে এসব দেশের নাগরিকদের আশ্রয় আবেদন দ্রুতই বাতিল হবে। সোমবার বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে ইইউর কার্যালয়ে এক বৈঠকে ইইউভুক্ত দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা এ সিদ্ধান্ত নেন। নতুন নীতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ, ভারত, মিসর, মরক্কো, তিউনিসিয়া, কলম্বিয়া ও কসোভো থেকে আগত রাজনৈতিক বা বিভিন্ন আবেদনকারীরা সাধারণত রাজনৈতিক নিপীড়ন এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

হারাচ্ছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

নিয়োগ পাওয়া ৪১ হাজার কর্মীর মধ্যে বাংলাদেশের মাত্র ২৯০ জন
বাকি ২০ হাজার ইন্দোনেশিয়ার ২১ হাজার নেপালের

নিজস্ব প্রতিবেদক

মালয়েশিয়ায় শ্রমশক্তি রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে তলানিতে। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের সিংহভাগই দখল করে নিয়েছে প্রতিবেশী নেপাল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়া। পশ্চিম মালয়েশিয়ার মূল শ্রমবাজারে গত জানুয়ারি থেকে গতকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পাঠিয়েছে মাত্র ২৯০ জন কর্মী। বিপরীতে নেপাল থেকে গেছে ২১ হাজার এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রায় ২০ হাজার কর্মী। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশের চলমান সিদ্ধান্তহীনতা আরও দীর্ঘ হলে নেপাল ও ইন্দোনেশিয়ার কাছে হারাতে হবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এ শ্রমবাজার। জানা গেছে, মালয়েশিয়ার মূলত দুই অংশে বাংলাদেশের কর্মীরা কাজের জন্য যান। এর মধ্যে পশ্চিম অংশ পেনিনসুলা মালয়েশিয়া অর্থাৎ কুয়ালালামপুর, জোহর, পেনাং, পুত্রজায়ার মতো উন্নত ও জনবসতিপূর্ণ স্থানগুলোতে কয়েক লাখ কর্মীর চাহিদা ও কর্মসংস্থান এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

দুই মাসেও সন্ধান মেলেনি নিখোঁজ ৩৮ যুবকের

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

লিবিয়া হয়ে ইতালি যাত্রা

লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালির উদ্দেশে যাত্রা করার দুই মাস আট দিন পরও খোঁজ মেলেনি হবিগঞ্জের ৩৮ যুবকের। জেলা পুলিশ মানব পাচার চক্রে জড়িত হাসান মোল্লাসহ আটজনকে নোটিস দিয়েছে। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য ভিকটিম পরিবারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার মোছা. ইয়াছমিন খাতুন সাংবাদিকদের কাছে এ আহ্বান জানান। এ ছাড়া হাসান মোল্লার চার সহযোগী মোস্তাকিম, তফছির, মিজান ও সোহাগকে অনুসন্ধানের স্বার্থে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রবাস কুমার সিংহের কার্যালয়ে উপস্থিত করানোর জন্য আজমিরীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, লিবিয়ার কারাগার, হাসপাতালসহ সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ নিয়েও তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস। নিখোঁজদের প্রতিটি পরিবার ইতালি পাঠানোর আশায় স্থানীয় 'আদম বেপারি' হাসান মোল্লার হাতে ১৭ থেকে ২০ লাখ টাকা করে দিয়েছেন। এখন প্রিয়জনের মৃত্যুর আশঙ্কায় পরিবারগুলো আতঙ্কগ্রস্ত। ভয় ও অনিশ্চয়তার

হারাচ্ছে মালয়েশিয়ার

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] হয়। অন্য অংশ পূর্ব মালয়েশিয়ার সাবাহ ও সারওয়াক রাজ্যের বনাঞ্চলে শুধু 'প্লান্টেশন' ক্যাটাগরিতে কর্মী নিয়োগ হয়। ভিন্ন সরকারের অধীনে পরিচালিত সাবাহ ও সারওয়াকে এখনো বাংলাদেশিদের পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু সেখানে পুরো বছরেই চাহিদা মাত্র ৫ হাজারের মতো। মূল পেনিনসুলা মালয়েশিয়ার ৫ লাখ কর্মীর শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য রয়েছে বন্ধ। পরিসংখ্যান অনুসারে, পেনিনসুলা মালয়েশিয়ায় চলতি বছরে ৪১ হাজার ৩৭৩ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে শুধু তিন ধাপে ২৯০ জন কর্মী পাঠানো গেছে। এর মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে ১৪০, নভেম্বরে ৬০ ও ডিসেম্বরে পাঠানো গেছে ৯০ জন। কিন্তু এখানে প্রতি মাসে নেপাল ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ৫ হাজারের বেশি কর্মী পাঠানো হয়েছে। ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া থেকে পাঠানো হয়েছে ১৯ হাজার ৯৯০ এবং নেপাল থেকে ২১ হাজার ১৮৩ জন। এ দুই দেশ থেকে ইতোমধ্যে আরও ৫০ হাজার শ্রমিক পাঠানো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মালয়েশিয়ার অন্যতম সোর্স কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশের জন্য এ ব্যর্থতা নজিরবিহীন। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ২০২৫ সালে মালয়েশিয়া সরকার ফরেন ওয়ার্কার্স সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ ১৫ দেশের জন্য শ্রমিক নিয়োগ উন্মুক্ত করে। বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক প্রেরণের একমাত্র দায়িত্ব পায় বাংলাদেশ ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)। তবে বোয়েসেলে অদক্ষতা, অস্বচ্ছতায় শ্রমবাবাজারে কর্মী পাঠানোর হার চরম হতাশাজনক। অভিযোগ উঠেছে, বোয়েসেলের জন্য বরাদ্দকৃত ওয়ার্ক ওয়ার্ড সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হলেও শ্রমিকদের কাছ থেকে মাথাপিছু অযৌক্তিকভাবে ১ লাখ ৬২ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে। এ ছাড়া সরকারি সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও বোয়েসেল অবৈধ ও অননুমোদিত মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে ভিসা কিনছে। মধ্যস্বত্বভোগীরা হলেন সিঙ্গাপুরভিত্তিক এজেন্ট জাস্টওয়ান্ট সিং এবং মালয়েশিয়ার নাগরিক আলতাব।

দুই মাসেও সন্ধান

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] কারণে কেউ মুখ খুলছেন না, আইনি পদক্ষেপেও যাচ্ছেন না। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ইতালিগামী নৌকায় ত্রিপলি উপকূল থেকে যাত্রা শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় স্বজনদের। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিনসহ একাধিক গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ হলে ওই তরুণদের সন্ধান ও উদ্ধারে উদ্যোগ নিতে লিবিয়ায় বাংলাদেশের দূতাবাসকে নির্দেশ দেয় প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়। তারাও কোনো সন্ধান পায়নি। বাংলাদেশ দূতাবাস, লিবিয়ার প্রথম সচিব মো. রাসেল মিয়া বলেন, তারা বিভিন্ন দেশ হয়ে লিবিয়ায় প্রবেশ করেছেন। তাদের সঠিক তথ্য আমাদের কাছে থাকে না। দেশ থেকে চিঠি পাওয়ার পর সম্ভাব্য কারাগার ও হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিয়েছি। সেখানে তাদের পাওয়া যায়নি। রেড ক্রিসেন্টসহ অন্যান্য মানবিক সংস্থাও কোনো তথ্য দিতে পারেনি। তিনি আরও বলেন, এর আগেও গত মার্চে ১৫ জন বাংলাদেশি ভূমধ্যসাগরে নিখোঁজ হয়েছিলেন। এতদিনেও তাদের খোঁজ মেলেনি। আশঙ্কা করা হচ্ছে তারা সাগরে ডুবে মারা গেছেন।

ইউরোপে রাজনৈতিক

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] বা যুদ্ধের ঝুঁকিতে নেই। তাই তাদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত নয়। ফলে ইউরোপে তারা প্রবেশ করলেও আর আশ্রয়ের সুযোগ পাবেন না। বৈঠকে পুরো ইউরোপের ২৭টি দেশে একই নিয়মে একীভূত ডিপোর্টেশন ব্যবস্থার ওপরও ঐকমত্য হয়েছে। কোনো নাগরিকের আবেদন এক দেশে প্রত্যাখ্যাত হলে অন্য দেশে আর ওই নাগরিকের আবেদনের সুযোগ থাকবে না। প্রত্যাখ্যাত আবেদনকারীদের আটক রাখার সুযোগ, পুনরায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তথ্য সমন্বয়ের ব্যাপারেও বৈঠকে ঐকমত্য হয়েছে। একই সঙ্গে বৈঠকে ইউরোপের বাইরে নিরাপদ তৃতীয় দেশ ধারণা যুক্ত করা হয়েছে। এতে কারও আবেদন বাতিল হলে অভিবাসীকে এমন দেশেও পাঠানো যেতে পারে যার সঙ্গে তার কোনো পারিবারিক বা সামাজিক সংযোগ নেই। এ ছাড়া ইউরোপে আশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা ব্যক্তিদেরও বিভিন্ন দেশে সমানভাবে বণ্টন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে। ইইউ সদস্য রাষ্ট্রগুলো চাইলে আশ্রয়প্রার্থীকে নেবে অথবা না নিতে চাইলে আর্থিক অবদান বা সীমান্ত সহায়তা দিতে হবে। ২০২৬ সালের মধ্যভাগের মধ্যে ২১ হাজার আশ্রয় আবেদনকারীকে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পুনর্বণ্টন করা হবে। কেউ না নিলে ৪২০ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে যেসব রাষ্ট্র নেবেন তাদের সহায়তা করতে হবে।

THE BUSINESS STANDARD
WEDNESDAY 10.12.2025

Migration to Japan jumps nearly threefold amid push for lucrative labour market

LABOUR - BANGLADESH

ABUL KASHEM AND KAMRAN SIDDIQUI

Shortage of skilled workers leaves Bangladesh behind competitors

Bangladesh's labour migration to Japan has surged nearly threefold this year, driven by the government's push to secure a stronger foothold in one of the world's most competitive foreign labour markets.

About 10,000 Bangladeshis have travelled to Japan so far this year on job visas or as language-course students who become eligible for work within a year, according to a letter the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment sent to the Finance Division on 20 November.

The number stood at 3,574 in 2024, while over 5,000 travelled in each of the two preceding years. The ministry said recruitment is likely to rise further next year, with potential for exponential growth.

The letter was circulated across several ministries seeking urgent administrative support to manage the demand, following Senior Secretary Neyamat Ullah Bhuiyan's return from a recent visit to Japan. His trip resulted in the signing of 40 new agreements with Japanese employers to hire Bangladeshi workers.

The momentum follows Chief Adviser Muhammad Yunus' visit to Tokyo in May. Two major MoUs were signed during the chief adviser's visit to formalise labour migration between the two countries, setting a target of sending 100,000 workers over the next five years.

Meanwhile, more than 13,000 Bangladeshis are scheduled to sit the Japanese language proficiency test this December, and the ministry plans to double the number of examinees by mid-2026.

Enrolment in language courses has risen sharply, reflecting growing interest among prospective migrants and an increasing level of preparedness, the letter notes.

It said Japan is closely monitoring Bangladesh's readiness, and a convincing show of preparation could lead to a rapid expansion in recruitment across several job categories from next year.

"The MoUs expand the recruitment pipeline even though they do not specify worker numbers," said Md Shahidul Islam Chowdhury, head of the Japan Cell at the Expatriates' Welfare Ministry.

He told The Business Standard that many travelling as students are effectively jobseekers who start work after completing a one-year language course, which is why they are counted as job placements.

BMET seeks Jica support

The Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) has submitted a Tk1,500 crore project proposal seeking Jica's support to build a dedicated skilled workforce for Japan.

A senior BMET official told The Business Standard that the Economic Relations Division has begun discussions with Jica, and the proposal is under review.

Japan cell at ministry, manpower at mission

To support the expanding labour pipeline, the government has established a dedicated Japan Cell at the ministry while strengthening staffing at the Labour Wing of the Bangladesh Embassy in Tokyo.

The letter said the initiative is being overseen by the Chief Adviser's Office through his Special Envoy for International Affairs, Lutfey Siddiqi, who has been tasked with driving market expansion in Japan.

Despite the recent momentum, a shortage of skilled workers remains the central barrier to accessing the Japanese market. Ministry officials said they are working to expand the pool of trained manpower, but migration experts argue the response must be faster and more effective.

Language skills hold back Bangladeshis

Sector insiders said a shortage of skilled workers is the main reason Bangladesh continues to trail its competitors. Nepal sent 56,707 workers to Japan last year, while Bangladesh managed just 3,574, roughly sixteen times fewer. The gap has held steady, with Nepal sending more than 42,000 and 36,000 workers in 2022 and 2023, while Bangladesh sent just over 5,000 in each year.

কালের কণ্ঠ

। বুধবার । ১০ ডিসেম্বর ২০২৫

আইনে নেই, তবু মানব পাচার অপরাধে আপস!

মাসুদ রানা ▷

নিজের ও পরিবারের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে অনেকে বিদেশে পাড়ি জমান। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে মানবপাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে সেই স্বপ্ন বিষাদে রূপ নেয়। কখনো মুক্তিপণ দিয়ে, কখনো বা জেল খেটে খালি হাতে ফিরতে হয় দেশে। এক পর্যায়ে অপরাধের বিচার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন কেউ কেউ। গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মানবপাচারকারীদের আইনের আওতায় আনা হয়। তবে বহু ক্ষেত্রে অপরাধীদের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে আপস-মীমাংসা করেন ভুক্তভোগীরা। এমন আপসের সুযোগ মানবপাচার আইনে না থাকলেও অপরাধীরা নানাভাবে ম্যানেজ করে নিচ্ছেন। যে কারণে বিচার শেষে আসামিরা পেয়ে যাচ্ছেন খালাস। ঢাকার মানবপাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে এমন চিত্র দেখা গেছে। যেখানে মাত্র ৪ শতাংশ মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আইনজীবী ইশরাত হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মানবপাচার মামলা গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ায় এই আইনে আপস, মামলা প্রত্যাহার বা পক্ষগুলোর মধ্যে সমঝোতা করে বিচার বন্ধের আইনগত সুযোগ নেই। কারণ মানবপাচারকে শুধু ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, রাষ্ট্র

- ঢাকার ট্রাইব্যুনালে সাজা মাত্র ৪ শতাংশ আসামির
- মানবপাচার আইনের সব অপরাধ আপসের অযোগ্য : আইনজীবী ইশরাত হাসান

ও সমাজের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই ভুক্তভোগী আপসে রাজি হলেও রাষ্ট্রপক্ষে মামলা চলতে থাকে এবং আদালত সমঝোতাকে গ্রহণযোগ্যতা দেন না। মানবপাচার আইনের সব অপরাধ আপসের অযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।'

মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২-এর ১৬ ধারায় বলা হয়েছে, এ ধরনের অপরাধ আমলযোগ্য, অজামিনযোগ্য ও অ-আপসযোগ্য। সে ক্ষেত্রে পুলিশ কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই এই অপরাধের জন্য আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারে। ভুক্তভোগী বা অন্য কোনো পক্ষের সঙ্গে আপস-মীমাংসার মাধ্যমে এই মামলার নিষ্পত্তি করা যায় না।

মজনু জেল খেটেও আপস করেন : ২০২০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর গেণ্ডারিয়া এলাকার মজনু সাড়ে চার লাখ টাকা দিয়ে সৌদি আরবে যান। সেখানে যাওয়ার পর তাঁকে কাজ না দিয়ে একটি কক্ষে আটকে রেখে শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন। মজনু নিরুপায় হয়ে দেশে ফেরার আকুতি জানালে টিকিট বাবদ ৩০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। পরে টাকা দিলেও আসামিরা তাঁকে দেশে ফেরত পাঠায়নি। এক পর্যায়ে ওই বছরের ২ আগস্ট তিনি গ্রেপ্তার হন। জেল খেটে একই বছরের ৬ অক্টোবর কারামুক্ত হন। পরদিন ৭ অক্টোবর তিনি দেশে ফিরে আসেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মজনু বাদী হয়ে ঢাকার মানবপাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন। তদন্ত শেষে অভিযোগের সত্যতা পেয়ে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেয় পুলিশ। অভিযুক্ত চার আসামির বিরুদ্ধে শুরু হয় বিচার। পরে পাঁচজন সাক্ষীর মধ্যে একমাত্র ভুক্তভোগী মজনু নিজে সাক্ষ্য দেন। জবানবন্দিতে শুরুতে তিনি আসামিদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিলেও জেরা জবানবন্দিতে তিনি উল্লেখ করেন, আসামিদের সঙ্গে তাঁর আপস হয়েছে। তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। তিনি আর মামলা চালাবেন না। শেষে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ২০২৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বিচারক রায়ে চার আসামিকে খালাস দেন।

ক্ষতিপূরণ পেয়ে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই মুন্নার

রাজধানীর ফকিরাপুলে প্রেসে চাকরি করতেন মো. মুন্না। তিনি ২০১৭ সালের ৪ মার্চ লিবিয়ায় যান। সেখানে তাঁকে আটকে রেখে মারধর করা হতো। চার লাখ টাকা না দিলে তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দেয় আসামিরা। এ ঘটনায় ওই বছরের ২৮ মার্চ ভিকটিমের ভাই মো. জিন্নাহ শেখ বাদী হয়ে মতিঝিল থানায় মামলা করেন। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পেয়ে একই বছরের ২ নভেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশ। পরে অভিযুক্ত তিন আসামির বিচার শুরু হয়। বিচার চলাকালে সাক্ষী জিন্নাহ প্রথমে তাঁর জবানবন্দিতে এজাহার ও অভিযোগপত্র সমর্থনে বক্তব্য দেন। কিন্তু পুনরায় জবানবন্দিতে তিনি বলেন, মামলা চলাকালে আসামিদের সঙ্গে তাঁদের আপস হয়েছে। তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে এখন আর তাঁদের অভিযোগ নেই। এতে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারায় ২০২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তিন আসামিকে খালাস দেন ট্রাইব্যুনাল।

১১ লাখ টাকা পেয়ে আপস করেন রিপন

২০১৯ সালের ১০ মে ভুক্তভোগী রিপনকে অস্ট্রেলিয়া পাঠাতে জেএইচ চৌধুরী ওভারসিসের আসামি রবিউল ইসলাম সুমন ১২ লাখ টাকায় চুক্তি করেন। আট লাখ টাকা নিয়ে তাঁকে ইন্দোনেশিয়ায় পাঠানো হয়। সেখানে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান। পরে তাঁকে ছাড়ানোর জন্য আরো চার লাখ টাকা দিতে হয়। এ ঘটনায় ২০২২ সালের ১৮ মে ভুক্তভোগীর পরিবার মামলা করে। তদন্ত শেষে ওই বছরের ১০ আগস্ট অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। তবে এ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ পর্যায়ে ভুক্তভোগী রিপন তাঁর জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন, তিনি ১১ লাখ টাকা বুঝে পেয়েছেন। এখন আর তাঁর কোনো অভিযোগ নেই। আসামি জামিন পেলে তাঁর আপত্তি নেই।

ঢাকার ট্রাইব্যুনালে মাত্র ৪ শতাংশ মামলায় আসামির সাজা

ঢাকার মানবপাচার ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত এক হাজার ৫৯৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে খালাস পেয়েছেন এক হাজার ২৯০টি মামলার আসামি। অব্যাহতি পেয়েছেন ২৩৯ মামলার আসামি। সাজা হয়েছে ৬৫টি মামলার আসামির। সেই হিসাবে মাত্র ৪ শতাংশ মামলায় আসামির সাজা হয়েছে। অন্যদিকে ৯৬ শতাংশ মামলায় আসামি খালাস বা অব্যাহতি পেয়েছেন। চলতি বছর মোট ১৪৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ১১টি মামলায় আসামির সাজা হয়েছে। ১০৭টি মামলায় খালাস এবং ২৬টি মামলায় অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

এর আগে এই ট্রাইব্যুনালে ২০২৪ সালের ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। এর মধ্যে ১৩০টি মামলায় খালাস ও ৬৬টি মামলায় অব্যাহতি দেন ট্রাইব্যুনাল। আর মাত্র ১১টি মামলায় আসামির সাজা দেওয়া হয়।

২০২৩ সালে ট্রাইব্যুনালে ২১৮টি মামলা নিষ্পত্তি করেছেন বিচারক। এর মধ্যে খালাস পেয়েছেন ১৪১টি মামলার আসামি। অব্যাহতি দিয়েছেন ৬৪টি মামলার আসামিকে। আর সাজা হয়েছে ১৩টি মামলার আসামির।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির উপদেষ্টা সালমা আলী বলেন, মানবপাচার অপরাধে আপস করাও ফৌজদারি অপরাধ। এতে মানবপাচার অপরাধ কমবে না। কারণ তারা ভেবেই নেবে এই মামলায় কিছু হয় না, আপস করলেই সব সমাধান। এতে তারা মানবপাচারে আরো উদ্বুদ্ধ হবে।

ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের প্রধান শরিফুল হাসান বলেন, মানবপাচার মামলায় আসামিরা সব সময় প্রভাবশালী আর ভুক্তভোগীরা দুর্বল থাকে। বছরের পর বছর পর হলেও ভুক্তভোগীরা যখন বিচার পান না, একটা পর্যায়ে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন। তখন আসামিরা সুযোগ বুঝে ভুক্তভোগীদের টাকার মাধ্যমে আপসের প্রস্তাব দেয়। আদালতে বিচার হয় না বলেই আপসের ঘটনা ঘটে। এই সংকট কাটাতে মানবপাচারের মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, আসামিরা মামলার বাদী ও সাক্ষীকে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে ফেলে। সাক্ষ্য গ্রহণে এসে বাদী আসামিদের বিরুদ্ধে মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে চান না। তবে রাষ্ট্রপক্ষ জেরা করলে তাঁরা একই কথা বলেন। তবে মানবপাচারকারীদের বিচার হওয়া উচিত। এ ছাড়া মানবপাচার মামলায় আসামিরা কেন খালাস পাচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সেল গঠন করা উচিত।

সমকাল

■ মঙ্গলবার। ২ ডিসেম্বর ২০২৫

নভেম্বরে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৩১%

■ সমকাল প্রতিবেদক

চলতি অর্থবছরের নভেম্বর মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে ২৮৯ কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। গত ৬ মাসের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। এর আগের মাস অক্টোবরে ২৫৬ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসে। আর গত বছরের নভেম্বরে ছিল ২২০ কোটি ডলার। এতে করে গত মাসে রেমিট্যান্স বেড়েছে আগের একই মাসের চেয়ে ৩১ শতাংশ। রেমিট্যান্সে উচ্চপ্রবাহের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) প্রবাসীরা এক হাজার ৩০৪ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। গত অর্থবছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল এক হাজার ১১৪ কোটি ডলার। এই হিসেবে প্রথম পাঁচ মাসে রেমিট্যান্স বেড়েছে ১৯০ কোটি ডলার, যা আগের একই সময়ের চেয়ে ১৭ শতাংশ বেশি।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধারাবাহিকভাবে বেড়ে গতকাল আইএমএফের ব্যালান্স অব পেমেন্ট ম্যানুয়াল (বিপিএম৬) অনুযায়ী ২৬ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী রিজার্ভ রয়েছে ৩১ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার। গত মাসে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নে (আকু) দায় পরিশোধের আগে রিজার্ভ ছিল আরও বেশি। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের আগে বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ ২০ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারে নামে। ২০২১ সালের আগস্টে অবশ্য রিজার্ভ ছিল সর্বোচ্চ ৪৮ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, বর্তমান সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা উদ্যোগের কারণে হুন্ডি প্রবণতা কমে প্রবাসী আয়ের বড় অংশই আসছে ব্যাংকিং চ্যানেলে। এটি রেমিট্যান্স বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবাহের পাশাপাশি রপ্তানি আয়ও বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২ দশমিক ২২ শতাংশ। বিদেশি ঋণও বেড়ে গত জুন শেষে ১১ হাজার ২১৬ কোটি ডলার হয়েছে। সব মিলিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহ বেড়ে ডলারের দর ১২২ থেকে ১২৩ টাকার মধ্যে স্থিতিশীল আছে। ডলারের দরে স্থিতিশীলতা এবং আমদানিতে ডলার পেতে সংকট না থাকা সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে আসার কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রথম পাতায়

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১৮, ২০২৫ ■ পৌষ ৩, ১৪৩২ বণিকবার্তা

গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের শীর্ষ ছয় শ্রমবাজার

	সৌদি আরব	সংযুক্ত আরব আমিরাত	মালয়েশিয়া	কাতার	ওমান	সিঙ্গাপুর
২০২৫*	৭,১৫,৫৮৬	১২,৯৩১	৩,০০৫	১,০৪,৬৭৮	৬৪২	৬৭,৬৯০
২০২৪	৬,২৮,৫৬৪	৪৭,১৬৬	৯৩,৬৩২	৭৪,৪২২	৩৫৮	৫৬,৮৭৮
২০২৩	৪,৯৭,৬৭৪	৯৮,৪২২	৩,৫১,৬৮৩	৫৬,১৪৮	১,২৭,৮৮৩	৫৩,২৬৫
২০২২	৬,১২,৪১৮	১,০১,৭৭৫	৫০,০৯০	২৪,৪৪৭	১,৭৯,৬১২	৬৪,৩৮৩
২০২১	৪,৫৭,২২৭	২৯,২০২	২৮	১১,১৫৮	৫৫,০০৯	২৭,৮৭৫

*১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত

সূত্র : বিএমইটি

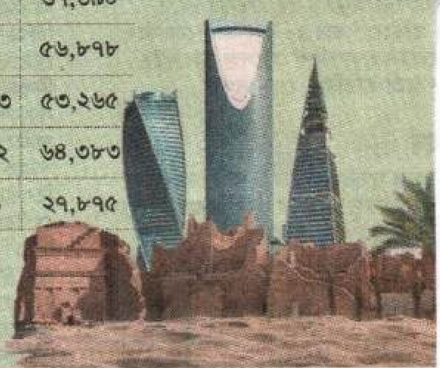

শ্রমবাজার বলতে এখন শুধুই সৌদি আরব

শফিকুল ইসলাম ■

কর্মসংস্থানের উদ্দেশে চলতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছেন ১০ লাখ ৭৬ হাজার বাংলাদেশী। যার প্রায় ৬৭ শতাংশ কর্মী ভিসায় গিয়েছেন সৌদি আরবে। এর বাইরে বাকি কর্মীদের অধিকাংশ গেছেন সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপসহ মধ্যপ্রাচ্যের তিন দেশে। দেশে ক্ষমতার পালাবদলের পর বৈশ্বিক শ্রমবাজারে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণ, বন্ধ শ্রমবাজার চালু করা এবং নতুন শ্রমবাজারের সন্ধান ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বড় প্রত্যাশা। কিন্তু দেখা গেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মী যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সৌদি আরবকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। বন্ধ অনেক শ্রমবাজার উন্মুক্ত হয়নি।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অভিবাসন কূটনীতি কাজে লাগিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার শ্রমবাজার সম্প্রসারণ এবং বন্ধ শ্রমবাজার চালুর ক্ষেত্রে বড় সফলতা পায়নি। যে কারণে নতুন শ্রমবাজার তৈরি হয়নি। তারা বলছেন, এ সীমাবদ্ধতার পেছনে মূলত কাজ করেছে শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরি করতে না পারা। এছাড়া অবৈধভাবে বাংলাদেশীদের শ্রমবাজারে প্রবেশ, ভুয়া কাগজ ব্যবহার, মানবেতর জীবনযাপনসহ নানা কারণে নেতিবাচক ভাবমূর্তি আগে থেকেই রয়েছে। এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে তা সামনের দিনে রেমিট্যান্স প্রবাহ ও কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এক দশক আগেও বিদেশে বাংলাদেশীদের বড় শ্রমবাজার ছিল অন্তত ১২টি। এখন তা দুই-তিনটি দেশে নেমে এসেছে। বিশেষ করে সৌদি আরব ছাড়া আরো যে পাঁচ দেশ শীর্ষ শ্রমবাজারের তালিকায় আছে তার মধ্যে বর্তমানে সিঙ্গাপুর, কুয়েত, কাতার ও মালদ্বীপের বাইরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মী অন্য কোনো দেশে যাচ্ছেন না।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যমতে, চলতি বছর বিভিন্ন দেশে মোট কর্মী গেছেন ১০ লাখ ৭৫ হাজার ৯৭৬ জন (এ হিসাব ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত)। এর মধ্যে ৭ লাখ ১৫ হাজার ৫৮৬ জন কর্মী গেছেন সৌদি আরবে। এর বাইরে ১ লাখ ৪ হাজার ৬৭৮ জন গেছেন কাতারে। বাকি শ্রমবাজারের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেছেন ১২ হাজার ৯৩১ জন, মালয়েশিয়ায় ৩ হাজার ৫, ওমানে ৬৪২ ও সিঙ্গাপুরে ৬৭ হাজার ৬৯০ জন।

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিন্ডিকেট বাণিজ্য বন্ধ থাকায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলার প্রত্যাশা করেছিলেন দেশটিতে যেতে আগ্রহী কর্মীরা। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল চলতি বছরের মে মাসে মালয়েশিয়া সফর করেন। সে সময় তিনি মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে দেশটির মানবসম্পদমন্ত্রী স্টিভেন সিম চি কেওয়ংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকের পর স্টিভেন সিম চি জানিয়েছিলেন, কয়েক মাসের মধ্যে মালয়েশিয়া এক-দেড় লাখ বাংলাদেশী কর্মী নেবে। কর্মী নেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে বাংলাদেশ—এমন কথাও জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ ঘোষণার ছয় মাস অতিবাহিত হলেও চলতি বছর মালয়েশিয়ায় কর্মী গেছেন মাত্র তিন হাজার পাঁচজন। যদিও ২০২৪ সালে দেশটিতে কর্মী গেছেন ৯৩ হাজার ৬৩২ জন।

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের কর্মী গমনে একসময় দ্বিতীয় শীর্ষ শ্রমবাজার ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। এ বাজারেও দুই বছর ধরে কর্মী যাওয়া কমেছে। ২০২৩ সালে দেশটিতে যেখানে কর্মী গেছেন প্রায় লাখের কাছাকাছি, সেখানে চলতি বছরে গেছেন মাত্র ১২ হাজার ৯৩১ জন।

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এক দশক আগেও বিদেশে বাংলাদেশীদের বড় শ্রমবাজার ছিল অন্তত ১২টি। এখন তা দুই-তিনটি দেশে নেমে এসেছে। বিশেষ করে সৌদি আরব ছাড়া আরো যে পাঁচ দেশ শীর্ষ শ্রমবাজারের তালিকায় আছে তার মধ্যে বর্তমানে সিঙ্গাপুর, কুয়েত, কাতার ও মালদ্বীপের বাইরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মী অন্য কোনো দেশে যাচ্ছেন না

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

THE BUSINESS STANDARD   THURSDAY 18.12.2025

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সৌদি আরবকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে বলে মনে করছে জনশক্তি রফতানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা)। তারা বলছেন শীর্ষ এ বাজারেও এখন কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, বেতনসহ নানা ঝুঁকি বেড়েছে।

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব (সর্বশেষ কমিটি) ফখরুল ইসলাম *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'শ্রমবাজার এখন শুধুই সৌদি আরবকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। তবে এখানেও ইকামা, বেতন এবং কাজ পাওয়া নিয়ে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে প্রবাসী কর্মীদের জন্য। রয়েছে নিরাপত্তারও অভাবও। অধিকাংশ কোম্পানিতে ইকামা পান না কর্মীরা। ফলে অনেকে অবৈধ হয়ে পড়েছেন। যারা কাজ করেন তারাও ঠিকমতো বেতন পান না। কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে এগুলোর সমাধান দরকার ছিল।'

সম্ভাবনাময় যেসব শ্রমবাজার ছিল সেগুলো চালু করার উদ্যোগ প্রয়োজন ছিল বলে মনে করেন ফখরুল ইসলাম। তিনি বলেন, বিশেষ করে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারও উন্মুক্ত হয়নি।

বৈধ পথে সুযোগ সংকীর্ণ হওয়ায় বেড়েছে অবৈধ পথে অভিবাসন। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার 'ডিসপ্লেসমেন্ট ট্র্যাকিং ম্যাট্রিক্স (ডিটিএম)'-এর তথ্যমতে, ২০২৫ সালে সমুদ্রপথে ইউরোপ প্রবেশে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ২০ হাজার ৪৬২ জন বাংলাদেশী প্রচলিত পথের বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গেছেন। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৩০৪ জন।

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার ড. তাসনিম সিদ্দিকী *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'এ সরকারের একটি ভালো দিক প্রবাসীদের ভোটাধিকার চালু করা। এর আগের কোনো সরকারকে আমরা রাজি করাতে পারিনি। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ হলো। পাশাপাশি দক্ষ কর্মী তৈরিতে উদ্যোগ নেয়া যেত। শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা দরকার ছিল, সেটি হয়নি। নারী অভিবাসন কমে যাচ্ছে, এটিও উদ্বেগের। অনেক নেতিবাচক প্রচারণার জন্য সমাজেরও দায় রয়েছে। কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা নিয়মতান্ত্রিকতা এসেছে কিন্তু এ সিস্টেম পরিবর্তন করে একটি আধুনিক সিস্টেম দাঁড় করানোর বিষয়ে আমি কোনো পরিবর্তন দেখিনি। অবৈধ অভিবাসন বেড়েছে। ইউরোপে অবৈধ অভিবাসনে বাংলাদেশীরাই বেশি। যদি দক্ষতা থাকত তাহলে এভাবে যেতে হতো না। একদিকে ইউরোপের দেশগুলো কঠিন অবস্থান নিচ্ছে, আবার অন্যদিকে বাংলাদেশের কর্মীরাও যেতে চাচ্ছেন। এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও প্রস্তুতি দরকার ছিল। দিকনির্দেশনারও প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সরকার সেদিকে নজর দেয়নি।'

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, গত এক যুগে ওমান, বাহরাইন, লিবিয়া, সুদান, মিসর, রোমানিয়া ও ব্রুনাইয়ে বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে। সিন্ডিকেট বাণিজ্যের কারণে এক বছরের বেশি সময় ধরে কর্মী নেয়া বন্ধ রেখেছে মালয়েশিয়া। আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রমবাজার বন্ধ না হলেও গত বছর জুলাই থেকে কর্মী ভিসা ইস্যু বন্ধ রয়েছে। ২০১৯ সালে ৯ হাজার ২৬৬ জন শ্রমিক ইরাকে পাড়ি জমান। তার পর থেকে ইরাকের ভিসা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। চলতি বছরের অক্টোবরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও ইরাকের মধ্যে যৌথ কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া চলতি বছর মে মাসে প্রধান উপদেষ্টার জাপান সফরে দুটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। ক্রমবর্ধমান শ্রমিক সংকট মোকাবেলায় আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশ থেকে অন্তত এক লাখ শ্রমিক নিয়োগের কথা জানায় দেশটির সরকার। তবে চলতি বছর গতকাল পর্যন্ত জাপানে কর্মী গেছেন ১ হাজার ৪৭২ জন।

সার্বিক বিষয়ে জানতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূইয়ার সঙ্গে *বণিক বার্তার* পক্ষ থেকে একাধিকবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

Labour migration stuck in old model as quantity prioritised over quality

MIGRATION - BANGLADESH

KAMRAN SIDDIQUI

The high migration costs, ranging from Tk4 lakh to Tk10 lakh in labour intensive Middle Eastern and East Asian destinations, remain unchanged during the 16-month tenure of the interim government like the previous regime, despite a steady level of overseas job placement and a boost in remittance inflows.

As illegal visa trading, dominance of middlemen and recruiting agency syndicates, and weak upskilling initiatives have remained largely unaddressed over the past one and a half years, the migration cost still three to four times higher than the government-fixed rate for low-skilled workers, who are around 80% of the total outbound workers, according to migration experts.

Citing that Bangladesh is facing a deep and complex crisis in overseas employment due to entrenched broker syndicates, document forgery and systemic failures, Chief Adviser Professor Muhammad Yunus yesterday put emphasis on building a broker- and fraudulence-free system in sending workers abroad.

While addressing a function at the Osmani Memorial Auditorium in Dhaka marking the International Migrants Day and National Expatriates Day-2025, the CA said, "Despite sincere efforts by the government, the scale of results we should have achieved has not been reached. Many initiatives appear impressive on the surface, which are important too, but the government has so far been unable to penetrate the core of the broker-dominated system".

Around 10.71 lakh Bangladeshis have been employed abroad until 15 December this year, compared to 10.11 lakh last year, according to data from the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET).

However, more than 66 percent of overseas employment was in Saudi Arabia.

Bangladesh's labour migration: Numbers over skills

REASONS BEHIND HIGH MIGRATION COST

- Illegal visa trading
- Involvement of middlemen
- High airfare

MIGRATION COST RISES TO MIDDLE EAST AND EAST ASIA

- From Tk4 lakh to Tk10 lakh
- 3-4 times higher than govt-fixed rate
- Ranged between Tk80,000 and Tk5 lakh before 2008

- Low-skilled workers make 80% of total outbound migrants
- Experts stress the need for sending high skilled workers
- Previous regime increased number of recruiting agencies to 2,500 from just 900
- Nearly 11 lakh workers went abroad by Dec this year

THE FINANCIAL EXPRESS December 18, 2025

RMG exports to EU drop 19.67pc in Oct

FE REPORT

The country's readymade garment (RMG) exports to the European Union (EU) recorded a significant 19.67 per cent year-on-year decline in October this year as the bloc's overall apparel imports fell during the month.

According to Eurostat data published on December 16, Bangladesh exported garment items worth €1.40 billion in October this year, down from €1.75 billion in October last year.

The EU's overall apparel imports in October 2025 declined by 14.55 per cent to €7.37 billion from €8.63 billion in the corresponding month of 2024, according to Eurostat data.

Data analysis revealed that the country recorded over 61 per cent growth in January and kept maintaining momentum in February and March with 26.64 per cent and 18.54 per cent growth, respectively. Growth slowed down in April to 5.97 per cent while witnessed a negative growth of 10.92 per cent in May.

However, June witnessed a robust recovery as total exports grew by 20.42 per cent followed by a 6.87 per cent growth in July. August recorded a contraction as EU imports from Bangladesh fell by 7.73 per cent before a temporary rebound of 15.66 per cent in September.

Industry insiders said Bangladesh's garment exports to its largest destination, the EU, have been facing stiff competition as major competitors-particularly China-is significantly increasing its shipments there especially after the imposition of new US

The bloc's apparel imports decline by 14.55pc during the month

tariff regime. China, Vietnam, Cambodia and Pakistan have gradually increased their presence in the EU over a decade while the trade race has intensified since new US tariff regime came into effect, they said.

Talking to the FE, Fazlee Shamim Ehsan, Executive President of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said that Bangladesh is facing challenges in the EU where the economy is undergoing difficulties while major competitors like China have been focusing on that market due to high US tariffs on China's goods.

He said China is expanding its share on the EU market aggressively by offering 'much lower prices' to buyers to offset US market-share decline. However, Bangladesh's total garment exports from January to October this year sustained 9.45 per cent growth to fetch €16.67 billion, up from €15.23 billion in the corresponding period of 2024.

China recorded 7.15 per cent growth during the first ten months of 2025 and fetched €22.24 billion. India fetched €4.01 billion marking 8.83 per cent growth during the period, while Cambodia posted a particularly strong performance, with exports surging to €3.73 billion recording 16.15 per cent growth.

Munni_fe@yahoo.com

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

অভিবাসী শ্রমিক

অভিবাসনের শুরু কেন হবে ঋণ আর হতাশা দিয়ে

ম্যাক্স টুনন ও ল্যান্স বোনো

গত বছর শফিকুল যখন সৌদি আরবের বিমানে ওঠেন, সঙ্গে ছিল মাত্র দুটি জিনিস—কিছু কাপড়ভর্তি একটি ছোট ব্যাগ এবং তাঁর পরিবারের কল্পনার বাইরে এক বিশাল ঋণ। একটি সাধারণ নির্মাণকাজের চাকরি নিশ্চিত করতে তাঁকে প্রায় পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় পাঁচ লাখ টাকার বেশি ধার নিতে হয়। গ্রামে দালালদের দাবিকৃত মূল্যই ছিল এই ঋণের কারণ।

শফিকুলের পরিকল্পনাটা ছিল সোজাসাপটা—কঠোর পরিশ্রম করবেন, দেশে টাকা পাঠাবেন আর দ্রুত ঋণ শোধ করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

মাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা—যা স্বল্প দক্ষ অভিবাসী শ্রমিকদের গড় মজুরির কাছাকাছি—শফিকুল তাঁর প্রথম বছরের প্রায় পুরোটাই ঋণ শোধ করতে খরচ করে ফেলেন। তাঁর অভিবাসনযাত্রা তাঁকে এগিয়ে নেয়নি; কেবল শূন্যের কাছাকাছি ফিরিয়ে এনেছে। শফিকুলের গল্প ব্যতিক্রম নয়—এটাই বাস্তবতা।

শ্রম অভিবাসন এখনো বাংলাদেশের কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির অন্যতম শক্তিশালী চালিকা শক্তি। উপসাগরীয় দেশগুলো, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে ১ কোটি ৩০ লাখের বেশি বাংলাদেশি কর্মী কাজ করছেন। ২০২৪ সালে তাঁরা দেশে পাঠিয়েছেন আনুমানিক ২৬ দশমিক ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার—জাতীয় জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশ।

কিন্তু এই সাফল্যের আড়ালে আছে এক উদ্বেগজনক বাস্তবতা। বাংলাদেশি কর্মীরা বিশ্বে সর্বোচ্চ নিয়োগ ব্যয়ের অন্যতম বোঝা বহন করেন। শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ অনুযায়ী, অভিবাসনের গড় ব্যয় ৩ হাজার ৫০০ ডলারের বেশি (৪ লাখ ৬২ হাজার টাকা), যা আয় করতে প্রয়োজন প্রায় ১০ মাসের কঠোর পরিশ্রম।

এই ভারী ঋণ শ্রমিকদের কম মজুরি, অনিরাপদ কর্মপরিবেশ ও অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা মেনে নিতে বাধ্য করে; দর-কষাকষি বা অভিযোগ জানানোর সক্ষমতাও সীমিত করে। দেশে থাকা পরিবারগুলো পড়ে আর্থিক চাপে। অনেক প্রত্যাবর্তনকারী সঞ্চয়হীন অবস্থায় আবারও ঝুঁকিপূর্ণ পথে অভিবাসনে যেতে বাধ্য হন—ফলে তৈরি হয় ঋণনির্ভর অভিবাসনের এক দুষ্টচক্র।

অতিরিক্ত নিয়োগ ফি শুধু শ্রমিকদের জন্য শোষণমূলক নয়; এটি বাংলাদেশের শ্রমবাজার প্রতিযোগিতাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। জিসিসি দেশগুলো ও মালয়েশিয়ায় একই কাজের জন্য বাংলাদেশি শ্রমিকেরা ভারতীয় বা নেপালি শ্রমিকদের তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ বেশি খরচ দেন। এই বৈষম্য বিদেশি নিয়োগকর্তা ও সরকারের কাছে সুপরিচিত এবং এতে উৎসদেশ হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়।

ফলে শ্রমিকেরা দ্রুত আয় করার চাপে পড়েন, যার পরিণতিতে বিরোধ, ঘন ঘন নিয়োগকর্তা বদল, মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থান ও অনিয়মিত কাজের প্রবণতা বাড়ে।

এসব কোনো ব্যক্তিগত পছন্দ নয়; এগুলো ঋণের পরিণতি।

একই সময়ে বৈশ্বিক প্রত্যাশাও বদলাচ্ছে। বড় বাজারগুলোয় মানবাধিকার ও ডিউ ডিলিজেন্স আইন কঠোর হওয়ায়, কোম্পানিগুলো এখন শুধু কর্মপরিবেশ নয়, ন্যায্য নিয়োগপ্রক্রিয়ার প্রতিও জবাবদিহির মুখোমুখি। অতিরিক্ত ফি ফেরত দেওয়া ব্যয়বহুল ও টেকসই নয়—ফলে নিয়োগকর্তারা স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত নিয়োগব্যবস্থা থাকা দেশগুলো থেকে শ্রমিক নিতে আগ্রহী হচ্ছেন।

উচ্চ নিয়োগ ব্যয় কেবল শ্রমবাজারে চাহিদা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না; বড় আকারের বেকার বা অর্ধবেকার জনগোষ্ঠী থাকা অনেক দেশেই এমন ব্যয় নেই। নজরদারি দুর্বল হলে, অনৈতিক চর্চা নিয়ন্ত্রণহীন থাকলে, মধ্যস্বত্বভোগীরা জবাবদিহিহীনভাবে কাজ করলে এবং অভিবাসন করিডরজুড়ে আইন প্রয়োগ ব্যর্থ হলে তখনই ফি বাড়ে।

শ্রম সংস্কার কমিশন যথার্থভাবেই নিয়োগ ফি-কে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ডিজিটাল যাচাই ও শক্তিশালী কল্যাণ সহায়তার মতো পদক্ষেপগুলোকে আমরা স্বাগত জানাই; তবে এর সঙ্গে আরও সাহসী উদ্যোগ প্রয়োজন—নিয়োগকারীদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং অতিরিক্ত ফির জন্য স্পষ্ট দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

বিদেশে কর্মসংস্থান বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের সংকট লাঘবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শ্রমিকদের দক্ষতায় বিনিয়োগের পাশাপাশি নিয়োগ ব্যয় কমানোকে জাতীয় অগ্রাধিকার দিতে হবে। অভিবাসনের শুরু ঋণ ও হতাশা দিয়ে হওয়া উচিত নয়। শ্রমিকের মর্যাদা রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের সুযোগ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে নিরাপদ ও টেকসই অভিবাসনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা অভিবাসনের ব্যয়—এর মুখোমুখি হতে হবে।

> অভিবাসনের শুরু ঋণ ও হতাশা দিয়ে হওয়া উচিত নয়। শ্রমিকের মর্যাদা রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের সুযোগ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে নিরাপদ ও টেকসই অভিবাসনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা অভিবাসনের ব্যয়—এর মুখোমুখি হতে হবে

● ম্যাক্স টুনন কান্ট্রি ডিরেক্টর, আইএলও বাংলাদেশ অফিস
● ল্যান্স বোনো চিফ অব মিশন, আইওএম বাংলাদেশ

প্রথম আলো
১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ৩ পৌষ ১৪৩২

বিদেশে কর্মী পাঠানোর চিত্র

অর্থবছর	মোট কর্মী	দক্ষ কর্মী	হার
২০২০-২১	২,৭১,৪৪৫	৬১,৬২৪	২৩%
২০২১-২২	৯,৬৫,৫০৩	১,৯৭,১৯০	২০%
২০২২-২৩	১১,২৬,০৬০	২,৮৪,৬৪৬	২৫%
২০২৩-২৪	১১,৯৮,৯০০	৩,০৬,০৯৪	২৬%
২০২৪-২৫	১০,১৫,৩১২	১,৮৫,৩০৭	১৮%

সূত্র: বিএমইটি

বিকল্প শ্রমবাজার তৈরিতে জোর

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস

বড় শ্রমবাজার মূলত মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়া। অদক্ষ কর্মীর চাহিদা মেটাতে কম বেতনে চাকরি নিয়ে যান বাংলাদেশি কর্মীরা।

মহিউদ্দিন, ঢাকা

কয়েক বছর ধরে বিদেশে কর্মী পাঠানো ব্যাপক হারে বেড়েছে। যদিও দক্ষ কর্মী পাঠানোর হার সে তুলনায় বাড়েনি। গত অর্থবছরে উল্টো এটি কমেছে। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দক্ষ কর্মী পাঠানোর ওপর জোর দিয়েছে। জাপান ও ইউরোপের মতো দক্ষ শ্রমবাজারে কর্মী পাঠাতে চুক্তি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এর সুফল পেতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে।

বিদেশে কর্মী পাঠাতে হলে বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) থেকে প্রত্যেক কর্মীকে ছাড়পত্র নিতে হয়। সংস্থাটির তথ্য বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদেশে মোট কর্মী গেছেন ১১ লাখ ৯৮ হাজার ৯০০ জন। এর মধ্যে প্রায় ২৬ শতাংশ ছিলেন দক্ষ কর্মী। আর গত অর্থবছরে (২০২৪-২৫) গেছেন ১০ লাখ ১৫ হাজার ৩১২ জন কর্মী। এর মধ্যে দক্ষ কর্মী ১৮ শতাংশ। অন্যদিকে গত অর্থবছরে পেশাদার কর্মী গেছেন মাত্র ৩ শতাংশ। দক্ষ আর আধা দক্ষ মিলে কর্মী গেছেন ৩৮ শতাংশ। বিদেশে যাওয়া বাকি ৫৯ শতাংশ কর্মী গেছেন স্বল্প দক্ষ হিসেবে।

এ পটভূমিতে আজ ১৮ ডিসেম্বর পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস। একই সঙ্গে পালিত হচ্ছে জাতীয় প্রবাসী দিবস। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য 'দক্ষতা নিয়ে যাব বিদেশ, রেমিট্যান্স দিয়ে গড়ব স্বদেশ'।

দিবসটি উদ্‌যাপনে গতকাল ওসমানী মিলনায়তনে অনুষ্ঠান করে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়। এতে প্রবাসী কর্মীদের বিমাসুবিধা, চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা, ক্ষতিপূরণ এবং প্রবাসীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া প্রবাসীদের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) ও বেশি প্রবাসী আয় আনা ব্যাংকগুলোকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

বিদেশে কর্মী পাঠানোর সঙ্গে যুক্ত রিক্রুটিং এজেন্সি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে যুক্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াটি চলে মূলত দালাল বা পরিচিতদের মাধ্যমে। তাই ঘুরেফিরে কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমিত আছে কর্মী পাঠানো। মূলত নির্মাণ অবকাঠামো খাতেই যাচ্ছেন কর্মীরা। এ ক্ষেত্রে কোনো দক্ষতা লাগে না, বেতনও কম। মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার কয়েকটি দেশ ছাড়া শ্রমবাজার তেমন বিস্তৃত হয়নি। দক্ষ কর্মী তৈরির জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোও গড়া হয়নি।

> **দক্ষ কর্মী পাঠাতে হলে যা যা করা দরকার, সেসব তো করতে হবে আগে। স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় কারিগরি শিক্ষার পরিধি বাড়াতে পদক্ষেপ তো দেখা যাচ্ছে না।**
>
> তাসনিম সিদ্দিকী, ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক, রামরু

বেসরকারি খাতে কর্মী পাঠানো রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের সংগঠন বায়রার সাবেক মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, অদক্ষ কর্মীর চাহিদার ভিত্তিতে সীমিত শ্রমবাজারে আটকে আছে কর্মী পাঠানো। নতুন শ্রমবাজার তৈরি করা যায়নি। মধ্যপ্রাচ্যেও দক্ষ কর্মীর চাহিদা তৈরি হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকতে হলে দক্ষ কর্মী পাঠাতে হবে।

তিন বছরে আসবে সাফল্য

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বলছে, দক্ষতাভিত্তিক কর্মী পাঠাতে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইউরোপের কয়েকটি দেশকে প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। 'জাপান সেল' গঠন করে পাঁচ বছরে এক লাখ দক্ষ কর্মীকে দেশটিতে পাঠানোর লক্ষ্য নিয়ে ভাষা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মৌসুমি কর্মী পাঠাতে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি প্রদেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে এবং কর্মী পাঠানো শুরু হয়েছে। সিজনাল ও নন-সিজনাল কর্মী পাঠাতে বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এ ছাড়া উন্নত দেশগুলোতে কর্মী পাঠাতে প্রবাসী কর্মীদের ছাড়পত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন এবং সেবা দেওয়া পদ্ধতি বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে দ্রুত সময়ে কর্মী পাঠাতে সত্যায়ন প্রক্রিয়া প্রত্যাহার করা হয়েছে। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ প্রোগ্রামের আওতায় বা স্বতন্ত্রভাবে জাপান, জার্মানি, ইতালিসহ উচ্চ-চাহিদাসম্পন্ন শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে বিস্তৃত ভাষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু হয়েছে।

সরকারের এসব উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা মাত্র সূচনা করেছি। মাত্র ছয় মাসে জাপানে ৬ হাজারের বেশি কর্মী পাঠানো হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশের বেশি। আন্তর্জাতিক নার্সিং সার্টিফিকেশন প্রস্তুতি কোর্স চালু করে ইউরোপে দক্ষ নার্স পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত থাকলে আগামী তিন বছরের মধ্যে দক্ষ শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসবে।'

বিএমইটির তথ্য বলছে, ১৬৮টি দেশে কর্মী পাঠায় বাংলাদেশ। যদিও এ বছরের জানুয়ারি থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মী গেছেন ১৪১টি দেশে। এসব দেশে কর্মী গেছেন ১০ লাখ ৬৬ হাজার ৭৫৯ জন। এর মধ্যে ১৩টি দেশে কর্মী গেছেন মাত্র একজন করে। ১০ হাজারের বেশি কর্মী পাঠানো গেছে মাত্র ৮টি দেশে। আর লাখের বেশি কর্মী গেছেন দুটি দেশে। এর মধ্যে কাতার গেছেন এক লাখ কর্মী আর সৌদি আরব গেছেন ৭ লাখের বেশি কর্মী।

বাড়াতে হবে দক্ষ কর্মী তৈরির পরিধি

অতীতে বেশি হারে কর্মী পাঠানো নিয়ে নানা অভিযোগ আছে। অনেক কর্মী বিদেশে গিয়ে কাজ পান না, অবৈধ হয়ে পড়েন। পুলিশের হাতে আটক হয়েও দেশে ফিরে আসে একটা অংশ। এ ছাড়া অদক্ষ কর্মী পাঠানোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চক্র কাজ করে। তবে সরকার দক্ষ কর্মী তৈরিতে জোর দিয়েছে। বর্তমানে ৪৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (টিটিসি) জাপানি, ইংরেজি, চীনা ও কোরীয় ভাষা কোর্স করানো হচ্ছে। বিএমইটি ও সৌদি আরবের কোম্পানি তাকামোল-এর মধ্যে সই করা চুক্তির অধীনে গত এক বছরে ১৫টি টিটিসি দক্ষতা পরীক্ষা পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করেছে। টিটিসিতে কেয়ারগিভার প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল না। বিদেশে এর চাহিদা বাড়তে থাকায় এটি যুক্ত করা হয়েছে।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ফিলিপাইন অনেক আগে থেকে দক্ষ কর্মী তৈরির উদ্যোগ নিয়ে সফলতা দেখিয়েছে। অথচ দীর্ঘ সময় ধরে বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীর কর্মসংস্থান মূলত মধ্যপ্রাচ্যের অদক্ষ কর্মী পাঠানোর ওপর নির্ভরশীল। মধ্যপ্রাচ্যে একজন কর্মী মাসে গড়ে যে বেতন পান, তার চেয়ে তিন-চার গুণ আয় করা যায় জাপান বা ইউরোপের দেশগুলোতে। এর মধ্যেও দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রবাসী আয় এসেছে গত অর্থবছরে। প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে জাপান-ইউরোপের মতো দেশে দক্ষ শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানোর দিকে জোর দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

অভিবাসন খাতের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোও দক্ষ কর্মী তৈরি করতে বিভিন্ন কর্মসূচি চালাচ্ছে। কুমিল্লার পাঁচটি উপজেলার ২৫টি ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে রামরু (রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট)। এ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষিত কর্মীরা যাতে বিদেশে গিয়ে আত্মনির্ভরশীলভাবে কাজ করতে পারেন।

রামরুর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক তাসনিম সিদ্দিকী *প্রথম আলো*কে বলেন, দক্ষ কর্মী পাঠাতে হলে যা যা করা দরকার, সেসব তো করতে হবে আগে। স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় কারিগরি শিক্ষার পরিধি বাড়াতে পদক্ষেপ তো দেখা যাচ্ছে না। টিটিসি থেকে প্রশিক্ষিতদের দক্ষতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়। মানোন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের সনদের স্বীকৃতি নিশ্চিত করা দরকার।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫,

বিদেশে কর্মী পাঠাতে দালালমুক্ত ব্যবস্থা গড়ার ওপর গুরুত্বারোপ

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এ কথা বলেন।

'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৫' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে। ছবি : পিআইডি

বাসস, *ঢাকা*

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বিদেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে দালাল ও প্রতারণামুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক দালাল চক্র, নথি জালিয়াতি ও কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গভীর ও জটিল সংকট তৈরি হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৫ উপলক্ষে গতকাল বুধবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, বিদেশ গমন আজ বিপজ্জনকভাবে দালাল ও প্রতারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অর্থবহ অগ্রগতি হয়েছে—এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

প্রবাসী কর্মসংস্থানের দীর্ঘদিনের সংকট নিরসনে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও যে পরিমাণ সাফল্য অর্জিত হওয়ার কথা ছিল, তা এখনো সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, অনেক উদ্যোগ বাইরে থেকে বেশ আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও সরকার এখনো দালাল-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মূল কাঠামোর ভেতরে ঢুকতে পারেনি।

গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, গ্রামাঞ্চলের নারীরা সন্তানদের বিদেশে পাঠাতে ঋণের জন্য আবেদন জানাতে শুরু করলে প্রথমে দালাল চক্রের বাস্তব চিত্র তাঁর সামনে আসে। তিনি বলেন, বিশ্বের যেকোনো দেশে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসনের ক্ষেত্র কার্যত দালাল-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। কে কার কাছ থেকে কী কারণে টাকা নিয়েছে—তা বোঝা প্রায় অসম্ভব। সরকার এখনো এই ব্যবস্থার অনেক বাইরে অবস্থান করছে। রেমিট্যান্স আয়ের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে হলে যেকোনো মূল্যে এই বাস্তবতা বদলাতে হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। স্বাগত বক্তব্য দেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নেয়ামত উল্লাহ ভূঁইয়া।

অনুষ্ঠানে তিনটি ক্যাটাগরিতে মোট ৮৬ জন প্রবাসী বাংলাদেশিকে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) হিসেবে সম্মাননা দেওয়া হয়। এর মধ্যে শিল্প খাতে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের জন্য একজন, বৈধ পথে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য ৭৫ জন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্য আমদানির জন্য ১০ জন রয়েছেন।

তিন ক্যাটাগরিতে সিআইপি সম্মাননা পাওয়া প্রবাসীদের মধ্যে কল্লোল আহমেদ, মো. আবদুল করিম ও মো. মাহমুদুর রহমান খান প্রধান উপদেষ্টার কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে প্রবাসী কর্মীদের জন্য বিমাসুবিধা, চিকিৎসাসহায়তা, আর্থিক অনুদান, ক্ষতিপূরণ ও মেধাবী সন্তানদের জন্য বৃত্তির চেক বিতরণ করেন প্রধান উপদেষ্টা।

অনুষ্ঠানে ক্রোয়েশিয়াপ্রবাসী রাজু আহমেদ এবং সৌদিফেরত প্রবাসী শাহনাজ আক্তার শানু তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূমিকা এবং দেশের অর্থনীতিতে তাঁদের অবদান তুলে ধরে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এতে প্রবাসীদের কল্যাণে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগও তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রবাসীকল্যাণ উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও কৌশলগত পুনর্বিন্যাসসংক্রান্ত টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করেন।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকারের নেওয়া উদ্যোগের কথা তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর সরকার বিদেশে আটক বাংলাদেশি অভিবাসীদের মুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ করায় এসব বাংলাদেশি বিভিন্ন দেশে কারাবন্দী ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কাছে আবেদন করেছি। বলেছি, তারা কোনো অপরাধী নয়। তারা আবেগের বশে আইন লঙ্ঘন করেছে, বিদ্বেষ থেকে নয়।'

বাংলাদেশকে 'যুবাদের সোনার খনি' আখ্যা দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশের প্রায় ৯ কোটি মানুষ ২৭ বছরের নিচে। তিনি বলেন, 'বিশ্ব আজ তরুণ খুঁজছে। তাদের এখানে এসে লোক নিয়োগ দিতে হবে।' তাঁর মতে, এই তরুণেরা তেল বা দুর্লভ খনিজের চেয়েও বেশি মূল্যবান।

বিশ্বের মানবসম্পদের চাহিদা পূরণের উপযোগী করে দেশের তরুণদের প্রস্তুত করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'যখন কেউ বিদেশে যায়, সে দেশকে সঙ্গে করেই নিয়ে যায়—দেশকে পেছনে ফেলে যায় না।' প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মূল সমস্যা অর্থ নয়, সমস্যা হলো ব্যবস্থা। 'এটি শৃঙ্খলা ও সুশাসনের প্রশ্ন। এই সোনার খনি ব্যবহার করতে না পারলে আমাদের ভাগ্য কখনো বদলাবে না।'

● বিকল্প শ্রমবাজার তৈরিতে জোর পৃষ্ঠা-৩

বণিক বার্তা শুক্রবার, ডিসেম্বর ২৬, ২০২৫ ■ পৌষ ১১, ১৪৩২

প্রবাসী আয়ে ভর করে এক বছরে রিজার্ভ বেড়েছে ৭ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের প্রবাসী আয়ের (রেমিট্যান্স) ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির ফলে এক বছরের ব্যবধানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৭৮০ কোটি বা ৭ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ ছিল প্রায় ২৪ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। চলতি বছরের ২৪ ডিসেম্বর তা ৩২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যালান্স অব পেমেন্টস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল (বিপিএম-৬) পদ্ধতি অনুসারে, বর্তমানে রিজার্ভ ২৮ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান দুটি উৎস রেমিট্যান্স ও রফতানি আয়। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় সাড়ে ১৬ শতাংশ। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে দেশে ১৩ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এলেও চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলারে।

রেমিট্যান্স প্রবাহে উল্লম্ফন দেখা গেলেও রফতানি আয় খুব বেশি গতিশীল নয়। যদিও ২০২৪ সালের তুলনায় রফতানি আয় এখনো ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির ধারায় রয়েছে। বিগত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) ১৯ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করেছিল বাংলাদেশ। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি আয় দাঁড়িয়েছে ২০ দশমিক শূন্য ২ বিলিয়ন ডলারে। রেমিট্যান্স ও রফতানি আয়ের এ প্রবৃদ্ধির ওপর ভর করে দেশের বর্তমান রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে। এদিকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ২১২ কোটি ডলারে।

গত বছরের ৫ আগস্টে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের পর থেকেই বৈধ পথে আসা প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি হতে থাকে। এর পরও চলতি ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত রিজার্ভে খুব বেশি উন্নতি দেখা যায়নি। মূলত প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই), বিদেশী অনুদান এবং মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি বিদেশী ঋণ কমে যাওয়ার প্রভাবেই দেশের রিজার্ভ চাপে পড়েছিল। বছরের মাঝামাঝি এসে এফডিআই, বিদেশী অনুদান ও ঋণে প্রবৃদ্ধি দেখা দেয়। এর ওপর ভর করে দেশের আর্থিক হিসাবেও উদ্বৃত্ত তৈরি হয়েছে। এতে রিজার্ভও কিছুটা স্থিতিশীল হয়। একই সঙ্গে চলতি হিসাবের ভারসাম্যেও কিছুটা স্বস্তি আসে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, গত অর্থবছরের প্রথম চার মাসে সার্বিক বিওপিতেও ২১৯ কোটি ডলার ঘাটতি থাকলেও চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই সময়ে সেখানে উদ্বৃত্ত আছে ১০৮ কোটি ডলার। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট বা রাষ্ট্রের আর্থিক হিসাবেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে যেখানে আর্থিক হিসাবে ৪৯ কোটি ডলার ঘাটতি ছিল, সেখানে চলতি অর্থবছরের একই সময়ে উদ্বৃত্ত রয়েছে ২১৭ কোটি ডলার।

এর আগে ২০২১ সালের আগস্টে দেশে গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ রেকর্ড ৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল। কভিড-১৯ মহামারীর সময় ২০২০ সালে আমদানিতে স্থবিরতা নেমে আসে। তবে তখনো বাড়তে থাকে রেমিট্যান্স প্রবাহ। এর প্রভাবে দেশের ব্যাংক খাতে ডলারের প্রবাহ বেড়ে যায়। বিনিময় হার ধরে রাখতে বাজার থেকে ডলার কেনা শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাড়তে থাকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। ফলে ২০২১ সালে ইতিহাসের সর্বোচ্চ রিজার্ভ দেখে বাংলাদেশ। কিন্তু এরপর থেকেই ক্ষয় শুরু হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে রেকর্ড ৮৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানির চাপে পড়ে রিজার্ভ। একই বছরে দেশ থেকে টাকা পাচারও অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। এর প্রভাবে ক্ষয় হতে শুরু করে রিজার্ভ।

ওই সময় রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করে টাকার অবমূল্যায়ন ঠেকাতে তৎপর হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১২ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করা হয়েছিল। এর প্রভাবে গত বছরের জুলাইয়ে গ্রস রিজার্ভের পরিমাণও ২৫ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। তবে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের পতন হলে দেশ থেকে অর্থ পাচার নিয়ন্ত্রণে আসে। বিপরীতে বড় প্রবৃদ্ধি পায় দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রিজার্ভ থেকে বিক্রি নয়, বরং বাজার থেকে ডলার কিনছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন পর্যন্ত ২ দশমিক ৯৩ বিলিয়ন ডলার কেনা হয়েছে। এর প্রভাবে গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ বেড়ে গত ২৪ ডিসেম্বরে ৩২ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। একই দিন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড তথা বিপিএম৬ হিসাবে রিজার্ভের স্থিতি ছিল ২৮ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থান-পূর্ববর্তী সময়ে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেশ নাজুক পরিস্থিতিতে ছিল। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময় থেকেই রিজার্ভ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ডলারের বিপরীতে টাকার প্রায় ৪৫ শতাংশ অবমূল্যায়ন হলেও চলতি বছরে তেমনটি হয়নি। বরং ডলারের বিপরীতে টাকা শক্তিশালী হয়েছে। প্রবাসীরা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। রফতানি খাতও প্রবৃদ্ধির ধারায় রয়েছে। বাজার থেকে ডলার কিনছি। আশা করছি ২০২৬ সালে দেশের রিজার্ভ নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।'

প্রথম পাতায়

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৪ পৌষ ১৪৩২, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫

স্পিনিং শিল্প বাঁচাতে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নীতি সহায়তার দাবি বিটিএমএর

দেশের টেক্সটাইল খাত এখন আইসিইউতে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের স্পিনিং শিল্প বাঁচাতে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নীতি সহায়তার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)। বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণে সুতার প্রচ্ছন্ন ও সরাসরি রপ্তানিতে ১০ শতাংশ নগদ সহায়তা দাবি করেন বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল। এছাড়া রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) আকার বাড়ানো ও সুদহার কমানো, ব্যাংকঋণের সুদের হার কমানো, ঋণ পরিশোধে গ্রেস পিরিয়ড দেওয়ার দাবি করেন তিনি। গতকাল রবিবার রাজধানীর গুলশান ক্লাবে 'স্পিনিং সেক্টরে দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যমান বহুবিধ সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণে সরকারের করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্তে' মতবিনিময় সভার আয়োজন করে বিটিএমএ।

এতে শওকত আজিজ রাসেল বলেন, ভারতের সুতা বাংলাদেশে ডাম্পিং হচ্ছে ৩০ সেন্ট কম মূল্য হ্রাস করে। নানা সংকটে এরই মধ্যে ৫০টি মিল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে ২ লাখ কর্মসংস্থান হারিয়েছে। চাইলেই বন্ধ হওয়া মিলগুলো চালু করা যাবে না। এ খাত নিয়ে বিগত ২০ মাসে সরকারের কোনো আলোকপাত দেখতে পাইনি। এ সময়ে ভারত থেকে সুতা আমদানি বেড়েছে ১৩৭ শতাংশ। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

স্পিনিং মিলকে বাঁচাতে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নীতি সহায়তা চেয়ে বিটিএমএ সভাপতি বলেন, ভারত একটি পলিসি করে মাত্র তিন ঘণ্টায়। অথচ আমাদের ক্ষেত্রে বছর পার হয়ে যায়। আমাদের

দাবি অতি শিগ্গির, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত আসা উচিত এই সেক্টরকে বাঁচানোর জন্য।

বিটিএমএ সভাপতি বলেন, 'আমার পাঁচটা ফ্যাক্টরির মধ্যে একটি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমার নেক্সট প্ল্যান হচ্ছে পরেরটা কীভাবে বন্ধ করব? কারণ বন্ধ করাও অনেক কঠিন। ব্যাংকের টাকা-পয়সা বুঝে দিয়ে তারপর বন্ধ করতে হয়। যদি বিটিএমএ-এর সভাপতি হিসেবে আমার ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়, তাহলে আপনাদের একটু আলোকপাত করা উচিত। আর এভাবে যদি ছয় মাস চলতে থাকে, দেখা যাবে যে টেক্সটাইলবিহীন একটা সভাপতি বিটিএমএ-এর সভাপতি। এটাই আপনারা দেখবেন হয়তো আগামী দিন।'

সভায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন বলেন, 'এই সেক্টরকে এই মুহূর্তে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচানোর সময় কিন্তু এখন আর নেই। এই সেক্টরটি অনেকটা আইসিইউতে চলে গেছে। প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের এই খাতটিতে বর্তমানের আইসিইউ থেকে বের করার জন্য, সরকারকে অচিরেই পদক্ষেপ নিতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'আমরা মনে করি এই সেক্টরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে টেক্সটাইলের জন্য আলাদা উইন্ডো করতে হবে। সুদহার সেভাবে নিয়ে আসতে হবে। গত বাজেটে আমরা দেখতে পারলাম টেক্সটাইল সেক্টর সারা বছর সাড়ে ১২ থেকে ১৫ শতাংশ ট্যাক্স দিয়েছে। কিন্তু চলতি বাজেটে আমাদের ট্যাক্স হয়ে গেছে ২৭ শতাংশ। এটি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।'

মোহাম্মদ আলী খোকন বলেন, 'এখন যে সুতা বিক্রি হয়, সে টাকা দিয়ে শ্রমিক ও গ্যাসের বিলের টাকা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে মালিকরা মিল বন্ধ করে দিচ্ছেন। এই সেক্টরকে বাঁচাতে ব্যাংক সুদের হার ও গ্যাস-জ্বালানির দামও কমাতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'টেক্সটাইল সেক্টর যদি আমরা বাঁচাতে না পারি, একদিন গার্মেন্ট শিল্পের তুলা, সুতা ও কাপড় রপ্তানি বন্ধ করে দেবে ভারত। সেদিন পোশাকশিল্পের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ বন্ধ হয়ে যাবে। প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের এই খাতটিকে বাঁচাতে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। আগামী দিন রাজনৈতিক সরকার আসবে। আমরা বিশ্বাস করি ও প্রত্যাশা রাখি, আগামী দিন যারা নেতৃত্বে আসবেন, তারা এই খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেবেন।'

কালের কণ্ঠ
। সোমবার। ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫।

বিটিএমএ সভাপতি

বন্ধ হয়ে গেছে ৫০ টেক্সটাইল কারখানা

- বন্ধের পথে আরো শতাধিক
- ৭২ ঘণ্টা সময় দেওয়া হলো

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নানা সংকটে দেশের ৫০টি টেক্সটাইল মিল বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল। নিজের একটি কটন মিল বন্ধ হয়ে গেছে উল্লেখ করে 'নিজেও টেক্সটাইলবিহীন সভাপতি হয়ে যেতে পারেন বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। এই খাতকে বাঁচাতে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সরকারের সিদ্ধান্ত চেয়েছেন বিটিএমএ সভাপতি। তিনি জানান, প্রায় ৫০টি সুতাকলও বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল রবিবার রাজধানীর গুলশান ক্লাব মিলনায়তনে বিটিএমএ আয়োজিত মতবিনিময়সভায় তিনি এসব কথা বলেন। 'স্পিনিং সেক্টরে দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যমান বহুবিধ সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণে সরকারের করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্তে' এ মতবিনিময়সভার আয়োজন করে সংগঠনটি।

বিটিএমএ সভাপতি জানান, 'এখন ব্যবসায় সংকট, অর্থনীতিতে সংকট, রাজনীতিতে সংকট। ভারতের সুতা বাংলাদেশে ডাম্পিং হচ্ছে ৩০ সেন্ট কম মূল্যে। এরই মধ্যে ৫০টি মিল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে দুই লাখ কর্মসংস্থান হারিয়েছে দেশ। চাইলেই বন্ধ হওয়া মিলগুলো চালু করা যাবে না। এ খাত নিয়ে ২০ মাসে সরকারের কোনো আলোকপাত দেখতে পাইনি।'

তিনি বলেন, বিশেষ করে সুতা উৎপাদনকারী স্পিনিং মিলগুলো অস্তিত্ব সংকটে রয়েছে। এই অবস্থায় শিল্পকে রক্ষা করতে সরকারকে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিটিএমএ। শওকত আজিজ রাসেল বলেন, পরিস্থিতি আর অপেক্ষার সুযোগ দিচ্ছে না। আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত না এলে বহু মিল বন্ধ হয়ে যাবে।

বিটিএমএ সভাপতি জানান, তাঁর নিজের পাঁচটি টেক্সটাইল মিলের একটি এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। বাকি মিলগুলোও চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, 'এই অবস্থা চলতে থাকলে একদিন হয়তো এমন সময় আসবে, যখন বিটিএমএ সভাপতির কোনো টেক্সটাইল মিলই থাকবে না।'

জানা গেছে, বর্তমানে দেশে ৫০০টির বেশি স্পিনিং মিল রয়েছে, যেগুলো দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য সুতা সরবরাহ করে। তবে মিল মালিকদের অভিযোগ, তাঁরা এখন উৎপাদন খরচের চেয়েও কম দামে সুতা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে প্রতিদিনই বাড়ছে লোকসান। বিটিএমএর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে স্পিনিং মিলগুলোয় প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার সুতা অবিক্রীত অবস্থায় জমে আছে। এই মজুদের কারণে মিলগুলোর নগদ অর্থের সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। অনেক মিল নিয়মিত শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ ও ব্যাংক ঋণের কিস্তি দিতে পারছে না।

সভায় উপস্থিত একাধিক মিল মালিক বলেন, বাজারে সুতার চাহিদা কমে যাওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা দুই দিক থেকেই চাপের মুখে পড়েছেন। তাঁদের মতে, এই সংকট দীর্ঘ হলে এই শিল্প খাত থেকে বিপুল শ্রমিক বেকার হয়ে পড়তে পারে।

উচ্চ জ্বালানি মূল্য নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিটিএমএ সভাপতি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, বিশ্ববাজারে গ্যাসের দাম কমে গেলেও দেশে কেন গ্যাসের দাম কমানো হচ্ছে না। শওকত আজিজ রাসেল বলেন, বিশ্ববাজারে দাম বাড়লে দেশে সঙ্গে সঙ্গে দাম বাড়ানো হয়। কিন্তু দাম কমলে তার সুফল শিল্প খাত পায় না। এতে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে দেশীয় মিলগুলো প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে।

ভারত থেকে কম দামে সুতা আমদানির বিষয়টিকেও সংকটের বড় কারণ উল্লেখ করেন শিল্প নেতারা। তাঁদের দাবি, ভারতীয় সুতা স্থানীয় বাজারের তুলনায় প্রায় ৩০ সেন্ট কম দামে বিক্রি হচ্ছে। এতে দেশীয় মিলগুলো বাজার হারাচ্ছে। বিটিএমএর ভাষায়, এটি কার্যত ডাম্পিংয়ের শামিল।

এক প্রশ্নের জবাবে বিটিএমএর সভাপতি বলেন, 'ভারতের ব্যবসায়ীরা যে দামে সুতা রপ্তানি করছেন, সেই হিসাবে দেশের স্পিনিং মিলগুলোতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার সুতা অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে আছে। যদিও মজুদ থাকা এই সুতার প্রকৃত দাম প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা।'

বিটিএমএ সভাপতি বলেন, বর্তমান সরকার কারখানার জন্ম দিতে না পারলেও বন্ধ করেছে। ২৫০টির বেশি তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ। ৫০টির বেশি বস্ত্রকল বন্ধ হয়েছে। তিনি মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের পুরোটাই ব্যর্থতার।

বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণে সুতার প্রচ্ছন্ন ও সরাসরি রপ্তানিতে ১০ শতাংশ নগদ সহায়তা দাবি করেন বিটিএমএ সভাপতি। এ ছাড়া রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) আকার বাড়ানো ও সুদহার কমানো, ব্যাংকঋণের সুদের হার কমানো, ঋণ পরিশোধে গ্রেস পিরিয়ড দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার
১৪ পৌষ ১৪৩২, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন আরও ৩৪৫ বাংলাদেশি

■ কূটনৈতিক প্রতিবেদক

লিবিয়া থেকে স্বেচ্ছায় অনিয়মিত ৩৪৫ বাংলাদেশি শুক্রবার দেশে ফিরেছেন। দেশে ফেরার জন্য তাদেরকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা যৌথভাবে কাজ করেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, লিবিয়ায় অবস্থানরত ৩৪৫ বাংলাদেশিকে শুক্রবার দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। সকাল সাড়ে ৯টা ও সকাল সাড়ে ১০টায় বুরাক এয়ারের দুটি চার্টার্ড ফ্লাইটে তারা বাংলাদেশে পৌঁছান। লিবিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং লিবিয়া সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহযোগিতায় এই প্রত্যাবাসন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশিদের বেশিরভাগই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ গমনের উদ্দেশে মানব পাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করে বলে জানা যায়। তাদের অনেকে লিবিয়ায় বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশিদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের এই দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা সম্ভাব্য সবার সঙ্গে বিনিময় করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের অনুরোধ জানানো হয়। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রত্যাবাসনকৃত প্রত্যেককে পথখরচা, কিছু খাদ্যসামগ্রী এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। লিবিয়ার বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপদে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লিবিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা যৌথভাবে কাজ করছে।

সময়ের আলো শনিবার। ২০ ডিসেম্বর ২০২৫।

সাগরপথে মালয়েশিয়া পাচারকালে নারী-শিশুসহ ১৮ জন উদ্ধার

■ টেকনাফ (কক্সবাজার) সংবাদদাত

টেকনাফ থেকে সাগরপথে ট্রলারে মালয়েশিয়া পাচারকালে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ১৮ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে হত্যা মামলার আসামি মো. তারেককে গ্রেফতার করা হয়। সে গ্রেফতার এড়াতে পালানোর চেষ্টা করছিল। রবিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন টেকনাফ ব্যাটালিয়ন ২ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান।

তিনি বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, মানব পাচারের একটি সংঘবদ্ধ চক্র ট্রলারে সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় মানব পাচার করবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে গত ২৬ ডিসেম্বর রাতে অধিনায়কের দিকনির্দেশনায় ২ বিজিবির কয়েকটি টিম টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ রাজারছড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এলাকার ঝোপঝাড়ে কৌশলগত অবস্থান নেয়। এ সময় সাগরপথে মালয়েশিয়া গমনের উদ্দেশে ভুক্তভোগীদের ট্রলারে তুলে পাচারের আগে বিজিবি টহল দল ট্রলারটি চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা সাঁতরে পার্শ্ববর্তী গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময় ট্রলারটিতে তল্লাশি চালিয়ে ১৮ জনকে উদ্ধার করা হয়। তার মধ্যে মো. তারেক নামের একজন হত্যা মামলার আসামি ছিল। সে সাগরপথে মালয়েশিয়া পালিয়ে যাচ্ছিল। তাকে গ্রেফতার করে টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ভুক্তভোগীরা জানিয়েছে—কর্মসংস্থান, ভালো বেতন, উন্নত ভবিষ্যৎ এবং অর্থের প্রলোভনের ফাঁদে আটকে চক্রটি তাদের সাগরপথে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক

শুক্রবার
০৪ পৌষ ১৪৩২
১৯ ডিসেম্বর ২০২৫

মালয়েশিয়ায় ৭২ বাংলাদেশি আটক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মালয়েশিয়ায় অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে ৭২ জন বাংলাদেশিসহ মোট ৪০২ জনকে আটক করেছে দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ।

ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা যায়, জোহর বাহরুর তেব্রাউ শিল্প এলাকায় একটি কম্পিউটার যন্ত্রাংশ কারখানায় অভিযান চালিয়ে ৩৫৬ জন অবৈধ প্রবাসীকে আটক করা হয়। বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হওয়া এই অভিযানে পরিকল্পিতভাবে অবৈধ প্রবাসী শ্রমিক নিয়োগের তথ্যের ভিত্তিতে কারখানাটিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

কালের কণ্ঠ বুধবার। ৩ ডিসেম্বর ২০২৫

মাদারীপুরে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে তিনজনসহ পাঁচ জেলায় নিহত ৯

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

মাদারীপুরের শিবচরে এক্সপ্রেসওয়েতে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। হবিগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ ভ্যান সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন দুজন। এ ছাড়া নাটোরে পৃথক দুর্ঘটনায় সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট ও এক শিশু, ঝিনাইদহে ট্রাকচাপায় এক পুলিশ সদস্য আর নোয়াখালীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

শিবচর (মাদারীপুর) : ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে তিনজন নিহত এবং অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে আড়িয়াল খাঁ সেতুর ওপর ভাঙ্গাগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন পিরোজপুরের মনির শেখ (৪৩), গোপালগঞ্জের কহিনুর আলম (৫০) এবং খুলনার কামাল হোসেন রুবেল (৩৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ওয়েলকাম পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস বরিশাল যাচ্ছিল। আড়িয়াল খাঁ সেতুর ওপর বাসটি পণ্যবাহী একটি ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। বাসের সামনের দিকে থাকা এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর আরো দুজন মারা যান।

শিবচর হাইওয়ে থানার ওসি জহুরুল ইসলাম জানান, ট্রাক ও বাস জব্দ করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

হবিগঞ্জ : বাহুবল উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপ ভ্যানের চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার মৌচাক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন সিলেটের পিকআপ চালক আশরাফুল মুত্তাকিম ও কিশোরগঞ্জের সবজি ব্যবসায়ী লিটন গাজী।

দৈনিক ইত্তেফাক
১ ডিসেম্বর ২০২৫

মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

■ মিরসরাই (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

মিরসরাইয়ে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনে কাটা পড়ে টুটুল কান্তি ধর নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি রড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিএসআরএমের কর্মচারী ছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের উপজেলার চিনকি আস্তানা রেলস্টেশন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত টুটুল ধর হিঙ্গুলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম হিঙ্গুলী এলাকার ধরবাড়ির দুলাল ধরের ছেলে।

টুটুল কান্তি ধরের স্বজন আশিষ ধর জানান, সন্ধ্যায় কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে চিনকি আস্তানা এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যায় টুটুল। তার মানসিক সমস্যাও ছিল। সে দুই সন্তানের জনক। সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আশরাফ সিদ্দীকি বলেন, সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে টুটুল কান্তি ধর মারা গেছেন। লাশ উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

যুগান্তর মঙ্গলবার,২ ডিসেম্বর ২০২৫
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

ট্রাকের ধাক্কায় শিক্ষিকা নিহত, সড়ক অবরোধ

আরও তিন জেলায় ৪ প্রাণহানি

যুগান্তর ডেস্ক

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে মাটিবাহী ট্রাকের ধাক্কায় এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ ও অবৈধ যানবহন চলাচল বন্ধের দাবিতে বকুলতলা-মোহনপুর সড়কের বলদিপাড়া এলাকায় গাছের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভ হয়েছে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় আরও তিন জেলায় প্রাণ হারিয়েছেন চারজন। তাদের মধ্যে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দুজন, নরসিংদীর মনোহরদীতে স্কুলছাত্র ও ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ব্যবসায়ী রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) : নিহত সাবিনা খাতুন গাড়াদহ বলদিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ও উল্লাপাড়ার আহ্বলগাতি গ্রামের হাসিনুর রহমানের স্ত্রী। সোমবার সাবিনা অটোভ্যানযোগে স্কুলে যাওয়ার সময় গাড়াদহ বকুলতলা আনসার মোড়ে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা মাটিবাহী ট্রাক অটোভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ওই শিক্ষিকা ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ ঘটনার পর বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ রেখে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। দুপুর ১২টা থেকে আধা ঘণ্টা সময় ধরে তারা বিক্ষোভ করেন।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : গাজীপুরের কালিয়াকৈরের জোড়াপাম্প ও সফিপুর এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারী ও এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। সোমবার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের জোড়াপাম্প এলাকায় সড়ক পারাপারের সময় গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে এক অজ্ঞাত নারী নিহত হন। একই দিন সফিপুর এলাকায় ট্রাক্টরচাপায় নিহত নির্মাণ শ্রমিক আবু তাহের সফিপুর আন্দারমানিক পূর্বপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল মোতালেব চকিদারের ছেলে।

মনোহরদী (নরসিংদী) : সড়ক পারাপারের সময় প্রাইভেটকারের ধাক্কায় নিহত আমির হামজা কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার নারান্দী গ্রামের এনামুল হকের ছেলে। রোববার ঢাকা-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের মনোহরদীর চালাকচর ইউনিয়নের চেঙ্গাইন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৩ ডিসেম্বর ২০২৫

সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

ঝিনাইদহ, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, মাগুরা, হবিগঞ্জ, টঙ্গী, নাটোর ও বরিশালে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই বন্ধুসহ নয়জন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর– **ঝিনাইদহ :** কোটচাঁদপুরে ট্রাকচাপায় আনিসুজ্জামান আনিস নামে এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল বলুহর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আনিস কোটচাঁদপুর থানায় কর্মরত ছিলেন। তার বাড়ি চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার রামনগর গ্রামে। **নরসিংদী :** শিবপুরে পচারবাড়ী এলাকায় সোমবার রাতে মোটরসাইকেল ও অটোরিকশার সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। তারা হলেন- শিবপুরের মাহমুদুল হাসান রাজ (২২) ও গাজীপুরের কাপাসিয়ায় (২১)। **চট্টগ্রাম :** চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলার বার আউলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সামনে সোমবার রাতে ট্রাকের ধাক্কায় মোহাম্মদ হাসান রিয়াদ নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। **মাগুরা :** শ্রীপুর উপজেলার বিলসুনাই চরপাড়ায় গতকাল মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাবিবুর রহমান (১৭) নামে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছেন।

টঙ্গী (গাজীপুর) : টঙ্গী স্টেশনরোড এলাকায় গতকাল ভোরে ড্রাম ট্রাকচাপায় শামীম (৩৫) নামে বিমানবন্দরের এক টলিম্যান মারা যান। **নাটোর :** জেলার লালপুরে গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ড্রামট্রাক-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে মামুনুর রশিদ নামে সেনাবাহিনীর এক সার্জেন্ট নিহত হয়েছেন। **বরিশাল :** বেপরোয়া গতির বাসের ধাক্কায় আবদুল কুদ্দুস খান (৪০) নামে এক বেকারির হকার নিহত হয়েছেন। গতকাল রাত ৯টার দিকে সাউদেরখালপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। **হবিগঞ্জ :** বাহুবলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মৌচাকে গতকাল ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে অজ্ঞাত এক পিকআপ চালকের মৃত্যু হয়েছে।

প্রথম আলো
সোমবার, ১ ডিসেম্বর ২০২৫,

সড়ক দুর্ঘটনায় সাংবাদিক নিহত

রাজধানীর খিলগাঁও ফ্লাইওভারে সড়ক দুর্ঘটনায় ভোরের পাতা পত্রিকার জ্যেষ্ঠ ক্রীড়া প্রতিবেদক জহির ভূঁইয়া (৫৩) মারা গেছেন। গতকাল বিকেল পৌনে চারটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জহির ভূঁইয়ার বাড়ি কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার চাপিতলা গ্রামে। তিনি সবুজবাগ থানার বাসাবো ১৭ নম্বর গলিতে পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতেন। জহির ভূঁইয়ার ছেলে রাকিব উদ্দিন ভূঁইয়ার বলেন, দুর্ঘটনার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় লোকজন জহির ভূঁইয়াকে উদ্ধার করে প্রথমে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

যুগান্তর | বুধবার ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে

দাঁড়ানো ট্রাকে বাসের ধাক্কা, নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

মাদারীপুরের শিবচরে দাঁড়ানো ট্রাকে বাসের ধাক্কায় ৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১০ জন। মঙ্গলবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে শিবচর উপজেলার ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের আড়িয়াল খাঁ নদের সেতুতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় নয় স্থানে আরও ১০ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে কুমিল্লায় ইউপি সদস্য, চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল আরোহী, নোয়াখালী ও সুনামগঞ্জে দুই শিক্ষার্থী, নাটোরে শিশু, কুড়িগ্রামে বৃদ্ধ, মাগুরায় কিশোর, রাজবাড়ীতে শ্রমিক ও নরসিংদীতে দুই বন্ধু রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

প্রাণ

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) : বালিয়াকান্দিতে ট্রলি চাপায় শ্রমিক শামিম মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বালিয়াকান্দি-নারুয়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শামিম বালিয়াকান্দি সদর ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া গ্রামের শাহাজাহান মিয়ার ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩ ডিসেম্বর ২০২৫

'সহকারীর ধাক্কায় বাস থেকে পড়ে যাত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ

■ স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

রাজশাহীতে বাসের হেলপারের (চালকের সহকারী) ধাক্কায় চলন্ত বাস থেকে পড়ে এক যাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গত রবিবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে রাজশাহী বাইপাস সড়কের লিলিহল মোড়ের বাঁশের আড্ডার এই ঘটনায় গুরুতর আহত আলাউদ্দিন ইসলাম টগর (৩৫) সোমবার দুপুরে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। নিহত আলাউদ্দিন টগর রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিপুরের কুলপাড়ার আবু সাইদের ছেলে। পেশায় তিনি কৃষক ছিলেন।

নিহতের চাচাতো ভাই আল আমীন ভুলু জানান, বোন রুমি খাতুনকে বাসে তুলে দিতে গিয়েছিলেন টগর। চালকের সহকারী বাসে সিট থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোলেন। কিন্তু তারা উঠে দেখেন, বাসে কোনো সিট নেই। এ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার এক পর্যায়ে টগরকে চলন্ত বাসে মারধরের পর ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেওয়া হয়। টগর সড়কে পড়ে আহত হলে বোন রুমি দ্রুত বাস থেকে নামেন। খবর পেয়ে একটি মাইক্রোবাস বাসটিকে থামিয়ে দেয়। পরে কাশিয়াডাঙ্গা থানা পুলিশ বাসটি হেফাজতে নেয়।

প্রথম আলো

বৃহস্পতিবার, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫

ছয় জেলায় সড়কে চার শিশুসহ নিহত ৭ জন

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

ফাইজা আক্তার

দেশের ছয় জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চার শিশুসহ সাতজন নিহত হয়েছেন। চার শিশুর মধ্যে দুজন গত সোমবার দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মারা গেছে। বাকি দুর্ঘটনাগুলো মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল বুধবার দুপুরের মধ্যে ঘটেছে। প্রথম আলোর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুমিল্লার হোমনা সদরে টিউলিপ প্রশাসন ইনস্টিটিউশনের সামনে সরকারি গাড়ির চাপায় নিহত হয়েছে দুই বছরের শিশু ফাইজা আক্তার। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়িটি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আহাম্মেদ মোফাচ্ছেরের নামে বরাদ্দ। দুর্ঘটনার সময় তিনি গাড়িতে ছিলেন না। গাড়িচালক তাওয়াবুর রহমান পলাতক।

খবর পেয়ে হোমনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শহিদুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আহাম্মেদ মোফাচ্ছের এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা নুসরাত জাহান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে যান। ইউএনও শহিদুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনি নিহত শিশু ফাইজার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নিহত ফাইজার বাবা ফাইজুল হক একটি ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির স্থানীয় বিক্রয়

দুই বছরের মেয়ে ফাইজার মৃত্যুর খবর শুনে বাবার আহাজারি। গতকাল কুমিল্লার হোমনায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। ছবি : সংগৃহীত

প্রতিনিধি। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে তিনি হোমনায় থাকেন। গ্রামের বাড়ি বরিশালের উজিরপুর উপজেলার তেরদ্রন গ্রামে।

রাজশাহী নগরের কাশিয়াডাঙ্গা থানার লিলি হল মোড় এলাকায় গতকাল দুপুরে বাবার মোটরসাইকেলে চড়ে বার্ষিক পরীক্ষা দিতে স্কুলে যাওয়ার পথে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছে সাদ আলী নামের এক শিশু। ১০ বছরের সাদ স্থানীয় একটি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ত। সাদের বাবা লিয়াকত আলী লিটন একটি ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করেন। পরিবার নিয়ে তিনি রাজশাহী নগরের ওবায়ের মোড় এলাকায় ভাড়া থাকেন।

এদিকে নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত দুই শিক্ষার্থী ঢাকায় পৃথক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকালে মারা গেছে। তারা হলো ১৬ বছরের সফিকুল ইসলাম ওরফে জয় ও সমবয়সী মো. রায়হান। সফিকুল, রায়হানসহ চার বন্ধু মিলে মোটরসাইকেলে করে সোমবার রাতে ঘুরতে বের হয়েছিল। ১০টার দিকে চাটখিল পৌরসভার ত্রি-ঘরিয়া এলাকায় মোটরসাইকেলটি গর্তে পড়ে উল্টে পড়ে। এতে তিনজন গুরুতর আহত হয়। আহতদের মধ্যে হাসিবুল ইসলাম রাতে ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা যায়। নিহত তিনজনই স্থানীয় বদলকোট উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

গতকাল সকালে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে পলি ফাইবার কারখানার ভেতরে টলি গাড়ির (ফর্কলিফট) ধাক্কায় মার্জিয়া বেগম নামের এক নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল আটটার দিকে কারখানায় পরিচ্ছন্নতার কাজ করছিলেন নিহত মার্জিয়া বেগম (৪০)। এ সময় পেছন থেকে পলি বহনকারী একটি টলি গাড়ি তাঁর ওপর উঠে গেলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। মার্জিয়া বেগম পাত্রীকুল গ্রামের তেপাড়া এলাকার আবদুল হাসিম মিয়ার মেয়ে।

গতকাল সকালে নীলফামারী-সৈয়দপুর সড়কে জেলা শহরের বনফুল মোড়ে ট্রাকচাপায় প্রাণ হারান শওকত আলী (৬৮) নামের এক ব্যক্তি। তিনি শহরের একটি মার্কেটে নৈশপ্রহরী হিসেবে কাজ করতেন।

এর আগে মঙ্গলবার সকালে নড়াইলের কালিয়া উপজেলার রঘুনাথপুর এলাকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এনায়েত হোসেন (৬৫) নামের এক ব্যক্তি আহত হন। পরে রাত আটটার দিকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ৮ ডিসেম্বর ২০২৫।

মোটরসাইকেলে গাড়ির ধাক্কায় ২ ভাইসহ ৩ আরোহীর মৃত্যু

৬ জেলায় সড়কে নিহত ১০

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। ফরিদপুরে মোটরসাইকেলে অজ্ঞাতপরিচয় গাড়ির ধাক্কায় দুই ভাইসহ তিন আরোহী নিহত হয়েছেন। চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা গেছেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি। দিনাজপুরে ট্রাক ও ইজি বাইকের সংঘর্ষে শাশুড়ি ও পুত্রবধূ নিহত। টাঙ্গাইল ও নওগাঁয় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে দুই কিশোর। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

ডেমরা থানার মোল্লা ডাইং এলাকায় গতকাল দুপুরে অটোরিকশার ধাক্কায় বাবুল মিয়া (৩২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী আশিকুর জানান, ডেমরার মোল্লা ডাইং এলাকায় রাস্তা পারাপারে সময় দ্রুতগামী একটি অটোরিকশার ধাক্কায় বাবুল গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে ঢামেকে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অন্য দুর্ঘটনাটি ঘটে গতকাল সকালে খিলক্ষেত থানাধীন তিন শ ফিট রাস্তায়। প্রাইভেট কারের ধাক্কায় অটোরিকশার চালক নুর মোহাম্মদ (৩৫)

দিনাজপুর : মৃত আত্মীয়কে দেখে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকের সঙ্গে ইজি বাইকের সংঘর্ষে একই পরিবারের দুই নারী নিহত হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যায় দিনাজপুর-ঢাকা মহাসড়কে সদর উপজেলার চুনিয়াপাড়ায় এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো সাতজন। হতাহত সবাই একই পরিবারের সদস্য।

নিহতরা হলেন সদর উপজেলার নুনাইজ গ্রামের আজিজুর রহমানের স্ত্রী খাদিজা বেগম ও রফিকুল ইসলামের স্ত্রী শেফালী (৩৮)। তাঁরা সম্পর্কে শাশুড়ি ও পুত্রবধূ।

আহতরা হলেন ময়ূরী (২৩), রামা আক্তার (৪৫), শরিফা (৪৫), রওশনারা (৪০), আমেনা (৩৮), রাহেনা (৪৫) ও ইজি বাইকের চালক খলিলুর রহমান (৩৫)। তাঁরা দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

বণিক বার্তা বুধবার, ডিসেম্বর ১০, ২০২৫।

আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

চাঁপাইনবাবগঞ্জে একদিনে তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ চারজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া কক্সবাজার, পঞ্চগড়, চাঁদপুর, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরো আটজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত আটজন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

কক্সবাজার : টেকনাফে মাছ বোঝাই মিনি ট্রাকের ধাক্কায় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা খাদে পড়ে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ২টায় হ্নীলা ইউনিয়নের আলীখালী রাস্তার মাথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন অটোরিকশাচালক ফারুক (৩০) ও যাত্রী ইমান হোসেন (২৫)। তাদের মধ্যে ফারুক হ্নীলা ইউনিয়নের মৌলভীবাজার এলাকার মো. সেলিমের ছেলে ও ইমান হোসেন টেকনাফ সদর ইউনিয়নের নাজিরপাড়া এলাকার মো. সৈয়দ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : সরাইলে তেলবাহী লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে আজহার মিয়া (৩৬) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। সোমবার রাত ১১টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আজহার লরির হেলপার ছিলেন। তার বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলায়।

যুগান্তর রোববার ৭ ডিসেম্বর ২০২৫
২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

নরসুন্দর ও শ্রমিকসহ সড়কে ঝরল ৫ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় শনিবার পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকার ধামরাইয়ে মোটরসাইকেল চালক, রংপুরে অটোচালক, বগুড়ায় নরসুন্দর, নীলফামারীতে শ্রমিক এবং চট্টগ্রামে ট্রাকচালক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ধামরাই (ঢাকা) : ধামরাইয়ে বাসের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা মোটরসাইকেল চালকের প্রাণ গেছে। শনিবার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাইয়ের কৃষ্ণপুরা বাথুলি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তারাগঞ্জ (রংপুর) : তারাগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় অটোচালক গোলাম মোস্তফার মৃত্যু হয়েছে। অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে তিনি প্রাণ হারান। শনিবার রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের উপজেলার ব্রাদার্স কোল্ড স্টোরেজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গোলাম মোস্তফা উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের জয়বাংলা গ্রামের মৃত ইসাহাক আলীর ছেলে।

বগুড়া : শিবগঞ্জে ট্রাক চাপায় নরসুন্দর রতন লাল নিহত হয়েছেন। এসময় তার বন্ধু মারুফ গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার উপজেলার কিচক ইউনিয়নের বলরামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বগুড়া-জয়পুরহাট আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রতন জয়পুরহাট সদর উপজেলার তেঘর এলাকার রাম লালের ছেলে।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) : সড়ক দুর্ঘটনায় উত্তরা ইপিজেডের মেইগো বাংলাদেশ লিমিটেডের শ্রমিক মোহাম্মদ হেলালের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার নীলফামারী-সৈয়দপুর সড়কের কাঁচারী বাজার এলাকায় ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে তিনি মারা যান। হেলাল সদর উপজেলার চড়াইখোলা ইউনিয়নের উত্তর আরাজী চড়াইখোলা গ্রামের আজিজুল ইসলামের ছেলে।

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : সীতাকুণ্ডে লরি-ট্রাক সংঘর্ষে চালক ইউনুস সর্দার নিহত হয়েছেন। ট্রাকচালক ইউনুস পিরোজপুরের চিতলিয়া নাজিরপুর থানাধীন এলাকার শেখ বাড়ির বাসিন্দা মৃত আজহার সর্দারের ছেলে। শনিবার ভোরে উপজেলার কুমিরায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর
রোববার ৭ ডিসেম্বর ২০২৫
২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

সোনাইমুড়িতে ইঁদুরের ফাঁদে কৃষকের মৃত্যু

সোনাইমুড়ি (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

সোনাইমুড়িতে ধানখেতে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ হারালেন নুরুল হুদা নামের এক কৃষক। শনিবার উপজেলার দেওটি ইউনিয়নের সিবপুর গ্রামের রিয়াজ উদ্দিন নতুন ভূঁইয়া বাড়ির পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া কৃষক হলেন, দেওটি গ্রামের দুধ মিয়া বাড়ির মৃত সিরাজ উল্লাহ ছেলে।

জানা যায়, দেওটি গ্রামের নুরুল হুদা দীর্ঘদিন পূর্বে শিবপুর গ্রামে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে নতুন বাড়ি করে বসবাস করেন। শ্বশুর আব্দুল আলীম অসুস্থ হয়ে গেলে জামাই নুরুল হুদা একই গ্রামের রিয়াজের ধানখেতে বর্গাচাষ করেন। ধানখেতে ইঁদুর মারার জন্য রিয়াজের ঘর থেকে অবৈধভাবে বৈদ্যুতিক ফাঁদ পেতে রাখেন রিয়াজ। ওইদিন সকাল ৯টার সময় নুরুল হুদা ধানখেতের জমে থাকা পানি সরাতে গিয়ে অসাবধানতাবশত সেখানে পাতা বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। এক ঘন্টা পর রিয়াদের স্ত্রী জাকিয়া সুলতানা সবজি কাটার জন্য যান ওই খেতে। এ সময় দেখতে পান বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নুরুল হুদা ধানখেতে পড়ে আছেন। তার চিৎকার শুনে স্বজনরা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে নুরুল হুদাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। নুরুল হুদার শ্বশুর আব্দুল আলীম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমি বুঝতেই পারিনি, ওখানে বিদ্যুতের ফাঁদ পাতা ছিল। সেই ফাঁদে জড়িয়ে মুহূর্তেই আমার জামাই মারা যাবে। রিয়াজের অবৈধ বিদ্যুৎ লাইনে আমার জামাই নুরুল হুদা মারা যান। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সোনাইমুড়ি জোনাল অফিসের পল্লীবিদ্যুৎ সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএমকম) সুমন তরফদার।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫,

দুই কৃষকের মৃত্যু

জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট ভেবে ইঁদুর মারার ট্যাবলেট খেয়ে কানকু মিয়া (৪৫) ও কমল মিয়া (৫০) নামের দুই কৃষকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। নিহত দুজন সম্পর্কে বেয়াই। গতকাল সোমবার সকালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কমল মিয়া নামের একজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এর আগে গত রবিবার রাতে কানকু মিয়া উপজেলার পাররামরামপুর ইউনিয়নের বানিয়াপাড়া গ্রামে মারা যান। জানা যায়, গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ভেবে ঘরে থাকা ইঁদুর মারার ওষুধ খান। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের বুকে জ্বালা ও বমি শুরু হলে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

যুগান্তর | রোববার ৭ ডিসেম্বর ২০২৫
E-mail : sportsjugantor@

আগারগাঁওয়ে গ্যাস বিস্ফোরণে শিশুসহ দগ্ধ ৮

ভৈরবে দগ্ধ ১৯ জনের মধ্যে পাঁচজন হাসপাতালে

সোনারগাঁয়ে মোবাইল চার্জার বিস্ফোরণ থেকে আগুনে একই পরিবারের ৪ জন দগ্ধ

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের একটি বাসায় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের আগুনে ৮ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাদের মধ্যে এক শিশুও রয়েছে। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মোবাইল চার্জার বিস্ফোরণ থেকে আগুনে দগ্ধ হয়েছেন একই পরিবারের ৪ জন। এ ছাড়া কিশোরগঞ্জের ভৈরবে দগ্ধ ১৯ জনের মধ্যে পাঁচজন ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : আগারগাঁও পাকা মার্কেটের পাশের একটি টিনশেড বাসায় শনিবার ভোর সাড়ে ৪টায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে দগ্ধ আটজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুরাতন বার্ন ইউনিটে ও জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়। দগ্ধদের মধ্যে একই পরিবারের সাত সদস্য রয়েছেন। দগ্ধরা হলেন—মাছ ব্যবসায়ী মো. জলিল মিয়া, তার স্ত্রী আরজেনা বেগম, নাতনি ইভা (৬) ও আশা (৬), দুই ছেলে আসিফ মিয়া ও সাকিব মিয়া, আসিফ মিয়ার স্ত্রী মলিনা বেগম এবং জলিল মিয়ার পাশের বাসার ফিরোজুল আলম। আহত মলিনা অন্তঃসত্ত্বা। দগ্ধদের মধ্যে ফিরোজ উল আলমের অবস্থা গুরুতর।

বার্ন ইউনিটের আবাসিক সার্জন ডা. হারুনুর রশীদ জানান, জলিলের শরীরের ১২ শতাংশ, আরজেনার ১০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। বাকিদের হাত-পা পুড়েছে। এছাড়া আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা মলিনার হাত-পা দগ্ধ হয়েছে। তাকে চিকিৎসা দিয়ে গাইনি বিভাগে পাঠানো হয়েছে। জলিল ও আরজেনা বেগমকে ভর্তি করা হয়েছে।

আগারগাঁওয়ে গ্যাস বিস্ফোরণে শিশুসহ দগ্ধ ৮

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে অবজারভেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। ফিরোজুল আলমকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তার শরীরের ২১ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

শেরেবাংলা নগর থানার এসআই আতিকুর রহমান জানান, খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তার ধারণা, লাইন ছিদ্র হয়ে গ্যাস বাসায় জমে ছিল। রাতে জানালাও বন্ধ করে রাখা হয়। এ কারণে ম্যাচ জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ও আগুন ধরে যায়।

নারায়ণগঞ্জ ও সোনারগাঁ : নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের কাঁচপুরে মোবাইল চার্জার বিস্ফোরণ থেকে আগুনে একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হয়েছেন। তাদের ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার ভোর সাড়ে ৪টায় কাঁচপুর ইউনিয়নের পাটাত্তা এলাকায় আজিজ মিয়ার বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দগ্ধরা হলেন—আলাউদ্দিন, তার দুই মেয়ে শিফা আক্তার (১৪) ও সিমলা আক্তার (৪) এবং আলাউদ্দিনের মা জরিনা বেগম। আলাউদ্দিনের বোন সালমা আক্তার জানান, তার ভাই কাঁচপুর এলাকার একটি গার্মেন্টে কাজ করেন। শনিবার মধ্যরাতে আলাউদ্দিন ওয়াশরুমে যাওয়ার সময় ঘরে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এ সময় আলাউদ্দিন রুমে ঢুকতেই আগুনে ঝলসে যান। একই সময় ঘরে থাকা তার মা ও দুই মেয়েও আগুনে দগ্ধ হন। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ থাকায় তারা দ্রুত বের হতে পারেননি। তিনি ধারণা করছেন, ঘরে গ্যাস জমা ছিল। বিস্ফোরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবেশী শরিফ মিয়া জানান, মোবাইল ফোনের চার্জার বিস্ফোরণ হয়। ঘরে সম্ভবত লাইন লিকেজ হয়ে গ্যাস জমে ছিল। জমে থাকা গ্যাসে আগুন ধরে যায়। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে আলাউদ্দিনের ৪০ শতাংশ, সিমলার ৩০ শতাংশ, জরিনা বেগমের ২০ শতাংশ এবং শিফার ১২ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) : ভৈরবে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজের ঘটনায় আগুনে দগ্ধ ১৯ জনের মধ্যে পাঁচজন ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাদের মধ্যে হারুনুর রশিদ নামের এক চা দোকানির অবস্থা গুরুতর। তাকে আইসিইউতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। অপর দগ্ধরা হলেন—আবদুল হেকিম, শিক্ষার্থী সামিউল, নিরব ও রাহাত। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভৈরবের আগানগর ইউনিয়নের টুকচাঁনপুর মেঘনা বাজার এলাকায় একটি হোটেলে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ হয়ে এ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এ সময় কয়েকজন শিক্ষার্থীসহ ১৯ জন দগ্ধ হন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কেএম মামুনুর রশীদ বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে আমি শুক্রবার ঘটনাস্থলে যাই। আহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করলে আমি সরকারিভাবে সহযোগিতার জন্য চেষ্টা করব।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৭ ডিসেম্বর ২০২৫

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু

আহত ৩

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে আরো তিন জন। গত শুক্রবার ও গতকাল শনিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাতা জানান, নীলফামারীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মোহাম্মদ হেলাল (৩৬) নামে উত্তরা ইপিজেডের মেইগো বাংলাদেশ লিমিটের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে নীলফামারী-সৈয়দপুর সড়কের কাচারী বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করে নীলফামারী থানার ওসি এম আর সাঈদ জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ডুমুরিয়া (খুলনা) সংবাদদাতা জানান, খুলনার ডুমুরিয়ায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এক জন নিহত ও তিন জন আহত হয়েছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার শোভনা ইউনিয়নের মাদারতলা শিবনগর সড়কের পল্লী শ্রী কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ডুমুরিয়া থানার ওসি মাসুদরানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্র জানায়, বিকালে আশান নগর গ্রামের সজীব মন্ডল, সাগর মন্ডল, শিমুল মন্ডল, তনয় মন্ডল (১৮) ও সজীব মন্ডল এক মোটরসাইকেলে মাদারতলা বাজার এলাকায় ঘুরতে যায়। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলে সবাই মারাত্মকভাবে আহত হয়। পরে এলাকাবাসী তাদেরকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে খবর দেয়। রাতে গুরুতর আহত সজীবকে খুলনার একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অপর তিন জনকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল শনিবার সকাল ৯টার দিকে সজীব চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ৬ ডিসেম্বর ২০২৫

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মো. নুর ইসলাম (৪৫) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে সাভার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. দেলোয়ার হোসাইন বলেন, সাভার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদে নির্মাণকাজ করছিলেন ফাইজুদ্দিনের ছেলে নুর ইসলাম। কাজ করার সময় তিনি ঝুঁকি সামলাতে না পেরে ছাদের পাশেই টাঙানো মেইন বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে আসেন। এতে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিচে পড়ে যান।

সময়ের আলো | শনিবার। ৬ ডিসেম্বর ২০২৫।

মা-মেয়েসহ সড়কে ঝরল ৮ প্রাণ

সময়ের আলো ডেস্ক

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাসচাপায় একই পরিবারের মা-মেয়ে ও নাতিনসহ মোট চারজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আরও তিন জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে দুই বন্ধুসহ ৪ জনের। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

চট্টগ্রাম : হাটহাজারীর ফরহাদাবাদে সড়ক দুর্ঘটনায় মো. কাওসার (২৬) নামের ফটিকছড়ির হাইস গাড়ির এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ভোর সকালে উপজেলার ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের ফরহাদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৭ ডিসেম্বর ২০২৫

সড়ক দুর্ঘটনায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী নিহত

চট্টগ্রাম : সীতাকুণ্ড উপজেলার কুমিরা এলাকায় গতকাল ভোরে লরির ধাক্কায় এক ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত চালকের নাম ইউনুস সর্দার (৫০)। তিনি পিরোজপুরের চিতলিয়া নাজিরপুর থানার বাসিন্দা। **বগুড়া :** শিবগঞ্জে ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন রতন (২৪) নামের এক যুবক। শুক্রবার রাতে বগুড়া-জয়পুরহাট আঞ্চলিক সড়কের কিচক বলরামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মারুফ নামে আরেক যুবক গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন শনিবার ॥ ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫

তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের তিন জেলায় গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় এক সেনাসদস্যসহ পাঁচজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

কুমিল্লা : দুর্ঘটনাকবলিত বাসে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা সেনা সদস্যসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার নলচর মঙ্গলবার এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সেনা সদস্য হলেন- ঢাকার ধামরাইয়ের বাসিন্দা শাকিল হোসেন। তিনি কক্সবাজারের রামু সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। নিহত অপর যাত্রী কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ার আবুল হাসেমের ছেলে মাশিকুল আলম। **বাগেরহাট :** মোংলা ও মোল্লাহাটে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। দুপুরে খুলনা-মোংলা মহাসড়কের দ্বিগরাজ এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় অজ্ঞাত (৪৫) এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এর আগে মোল্লাহাট উপজেলায় কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ঠাকুর (৫৫) নামে একজন ইটভাটা শ্রমিক নিহত হয়েছেন। **সাতক্ষীরা :** সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের বিনেরপোতা এলাকায় গতকাল বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে উল্টে যায়। এতে নিহত হয়েছেন বাসে সুপারভাইজার মোহাম্মদ শাওন (৩৬)। তার বাড়ি সাতক্ষীরার তালা উপজেলায়।

বণিক বার্তা
ডিসেম্বর ১১, ২০২৫

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ১০ জনের

টাঙ্গাইল : কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ট্রাকের ধাক্কায় চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো তিনজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কান্দিলা বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন শেরপুর জেলার বাসিন্দা ট্রাকচালক সোহেল ও টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার আমিনুর রহমান।

যুগান্তর | সোমবার ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

রাজধানীসহ নয় জেলায় সড়কে ঝরল ১২ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় রাজধানীসহ নয় জেলায় ১২ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইলে যুবক, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দুই ব্যবসায়ী, বগুড়ায় দুজন, দিনাজপুরের বীরগঞ্জে দুজন, পাবনার চাটমোহরে বৃদ্ধ, কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে অটোচালক, মেহেরপুরের গাংনীতে স্কুলছাত্র, নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ভ্যানচালক এবং কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় বাইসাইকেল আরোহী রয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন, ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম) : মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত অটোচালক ফুলবাড়ী উপজেলার বড়ভিটা ইউনিয়নের ঘোঘারকুটি গ্রামের মৃত পিন্ত মামুদের ছেলে তৈয়ব আলী। শনিবার ফুলবাড়ী-লালমনিরহাট সড়কের ধরলা সেতুর ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যুগান্তর
রোববার ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু ও বৃদ্ধাসহ সাতজন নিহত

ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) : টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের কদমতলী আঠারদানা সূর্যমুখী রাইস মিলের কাছে ভোরে অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে একটি বাস চাপা দেয়। এরপর পেছনের আরেকটি গাড়ি তাকে একেবারে পিষে যায়।

বগুড়া : আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার পৌরসভার খাড়ির ব্রিজ এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশা চালক সাইদুল ইসলাম (৫৪) নিহত হয়েছেন। এ সময় তিন যাত্রী আহত হন। শুক্রবার রাতে ট্রাকের ধাক্কায় সাইদুলের ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা উলটে দুমড়ে মুচড়ে যায়। সাইদুল ও তিন যাত্রীকে উদ্ধার করে আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা সাইদুলকে মৃত ঘোষণা করেন।

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) : গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের মেঘনা-গোমতী সেতুর ঢাকাগামী লেনে দুপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ফারুক হাওলাদার (৪২) নিহত হয়েছেন। ফারুক মাদারীপুরের কালকিনি থানার দক্ষিণ বাঁশগাড়ি (মধ্যচর) গ্রামের আইন উদ্দিন হাওলাদারের ছেলে। ঢাকার শনিরআখড়ায় তিনি চায়ের দোকানে কাজ করতেন।

সময়ের আলো
সোমবার। ৮ ডিসেম্বর ২০২৫।

ইঁদুর মারার ফাঁদে কৃষকের মৃত্যু

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠিতে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বাচ্চু মল্লিক (৪৫) নামের এক কৃষক। রোববার সকালে নলছিটি উপজেলার সুবিদপুর ইউনিয়নের ইছাপাশা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন নলছিটি থানার ওসি আব্দুস ছালাম। নিহত বাচ্চু মল্লিক ইছাপাশা গ্রামের জলিল মল্লিকের ছেলে।

এ বিষয়ে নলছিটি থানার ওসি আব্দুস ছালাম জানান, ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে কৃষকের মৃত্যুর ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিহতের ভাই আবু বকর মল্লিক বলেন, রোববার সকাল ১০টার দিকে আমার ভাই নিজ জমিতে লাগানো সবজি গাছ দেখার জন্য জমিতে জন্য যান। পাশের জমিতে প্রতিবেশী পিন্টু হাওলাদার ও আলাউদ্দিন জোমাদ্দার ইঁদুর মারার জন্য বিদ্যুৎ দিয়ে ফাঁদ পেতেছিলেন। ইঁদুর মারার ওই ফাঁদে আমার ভাই জড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তাকে সবজি ক্ষেতে অস্বাভাবিকভাবে পড়ে থাকতে দেখে আমরা প্রথমে মনে করেছিলাম তিনি স্ট্রোক করেছেন। পরে তার পায়ে জড়ানো বিদ্যুতের তার দেখতে পাই।

যুগান্তর
সোমবার ৮ ডিসেম্বর ২০২৫

শ্রীপুরে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

শ্রীপুরে নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে রাসেল নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার দুপুরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে শনিবার বিকালে পৌর এলাকার বেড়াইদেরচালা জামিয়া আহমাদিয়া এতিমখানা মাদ্রাসার ৫তলায় নির্মাণ কাজ করার সময় পড়ে সে গুরুতর আহত হয়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। নির্মাণ শ্রমিক রাসেল মিয়া (২৫) কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার শালুয়াদীর দুলাল মিয়ার ছেলে। শ্রীপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রবিউল ইসলাম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের স্বজনরা থানায় এসেছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগাযোগ করা হয়েছে। সেখানে ময়নাতদন্তের জন্য বলা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫

সড়কে এক দিনে ঝরল ৯ প্রাণ

টেকনাফে ট্রাক-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত : কক্সবাজারের টেকনাফে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছে। গতকাল দুপুর ২টায় টেকনাফের আলীখালী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন নাজিরপাড়ার মুহাম্মদ ইমাম হোসেন ও হ্নীলা মৌলভীবাজার এলাকার অটোচালক ফারুক।

টেকনাফের হোয়াইক্যং হাইওয়ে থানার ওসি নুরুল আবছার জানান, দুজন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

পাবনা-৫-এর বিএনপিপ্রার্থী শিমুল বিশ্বাসসহ আহত ৪ : ট্রাক ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী ও পাবনা-৫ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী শ্রমিক নেতা অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস ও নেতাকর্মীসহ চারজন আহত হয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যা ৬টার দিকে জেলার আটঘরিয়া উপজেলার একদন্ত এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাবনা জেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক জহুরুল ইসলাম।

অন্য আহতরা হলেন, শিমুল বিশ্বাসের ব্যক্তিগত সহকারী এনামুর রহমান, বেড়া উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব রইস উদ্দিন ও চালক শফিক। আহতদের পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 14 December 2025

আদমদীঘিতে ট্রাক অটোরিক্সা সংঘর্ষ, চালক নিহত

প্রতিনিধি, আদমদীঘি (বগুড়া)

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার বগুড়া-সান্তাহার সড়কের সান্তাহার শহর এলাকায় ট্রাক ও ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিক্সার চালক সাইদুল ইসলাম (৫৪) নিহত ও নারীসহ তিনজন যাত্রী আহত হয়েছে। আহতদের আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টায় মহাসড়কের বৈশাখি অটোমেটিক রাইস মিলের সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাইদুল ইসলাম আদমদীঘি উপজেলার ইন্দইল গ্রামের মৃত আমজাদ হোসেনের ছেলে। আহতরা হলেন, নওগাঁ সদরের আদমদুর্গাপুর গ্রামে আবু বক্কর ছিদ্দিকের ছেলে রাফি ইসলাম (১৯), আদমদীঘি উপজেলার দমদমা গ্রামের বেল্লাল মল্লিকের স্ত্রী রেনুকা খাতুন (৫৫) ও একই গ্রামের তরেজ প্রামানিকের স্ত্রী রোজিনা বেগম (৪৮)।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গতকাল শুক্রবার রাতে সাইদুল ইসলাম তার ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা চালিয়ে আদমদীঘির ইন্দইল এলাকা থেকে যাত্রী নিয়ে সান্তাহারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। অটোরিক্সাটি সড়কে বৈশাখি অটোরাইস মিলের সামনে পৌঁছিলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অজ্ঞাত ট্রাকের সাথে অটোরিক্সার সংঘর্ষ হলে অটোরিক্সাটি উল্টে দুমড়ে মুচড়ে যায়। এতে অটোরিক্সার চালক সাইদুল ইসলামসহ চারজন আহত হয়। খবর পেয়ে আদমদীঘির ফায়ার সার্ভিসের একটি দল তাদের উদ্ধার করে আদমদীঘি হাসাপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক চালক সাইদুল ইসলাম মৃত ঘোষনা করেন। আদমদীঘি থানার অফিসার ইনচার্জ আতাউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় আইনী প্রক্রিয়া চলছে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫,

সাতক্ষীরায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের বিনেরপোতা সেতুর কাছে যাত্রীবাহী বাস একটি ইজিবাইককে ধাক্কা দিয়ে উল্টে যায়। এতে শাওন ইসলাম (৩৩) নামে বাসচালকের এক সহকারী নিহত হন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত সাত যাত্রী। গতকাল শুক্রবার বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাওন খুলনা সদরের সোনাডাঙ্গা এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে।

খবর পেয়ে সাতক্ষীরা থানার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি মাসুদুর রহমান বলেন, একজনের লাশ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। তবে কতজন আহত হয়েছেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করা যায়নি।

সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ফাইম হোসেন জানান, গতকাল দুপুরে খুলনা থেকে সাতক্ষীরাগামী যাত্রীবাহী বাসটি বিনেরপোতা ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি ইজিবাইককে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে বাসটি উল্টে যায় এবং ঘটনাস্থলেই বাসের সুপারভাইজর শাওন ইসলাম নিহত হন। একই সঙ্গে বাস ও ইজিবাইকে থাকা অন্তত সাতজন যাত্রী আহত হন।

আহতদের মধ্যে চারজনের নাম জানা গেছে। তারা হলেন– দেবহাটা উপজেলার হাদিপুর এলাকার শেখ নজরুল ইসলাম (৭০), ফাইম হোসেন (২০), সাতক্ষীরা সদরের বকচোরা এলাকার ফারজানা আক্তার মিম (২১) ও বরিশালের কাউনিয়া এলাকার নাইম (৩০)।

যুগান্তর | সোমবার ১ ডিসেম্বর ২০২৫
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

টঙ্গীতে আতঙ্কে কারখানায় শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ

টঙ্গী শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে হামীম গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ কালেকশন লিমিটেড (সিসিএল) নামের পোশাক কারখানায় একাধিক শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে ফের শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়েছেন। রোববার বিকাল পর্যন্ত টঙ্গী শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে ১৯ জন অসুস্থ শ্রমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। এদিকে এ ঘটনায় কারখানায় শ্রমিক না থাকায় কর্তৃপক্ষ কারখানাটিতে ছুটি ঘোষণা করেছে। এর আগে শনিবার কারখানাটি অর্ধশতাধিক শ্রমিক একই কারণে অসুস্থ হন। আহতদের টঙ্গী সরকারি হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। টঙ্গী হাসপাতাল সূত্র বলছে, হামীম গ্রুপের ৫০ জন শ্রমিক চিকিৎসার জন্য আসেন। এছাড়া গাজীপুর, টঙ্গী ও ঢাকাসহ বিভিন্ন হাসপাতালে অসংখ্য শ্রমিক চিকিৎসাধীন। অসুস্থ শ্রমিকরা জানান, কয়েকদিন আগে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে দুজন শ্রমিক মারা যান। এই খবরে আতঙ্কিত হয়ে ও টেনশনে অনেকেই অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন। টঙ্গী পশ্চিম থানার ওসি হারুন অর রশিদ বলেন, শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় কেউ থানায় কোনো অভিযোগ করেনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৩ ডিসেম্বর ২০২৫

গাজীপুরে কারখানার পানি পানে অসুস্থ তিন শতাধিক শ্রমিক

আইসিডিডিআর,বিতে ভর্তি ৫০ জন

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মোয়াজ উদ্দিন টেক্সটাইল কারখানায় পানি পান করে তিন শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে। হঠাৎ বিপুল সংখ্যক শ্রমিক অসুস্থ হওয়ায় কারখানা কর্তৃপক্ষ একদিনের ছুটি ঘোষণা করেছে। ঘটনাটি ঘটে গত সোমবার সন্ধ্যায়।

স্থানীয়রা জানান, কারখানার পানি পান করার পরপরই শ্রমিকদের মধ্যে ডায়রিয়া, মাথাব্যথা, বমি ভাব ও পেটব্যথাসহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। অসুস্থদের মধ্যে অন্তত ৫০ জনকে মহাখালী আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রে (আইসিডিডিআর,বি) ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের সফিপুরসহ স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সফিপুর তানহা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাহিদ ইসলাম জানান, 'যেসব শ্রমিক এখানে এসেছেন, তারা সবাই খাদ্যে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। অধিকাংশ শ্রমিক ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়েছে। বেশ কয়েক জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের আইসিডিডিআর,বিতে পাঠানো হয়েছে।' তানহা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শ্রমিক রহিমা আক্তার জানান, 'কারখানার পানি পানের পরই পেট ব্যথা শুরু হয়। পরে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হই।'

কারখানার ডেপুটি ম্যানেজার মমিনুল ইসলাম বলেন, 'হঠাৎ শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যাদের প্রয়োজন, সবাইকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যয় কারখানা কর্তৃপক্ষ বহন করছে।'

এ ঘটনার পর স্বাস্থ্য বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। কারখানার পানির উৎস, ট্যাংক ও পাইপলাইনে কোনো দূষণ রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হবে বলে জানা গেছে।

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫,

ধানবোঝাই ট্রাকে আগুন, চালকের সহকারী দগ্ধ

দিনাজপুর প্রতিনিধি

দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার অটো রাইস মিলের ভেতরে ধানবোঝাই একটি ট্রাকে আগুন লেগেছে। এই ঘটনায় ট্রাকে থাকা চালকের সহকারী আবু সাঈদ (২২) দগ্ধ হয়েছেন। তাকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ভোর সোয়া ৫টায় বোচাগঞ্জ উপজেলার জহুরা ইন্ডাস্ট্রিজের ১০ নম্বর মিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দগ্ধ হেলপার আবু সাঈদ নাটোরের সিংড়া থানার পুটিবাড়ী গ্রামের সাহাদাত হোসেনের ছেলে। চিকিৎসক জানিয়েছে তার শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গেছে।

জানা গেছে, সোমবার রাতে নাটোরের সিংড়া থানা থেকে ধানবোঝাই করে একটি ট্রাক মিলে আসে। পরে মিলের ভেতরে এক পাশে গাড়িটি পার্ক করে চালক মিজানুর রহমান ও সহকারী আবু সাঈদ ট্রাকের কেবিনে ঘুমিয়ে পড়েন। ভোর সোয়া ৫টায় আকস্মিকভাবে গাড়ির কেবিনে আগুন ধরে যায়। এ সময় চালক মিজানুর রহমান গাড়ি থেকে বের হতে পারলেও হেলপার আবু সাঈদ কেবিনে আটকা পড়েন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভান এবং আবু সাঈদকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে চিকিৎসকরা তাকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

সেতাবগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ইনচার্জ আনোয়ার হোসেন জানান, 'আমরা ৯৯৯-এর মাধ্যমে আগুন লাগার সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১০ চাকার একটি ধানবোঝাই ট্রাকে আগুন দেখতে পাই। আগুন নির্বাপণ করার পাশাপাশি অগ্নিদগ্ধ ট্রাকের ড্রাইভার ও হেলপারকে হাসপাতালে পাঠাই। ড্রাইভার স্বাভাবিক থাকলেও হেলপারের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তার শরীরের ৯০ শতাংশ ঝলসে গেছে। ট্রাকের চালক জানিয়েছেন ওয়ারিংয়ের তার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৪ ডিসেম্বর ২০২৫
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

বাবার বাইক থেকে পড়ে ট্রাকচাপায় নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

রাজশাহীতে বাবার মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে ট্রাকচাপায় শিশু সাদ আলীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুরে শহরের লিলিহল মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধ করেন। এদিকে রাজশাহীর চারঘাটে সড়কে প্রাণ হারিয়েছেন এক বাইক আরোহী। এছাড়া দুর্ঘটনায় সাত স্থানে প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৮ জন। তাদের মধ্যে নোয়াখালীতে দুই বন্ধু, মাগুড়ায় যুবক, নীলফামারীতে বৃদ্ধ, কক্সবাজারে শিশু, নড়াইলে পথচারী, ময়মনসিংহে নারী ও বরিশালে শ্রমিক রয়েছেন। নওগাঁর রাণীনগরে ট্রাক্টর উলটে একই পরিবারের পথচারী চারজন আহত হয়েছেন।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

রাজধানীর ইসলামবাগের চেয়ারম্যান ঘাটে প্লাস্টিক কারখানায় আগুন লাগলে তা নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের চেষ্টা। গতকাল বেলা সাড়ে তিনটায়। ছবি : প্রথম আলো

প্লাস্টিকের কারখানায় আগুন, ছড়াল তিন আবাসিক ভবনে

ইসলামবাগের আগুন

১১টি ইউনিটের চেষ্টায় আড়াই ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে আগুন; তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতি জানা যায়নি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকার লালবাগের ইসলামবাগের চেয়ারম্যানঘাটের উল্টো পাশে একটি টিনশেডের প্লাস্টিক কারখানায় আগুন লাগে। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের তিনটি আবাসিক ভবন এবং কয়েকটি টিনশেড বাড়িতে। এর মধ্যে একটি আটতলা ভবনও ছিল। তবে আবাসিক ভবনগুলো থেকে মানুষ দ্রুত নেমে যাওয়ায় কেউ হতাহত হয়েছেন, এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

ফায়ার সার্ভিস বলছে, আগুন লাগার ঘটনা ঘটে গতকাল বুধবার বেলা দেড়টার দিকে। আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের ১১টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর বিকেল চারটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

গতকাল বিকেলে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, যে প্লাস্টিক কারখানা থেকে আগুনের সূত্রপাত, সেটি একটি টিনের ঘর। আশপাশেও টিনের ছোট ছোট কারখানা আছে। আছে আবাসিক ভবনও। এই এলাকা খুবই ঘিঞ্জি। এসব গলিতে রিকশাও প্রবেশ করতে পারে না। এই এলাকায় অধিকাংশ বাড়িই টিনশেডের। এই বাড়িগুলোতে টিন ও কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। এসব বাড়িতে প্লাস্টিকের ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে। যেসব কারখানা এই এলাকায় গড়ে উঠেছে, সেগুলোর কোনো অনুমোদন নেই। মূলত পরিত্যক্ত প্লাস্টিক সংগ্রহ করে সেগুলো প্রথমে গলানো হয়। তারপর প্লাস্টিকের দানা করে সেগুলো আবার ব্যবহারযোগ্য করা হয়। তবে এসব টিনশেডের কারখানার পাশাপাশি কিছু বহুতল ভবনও আছে। ভবন হোক আর কারখানাই হোক, এগুলো একটির সঙ্গে আরেকটি লাগানো।

ইসলামবাগের বাসিন্দা ইমরান শাহরিয়ার বলেন, পুরো এলাকাটিতেই ছোট ছোট বাড়ি। বাড়িগুলোতে প্লাস্টিকের দানা, বাসাবাড়িতে ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের সরঞ্জাম তৈরি, প্লাস্টিকের খেলনা তৈরি এবং পলিথিনের কারখানা রয়েছে। একই বাড়িতে কারখানা এবং মানুষ বসবাস করে। এই এলাকায় যাঁরা ভাড়া থাকেন, তাঁদের অধিকাংশই নিম্ন আয়ের মানুষ।

ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগের উপপরিচালক মো. ছালেহ উদ্দিন গতকাল বিকেলে ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের বলেন, আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে কমিটি করা হবে। এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এই এলাকার রাস্তা এতই সরু যে একজন মানুষকে হেঁটে যেতেও বেগ পেতে হয়। ফলে আগুন নেভানোর জন্য ফায়ার সার্ভিসের অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের অগ্নিনির্বাপণের কাজ করতে হয়েছে।

'শুধু প্রাণ নিয়ে বের হতে পেরেছি'

কারখানার সঙ্গে লাগোয়া যে আটতলা ভবনে আগুন লাগে, সেটির দেখভাল করেন মাহফুজা আক্তার। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিনিও এখানে থাকেন। মাহফুজা জানান, পরিবারের অন্য সদস্যরাও আগুন লাগার পর দ্রুত সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছেন। ভবনটিতে অন্তত ৪০টি পরিবারের বাস। সবাই বের হয়ে আসতে পেরেছেন বলে তিনি জানান।

এই ভবনের সপ্তম তলার বাসিন্দা নাসিমা আক্তার। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনিসহ পরিবারের ১০ জন সদস্য বসবাস করেন। ঘটনার সময় তিনি এবং তাঁর দুই শিশুসন্তান বাসায় ছিলেন। ভবনে আগুন ছড়িয়ে পড়ার পর নিচে নামতে গিয়ে দেখেন, সিঁড়িতে প্রচণ্ড ধোঁয়া। এর মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা নিচে নামেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

সড়কে মা-ছেলেসহ প্রাণহানি ৭

প্রতিদিন ডেস্ক

বগুড়ায় ট্রাকচাপায় মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া দিনাজপুর ও নওগাঁয় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এক শিশুসহ আরও পাঁচজন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর– **বগুড়া** : ধুনটে বথুয়াবাড়ি এলাকায় গতকাল সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন– রেবেকা খাতুন (২৬) ও ছেলে হুজাইফা (৪)। জানা যায়, সোমবার দুপুরে গৃহবধূ রেবেকা খাতুন ও তার **দিনাজপুর** : বীরগঞ্জে রবিবার সন্ধ্যায় ধানবোঝাই ট্রলির সঙ্গে চার্জার ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন– আফজাল হোসেনের ছেলে আবু সাঈদ (৮), আনারুল ইসলাম (৬৫) ও সুলতানা বেগম (৬০)। এদিকে ফুলবাড়ীতে বাসচাপা পড়ে আনোয়ারা বেগম (৩০) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। **নওগাঁ** : সদর উপজেলার পিরোজপুর এলাকায় রবিবার সন্ধ্যায় ট্রাকচাপায় মোতালেব (৫০) নামে এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
৪ পৌষ ১৪৩২

যুবক ও শিশুসহ ঝরল ৮ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় বৃহস্পতিবার ও আগেরদিন আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ময়মনসিংহে যুবক, ঝালকাঠিতে শিক্ষার্থী, মৌলভীবাজারে ব্যবসায়ী, ভোলায় শিশু এবং কুড়িগ্রামে বৃদ্ধ, সিলেটে দুই মোটরসাইকেল আরোহী ও সুনামগঞ্জে টমটমচালক রয়েছেন। ব্যুরো ও

দোয়ারাবাজার (সুনামগঞ্জ) : দোয়ারাবাজারে টমটম উলটে প্রাণ হারিয়েছেন চালক জুলহাস মিয়া। তিনি উপজেলার বাংলাবাজার ইউনিয়নের চৌধুরীপাড়া গ্রামের মৃত হযরত আলীর ছেলে। বুধবার রাতে উপজেলার বগুলাবাজার ইউনিয়নের যোগীপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১ পৌষ ১৪৩২, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু

ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার এসব ঘটনা ঘটে।

নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) সংবাদদাতা : দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধানবোঝাই পাওয়ার ট্রিলার উলটে চালক নাইম ইসলামের (১৮) মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার বিনোদনগর ইউনিয়নের বড় মাগুরা বালুয়ার চড়া গ্রামের কবিরুল ইসলামের ইসলামের ছেলে। সোমবার দুপুরে দাউদপুর-ভাদুরিয়া সড়কের নয়ানী জামিরা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নবাবগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ আবু মুসা বলেন, ধানবোঝাই পাওয়ার ট্রিলার নিয়ে দাউদপুর অভিমুখে আসার পথে সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাওয়ারট্রিলারটি উলটে যায়। এ সময় চালক গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। নবাবগঞ্জ থানার ওসি মিন্টু দে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দেশ রূপান্তর | বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫

সড়কে প্রাণ গেল ৫ জনের

রূপান্তর ডেস্ক

কুষ্টিয়াসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৪ জন। নিহতদের মধ্যে দুজন পুলিশ কর্মকর্তা, একজন বাসের হেলপার এবং মা-ছেলে রয়েছেন। বিস্তারিত পাঠানো খবর–

কুষ্টিয়ায় কভার্ড ভ্যানের চাপায় দুই পুলিশ কর্মকর্তা নিহত : কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের লালন শাহ সেতুর নিকট কভার্ড ভ্যানের চাপায় দুই পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। তারা হলেন পুলিশ পরিদর্শক মোজাহারুল ইসলাম (৪০) ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) কায়েজ আলী। চৌড়হাস হাইওয়ে থানার ওসি আবু ওবায়েদ জানান, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার দিকে মোটরসাইকেলে করে পাকশীর দিক থেকে ভেড়ামারা অংশের টোল প্লাজার কাছে ইউটার্ন নেওয়ার সময় পেছন থেকে আসা একটি কভার্ড ভ্যান তাদের সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তারা সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। নিহত মোজাহারুল ইসলামের বাড়ি রংপুরের পীরগাছা উপজেলায় এবং কায়েজ আলীর বাড়ি রাজশাহীর তানোর উপজেলায়। তারা দুজনই ঈশ্বরদী ডিএসবি থানায় কর্মরত ছিলেন। দুর্ঘটনার পর কভার্ড ভ্যানটি পালিয়ে গেলেও সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে শনাক্তের

পদ্মা সেতুতে বাস দুর্ঘটনায় হেলপার নিহত : পদ্মা সেতুতে দুই বাসের সংঘর্ষে তোফায়েল মিয়া (২৭) নামের এক বাসের হেলপার নিহত হয়েছেন। গত সোমবার রাত পৌনে ৩টার দিকে সেতুর ২৯ নম্বর পিলারের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত আটজন।

পুলিশ জানায়, ঢাকা থেকে কুয়াকাটাগামী 'পদ্মা স্পেশাল পরিবহন'-এর একটি বাস লেন পরিবর্তনের সময় পেছন থেকে আসা ভাঙ্গাগামী 'বসুমতী পরিবহন'-এর বাসটি ধাক্কা দেয়। এতে হেলপার তোফায়েল মিয়া গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত দুটি বাস জব্দ করা হয়েছে।

সময়ের আলো | বুধবার। ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫।

দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ সড়কে ঝরল ৭ প্রাণ

সাতক্ষীরায় মাহেন্দ্র ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন মা ও ছেলে

সময়ের আলো ডেস্ক

কুষ্টিয়া, হবিগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও সিলেটে গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় দুই পুলিশ কর্মকর্তা ও মা-ছেলেসহ ৭ জন নিহত হয়েছেন। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

কুষ্টিয়া : জেলার ভেড়ামারায় লালন শাহ সেতুর টোল প্লাজার কাছে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন–পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানায় কর্মরত উপপরিদর্শক মোজাহারুল ইসলাম (৫০) সহ-উপপরিদর্শক কয়েজ ইসলাম (৩৫)। তারা দুজনেই ডিএসবিতে কর্মরত ছিলেন।

চৌড়হাস হাইওয়ে থানার ওসি আবু ওবায়েদ জানান, দুই পুলিশ সদস্য ঈশ্বরদী থেকে কুষ্টিয়ার দিকে আসছিলেন। পথে অজ্ঞাত একটি কাভার্ড ভ্যান পেছন থেকে তাদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। মরদেহ দুটি ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

হবিগঞ্জ : বিজয় দিবসের দিনে বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে গিয়ে প্রাণ গেল শরীফ আহমদ (২০) নামে এক যুবকের। এ ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে হবিগঞ্জ-বানিয়াচং সড়কে সিএনজি অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন–সদর উপজেলার ছোটবহুলা এলাকার আব্দুল সালাম মিয়ার ছেলে ফরহাদ মিয়া এবং মালেক মিয়ার ছেলে শোয়েব মিয়া।

ফরহাদ ও শোয়েব মিয়াকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। নিহত শরীফ ও আহত শোয়েব মিয়া পেশায় টমটম চালক এবং ফরহাদ মিয়া পেশায় রংমিস্ত্রি। সদর মডেল থানার ওসি মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেছে। ময়নাতদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দেশ রূপান্তর | বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে মহান বিজয় দিবসে জাতীয় পতাকা নামাতে গিয়ে জাহিদুল ইসলাম নামে এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মহানগরীর বাসন থানাধীন নাওজোর ইসলামপুর রোড এলাকায় অবস্থিত টার্গেট ডেনিম অ্যান্ড ক্যাজুয়াল ওয়ার লি. কারখানার ভেতরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন বাসন থানার ওসি মো. হারুন-অর-রশিদ। নিহত জাহিদুল ইসলাম মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানার কর্মধা গ্রামের আজব আলীর ছেলে। তিনি বাসন থানাধীন নাওজোর বীর মুক্তিযোদ্ধা সালাউদ্দিন কবিরাজ এর বাড়ি ভাড়া থেকে ওই কারখানায় জুনিয়র নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কালের কণ্ঠ | শুক্রবার। ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫

নির্মীয়মাণ ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

ঢাকার ধামরাইয়ে নির্মীয়মাণ ১০ তলা সরকারি স্কুল ভবন থেকে পড়ে মো. শামীম হোসেন (২৪) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের (টাইলস মিস্ত্রি) মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত শামীম হোসেন টাঙ্গাইল সদর থানার গালুটিয়া গ্রামের মো. মনির মণ্ডলের ছেলে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ধামরাই পৌর শহরের ঢুলিভিটা আমিন মডেল টাউন আবাসিক এলাকায় নির্মীয়মাণ ১০ তলা ভবনের ৯ তলা থেকে পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শামীমের সহকর্মী জাহিদ হোসেন জানান, সকাল থেকেই শামীম ৯ তলায় কাজ করছিলেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে হঠাৎ বাঁশের মাচাটি ভেঙে গেলে তিনি নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে আশপাশের লোকজন দ্রুত উদ্ধার করে সাভারের গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো | বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

পাঁচ জেলায় সড়কে দুই শিশুসহ নিহত ৫

সড়ক দুর্ঘটনা

নেত্রকোনা, ভোলা, নওগাঁ, চট্টগ্রাম ও সাতক্ষীরায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত এক শিশুর বয়স ১০, অন্যটির ৫ বছর।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের পাঁচ জেলা নেত্রকোনা, ভোলা, নওগাঁ, চট্টগ্রাম ও সাতক্ষীরায় সড়কে দুই শিশুসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত থেকে গতকাল বুধবার বেলা আড়াইটার মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। *প্রথম আলোর* **প্রতিনিধিদের** পাঠানো খবরে বিস্তারিত—

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় চলন্ত লরির পেছনে ধাক্কা লেগে সাব্বির হোসেন (১০) নামের এক শিশুর প্রাণ গেছে। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার খারনৈ ইউনিয়নের বামনগাঁও গ্রামের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, সাব্বির একটি চলন্ত লরির পেছনে দৌড়ালে তার মাথা লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে সে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কলমাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিদ্দিক হোসেন বলেন, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

ভোলার সদর উপজেলার ইলিশায় গতকাল দুপুর ১২টার দিকে মালবাহী নছিমনের চাপায় মো. তাহসান (৫) নামের আরেক শিশুর প্রাণ গেছে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিশু শ্রেণির ছাত্র ছিল। পরিবার জানায়, দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে দ্রুতগামী নছিমনটি তাহসানকে চাপা দেয়।

ভোলা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. শামসুল আলম বলেন, শিশুটিকে হাসপাতালে আনার আগেই মৃত্যু হয়।

নওগাঁর মান্দায় বাস ও মোটরসাইকে... সংঘর্ষে পলাশ আলী নামের এক কারারক্ষী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নওগাঁ-রাজশাহী আঞ্চলিক মহাসড়কের ভোলাবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত পলাশ বগুড়া জেলা কারাগারে কারারক্ষী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ জানায়, তিনি মোটরসাইকেলে করে রাজশাহীর দিকে যাচ্ছিলেন। পথে নওগাঁগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

বাসটিকে শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে জানান মান্দা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আশীষ কুমার সন্যাল।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বাসের ধাক্কায় রিপন চন্দ্র নম (৩২) নামের এক রোলিং মিলশ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা দুইটার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বাঁশবাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজন জানান, রিপন মহাসড়ক পার হওয়ার সময় চট্টগ্রামমুখী একটি বাস বেপরোয়া গতিতে এসে তাঁকে ধাক্কা দেয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ওসি মো. আবদুল মোমিন বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সাতক্ষীরার কলারোয়ার মুরারিকাটি এলাকায় গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে বাসের ধাক্কায় মো. আশরাফুল ইসলাম (৪৮) নামের এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আশরাফুল নছিমনে করে গরু নিয়ে হাটে যাচ্ছিলেন। পথে ঢাকাগামী একটি বাস পেছন থেকে ধাক্কা দিলে তিনি ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
৮ পৌষ ১৪৩২

ভারতীয় ট্রাকচাপায় বাংলাদেশি যুবক নিহত

আরও তিন জেলায় সড়কে ঝরল ৪ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে ভারতীয় কয়লা বোঝাই ট্রাকচাপায় বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। এছাড়া আরও তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন। তাদের মধ্যে রংপুরের কাউনিয়ায় দুজন, হবিগঞ্জের মাধবপুরে পথচারী ও লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে অটোচালক রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ-

তাহিরপুর : নিহত সুলেমান মিয়া তাহিরপুর উপজেলার উত্তর শ্রীপুর ইউনিয়নের চারাগাঁও সীমান্ত গ্রামের মনা মিয়ার ছেলে। সোমবার তাহিরপুরের চারাগাঁও স্থল শুল্ক স্টেশনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চারাগাঁও বিওপির নিয়ন্ত্রিত কাস্টমস রোডে ভারতীয় রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান গ্রিল উইজ মারউয়িনের একটি ১২ হাজার কেজি কয়লা ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারী সুলেমানকে চাপা দেয়। এতে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেঁতলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। সবার নজর এড়িয়ে ভারতীয় ট্রাকচালক ও তার সহকারী ভারতে পালিয়ে যায়। এরপর ভারতীয় কয়লাসহ থানা পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করে। সুনামগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাকিবুল হাসান রাসেল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, থানা পুলিশ লাশ জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠাবে। আপাতত থানায় অপমৃত্যু মামলার জন্য ওসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কাউনিয়া (রংপুর) : কাউনিয়ায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই ব্যক্তি মারা গেছেন। বেইলি ব্রিজের কাছে রোববার সন্ধ্যায় রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় আবুল কালাম নামের এক পথচারী নিহত হন। তিনি উপজেলার খোর্দ্দভূতছাড়া গ্রামের মৃত নছির উদ্দিনের ছেলে। প্রায় একই সময়ে একই সড়কে জুম্মার এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত হন আলাল উদ্দিন। তিনি শিবু কুষ্ঠিরাম গ্রামের মৃত আলেপ খার ছেলে।

মাধবপুর (হবিগঞ্জ) : মাধবপুরে গাড়ির ধাক্কায় এক অজ্ঞাত পথচারী নিহত হয়েছেন। রোববার রাতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নোয়াপাড়া ইউনিয়নের বেংগাডুবা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

রামগঞ্জ (লক্ষ্মীপুর): দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত বিল্লাল হোসেন শিবপুর গ্রামের আকা খন্দকার বাড়ির বাসিন্দা। রোববার রাতে রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর ইউনিয়নের শিবপুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২২ ডিসেম্বর ২০২৫

সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শ্রমিকসহ নিহত ৬

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শ্রমিকসহ ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় উড়াল সড়কের খুঁটিতে বাসের ধাক্কায় আহত হয়েছেন ১১ জন। **চট্টগ্রাম** : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে পৃথক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু ও চারজন আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরের মধ্যে সুফিয়া রোড ও বারইয়ারহাট এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- আফিয়া খাতুন (৭০) ও কামাল উদ্দিন (৩৫)। **পাবনা** : ঈশ্বরদীতে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই শ্রমিকে নিহত হয়েছেন। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গতকাল তাঁদের মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন- ঈশ্বরদী উপজেলার রাব্বি (২৭) ও নিশান (২২)। তারা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে শ্রমিক ছিলেন। **শেরপুর** : ঝিনাইগাতীতে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে আবু বক্কর (৬০) নামে এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলের আরও তিন আরোহী আহত হয়েছেন। **রূপগঞ্জ** : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে রোমান মিয়া (৩০) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল কাঞ্চন পৌরসভার এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের নলপাথর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। **ব্রাহ্মণবাড়িয়া** : আনসার সদস্যদের বহনকারী একটি বাস দুর্ঘটনায় ১১ সদস্য আহত হয়েছেন। সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর শহরের পৈরতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বণিক বার্তা
রোববার, ডিসেম্বর ২১, ২০২৫ ■ পৌষ ৬, ১৪৩২

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পাঁচজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রাজধানীসহ দেশের পাঁচ স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

চট্টগ্রাম: জেলার মিরসরাইয়ে গাড়ির ধাক্কায় দীপন চন্দ্র নাথ (৪২) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার কমলদহ এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আরো এক পথচারী গুরুতর আহত হন। নিহত দীপন উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের মধ্যম ওয়াহেদপুর এলাকার বাসিন্দা।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৯ পৌষ ১৪৩২, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

ঈশ্বরগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ১১

পৃথক স্থানে দুই জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

ঈশ্বরগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১১ যাত্রী আহত হয়েছেন। এছাড়া পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুর প্রতিনিধি : মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ-টেংরামারী সড়কের আশরাফপুরে ডাম্পট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হলেন—মোটরসাইকেল আরোহী লিজন হোসেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন চালক রকিবুল ইসলাম। সকাল ৮টার দিকে আশরাফপুরে একটি ইটভাটার পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, চকশ্যামনগর থেকে একটি মোটরসাইকেল নিয়ে লিজন ও রকিবুল আশরাফপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। অন্য দিক থেকে আসা বালুবোঝাই একটি ডাম্পট্রাক আমদহের দিকে যাচ্ছিল। আশরাফপুর ইটভাটা কাছে পৌঁছালে অসাবধানবশত ডাম্পট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেল আরোহী লিজন মারা যান এবং চালক রকিবুল গুরুতর আহত হন। মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

মাগুরা প্রতিনিধি : মাগুরায় ইট বহনের নাটাগাড়ি উলটে এক ইটভাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম আকাশ মোল্লা (১৯)। সকাল ৯টার দিকে মাগুরা সদর উপজেলার বাকবাড়ীয় পাতুড়িয়া নামক স্থানে একটি শ্যালোমেশিনচালিত নাটাগাড়ি উলটে তার নিচে চাপা পড়ে ইটভাটা শ্রমিক আকাশ গুরুতর আহত হন। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। আকাশ মাগুরা সদর উপজেলার গাংনালিয়া গ্রামের জাকির মোল্লার ছেলে। তিনি বাগবাড়ীয়া গ্রামের একটি ইটভাটায় কাজ করতেন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার
৭ পৌষ ১৪৩২, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫

ফেরি থেকে ট্রাকসহ পাঁচ যান ধলেশ্বরীতে, তিন জনের মৃত্যু

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ধলেশ্বরী নদীতে একটি ফেরি থেকে ট্রাকসহ পাঁচটি যানবাহন নদীতে পড়ে তিন জন নিহত হয়েছেন। শনিবার রাতে ফেরিটি নদীর পূর্বপাড় থেকে পশ্চিমপাড়ে যানবাহন নিয়ে পারাপারের সময় মাঝ নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকটি যানবাহন নদীতে তলিয়ে যায়। ফায়ার সার্ভিস ও কোস্ট গার্ডের ডুবুরি দল শনিবার গভীর রাতেই নিখোঁজ তিন জনের লাশ উদ্ধার করে। তবে দুর্ঘটনায় তলিয়ে যাওয়া যানবাহনগুলো রবিবার বিকাল পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

নিহতরা হলেন প্রবাসফেরত মাসুদ রানা, ভ্যানচালক স্বাধীন এবং মোটরসাইকেল আরোহী গার্মেন্ট শ্রমিক রফিক মিয়া। রফিক মিয়াকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। অপর দুই জনের লাশ নদী থেকে উদ্ধার করা হয়।

বক্তাবলী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক রকিবুজ্জামান জানান, শনিবার রাত আনুমানিক ৯টার দিকে বক্তাবলী ঘাটের পূর্বপাড় থেকে ফেরিটি যানবাহন নিয়ে পশ্চিমপাড়ে রওনা দেয়। মাঝনদীতে পৌঁছালে একটি ট্রাক হঠাৎ সামনের দিকে চলতে শুরু করে। এ সময় ট্রাকটি সামনে থাকা দুটি ইজিবাইক, একটি ভ্যান ও একটি মোটরসাইকেলসহ নদীতে পড়ে যায়। ফেরিতে থাকা লোকজন একজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে তিনি মারা যান। পরে রাত দেড়টার দিকে কোস্ট গার্ড ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আরো দুই জনের লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

নিহত রফিক মিয়ার স্ত্রী পিংকি জানান, তিনি স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে মোটরসাইকেলে বাবার বাড়ি বক্তাবলীতে যাচ্ছিলেন। ফেরিতে ওঠার পর পেছন থেকে একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে তিনি ও দুই সন্তান ফেরির ওপর পড়ে যান। এ সময় ট্রাকটি তার স্বামীসহ আরো কয়েকটি যানবাহন নিয়ে নদীতে পড়ে যায়। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর তার স্বামী মারা যান।

নিহত প্রবাসী মাসুদ রানার মা পারভীন আক্তার বলেন, মাত্র ২৫ দিন আগে তার ছেলে সিংগাপুর থেকে দেশে ফেরেন এবং ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। শনিবার রাতে প্রশিক্ষণ শেষে ফেরিতে ওঠার কথা জানালেও কিছুক্ষণ পর দুর্ঘটনার খবর পান। পরে রাত দেড়টার দিকে নদী থেকে মাসুদের লাশ উদ্ধার করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন জানান, শনিবার গভীর রাতে নদী থেকে দুই জনের লাশ উদ্ধার করা হয় এবং এক জন হাসপাতালে মারা যান। আর কেউ নিখোঁজ না থাকায় অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ডুবে যাওয়া ট্রাকসহ অন্যান্য যানবাহন মালিকরা নিজ উদ্যোগে বেসরকারিভাবে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন বলে তিনি জানান। রবিবার বিকাল পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলেও তিনি নিশ্চিত করেন।

সমকাল
রোববার | ২১ ডিসেম্বর ২০২৫

আগারগাঁওয়ে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে প্রাণ গেল শ্রমিকের

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে আবু মুসা (২৭) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আবু মুসার সহকর্মী বাদশা মিয়া জানান, তিনি ও মুসা গতকাল সকাল থেকে আগারগাঁও পানির ট্যাঙ্কের পাশে নির্মাণাধীন একটি তিনতলা বাড়ির দ্বিতীয় তলায় কাজ করছিলেন। ভবনের বাইরের অংশে তৈরি করা বাঁশের মাচায় দাঁড়িয়ে কাজ করার সময় সেটি ভেঙে পড়ে যান মুসা। আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দিয়ার মানিকচরে।

যুগান্তর | সোমবার ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
৭ পৌষ ১৪৩২

ধলেশ্বরীতে ফেরি থেকে পড়ে নিখোঁজ ৩ জনের লাশ উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন, নারায়ণগঞ্জ ও ফতুল্লা প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় চলন্ত ফেরিতে থাকা ট্রাকের ধাক্কায় ৫টি যানবাহন ধলেশ্বরী নদীতে পড়ে নিখোঁজ তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার রাতে দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর লাশগুলো উদ্ধার করে নৌ পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও পাগলা কোস্টগার্ড। নিহতরা হলেন—প্রবাসী মাসুদ রানা, ভ্যানচালক স্বাধীন ও মোটরসাইকেল আরোহী পোশাক শ্রমিক রফিক। ফতুল্লা থেকে বক্তাবলী ঘাটে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। রোববার বিকাল ৫টা পর্যন্ত যানবাহনগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার জন্য এলাকাবাসী ফেরির অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছে। দুর্ঘটনার পর থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় বক্তাবলীগামী অর্ধশতাধিক ট্রাক পণ্য দিয়ে আটকা পড়েছে। রোববার রাতের মধ্যে ফেরি চলাচল শুরুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে ৩ জন নিহতের ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা

ধলেশ্বরীতে ফেরি থেকে পড়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ম্যাজিস্ট্রেট নঈমা ইসলামকে প্রধান করে ৯ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। রফিকের স্ত্রী পিংকি জানান, একটি ট্রাক তাদের মোটরসাইকেলের পেছনে ধাক্কা দিলে মোটরসাইকেলসহ দুই সন্তানকে নিয়ে তিনি ফেরিতে পড়ে যান। ট্রাকটি রফিককে নিয়ে পানিতে পড়ে যায়। ফেরিতে থাকা লোকজন রফিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। প্রবাসী মাসুদ রানার মা পারভিন আক্তার জানান, ২৫ দিন আগে মাসুদ রানা সিঙ্গাপুর থেকে দেশে এসেছে। সে শনিবার রাতে ড্রাইভিং শিখে বাড়ি ফিরছিল। ঘাটে এসে তার স্ত্রীকে ফোন করে জানায়—'আমি ফেরিতে উঠেছি, বাসায় আসছি।' কিছুক্ষণ পর জানতে পারি ফেরিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। নদীর তীরে এসে রাত ২টায় তার লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরেছি।

বক্তাবলী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক রকিবুজ্জামান জানান, ফেরিটি মাঝ নদীতে পৌঁছালে একটি ট্রাক চালু হয়ে ২টি ইজিবাইক রিকশা, একটি ভ্যান গাড়ি ও একটি মোটরসাইকেল নিয়ে নদীতে পড়ে যায়। মাসুদ রানা ও স্বাধীন নামে দুজনের লাশ রাত দেড়টায় পুলিশ, কোস্টগার্ড ও ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা নদী থেকে উদ্ধার করেন। রাতেই পরিবারের লোকজন লাশ নিয়ে যান। ফায়ার সার্ভিস, কোস্টগার্ড ও নৌপুলিশ যানবাহনগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করছে। মাসুদ রানার মামা মজিবুর রহমান বলেন, যে কোনো যানবাহন ফেরিতে উঠলে চাকার নিচে 'জ্যাম' দেওয়ার কথা। কিন্তু এই ফেরিতে এটি কখনোই দেওয়া হয় না। বক্তাবলী ঘাটের ওষুধ ব্যবসায়ী সাইদুর রহমান বলেন, অব্যবস্থাপনার কারণেই ঘটনাটি ঘটেছে।

সড়ক ও জনপদ বিভাগের ফেরি রক্ষণাবেক্ষণ উপ-বিভাগের সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী আলাল হোসেন প্রামাণিক জানান, জ্যাম না দেওয়ার বিষয়টিসহ অব্যবস্থাপনার অভিযোগ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেব। বিআইডব্লিউটিএর নারায়ণগঞ্জ অফিসের যুগ্ম পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান জানান, নদীতে পড়ে যাওয়া যানবাহনগুলো উদ্ধারের জন্য কাজ চলছে। কোথায় ডুবেছে, কতটা নিচে আছে সেটি আমরা নির্দিষ্ট করেছি। ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় রোববার বিকালে বক্তাবলী ঘাটে (পূর্বপাড়ে) অর্ধশতাধিক যানবাহন অপেক্ষমাণ দেখা যায়। নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক রায়হান কবির বলেন, তদন্ত কমিটি ইতোমধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং তারা আলামত সংগ্রহ করেছেন। কমিটিকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যুগান্তর | বুধবার ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৯ পৌষ ১৪৩২

হাসপাতালে স্ত্রী-সন্তান

গাংনীতে ট্রলি-বাইক সংঘর্ষে স্বামী নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ট্রলি-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে যুবক তুহিন হোসেন প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনায় তার স্ত্রী তমা খাতুন ও কন্যাশিশু তানহা গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন। মঙ্গলবার উপজেলার গাংনী-কাথুলী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। টাঙ্গাইলের সখীপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তিন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে নিহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। তাদের মধ্যে কুমিল্লায় দুই যুবক, নোয়াখালীতে জামায়াত কর্মী, জয়পুরহাটে বাইসাইকেল আরোহী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জে শ্রমিক রয়েছেন। **ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

মেহেরপুর : তুহিন গাংনী উপজেলার মাইলমারী ধর্লা গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ইলেকট্রনিক মিস্ত্রি ছিলেন। তার স্ত্রী ও কন্যাকে মেহেরপুর সদর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। এদিকে মেহেরপুর সদর উপজেলায় আশরাফপুর বাইপাস সড়কে দুর্ঘটনায় যুবক লিজন নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তার সহযোগী রকিবুল ইসলাম। মঙ্গলবার সকালে ড্রাম্প ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লিজন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মফিজুল ইসলামের ছেলে। সকালে কুয়াশার মধ্যে রাজমিস্ত্রি লিজন মোটরসাইকেলে তার সহযোগী রকিবুলকে নিয়ে টেংরামারী যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ঘটে।

গোমস্তাপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) : গোমস্তাপুরে ট্রাকে ধান বোঝাই করার সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে শ্রমিক আফতাবের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে উপজেলার পার্বতীপুর ইউনিয়নের এনায়েতপুরে রফিক অটোরাইস মিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার রহনপুর ইউনিয়নের মিরাপুর গ্রামের বাসিন্দা।

টাঙ্গাইলে দুই বাইকের সংঘর্ষে তিন শিক্ষার্থী নি...

জামায়াত ক...
স্থানে ঝরল ...

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

আগুনে পুড়েছে পোশাক শ্রমিকদের ১১ কক্ষ

শ্রীপুরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে পোশাকশ্রমিকদের ১১টি কক্ষ। উপজেলার আবদার গ্রামে গতকাল ভোরে এ ঘটনা ঘটে। শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর নুরুল করিম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। বাড়ি মালিক রফিকুল ইসলাম রবি বলেন, ভাড়াটিয়া পাবেল মিয়ার কক্ষে প্রথম আগুন লাগে। ঘটনার সময় তিনি কারখানায় ডিউটিতে ছিলেন। ঘরে ছিলেন তার স্ত্রী। টিনের ওপর দিয়ে ধোঁয়া বের হতে দেখে পাশের ঘরের লোকজন চিৎকার শুরু করে। মুহূর্তেই আগুন আরও ১০টি কক্ষে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে ঘর থেকে ছোটখাটো মালামাল বের করে নিতে সক্ষম হয়। **–শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি**

সংবাদ
বুধবার ৯ পৌষ ১৪৩২
Wednesday 24 December 2025

বাবুবাজারে বহুতল ভবনে আগুন, ১৭ জনকে নিরাপদে উদ্ধার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পুরান ঢাকার বাবুবাজারের আরমানিটোলা এলাকার একটি ১৪ তলা ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার ৪০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। একই সঙ্গে বিকল্প সিঁড়ি ব্যবহার করে ১৭ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। গতকাল ভোর ৬টা ৪০ মিনিটে আগুনের ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিটের চেষ্টায় ৭টা ৪০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং ৮টা ১০ মিনিটে আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক কাজী নজমুজ্জামান এ তথ্য জানান।

কাজী নজমুজ্জামান বলেন, ১৩ তলা ভবনের ৭ তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক স্পেস। এই ভবনের ৬ তলায় ব্যাগ তৈরি করে। সেখানে ৬টা ৪০ মিনিটে আগুন লাগে। আমরা ৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হই। যেহেতু এটা আবাসিক ভবন, সেহেতু আমরা ঝুঁকি অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে আরও ইউনিটকে আসার জন্য ম্যাসেজ দেই। কারণ ওপরে অনেকেই আটকা থাকতে পারে। আমাদের অন্য টিম দ্রুত সময়ে রেসপন্স করে এবং ঘটনাস্থলে আসার কিছুক্ষণের ভেতর আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। আগুনটা অন্য কোনো দিকে আর ছড়াতে পারেনি।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সেই ভবনে ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ছিল। আমরা আগুন নির্বাপণ করছি এবং প্রত্যেকটি তলা আমরা চেক করছি। আমরা চেক করলেই বুঝতে পারবো কেউ আটকা পড়া অবস্থায় আছে কিনা। আমরা যতটুকু চেক করেছি এখন পর্যন্ত কোনো আহত বা নিহতের তথ্য পাইনি।

তিনি বলেন, আমরা ঘটনাস্থলে এসেই প্রথমে আমাদের একটা টিম আগুন নেভানোর কাজে ছিল। আরেকটা টিম পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ১৩ তলা পর্যন্ত উঠছে এবং সবাইকে বের করে নিয়ে আসছে, কোনো সমস্যা হয়নি। আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ঘটনাস্থলে যারা ছিল তারা বলছিল শর্ট সার্কিট। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কোনো তথ্য নেই। এই বিষয়ে আমাদের একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। এই তদন্ত কমিটির মাধ্যমে আগুনের কারণ এবং ক্ষতি সম্পর্কে জানতে পারবো।

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫।

কাতারে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রবাসীর মৃত্যু

বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি ▷

কাতারে সড়ক দুর্ঘটনায় ইফতেখারুল ইসলাম রিপন (৩৪) নামের এক প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার কাতার সময় ভোর ৭টার দিকে কাতারের বরকতুল আমিন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত রিপন চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার পোপাদিয়া ইউনিয়নের আকুবদণ্ডী শরীফপাড়া এলাকার মৃত আবদুল গফুর শরীফের ছেলে। গত ১৯ মাস আগে রিপন কাতারে পাড়ি জমান। জানা যায়, সকালে নাশতা করতে বাসা থেকে বের হয়ে দোকানে যাওয়ার পথে সড়ক পারাপারের সময় দুর্ঘটনার স্বীকার হন। এ সময় একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগলে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। দ্রুত হামাদ ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১২ পৌষ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 27 December 2025

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবি: নিখোঁজ বাবা-ছেলের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, পটুয়াখালী

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলায় বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার ট্রলার ডুবে নিখোঁজের দুই দিন পর বাবা-ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল ভোরে সাগরের কাকমারা দ্বীপ এলাকার আলাদা স্থান থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয় বলে জানান রাঙ্গাবালী থানার ওসি মো. সিরাজুল ইসলাম। নিহতরা হলেন- মো. শামীম জোমাদ্দার (৪০) ও তার ১১ বছরের ছেলে সিয়াম জোমাদ্দার। তারা উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নের চরগঙ্গা বাঁধঘাট বাজার এলাকার বাসিন্দা।

ওসি সিরাজুল ইসলাম বলেন, বাবা ও ছেলের লাশের সুরতহাল করা হচ্ছে। এ বিষয়ে থানায় একটি ইউডি মামলা করা হয়েছে।

এর আগে গত বুধবার মধ্য রাতে বঙ্গোপসাগরের 'পাইপ বয়া' এলাকায় হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়ে ট্রলারটি ডুবে যায়। এ সময় ট্রলারে থাকা ছয় জেলের মধ্যে চারজনকে অন্য একটি ট্রলার উদ্ধার করলেও দুইজন নিখোঁজ ছিলেন। উদ্ধার হওয়া জেলেরা হলেন- শামীমের বাবা মো. সিদ্দিক জোমাদ্দার (৫৮), মো. শাওন (২৪), মো. রাব্বী (১৮) এবং রাশেদ (২০)।

উদ্ধার হওয়া জেলে শাওন সাংবাদিকদের বলেন, '২১ ডিসেম্বর সকাল ১০টার দিকে চরগঙ্গা বাঁধঘাট এলাকা থেকে 'এফবি সিদ্দিক' নামের একটি ট্রলার নিয়ে ছয়জন সাগরে ইলিশ ধরতে বের হই। দুই দিন পর গত বুধবার রাতে পাইপবয়া এলাকায় ট্রলার নোঙর করে সবাই ঘুমিয়ে পড়ি। গভীর রাতে সাগরে হঠাৎ ঝড় উঠলে ঢেউয়ের তাণ্ডবে ট্রলারের তলা ফেটে পানি ঢুকতে থাকে। এক পর্যায়ে ট্রলারটি উল্টে গেলে আমরা সাগরে ভাসতে থাকি। এ সময় আমরা ভাসতে ভাসতে অন্য একটি ট্রলারে আশ্রয় নেই। তবে শামীম ও সিয়ামকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫

সড়কে ঝরল দুই প্রাণ

রাজবাড়ী ও হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে মাহিন্দ্রা গাড়ির চাপায় লুৎফর মণ্ডল (৭০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার ওয়াপদা মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বালিয়াকান্দি থানার ওসি রব তালুকদার জানান, এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। এদিকে, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ-চুনারুঘাট সড়কে অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে রনি মিয়া (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। চুনারুঘাট থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫

ইটভাটায় মেশিনে আটকে শ্রমিকের মৃত্যু

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ইটভাটায় মেশিনে আটকে রায়হান উদ্দীন (১৮) নামে এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার পাইন্দং ইউনিয়নের এম এ ব্রিকস ইটভাটায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রায়হান ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার মোহাম্মদ সোহাগের ছেলে। তিনি ফটিকছড়ির রেজাউল করিমের মালিকানাধীন ইটভাটায় অটো ব্রিকস মেশিনের অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন। জানা যায়, মেশিনে মাটি দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত রায়হানের একটি পা অটো ব্রিকস মেশিনে আটকে যায়। একপর্যায়ে মেশিনটি তাকে ভিতরে টেনে নেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ফটিকছড়ি ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে। ফটিকছড়ি থানার অফিসার ইনচার্জ সেলিম উদ্দীন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। -ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫

হঠাৎ অসুস্থ পোশাক কারখানার অর্ধশতাধিক শ্রমিক

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানার অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গতকাল দুপুরে তিলারগাতি এলাকার কনসেপ্ট নিটিং লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। অসুস্থ শ্রমিকদের স্থানীয় গুটিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কারখানা সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে ওই কারখানার ৬৬ জন নারী শ্রমিক অসুস্থ হন। তাদের চিকিৎসা ও অন্যদের শারীরিক অবস্থার ভেবে দুই দিন কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। গতকাল সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেন। দুপুরে কর্তৃপক্ষ কারখানার ভিতরে মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করে। এতে অংশ নেন সব কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। মিলাদ চলাকালে হঠাৎ কয়েকটি বিভাগের শ্রমিকরা ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। কর্তৃপক্ষ তাদের হাসপাতালে নিয়ে যান। গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক (টঙ্গী জোন) আজাদ রহমান জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। শ্রমিক অসুস্থ হওয়ার কারণ কেউ বলতে পারছে না। কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ সবুর বলেন, হঠাৎ শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কী কারণে অসুস্থ হচ্ছেন এ বিষয়ে তিনি কিছুই বলতে পারছেন না।

সংবাদ
শনিবার ১২ পৌষ ১৪৩২
Saturday 27 December 2025

নরসিংদীতে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে পিকআপের চালক নিহত

জেলা বার্তা পরিবেশক , নরসিংদী

নরসিংদীর বেলাবোতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে পিকআপ ও কভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপ ভ্যানের চালক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন দুই জন। গতকাল সকালে উপজেলার খামারেরচর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানান ভৈরব হাইওয়ে থানার ওসি শাহাবুর রহমান। নিহত রুবেলের (৩০) বাড়ি বরিশালের গৌরনদী এলাকায়। আহতরা হলেন- নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার আরশাদ আলীর ছেলে শাওন (১৮) এবং কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার মজিদ মিয়ার ছেলে নূরে আলম (৩৫)।

স্থানীয়দের বরাতে পুলিশ জানায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা সিলেটগামী একটি কভার্ড ভ্যান ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের খামারের চর এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চালকের মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫,

বালিয়াকান্দিতে দুর্ঘটনায় নিহত ১

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে মাহেন্দ্র অটো সংঘর্ষে ব্যাটারিচালিত অটো উল্টে লুৎফর রহমান মণ্ডল (৬৫) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি বালিয়াকান্দি সদর ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর গ্রামের আব্দুল গনি মণ্ডলের ছেলে। এ সময় অটোচালক নারেশ শেখ (৬৫), রুহুল আমিন সরদার (৬০), আব্দুস সালাম শেখ (৫৫) আহত হয়েছেন। তাদের বালিয়াকান্দি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ৮টার সময় বালিয়াকান্দি নারুয়া সড়কের বালিয়াকান্দি পশ্চিমপাড়া গ্রামের রেজাউল ইসলামের বাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নারুয়া থেকে ফিরে আসা অজ্ঞাত মাহেন্দ্র ও নিশ্চিন্তপুর থেকে পেঁয়াজের চারাসহ চারজন অটোবাইকযোগে বালিয়াকান্দি বাজারে আসছিলেন। বালিয়াকান্দি পশ্চিমপাড়া গ্রামের রেজাউল ইসলামের বাড়ির সামনে পৌঁছালে মাহেন্দ্র ও অটোবাইকের সংঘর্ষ হয়। এতে অটোবাইকে থাকা চারজন রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে। স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে বালিয়াকান্দি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক লুৎফর রহমানকে মৃত ঘোষণা করে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

যুগান্তর

শুক্রবার ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
১১ পৌষ ১৪৩২

রায়পুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জেলের মৃত্যু

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি

রায়পুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রাকিব হোসেন নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে দক্ষিণ চরবংশী ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের চরকাছিয়া গ্রামে ওই জেলের বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহতের স্বজন আবুল মাঝি জানান, রাকিব হোসেন তার বাড়িতে মুরগির ফার্মে গরম পানি প্রস্তুত করছিলেন। এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারাত্মক আহত হন।

দেশ রূপান্তর

রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫,

জাহাজে আগুন প্রাণ গেল ঘুমন্ত কর্মীর

কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন নৌপথে পর্যটক নিয়ে চলাচলকারী 'দ্য আটলান্টিক ক্রুজ' জাহাজে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। এতে জাহাজে কর্মরত ঘুমন্ত এক কর্মী দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৬টায় কক্সবাজার শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের নুনিয়াছড়ার বিআইডব্লিউটিএ ঘাটসংলগ্ন বাঁকখালী নদীতে জাহাজটিতে আগুন লাগে। পরে দুপুর ১২টার দিকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের উপসহকারী পরিচালক ছৈয়দ মো. মোরশেদ হোসেন বলেন, নৌবাহিনীর সদস্যদের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তবে আগুনের সূত্রপাতের কারণ জানা যায়নি।

আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি নুর কামাল এবং তিনি ওই জাহাজের একজন ক্রু ছিলেন বলে নিশ্চিত করেছেন সি ক্রুজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (স্কোয়াব) সাধারণ সম্পাদক হোসাইনুল ইসলাম বাহাদুর। তিনি বলেন, প্রতিদিনের মতো সেন্টমার্টিন যেতে পর্যটক তোলার জন্য সকাল ৭টার দিকে ঘাটে আসছিল দ্য আটলান্টিক ক্রুজ জাহাজটি। হঠাৎ জাহাজের ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠছিল। অল্পকিছুক্ষণ না যেতেই আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। আগুন নেভানোর কাজ চলমান রয়েছে।

এদিকে আগুন লাগার খবর শুনে তাৎক্ষণিক পরিদর্শনে আসেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মো. আ. মান্নান।

তিনি জানান, জাহাজে আগুন লাগার কারণ জানতে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রথম আলো

শনিবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫,

লঞ্চের ধাক্কায় বাল্কহেড ডুবে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জের বুড়িগঙ্গা

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় বুড়িগঙ্গা নদীতে যাত্রীবাহী লঞ্চের ধাক্কায় অর্ধনিমজ্জিত বালুবাহী বাল্কহেডে আটকে থাকা দুই শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

এর আগে গতকাল সকাল ছয়টার দিকে ফতুল্লার ধর্মগঞ্জ ফিলিং স্টেশনের সামনে এক বেসরকারি ডকইয়ার্ডের ঘাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার চরগরবদী গ্রামের আমির হাওলাদারের ছেলে শাকিল আহমেদ (২৪) এবং ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর এলাকার মোহাম্মদ হাসান (২০)। তাঁরা দুজনই বাল্কহেডের লস্কর ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সদর উপজেলার ফতুল্লার ধর্মগঞ্জ এলাকায় মাটিবোঝাই 'কাশফা স্নেহা' বাল্কহেডটি ওই ঘাটে নোঙর করা ছিল। গতকাল সকাল ছয়টার দিকে ঢাকামুখী যাত্রীবাহী লঞ্চ 'সুন্দরবন-১৬' নদীর তীরে নোঙর করা বাল্কহেডটির পেছনের দিকে (কেবিন সাইটে) আঘাত করে। ধাক্কার তীব্রতায় বাল্কহেডটি দুমড়েমুচড়ে দ্রুত তলিয়ে যেতে শুরু করে। এ সময় বাল্কহেডের ওপর থাকা তিন শ্রমিক লাফ দিয়ে সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হন, তবে কেবিনে ঘুমিয়ে থাকা দুই শ্রমিক নিখোঁজ থাকেন। ধাক্কা দেওয়ার পর লঞ্চটি ঢাকার দিকে চলে যায়। ঘটনার পর নৌ পুলিশ, কোস্টগার্ড, ফায়ার সার্ভিস ও বিআইডব্লিউটিএর সদস্যরা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে টানা অভিযানে কেবিনের মধ্য থেকে ওই দুই শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ফতুল্লার ধর্মগঞ্জে বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চের ধাক্কায় নোঙর করা একটি মাটিভর্তি বাল্কহেড আংশিক ডুবে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ছবি : প্রথম আলো

নারায়ণগঞ্জ নৌ পুলিশের পুলিশ সুপার মো. আলমগীর হোসেন জানান, বাল্কহেডের ইঞ্জিন রুমের গ্রিল কেটে কেবিন থেকে ওই দুই শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

বিআইডব্লিউটিএ নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের সহকারী পরিচালক কামরুল হাসান জানান, লঞ্চের ধাক্কায় বাল্কহেডের ইঞ্জিনরুম দুমড়েমুচড়ে যায় এবং সেখানে ঘুমিয়ে থাকা দুই লস্কর ইঞ্জিন রুমে আটকে যান। ভেকু দিয়ে ইঞ্জিনরুমের প্রবেশপথ ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে নিখোঁজ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় নিখোঁজ দুজনের মরদেহ উদ্ধারের পর তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছেন নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম ফয়েজ উদ্দিন। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, দুর্ঘটনার জন্য দায়ী 'সুন্দরবন-১৬' লঞ্চটি আটক করা হয়েছে। দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান।

সংবাদ

রবিবার ১৩ পৌষ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
: Sunday 28 December 2025

লঞ্চের সংঘর্ষে নিভে গেল জেলে পরিবারের শেষ আশা

প্রতিনিধি, চরফ্যাসন (ভোলা)

হতদরিদ্র জেলে মো. হানিফ মাঝি (৪২) সারাজীবন নদীর ঢেউ আর জালের সঙ্গে লড়াই করে সংসার চালিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসুস্থ স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিতে গিয়ে লঞ্চ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তিনি। নিহত হানিফ মাঝি ভোলার চরফ্যাসন উপজেলার আহাম্মদপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ফরিদাবাদ গ্রামের বাসিন্দা এবং মো. গেদু শনির ছেলে। তার মৃত্যু কেবল একটি দুর্ঘটনা নয়; এটি একটি অসহায় জেলে পরিবারের স্বপ্নভাঙার করুণ অধ্যায়।

গতকাল শনিবার সকালে ফরিদাবাদ গ্রামে গিয়ে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হানিফ মাঝি চার সন্তানের জনক। মাছ ধরে যা আয় হতো, তা নিয়েই চলত তার সংসার। সম্প্রতি তার স্ত্রী রহিমা বেগম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয় চিকিৎসায় কোনো উন্নতি না হওয়ায় ধারদেনা করে তাকে ঢাকায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন হানিফ। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিকেলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চরফ্যাসনের ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট থেকে এম.ভি. জাকির সম্রাট-৩ লঞ্চে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু রাত আনুমানিক ২টার দিকে তার সন্তানরা খবর পায় তাদের বাবা আর নেই।

প্রত্যক্ষদর্শী ও যাত্রীদের ভাষ্য অনুযায়ী, ঘন কুয়াশার কারণে ঢাকা থেকে বরিশালগামী এম.ভি. অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চ চাঁদপুর সদর উপজেলার হরিণা এলাকায় মেঘনা নদীতে জাকির সম্রাট-৩ লঞ্চকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে জাকির সম্রাট-৩ লঞ্চটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষের পর অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চটি ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পরবর্তীতে ভাসমান অবস্থায় থাকা জাকির সম্রাট-৩ লঞ্চ থেকে হানিফ মাঝিসহ একাধিক যাত্রীকে এম.ভি. কর্ণফুলী-৯ লঞ্চ উদ্ধার করে। ঢাকা সদরঘাটে নেওয়ার পথে গুরুতর আহত অবস্থায় হানিফ মাঝির মৃত্যু হয়। খবরটি গ্রামে পৌঁছালে ফরিদাবাদজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। নিহতের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তার মেয়ে আকলিমা ও ছেলে শামিম কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। তারা বলেন,"আমাদের মা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। বাবাই ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। চিকিৎসার আশায় ঢাকায় যাচ্ছিলেন। এখন আমরা নিঃস্ব।"

নিহতের ভাই আক্তার বলেন,"চিকিৎসার আশায় যাত্রা করা মানুষটি শেষ পর্যন্ত লাশ হয়ে ফিরলেন। এটি শুধু দুটি লঞ্চের সংঘর্ষ নয়, এটি একটি গরিব জেলে পরিবারের জীবনের সঙ্গে নিয়তির ভয়াবহ সংঘর্ষ।"

তিনি নিহতের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ও দোষীদের বিচারের দাবি জানান। দুলারহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন,"দুর্ঘটনায় আহাম্মদপুর ইউনিয়নের হানিফ নামে একজন নিহত হওয়ার খবর পেয়েছি। পরিবারের সার্বিক খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।"

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

সমকাল রোববার। ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

সেন্টমার্টিনগামী জাহাজে আগুন কর্মচারীর মরদেহ উদ্ধার

■ কক্সবাজার প্রতিনিধি

- বেঁচে গেলেন ১৯৪ পর্যটক
- ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

কক্সবাজার শহরের নুনিয়াছড়ায় বাঁকখালী নদীতে 'দ্য আটলান্টিক ক্রুজ' নামে সেন্টমার্টিনগামী একটি জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার সকাল ৭টার দিকে শহরের বিআইডব্লিউটিএ ঘাট সংলগ্ন বাঁকখালী নদীতে যাত্রী পরিবহনের জন্য ঘাটে নোঙর করার সময় জাহাজটি হঠাৎ আগুন লেগে যায়। ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট, বিআইডব্লিউটিএ, কোস্টগার্ডসহ প্রশাসনের স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রচেষ্টায় বেলা ১১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডের পর জাহাজটিতে থাকা নুর কামাল নামে এক কর্মচারীর পুড়ে যাওয়া মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে রক্ষা পেয়েছেন ঘাটে অপেক্ষারত ১৯৪ জন পর্যটক। সংশ্লিষ্টরা জানান, অগ্নিকাণ্ডের সময় জাহাজের একটি কক্ষে নুর কামাল ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন।

কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মুহাম্মদ মোরশেদ হোসেন বলেন, জাহাজের এক কর্মচারীর ভস্মীভূত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আগুন লাগার কারণ এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

জাহাজ মালিকদের সংগঠন সি ক্রুজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হোসাইন ইসলাম বাহাদুর বলেন, ১৯৪ জন পর্যটক নিয়ে সকালে দ্য আটলান্টিক ক্রুজ জাহাজটির সেন্টমার্টিন যাওয়ার কথা ছিল। পর্যটকরা ঘাটে অপেক্ষা করছিলেন। যাত্রীদের একটি অংশকে অন্য জাহাজে করে ধারণক্ষমতা অনুপাতে সেন্টমার্টিনে পাঠানো হয়েছে। বাকিরা আগামীকাল যাবেন।

দ্য আটলান্টিক ক্রুজের মাস্টার হেমায়েত উদ্দিন বলেন, প্রতিদিনের মতো সেন্টমার্টিন যেতে পর্যটক তোলার জন্য সকাল ৭টার দিকে ঘাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল জাহাজটি। হঠাৎ এর ভেতর থেকে ধোঁয়া দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় আগুন লেলিহান শিখা। এ সময় জাহাজে আমিসহ ২১ জন কর্মচারী ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিয়ে আমরা যে যেভাবে পেরেছি আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছি। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন আসার পর তারা আমাদের উদ্ধার করে। এ সময় জানতে পারি আমাদের একজন কর্মী নিখোঁজ রয়েছেন। বিষয়টি ফায়ার সার্ভিসের লোকজনকে জানালে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর কর্মচারী নুর কামালের মরদেহ উদ্ধার করে।

তিনতলা জাহাজটির নিচতলায় ইঞ্জিনের শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা হেমায়েত উদ্দিনের। তিনি বলেন, আগুনে জাহাজের সিট, পুরো বডি, যন্ত্রপাতিসহ প্রায় সব জিনিসপত্র পুড়ে গেছে।

ঘটনাস্থলে থাকা পরিবেশ অধিদপ্তর কক্সবাজার কার্যালয়ের উপপরিচালক খন্দকার মাহমুদ পাশা বলেন, সেন্টমার্টিনের উদ্দেশে যাত্রার মাত্র ১৫ মিনিট আগে জাহাজটিতে আগুন লেগেছে। এই দুর্ঘটনা আর কিছুক্ষণ পরে ঘটলে ভয়াবহ বিপদ হতে পারত।

এদিকে দ্য আটলান্টিক ক্রুজে আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। অগ্নিকাণ্ডের খবর শুনে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এ তথ্য জানান কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান। তিনি বলেন, যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি অন্য কোনো কারণে আগুন লেগেছে, তা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর জানা যাবে।

বিআইডব্লিউটিএ সূত্র জানায়, দ্য আটলান্টিক ক্রুজের মালিক চৌধুরী গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড নামে ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠান। জাহাজটির যাত্রী ধারণক্ষমতা ৩০০ জন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে ১০ ডিসেম্বর সেন্টমার্টিন-কক্সবাজার নৌপথে চলাচলের জন্য জাহাজটি অনুমতি পায়।

সময়ের আলো রোববার। ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫।

একই পরিবারের তিনজনসহ সড়কে নিহত ৬

● সময়ের আলো ডেস্ক

তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিনজনসহ মোট ছয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন দৈনিক সময়ের আলোর প্রতিনিধিরা।

ফরিদপুর : ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের তিনজন নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন দুজন। শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ভাঙ্গা-খুলনা মহাসড়কের মুনসুরাবাদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি হেলাল উদ্দিন জানান, দুর্ঘটনার পর কিছু সময় মহাসড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হলেও পরবর্তীতে স্বাভাবিক হয়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার রহমতুল্লাহর মেয়ে রুকাইয়া আক্তার নীলা (৩২), ছেলে সাকিবুর রহমান নিশান (২৭) এবং রুকাইয়ার স্বামী মিজানুর রহমান (৪০)। স্ট্রোকে আক্রান্ত মিজানুরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় যাচ্ছিলেন স্ত্রী এবং শ্যালক। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অ্যাম্বুলেন্সের চালক কৃষ্ণ দাস (৫৫)।

দিনাজপুর : দিনাজপুরে বাস ও ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে ট্রাক্টরচালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার বিরাহিমপুর গুচ্ছগ্রাম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাক্টরচালক জুহিন (২৩) উপজেলার দক্ষিণ দেবীপুর এলাকার বাসিন্দা। তবে অন্যজনের পরিচয় জানা যায়নি। ঘোড়াঘাট থানার ওসি শহিদুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার পরপরই মোল্লা পরিবহনের চালক বাস রেখে পালিয়ে যায়। বাস ও ট্রাক্টর জব্দ করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী মোল্লা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ট্রাক্টরটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই ট্রাক্টরচালকের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অন্য একজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ঘোড়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকেও মৃত ঘোষণা করেন।

ঘাটাইলে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া বাস ● সময়ের আলো

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় ছেলের অটোরিকশা থেকে পড়ে ট্রাকচাপায় মাসুমা বেগম (৪০) নামে এক নারীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত মাসুমা বেগম উপজেলার বায়েক ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের কবির হোসেনের স্ত্রী। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে কসবা উপজেলার কসবা পশ্চিম ইউনিয়নের আকছিনা গ্রামের কসবা-নয়নপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কসবা থানার ওসি নাজনীন সুলতানা বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনার পরপরই ট্রাকটি পালিয়ে যায়। কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক অনিক ইসলাম জানান, নিহতের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগে বুধবার রাতে জরুরি প্রয়োজনে ওষুধ কিনতে ছেলের অটোরিকশায় কসবা বাজারে যাচ্ছিলেন মাসুমা বেগম। পথে আকছিনা এলাকায় পৌঁছলে পেছন থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্রাক অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশা থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকের নিচে চাপা পড়েন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২২ জন আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে উপজেলার মহাসড়কে হরিপুর নামক স্থানে বিনিময় পরিবহন ও প্রান্তিক পরিবহনের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবু সাঈদ এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জাহিদুর রহমান। দুর্ঘটনার কারণে কিছু সময়ের জন্য মহাসড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হলেও পুলিশের তৎপরতায় পরবর্তীতে স্বাভাবিক হয়। পুলিশ জানায়, জামালপুর থেকে ছেড়ে আসা ঢাকা অভিমুখী দ্রুতগামী বিনিময় পরিবহনের একটি বাস হরিপুর নামক স্থানে এলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠায়। আহতদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এর মধ্যে ১১ জনকে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং একজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর | শনিবার ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫
১২ পৌষ ১৪৩২

ট্রাকচাপায় প্রাইভেটকার আরোহী মা-মেয়ে নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে ট্রাকচাপায় প্রাইভেটকার আরোহী মা-মেয়ে নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় মির্জাপুরের গোড়াই এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় সাত স্থানে আরও আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে পটুয়াখালীতে শিশুসহ দুজন, চাঁদপুরে শ্রমিক, কুড়িগ্রাম ও হবিগঞ্জে দুই যুবক, কুমিল্লায় বৃদ্ধ এবং বগুড়ায় ভূমি অফিসের সহকারী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) : হাজীগঞ্জে ট্রাকচাপায় শ্রমিক সাইফুল ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার বড়কুল পূর্ব ইউনিয়নের নোয়াদ্দা এলাকার বালু মহালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি শাহরাস্তি উপজেলার টামটা দক্ষিণ ইউনিয়নের ধোপল্লা গ্রামের আবু সুফিয়ান মিয়াজীর ছেলে।

বণিক বার্তা | সোমবার, ডিসেম্বর ২৯, ২০২৫

রাজধানীর উত্তরায় ট্রেনের ধাক্কায় দুই পোশাক কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রাজধানীর উত্তরা হাউজ বিল্ডিং এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় নাজমুল ইসলাম (৩৪) ও অন্তরা (২২) নামে দুই পোশাক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাতে কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হন তারা।

নিহত নাজমুল ইসলাম নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম অনন্তপুর গ্রামের নূরনবীর ছেলে। তিনি গাজীপুরের টঙ্গী এলাকায় থাকতেন এবং তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে কোয়ালিটি সুপারভাইজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নিহত অন্তরা একই প্রতিষ্ঠানের কর্মী, তার গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা জেলায়।

ঢাকা রেলওয়ে থানার বিমানবন্দর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আব্দুর রাজ্জাক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শনিবার রাতে কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে তারা রেললাইন দিয়ে হাঁটছিলেন। এ সময় পেছন থেকে আসা কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেন তাদের ধাক্কা দেয়। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে নাজমুলের অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে রাত ১২টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্তরাও চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

আগুনে পুড়ে কিশোরের মৃত্যু, ছাই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান

চাঁদপুর প্রতিনিধি

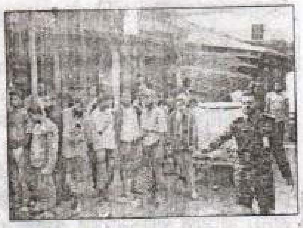

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে আগুনে পুড়ে সাব্বির হোসেন (১৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। পুড়ে ছাই হয়েছে ছয়টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। উপজেলার সুবিদপুর পশ্চিম ইউনিয়নের সাহার বাজারে গতকাল ভোরে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। নিহত সাব্বির হোসেন ওই বাজারের জয়নাল ভ্যারাইটিজ স্টোরে শ্রমিকের কাজ করতেন। তিনি পাশের শালদাহ গ্রামের আরিফুর রহমানের ছেলে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- জয়নাল ভ্যারাইটিজ স্টোর, ইমাম হোসেনের ফার্মেসি, নজরুলের পোল্ট্রি খাদ্যের দোকান, জহির হোসেনের ওয়ার্কশপ, রুবেলের সাইকেল গ্যারেজ ও টেলু গাজীর ফার্নিচারের দোকান। বাজারের ব্যবসায়ী মহসিন বেপারী জানান, সকালে সাব্বির হোসেন জয়নাল ভ্যারাইটিজ স্টোরে কাজ করতে আসেন। এ সময় দোকানের সামনের অংশে হঠাৎ আগুন লাগে।

ফরিদগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ইনচার্জ কামরুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে প্রায় ৫০ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের উৎস ধারণা তাদের।

ফরিদগঞ্জ থানার ওসি হেলাল উদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থল থেকে সাব্বির হোসেন নামে একজনের লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫
১২ পৌষ ১৪৩২

বাঁশখালীতে হাতির আক্রমণে প্রাণ গেল কৃষকের

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

বাঁশখালীতে কৃষি জমিতে কাজ করতে যাওয়ার পথে বন্যহাতির আক্রমণে মো. কামাল উদ্দিন (৪৪) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে উপজেলার শীলকূপ ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পাহাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মো. কামাল উদ্দিন উপজেলার চাম্বল ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আসহাব মিয়ার ছেলে। জলদি অভয়ারণ্য রেঞ্জ কর্মকর্তা আনিসুজ্জামান শেখ জানান, শুক্রবার কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে কৃষিকাজে যাওয়ার সময় লোকালয়ে ঢুকে পড়া একটি বন্যহাতি তাকে আক্রমণ করে। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৩ পৌষ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 28 December 2025

মহেশপুর নিয়ন্ত্রণ হারানো প্রাইভেট কারে চায়ের দোকান চূর্ণ, নিহত ১

প্রতিনিধি, মহেশপুর (ঝিনাইদহ)

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় চায়ের দোকানদার ইব্রাহিম হোসেন (৫০) নিহত হয়েছেন এবং আরও তিনজন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

গত শুক্রবার রাত আনুমানিক ৮টার দিকে ফতেপুর ইউনিয়নের শিশুতলা বাজার এলাকায় কালীগঞ্জ জীবননগর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দর্শনা থেকে মহেশপুরগামী একটি সাদা রঙের প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা ইব্রাহিম হোসেনের চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। এতে দোকানটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে এবং দোকানে অবস্থানরত ইব্রাহিমসহ চারজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে দোকানদার ইব্রাহিম হোসেন মৃত্যুবরণ করেন। আহতদের মধ্যে বাবলু মন্ডল, শহিদুল ইসলাম খুদে ও নাসির উদ্দিনকে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কোটচাঁদপুর ও যশোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত ইব্রাহিম হোসেন ফতেপুর ইউপির রাখালভোগা গ্রামের মৃত আলিম মন্ডলের ছেলে।

যুগান্তর | রোববার ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
১৩ পৌষ ১৪৩২

ভাঙ্গায় ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্স সংঘর্ষে ভাই-বোনসহ নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষে ভাই-বোনসহ ৩ জন নিহত হয়েছেন। আরও চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন কৃষক দলের নেতাসহ ৫ জন। তাদের মধ্যে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে দুজন, বরগুনার পাথরঘাটায় কৃষক দলের নেতা, রাঙামাটিতে নারী এবং রংপুরের কাউনিয়ায় অটোচালক রয়েছেন। এছাড়া টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে দুই বাসের সংঘর্ষে ২২ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠনো সংবাদ—

পাথরঘাটা প্রতিনিধি গোলাম মোস্তফা চৌধুরীর ছেলে। শনিবার পাথরঘাটা-বরিশাল আঞ্চলিক সড়কের কালমেঘা ইউনিয়নে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দিনাজপুর : যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্রাক্টরের সংঘর্ষে নিহতরা হলেন ঘোড়াঘাটি উপজেলার দক্ষিণ দেবীপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে ট্রাক্টরচালক জুয়েল। অপর ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি। শনিবার দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ঘোড়াঘাট উপজেলার বিরাহিমপুর গুচ্ছগ্রাম এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ইত্তেফাক
রবিবার
১৩ পৌষ ১৪৩২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

সাত জেলায় আট সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু, আহত ৩২

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

দেশের সাত জেলায় আটটি সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু, নারী ও একই পরিবারের তিন জনসহ প্রাণ হারিয়েছেন ১১ জন। আহত হয়েছেন আরো ৩২ জন। গত শুক্রবার রাত থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে।

রংপুর থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানিয়েছেন, যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় জামিরুল ইসলাম নামে এক অটোচালকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। গতকাল শনিবার দুপুরে কাউনিয়া উপজেলার বেইলি ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অটোচালক জামিরুল ইসলাম উপজেলার শহীদবাগ ইউনিয়নের ভূতছাড়া গ্রামের মহির উদ্দিনের ছেলে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন, কাউনিয়া থানার ওসি নাজমুল হক। ওসি নাজমুল হক জানান, ঘাতক বাসটি আটক করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

আমাদের ঘাটাইল সংবাদদাতা জানিয়েছেন, উপজেলার জামুরিয়া ইউনিয়নের ঢাকা-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কের হরিপুর নামকস্থানে বিনিময় এবং প্রান্তিক পরিবহনের দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২২ জন আহত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত অবস্থায় ১১ জনকে টাঙ্গাইল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। গুরুতর আহত একজনকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

যুগান্তর
বুধবার ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
১৬ পৌষ ১৪৩২

জাফলংয়ে বালুচাপায় শ্রমিকের মৃত্যু

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি

গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলংয়ে নদীর পাড় থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় পাড় ধসে এক বালু শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ভোর আনুমানিক ৬টার দিকে জাফলং চা-বাগান সংলগ্ন নদীর পাড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাচ্চু মিয়া (৫০) গোয়াইনঘাটের নয়াবস্তি গ্রামের মৃত হাবিব মিয়ার ছেলে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, একদল শ্রমিক নদীর তীর থেকে বালু উত্তোলনের কাজ করছিল। এ সময় হঠাৎ করে বালুর একটি বড় অংশ ধসে পড়ে শ্রমিকদের ওপর। অন্য শ্রমিকরা দ্রুত সরে যেতে পারলেও বাচ্চু মিয়া বালুর নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গোয়াইনঘাট থানার ওসি মনিরুজ্জামান জানান, বালু উত্তোলনের সময় পাড় ধসে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
১৫ পৌষ ১৪৩২

পুলিশ সদস্যসহ সড়কে ঝরল ৯ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে এক পুলিশ সদস্যসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জন নিহত হয়েছেন। সোমবারের এসব দুর্ঘটনায় বগুড়ার আদমদীঘিতে ভটভটি চালকসহ দুজন, গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে এক পুলিশ সদস্য, মৌলভীবাজারের জুড়ীতে এক নারী, ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে দুই কিশোর, ভালুকায় শ্রমিক, ফুলপুরে ব্যবসায়ী ও নওগাঁর মহাদেবপুরে এক ব্যক্তি নিহত হন। ব্যুরো ও সংবাদদাতাদের খবরে বিস্তারিত:

বগুড়া : আদমদীঘির বোয়ালিয়া এলাকায় বগুড়া-নওগাঁ সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় ভটভটি উলটে চালকসহ দু'জন নিহত হন। নিহতরা হলেন-নওগাঁর রানীনগরের আমগ্রামের লালু প্রামাণিকের ছেলে মাছ ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম (৫০) ও ভটভটি চালক একই উপজেলার খানপুর গ্রামের তাহের উদ্দিনের ছেলে চঞ্চল হোসেন (৪৫)। আদমদীঘি থানার ওসি আতাউর রহমান জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে দু'জনের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় সড়ক পরিবহণ আইনে মামলা হয়েছে। ট্রাক ও এর চালককে শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : ভরাডোবা-ঘাটাইল সড়কের উপজেলার নারাঙ্গী হাইজ্যাক মোড়ে শ্রমিকবাহী বাস উলটে একজন নিহত ও অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। ত্রিশালের কানাবাহাইল থেকে ছেড়ে আসা শ্রমিকবাহী বাসটি ভরাডোবা-ঘাটাইল সড়কের নারাঙ্গী হাইজ্যাক মোড়ে আসার পর চাকা পাংচার হয়ে উলটে যায়। এতে শ্রমিক সুমন মিয়া (২৫)সহ অন্তত ২১ জন আহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সুমনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নেওয়ার পর তিনি মারা যান। নিহত সুমন ভালুকার উথুরা গ্রামের শওকত আলীর ছেলে।

যুগান্তর
সোমবার ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
১৪ পৌষ ১৪৩২

বোরহানউদ্দিনে ট্রাক-অটো সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে নারীসহ তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। পৃথক স্থানে দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৭ জন। রোববার দুপুরে উপজেলার ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কের বড় মানিকা বাজারসংলগ্ন ইধারা মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় ছয় স্থানে নিহত হয়েছেন আরও ৭ জন। তাদের মধ্যে বগুড়ায় ব্যবসায়ী, কুমিল্লায় পৃথক স্থানে আরোহীসহ ৩ জন, চট্টগ্রামে যুবদল নেতা, খুলনায় যুবক এবং ময়মনসিংহের গফরগাঁয়ে তরুণ রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুমিল্লা : চৌদ্দগ্রামে দুই লরির সংঘর্ষে চালক আব্দুল জব্বার ও হেলপার শাকিল নিহত হয়েছেন। রোববার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপজেলা ঘোলপাশা ইউনিয়নের বাবুর্চি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। লরিচালক জব্বার নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ থানার চরকমল গ্রামের আবুল বাশারের ছেলে এবং হেলপার শাকিল চরজব্বার থানার চর মহিউদ্দিন গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে। এদিকে ড্রামট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী আক্তার হোসেন নিহত হয়েছেন। রোববার কুমিল্লা-সালদা সড়কের বুড়িচং উপজেলার পাচওরা সিন্দুরী চৌমুহনী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি বাকশীমূল ইউনিয়নের ছিনাইয়া গ্রামের সোনা মিয়ার ছেলে। অন্যদিকে নাঙ্গলকোট উপজেলার দৌলখাঁড় ইউনিয়নের ভবানীপুর মুরগাঁও সড়কের অশ্বদিয়া ব্রিজের সামনে বেপরোয়া গতির ট্রাক্টরচাপায় আব্দুল ওয়াদুদ নামে এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। ওয়াদুদ উপজেলার বটতলী ইউনিয়নের নারায়ণবাতুয়া গ্রামের আব্দুল লতিফ ভূঁইয়ার ছেলে। ওয়াদুদ রোববার সন্ধ্যায় মান্দ্রা বাজার থেকে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, এ সময় ভবানীপুর-মুরগাঁও সড়কের অশ্বদিয়া ব্রিজের সামনে এলে অবৈধভাবে মাটি বহনকারী ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর ২০২৫,

নিরাপত্তাকর্মীকে শ্বাসরোধে হত্যা

গাজীপুরের পুবাইলে গত রোববার রাতে মীর আলতাব হোসেন (৬৫) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। প্রতিনিধি, গাজীপুর

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার । ২ ডিসেম্বর ২০২৫ । ১৭

নারায়ণগঞ্জে বাউল শিল্পীর স্বামীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার

৬ জেলায় ৫ খুন, ২ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

নারায়ণগঞ্জে এক বাউলশিল্পীর স্বামীর ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া গেছে। রাজধানীর জুরাইনে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সিলেটে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে এক তরুণকে। গাজীপুরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক নৈশ প্রহরী, আর খুলনায় আমবাগানে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

এ ছাড়া রাজধানীতে ভাড়া বাসা থেকে নার্সের ঝুলন্ত মরদেহ এবং কুমিল্লায় গাড়ির ভেতর চালকের লাশ পাওয়া গেছে।

কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

নারায়ণগঞ্জ : ফতুল্লার নরসিংহপুর এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে থেকে গতকাল সোমবার সকালে সুমন খলিফা (৩৫) নামের এক যুবকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি স্থানীয় বাউলশিল্পী সোনিয়া সরকারের স্বামী। ধারণা করা হচ্ছে, অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করে ফেলে গেছে।

নিহত সুমন খলিফার বাড়ি বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায়। স্ত্রীকে নিয়ে

দেবীদ্বার (কুমিল্লা) : কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের ভিড়াল্লা বাসস্ট্যান্ডের মসজিদের সামনে গতকাল ভোরে এক পিকআপ ভ্যানচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত মহসীন গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার ভিটিপাড়া গ্রামের আব্দুল হাইয়ের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ভোরে নামাজ শেষে মুসল্লিরা বের হয়ে দেখেন, মসজিদের পাশে পার্কিং লাইট জ্বালানো অবস্থায় পিকআপটি দাঁড়িয়ে আছে। জানালা দিয়ে দেখতে পান, চালক স্টিয়ারিংয়ের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছেন। গাড়িটি একটু সরিয়ে রাখতে ডাকাডাকি করলেও তিনি সাড়া দেননি। পরে ৯৯৯-এ ফোন করলে পুলিশ এসে তাঁর লাশ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে দেবীদ্বার-ব্রাহ্মণপাড়া সার্কেলের সিনিয়র এএসপি মো. শাহীন বলেন, 'নিহতের সঙ্গে থাকা মানিব্যাগ, কাগজপত্র, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য জিনিস অক্ষত পাওয়া গেছে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ১ ডিসেম্বর ২০২৫

টঙ্গীতে পায়ুপথে কম্প্রেসারের হাওয়া, শ্রমিকের মৃত্যু

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

টঙ্গী বিসিক হক ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কারখানায় দুষ্টুমি করার সময় পায়ুপথে কম্প্রেসারের হাওয়া ঢুকে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে ঐ শ্রমিক মারা যান। নিহতের নাম গোলাম রাব্বী (১৮)। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রবিন মিয়া (১৮) নামের এক তরুণকে গ্রেফতার করেছে টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশ। কারখানার ম্যানেজার নুরুন্নবী তালুকদার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

নিহত গোলাম রাব্বী ঢাকা উত্তরার তুরাগ থানার গুরগুল্লার মোড় এলাকার মামুন মিয়ার ছেলে। গ্রেফতারকৃত রবিন মিয়া নেত্রকোনা জেলার বরকপন গ্রামের সবুজ মিয়ার ছেলে। তারা টঙ্গী বিসিকের হক ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের শ্রমিক। এ ঘটনায় নিহতের পিতা বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

পুলিশ জানায়, কারখানা চলমান অবস্থায় আসামি রবিন এয়ার কম্প্রেসার দিয়ে বাতাস দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত সহকর্মী রাব্বীর প্যান্ট ভেদ করে বাতাস পায়ুপথের ভেতরে প্রবেশ করে। এতে রাব্বী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল রিপোর্টের পর ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি ওয়াহিদুজ্জামান আরো বলেন, ঘটনায় অভিযুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১ ডিসেম্বর ২০২৫

পুকুর পাহারাদারকে চোখ উপড়ে হত্যা

■ শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) সংবাদদাতা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে তোজাম্মেল হক (৬৫) নামে এক পুকুর পাহাড়াদারের চোখ উপড়ে ফেলার পর হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নিহত ব্যক্তি উপজেলার শাহাবাজপুর ইউনিয়নের পারদিলালপুর গ্রামের মৃত জোনাব আলীর ছেলে। শনিবার গভীর রাতে উপজেলার শাহাবাজপর ইউনিয়নের মুসলিমপুর গ্রামে পুকুর পাড়ে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের ছেলে নফিউল্লাহ বলেন, 'মুসলিমপুর গ্রামের পাশে বেলাল উদ্দিনের নুইন্যা পুকুর পাহারা দিতেন তার বাবা তোজাম্মেল হক। রাতে কে কারা চোখ উপড়ে তাকে হত্যা করেছে। ভোরে এক ব্যক্তির ফোনের মাধ্যমে জানতে পেরে ঘটনাস্থলে এসে বাবাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। নিহতের স্ত্রী নিলুফা বেগম তার স্বামীর হত্যাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পুলিশ সুপার গৌতম কুমার বিশ্বাস বলেন, নিহতের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। উপড়ে ফেলা হয়েছে বাঁ চোখ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। জড়িতদের শিগ্গির গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হবে।'

প্রথম আলো
বুধবার, ৩ ডিসেম্বর ২০২৫,

তরুণকে কুপিয়ে হত্যা

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে রকি (২৫) নামের মুদিদোকানের এক কর্মচারী নিহত হয়েছেন। গত সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে বড়গ্রাম মাতব্বর বাজার এলাকায় হারিকেন ফ্যাক্টরির সামনে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান রকির স্বজনেরা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্র জানায়, নিহত রকি মাদারীপুর সদর উপজেলার দুধখালী গ্রামের রিকশাচালক আবু সাঈদের ছেলে। ছোটবেলা থেকেই তিনি মামার বাড়ি কামরাঙ্গীরচর বড়গ্রামে থাকতেন। কেরানীগঞ্জের একটি মুদিদোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন তিনি। গতকাল গভীর রাতে রাস্তার পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১ ডিসেম্বর ২০২৫

চাচা-ভাতিজাকে কুপিয়ে ছিনতাই

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায় চালক ও তার চাচাকে কুপিয়ে জখম করে ইজিবাইক ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল ভোররাতে উপজেলার খাগড়বাড়িয়ায় এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত চালক হাদিয়ার খান (৩০) ও তার চাচা বাদল খান (৬০) গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কাশিয়ানী থানার ওসি কামাল হোসেন বলেন, বিষয়টি জানতে পেরেছি। ইজিবাইক উদ্ধারসহ দোষীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। থানায় লিখিত অভিযোগ পাইনি। –গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ৩ ডিসেম্বর ২০২৫

শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ভোলা প্রতিনিধি ▷

ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলায় মো. সেলিম (৪৫) নামের এক শ্রমিককে রাতের আঁধারে বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে রাতভর পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ১৫ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতপরিচয় ছয়-সাতজনকে আসামি করে তজুমদ্দিন থানায় হত্যা মামলা করা হয়েছে। গত সোমবার রাতে নিহতের ভাই ইব্রাহীম এ মামলা করেন। এর আগে রবিবার বিকেলে ভোলা ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেলিমের মৃত্যু হয়। পূর্বশত্রুতার জেরে তাঁকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ করেছে নিহতের পরিবার। ময়নাতদন্ত শেষে সোমবার বিকেলে তাঁকে দাফন করা হয়। নিহত সেলিম চাঁদপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষের হাওলা গ্রামের মনতাজের ছেলে। তবে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে তজুমদ্দিন থানার ওসি মহব্বত খান বলেছেন, আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

WEDNESDAY DECEMBER 3, 2025
AGRAHAYAN 18, 1432 BS
The Daily Star

2 found dead in Ctg

STAFF CORRESPONDENT, *Chattogram*

Two persons were found dead in separate incidents in Fatikchhari and Boalkhali upazilas of Chattogram yesterday.

In Fatikchhari, Md Sohel Mia, 17, an auto-rickshaw driver, was found dead in the morning with his hands and throat tied to a tree in Madina Tila area under ward-3 of Nazirhat Municipality. Sohel hailed from Lalmonirhat.

On information, police went to the spot and recovered the body, said Joutish Chandra Deb, in-charge of Udalia Police Beat. "Legal steps are underway in this connection," he added.

In Boalkhali, Farhad Hossain Raju, 30, a microbus driver, was found dead in his residence in Sreepur-Kharandwip union.

Lutfur Rahman, officer-in-charge of Boalkhali Police Station, said Raju's family members found him hanging from the ceiling of his room around midnight, and informed police. Police later recovered the body in the morning and sent it to Chattogram Medical College morgue for autopsy, the OC said.

An unnatural death case has been filed in this connection.

দৈনিক ইত্তেফাক
৩ ডিসেম্বর ২০২৫

চুয়াডাঙ্গায় যুবককে গলা কেটে হত্যা

■ চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বেলগাছিতে সোহেল (২৫) নামে এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার ভোরের দিকে বেলগাছি গ্রামের খরার মাঠে তার গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। নিহত সোহেল বেলগাছি গ্রামের বকচরপাড়ার আসাবুল হকের ছেলে। তিনি কৃষিকাজ করতেন।

একই এলাকার বাসিন্দা ও চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেন, ব্যক্তিগত শত্রুতা বা পূর্ব কোনো বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। তবে তদন্তেই প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন হবে বলে মনে করছেন তারা।

নিহতের বাবা আসাবুল হক বলেন, একই এলাকার তাহেরের ছেলে ফারুকের সঙ্গে বাগানের একটি পেয়ারা গাছের ডাল ভাঙা কিংবা পেয়ারা খাওয়া নিয়ে সোহেলের দ্বন্দ্ব হয়। এরই জেরে তাদের মধ্যে মারামারি হয় এবং সোহেলকে হত্যার হুমকি দেয় ফারুক। সেই আমার ছেলেকে জবাই করেছে। আমার ছেলেহত্যার বিচার চাই।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ খালেদুর রহমান জানান, এক যুবককে জবাই করা হয়েছে। আমরা প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছি। নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২ ডিসেম্বর ২০২৫

১৭ / মিলন হোসেন

অটোরিকশাসহ নিখোঁজ

সাভারে ২ মাস পর চালকের কংকাল উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন, *ঢাকা উত্তর*

সাভারের বিরুলিয়া থেকে নিখোঁজ অটোরিকশা চালক মিলন হোসেনের কংকাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার বিকালে আমিন মোহাম্মদ টাউনের সাইপাড়া ঝাউবন থেকে তার কংকাল উদ্ধার করা হয়। গত ২৯ সেপ্টেম্বর দুপুরে আশুলিয়ায় নয়াপাড়া এলাকার শামীমের গ্যারেজ থেকে মিলন অটোরিকশা নিয়ে বের হয়ে নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় মিলনের মা জোসনা বেগম গত ১৮ অক্টোবর আশুলিয়া থানায় সুমন মিয়াকে আসামি করে অপহরণ মামলা করেন। জানা যায়, গত ২৯ সেপ্টেম্বর দুপুরে আসামি সুমন অটোচালক মিলনকে মোবাইল ফোনে কল করে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর থেকেই অটোরিকশাসহ নিখোঁজ ছিল মিলন। সোমবার বিকালে সাভার মডেল থানা পুলিশ আমিন মোহাম্মদ মডেল টাউনের পাশে সাইপাড়া ঝাউবন থেকে নিখোঁজ মিলনের কংকাল উদ্ধার করে। কংকাল উদ্ধারের পরেই আসামি সুমন মিয়াকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারের পর পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে কংকালটি মিলনের বলে জানায় সমুন। সাভার মডেল থানার উপপরিদর্শক ওহাব মিয়া বলেন, কংকালটি ফরেনসিক তদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পাঠানো হবে। আসামি সুমনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 3 December 2025

বোয়ালখালীতে মাইক্রোবাস চালকের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে নিজ ঘর থেকে ফরহাদ হোসেন রাজু (৩০) নামের এক মাইক্রোবাস চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার সকালে এ মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত ফরহাদ হোসেন রাজু উপজেলার শ্রীপুর-খরণদ্বীপ ইউনিয়নের ৬ নাম্বার ওয়ার্ডের মুহুর বাপের বাড়ির মো. হারুনুর রশীদের ছেলে। রাজু এক সন্তানের জনক। সে বিভিন্ন এনজিও সংস্থায় ঋণগ্রস্ত ছিলেন। মোবাইলে জুয়া খেলতেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

তার ছোট ভাই মো. রাহুল জানান, গত সোমবার দিবাগত রাত ১২টার পর নিজ ঘরের সিলিংয়ের সাথে গলায় ফাঁস দিয়েছে। পরিবারের সদস্যরা তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে নিচে নামিয়ে ফেলে। বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদ
Dhaka : Thursday 4 December 2025

চুয়াডাঙ্গায় যুবককে গলা কেটে হত্যা

প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বেলগাছিতে সোহেল (২৫) নামের এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত মঙ্গলবার ভোরে বেলগাছি সংলগ্ন খরার মাঠে স্থানীয়রা তার গলাকাটা মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। নিহত সোহেল বেলগাছি গ্রামের বকচরপাড়ার আসাবুল হকের ছেলে। পেশায় তিনি কৃষিকাজ করতেন। নিহতের বাবা আসাবুল হক জানান, স্থানীয় তাহেরের ছেলে ফারুকের সঙ্গে পেয়ারা বাগানের একটি পেয়ারা গাছের ডাল ভাঙা বা পেয়ারা খাওয়া নিয়ে সোহেলের বিরোধ হয়।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে মারামারি হয় এবং ফারুক সোহেলকে হত্যার হুমকি দেয়। তিনি অভিযোগ করেন, এর জের ধরেই ফারুক আমার ছেলেকে জবাই করেছে। আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) শহিদুর রহমান বলেন, একজন যুবককে জবাই করা হয়েছে। আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছি। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২ ডিসেম্বর ২০২৫

রাজধানীর জুরাইনে সিএনজির চালককে গুলি করে হত্যা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীতে দুর্বৃত্তের ছোড়া গুলিতে সিএনজিচালিত এক অটোরিকশা চালক প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় জুরাইন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হত্যার শিকার ঐ অটোচালকের নাম পাপ্পু শেখ (২৮)। তিনি শরীয়তপুরের সদর উপজেলার অটোরিকশা চালক মন্টু শেখের ছেলে।

পাপ্পুকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা খালাতো ভাই সম্রাট বলেন, পাপ্পু পরিবার নিয়ে থাকেন জুরাইন মিষ্টির দোকান এলাকায়। সন্ধ্যায় বাসা থেকে বের হয়েছিলেন পাপ্পু। এর ১০ মিনিট পরই খবর আসে, জুরাইন গ্যাস পাইপ কনকর্ড স্কুলের সামনে গুলি করে ফেলে রাখা হয়েছে তাকে।

সমকাল শনিবার | ৬ ডিসেম্বর ২০২৫

ভ্যানচালককে গামছা দিয়ে বেঁধে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

সমকাল ডেস্ক

- ঝিনাইদহে নছিমন চালককে খুন
- বগুড়ায় কলেজশিক্ষিকার মরদেহ উদ্ধার

ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় উৎপল সরকার (৩৮) নামের এক মাছ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে ডাকাতরা। গতকাল শুক্রবার ভোরে আটঘর ইউনিয়নের গৌড়দিয়া গ্রামের কালীতলা সেতুসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এদিকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে নছিমনচালককে কুপিয়ে ও শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। বগুড়ায় বাসা থেকে কলেজশিক্ষিকার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সালথায় নিহত উৎপল সরকার ফরিদপুর সদর উপজেলার কানাইপুর ইউনিয়নের রনকাইল গ্রামের অজয় কুমার সরকারের ছেলে। তাঁর পরিবার জানায়, প্রতিদিনের মতো শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে প্রতিবেশী ফিরোজ মোল্যার ব্যাটারিচালিত ভ্যানে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে মাছের আড়তে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন উৎপল। সকালে তারা খবর পান সালথার কালীতলা সেতু এলাকায় উৎপলের মরদেহ পড়ে আছে।

ভ্যানচালক ফিরোজ মোল্যা বলেন, 'আমরা কালীতলা সেতু এলাকায় পৌঁছালে অজ্ঞাতপরিচয় তিন থেকে চার ডাকাত দেশীয় অস্ত্রের মুখে গামছা দিয়ে আমার চোখ বেঁধে সেতুর রেলিঙের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। এরপর উৎপলের সঙ্গে থাকা নগদ টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। এক পর্যায়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে পালিয়ে যায় ডাকাতরা। তারা মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু করে ফেলে। উৎপল ভাইকে বাঁচানোর সুযোগই পাইনি আমি।'

সালথা থানার ওসি (তদন্ত) মারুফ হাসান রাসেল বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ডাকাতির সময় বাধা দেওয়ায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ঘটনাটি তদন্ত করছে পুলিশ।

নছিমনচালককে কুপিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় ওমর শেখ (৫০) নামের এক নছিমনচালককে কুপিয়ে ও শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে শহরের মোবারকগঞ্জ চিনিকল ফার্মের সড়কের ডোবা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর গলায় ধারালো অস্ত্রের কাটা চিহ্ন ও রশি দিয়ে পেঁচানো দাগ ছিল। ওমর শেখ কালীগঞ্জের বারোবাজার বেলাট গ্রামের ছাত্তার শেখের ছেলে।

পরিবার জানায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে নছিমন নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন ওমর। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। তাঁর খোঁজও পাওয়া যাচ্ছিল না। শুক্রবার সকালে ডোবায় মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় বাসিন্দা ইসমাইল বলেন, 'আমরা একসঙ্গে শ্রমিকের কাজ করতাম। অল্প কিছুদিন হয়েছে ওমর নছিমন কিনেছে। সে বারোবাজারের মাছের ভাড়া টানত। সকালে তার ফোনে কল দিলে রিসিভ হচ্ছিল না। পরে জানতে পারি তাকে হত্যা করা হয়েছে।'

কালীগঞ্জ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম জানান, ওমরের নছিমন গাড়ি পাওয়া যায়নি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার ঘটনায় তদন্ত চলছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম জানান, সকালে ঘটনাস্থল থেকে ওমর শেখের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর গলায় অস্ত্রের কাটা চিহ্ন ও রশি দিয়ে পেঁচানো ছিল। তাঁর চালিত নছিমনের সন্ধান মিলছে না। পুলিশের ধারণা, কে বা কারা তাঁকে হত্যার পর মরদেহে ফেলে নছিমন নিয়ে গেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হত্যার কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

কলেজশিক্ষিকার মরদেহ উদ্ধার

বগুড়া শহরে ফাবিয়া তাসনিম সিধি (২৯) নামের এক কলেজশিক্ষিকার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে চক ফরিদ এলাকায় ভাড়া বাসার শৌচাগার থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ফাবিয়া বগুড়ার সরকারি শাহ সুলতান কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক ছিলেন। তিনি ৪১তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেড় বছর আগে এ কলেজে যোগ দেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ফাবিয়ার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়। তিনি বগুড়া শহরের চক ফরিদ এলাকায় ডা. রাশেদুল হাসানের বাড়ির তিনতলায় ভাড়া বাসায় তাঁর মাকে নিয়ে থাকতেন।

পুলিশ জানায়, ফাবিয়ার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল। মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ছাড়া জিহ্বায় দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়া ছিল। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বগুড়া সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাহফুজার রহমান বলেন, ফাবিয়া তাসনিম সিধি কীভাবে মারা গেছেন, তা জানা যায়নি। তাঁর মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া গেলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে বৈঠকে ছুরিকাঘাতে এক যুবক খুন হয়েছেন। নাজিরহাট কলেজসংলগ্ন মুছা সওদাগরের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা জহুর কম্পানির ছেলে বাবুর (৪০) সঙ্গে একই বাড়ির জসিমের (৫০) তর্ক হয়। এক পর্যায়ে জসিম ঘর থেকে ছুরি এনে বাবুর গলায় আঘাত করে। বৈঠকে উপস্থিত লোকজন স্থানীয় নাজিরহাট মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

(সংশ্লিষ্ট ব্যুরো ও প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য)

দেশ রূপান্তর শনিবার, ৬ ডিসেম্বর ২০২৫

কুষ্টিয়ায় দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত ১

ফরিদপুরে একজনকে কুপিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে আর্থিক লেনদেনের জেরে দুর্বৃত্তের ছোড়া গুলিতে রফি মণ্ডল (৪৮) নামে একজন নিহত হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে ইউসুফ ও রবজেল নামে আরও দুজন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের পাঁচভিটা গ্রামে এই গোলাবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত রফি মণ্ডল স্থানীয় বাসিন্দা মৃত মতালেব মণ্ডলের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার ৯ নম্বর পিয়ারপুর ইউনিয়নের পাঁচভিটা গ্রামের বাসিন্দা মহত আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম (৪৫) ও হারান ফারাজির ছেলে মহসিন ফরাজী (৬০), স্থানীয় চা দোকানি ওবাইদুলের (৪৫) চায়ের দোকানের পাশে বাঁশের তৈরি মাচার ওপর বসে আলাপ করছিলেন। এ সময় দুটি মোটরসাইকেল আরোহী পাঁচজন অজ্ঞাতনামা মুখোশধারী মোটরসাইকেল থামিয়ে রফিকুল ইসলামের বুকে গুলি করলে ঘটনাস্থলেই রফিকের মৃত্যু হয়। হত্যাকাণ্ড শেষে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় যুবক রবজেল ফরাজী (৪৫), ইউসুফ মোল্লা (৪০) তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে দুর্বৃত্তরা পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তাদের পায়ে গুলি করে তাদের দুই মোটরসাইকেল দুই দিকে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন গুলিবিদ্ধ আহত রবজেল ও ইউসুফকে উদ্ধার করে প্রথমে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যায়। সেখান থেকে চিকিৎসকের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে।

এ ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে দৌলতপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

স্থানীয় ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নুরুল ইসলাম জানায়, কৃষি শ্রমিক রফিকের সঙ্গে পাশের গ্রামের আলামিন নামে এক ব্যক্তির টাকা-পয়সা লেনদেনের ঘটনায় সৃষ্ট দ্বন্দ্বের জেরে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে নিহতের স্বজনদের কাছে শুনেছি।

হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে দৌলতপুর থানার ওসি মো. সোলাইমান শেখ জানান, মোটরসাইকেলযোগে এসে পাঁচজন দুর্বৃত্ত রফি মণ্ডলকে গুলি করে। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান রফি মণ্ডল। এ সময় আরও দুজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। তাদের কুষ্টিয়ার জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা টাকা পয়সা লেনদেনের ঘটনায় সৃষ্ট দ্বন্দ্বের জেরে দুর্বৃত্তরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকতে পারে। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে, যারায় এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাক তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।

ফরিদপুরে এক মাছ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা : ফরিদপুরের সালথায় উৎপল সরকার (২৬) নামে এক মাছ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় ওই মাছ ব্যবসায়ীর সাথে থাকা ভ্যানচালককে চোখ বেঁধে ফেলে রেখে যায়। শুক্রবার ভোরে উপজেলার আটঘর ইউনিয়নের গৌরদিয়া গ্রামের কালীতলা ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত উৎপল সরকার ফরিদপুর সদর উপজেলার কানাইপুর ইউনিয়নের রনকাইল গ্রামের অজয় কুমার সরকারের পুত্র।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সালথা উপজেলার আটঘর ইউনিয়নের গৌরদিয়া গ্রামের কালীতলা ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় ভোররাতের দিকে মাছ কিনতে যাওয়ার সময় মাছ ব্যবসায়ী উৎপল সরকার। এ সময় উৎপল সরকারকে অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জন দুর্বৃত্ত এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে পালিয়ে যায়। নিহত উৎপল সরকার ব্যাটারি চালিত ভ্যানে করে গোপালগঞ্জের মকসুদপুরে মাছ কিনতে যাচ্ছিলেন।

এর আগে দুর্বৃত্তরা ভ্যান চালক ফিরোজ মোল্লাকে গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে ব্রিজের রেলিং এর সাথে বেঁধে রাখে। নিহত উৎপল সরকারের সাথে থাকা টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে যায় তারা।

এদিকে সংবাদ পেয়ে সালথা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

এ বিষয়ে সালথা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মারুফ হাসান রাসেল জানান, আমরা লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছি। এখনো পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ পাইনি। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সংবাদ
শুক্রবার ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
: Friday 5 December 2025

কুষ্টিয়ায় কিল-ঘুসিতে গাড়িচালকের মৃত্যু

গ্রেপ্তারের দাবীতে মানবন্ধন

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার কুমারখালী পৌরসভার গাড়িচালক শহিদুল ইসলাম হত্যা মামলার আসামি ১৪ দিনেও গ্রেফতার করতে পারিনি পুলিশ। মামলার তদন্তে নেই কোনো অগ্রগতি। এসবের প্রতিবাদে এবং আসামিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত বুধবার দুপুর ১২টায় কুমারখালী পৌরসভার সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানবন্ধনের আয়োজন করে এলাকাবাসী। এতে প্রায় শতাধিক নানা বয়সি নারী - পুরুষ অংশ নেন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌর প্রশাসক ফারজানা আখতারের নিকট স্মারকলিপি জমা দেন তারা। এতে স্বাক্ষর করেন অন্তত ৪৮৪ জন মানুষ।

জানা গেছে, কুমারখালী পৌরসভায় বর্তমানে ৫৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত। তাদের ৪২ মাসের বকেয়া মজুরি- মোট ১০ কোটি টাকা এখনও পরিশোধ হয়নি। ১৯ নভেম্বর সকালেই বকেয়া বেতন দাবিতে শহিদুল পৌরসভার বিভিন্ন দপ্তরের কক্ষের দরজা বন্ধ করতে থাকেন। সার্ভেয়ার ফিরোজুল ইসলামের কক্ষটি বন্ধ করতে গেলে দুজনের মধ্যে তর্কের এক পর্যায়ে কিল-ঘুসি ও ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ঘটনার পর কর্মচারীরা ফিরোজুলকে ১১৫ এবং শহিদুলকে ১১৬ নম্বর কক্ষে আটকে রাখেন। কিছুক্ষণ পর সহকর্মীরা শহিদুলকে কক্ষের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। তাকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওইদিনই ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ও স্বজনরা অভিযুক্ত ফিরোজুলের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। রাতে শহিদুলের মেয়ে সুবর্ণা খাতুন বাদী হয়ে ফিরোজুলের নামে হত্যা মামলা করেন। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে আরও দুই থেকে তিনজনকে।

এবিষয়ে মামলার বাদী সুবর্ণা খাতুন অভিযোগ করেন, বেতন চাইতে গেলে সার্ভেয়ার ফিরোজুল ইসলাম বাবা কিল-ঘুসি ও লাথি মেরে কক্ষে আটকে রাখে। নির্যাতনে তার মৃত্যু হয়েছে। থানায় হত্যা মামলা করেছি। কিন্তু ১৪ দিনেও পুলিশ আসামি ধরতে পারেনি।

নিহত শহিদুলের ছেলে মারুফ হোসেন বলেন, মামলার তদন্তের কোনো অগ্রগতি নেই। তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৫ দিনের ছুটিতে আছেন। আমরা আসামিদের দ্রুত গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে মানবন্ধন শেষে ইউএনওর কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা আখতার বলেন, শহিদুল হত্যার বিচার চেয়ে স্বজন ও এলাকাবাসী স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। বিষয়টি বিধিমতে উর্ধ্বধন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

অভিযোগ অস্বীকার করে কুমারখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আমিরুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর থেকেই আসামি পলাতক রয়েছেন। তার ফোন নাম্বারটিও বন্ধ রয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ছুটিতে থাকলে আসামি গ্রেপ্তার অভিযান চলমান রয়েছে।

যুগান্তর
রোববার ৭ ডিসেম্বর ২০২৫
২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

টঙ্গীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে বাবুগঞ্জের সিদ্দিকুর নিহত

বাবুগঞ্জ (বরিশাল) প্রতিনিধি

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গী ফ্লাইওভারে ওঠার সিঁড়িতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে সিদ্দিকুর রহমান নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে টঙ্গীর বাটাগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত সিদ্দিকুর রহমান বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার গাজীপুর গ্রামের মৃত ইসমাইল ফকিরের ছেলে। তিনি টঙ্গীতে ভাড়া বাসায় থেকে কেরানীগঞ্জে কারখানায় কাজ করতেন।

পুলিশ জানায়, সিদ্দিকুর টঙ্গীর বাসা থেকে কর্মস্থল কেরানীগঞ্জে যাওয়ার সময় টঙ্গী ফ্লাইওভারে উঠতে গিয়ে সিঁড়িতে ছিনতাইয়ের শিকার হন। এ সময় তার সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোন ও টাকাপয়সা ছিনিয়ে নিতে বাধা দিলে ছিনতাইকারীরা তাকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে সর্বস্ব নিয়ে যায়। আহতের ডাক-চিৎকারে আশপাশের কেউ এগিয়ে আসেনি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য লাশ গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। নিহতের ছোট ভাই ইদ্রিসুর রহমান বলেন, আমার বড় ভাই ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। আমরা ন্যায়বিচার চাই। টঙ্গী পূর্ব থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আতিকুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, নিহতের লাশ মর্গে পাঠানো এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ ডিসেম্বর ২০২৫

কালীগঞ্জে দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে মারল কৃষককে

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) সংবাদদাতা

গাজীপুরের কালীগঞ্জে মো. মনির মোল্লা (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী জোসনা বেগম বাদী হয়ে অজ্ঞাতদের অভিযুক্ত করে গতকাল রবিবার থানায় একটি মামলা করেছেন। এর আগে গত শনিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের পূর্বাচল ২৪ নম্বর সেক্টরের ফতেপুর গ্রামের বিড়ালবাড়ী মাঠে। নিহত মনির পাড়বিরতা টেকপাড়া গ্রামের মৃত হাশেম মোল্লার ছেলে। পেশায় তিনি একজন কৃষক ছিলেন। কালীগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। বেশ কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করে জেলা পুলিশ ও কালীগঞ্জ থানা পুলিশ যৌথভাবে কাজ করছে। কালীগঞ্জ ও কাপাসিয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান বলেন, হত্যাকাণ্ডের সঠিক কারণ ও জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। তবে দ্রুত সময়ের মধ্যেই ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন ও দায়ীদের গ্রেফতারে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে বলেও জানান পুলিশের ঐ কর্মকর্তা।

যুগান্তর
সোমবার ৮ ডিসেম্বর ২০২৫

টঙ্গীতে নিজ ঘরে অটোচালকের ঝুলন্ত লাশ

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীর দত্তপাড়া এলাকায় নিজ ঘর থেকে রোববার শাহাদত হোসেন নামে এক অটোচালকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। টঙ্গী দত্তপাড়া দিঘীরপাড় এলাকার মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে।

স্বজনরা জানায়, শাহাদত ইদানিং মাদক সেবনে জড়িয়ে পড়েন। এ নিয়ে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তার মনোমালিন্য চলছিল। রোববার সকালে ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে ঘরে উঁকি দিয়ে শাহাদতকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় পরিবারের সদস্যরা। লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ওসি মো. ওয়াহিদুজ্জামান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৬ ডিসেম্বর ২০২৫

ছয় জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদ থেকে ছয় জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র সংগঠন আরাকান আর্মি। বুধবার ঝিমংখালী নাফ নদ সংলগ্ন এলাকায় দুটি মাছ ধরার নৌকা থামিয়ে ছয়জনকে ধরে নিয়ে যায়। গতকাল বিকালে হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সিরাজুল মোস্তফা লালু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় সূত্র জানায়, আটকদের মধ্যে দুজন স্থানীয় বাংলাদেশি এবং চারজন রোহিঙ্গা।

... এদিকে গ্লোবাল আরাকান নেটওয়ার্ক নিউজ দাবি করেছে, মিয়ানমারের জলসীমায় অনুমতি ছাড়া প্রবেশ ও অবৈধভাবে মাছ ধরার অভিযোগে আরাকান কোস্টাল সিকিউরিটি ফোর্স আরও ছয় বাংলাদেশিকে আটক করেছে। সামুদ্রিক ও নিরাপত্তা আইনে আটক জেলেদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইমামুল হাফিজ নাদিম জানান, ভুক্তভোগী পরিবারের কেউ এখনো প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেনি। তবে বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

সংবাদ
রাববার ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Sunday 14 December 2025

'সৌদি আরবে বাংলাদেশি নাগরিককে অপহরণ ও হত্যা

- ১০ হাজার রিয়েল মুক্তিপণ দাবি করেছিল
- চার বাংলাদেশিকে অভিযুক্ত করে স্ত্রীর মামলা
- দুই মাস পর কবর থেকে লাশ উত্তোলন ও ময়নাতদন্ত করা হয় – তদন্ত কর্মকর্তা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, ঢাকা ও জেলা বার্তা পরিবেশক, লক্ষীপুর

লক্ষীপুর জেলার সদর থানার মতলবপুর এলাকার বাসিন্দা মুহাম্মদ মহসীন কবির মদ্রাসা থেকে কামিল পাস মাদ্রাসায় চাকরি করতো। পরবর্তীতে মদ্রাসার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ৫ লাখ টাকা খরচ করে ২০২৪ সালে ডিসেম্বর মাসে সৌদি আরবে যান। সেখানে বাংলাদেশি মোরশেদ আলমের ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করতেন।

সেখানে তাকে ঠিকমতো বেতন-ভাতা দিতো না। আর্থিক লেনদেন নিয়ে তখন দ্বন্দ্বে জড়ান। এরপরই মহসীনকে পরিকল্পিতভাবে অপহরণ ও হত্যা করা হয় বলে তার স্ত্রী লক্ষীপুর জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমদলী আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন। মহসীনের স্ত্রী ও মামলার বাদী রওশন আক্তার এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, গত ১৭ আগস্ট রাতে সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে মহসীন বাসায় ফেরার পথে রাত ১১টা ২০ মিনিটের সময় কিছু দুষ্কৃতকারী তাকে অপহরণ করে একটি গাড়িতে তুলে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। এর ৩-৪ দিন তার আর খোঁজখবর পাওয়া যায়নি।

পরবর্তীতে পরিবারের পক্ষ থেকে গত ২০ আগস্ট সন্দেহভাজন মোরশেদ আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে জানায়, মহসীনকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এরপর বিদেশি নম্বরে ফোন করে ১০ হাজার রিয়েল মুক্তিপণ দাবি করে বার্তা পাঠিয়েছে। কিন্তু কোনো ঠিকানা বা বিকাশ নম্বর দেয়নি। এরপর অপহরণকারীদের ফোন নম্বরে ফোন করলেও তা বন্ধ পাওয়া যায় বলে স্ত্রী রওশন জানি...ছেন।

পরবর্তীতে সন্দেহভাজন অভিযুক্ত মোরশেদ আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কেউ কোনো মুক্তিপণ চাইছে কিনা মোরশেদ আলম জানতে চায়।

ঘটনার ১৩ দিন পর অপহরণকারীরা মহসিন কবিরকে হত্যা করছে বলে মোরশেদ আলম পরিবারকে জানায়। এরপর লাশ দেশে পাঠায়।

মামলার বাদী রওশন আক্তার আদালতে অভিযোগে জানায়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে লাশ দেশে ফেরত পাঠায়। গত ২ অক্টোবর পরিবার লাশ গ্রহণ করে এবং লক্ষীপুর সদর থানার মতলবপুর গ্রামে দাফন করা হয়।

এদিকে সৌদি আরব থেকে নাম গোপন রাখা শর্তে মামলার বাদীকে ফোনে জানায় তার স্বামীকে অপহরণের পর পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনা ধামাচাপা দিতে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে হত্যার আলামত গোপন করছে বলে মামলায় অভিযোগে বলা হয়েছে।

মামলার ৪ আসামি হলো– মোরশেদ আলম, পিতা সিরাজ উল্লাহ, হাসন্দী (বলের বাড়ি), মো. হাছিব, পিতা কাঞ্চন বেপারী, সাং রসুলনগর, মো. রায়হান, পিতা মো. মিলন, সাং বাঞ্চানগর ও রোকসানা আক্তার, স্বামী মোরশেদ আলম, সাং হাসন্দী। তাদের ৪ জনকে মামলার সন্দেহভাজন হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা লক্ষীপুর সদর থানার এসআই মোবারক হোসেন, আদালতের নির্দেশে গত সোমবার লক্ষীপুর সদর উপজেলার পার্বতীনগর ইউনিয়নের মতলবপুর গ্রামে বাড়ির পাশের কবরস্থান থেকে লাশ উত্তোলন করা হয়। এরপর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ মর্গে নিয়ে লাশের ময়না তদন্ত শেষে লাশ আবার রাতে বাড়িতে নিয়ে দাফন করা হয়।

গতকাল মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মোবারক হোসেন বলেন, মামলাটি আদালতে (সিআর মামলা) করছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে তা আদালতে দাখিল করবো। এরপর আদালত যে আদেশ দিবেন সেই অনুযায়ী কাজ করা হবে। আর আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলে পুলিশ আইনি ব্যবস্থা নিবেন।

এদিকে মামলার বাদী রওশন আক্তার সংবাদকে মুঠোফোনে জানান, তার স্বামীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। স্বামীকে হারিয়ে তিনি এখন তিন মেয়ে ও ১ ছেলেকে নিয়ে নানা কষ্টে দিন কাটছেন। আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতা নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। এরপরও তিনি স্বামী হত্যার বিচার চান।

এ সম্পর্কে মালিবাগ সিআইডি অফিসে যোগাযোগ করলে একজন বিশেষ পুলিশ সুপার জানান, বাদী ইচ্ছে করলে আবেদন দিয়ে এই ধরনের মামলা সিআইডিতে স্থানান্তর করলে সিআইডি আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে।

এরপর সিআইডি এ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রথম আলো
শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫

পোশাকশ্রমিকের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় সহকর্মী গ্রেপ্তার

গাজীপুরের শ্রীপুর

প্রতিনিধি, শ্রীপুর, গাজীপুর

গাজীপুরের শ্রীপুরে গহিন গজারিবনের ভেতর থেকে নারী পোশাকশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজীপুরের পুলিশ সুপার শরিফ উদ্দীন সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তার মো. রাসেল (২৪) গাজীপুরের শ্রীপুরের পাচলটিয়া গ্রামের কামাল হোসেনের ছেলে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাসেলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নিহত নারী সুমা আক্তার (২৫) নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার কচুয়ারচর গ্রামের বাবুল মিয়ার মেয়ে। এ ঘটনায় তাঁর মা মমতা বেগম শ্রীপুর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

এর আগে ১০ ডিসেম্বর বিকেলের দিকে গোসিংগা ইউনিয়নের পাচুলটিয়া এলাকার গুপ্তবাইদ গজারিবাগানের ভেতরে সুমা আক্তারের মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয় লোকজন। মরদেহের মাথায় আঘাতের চিহ্ন, নাক-কান দিয়ে রক্ত বের হওয়া, শরীরে পোড়ার দাগ, গলায় ওড়না প্যাঁচানো এবং ডান পায়ের মাংস খসে যাওয়া অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। পরে পিবিআই তাঁর পরিচয় শনাক্ত করে।

পুলিশ জানায়, তিন মাস আগে সুমা শ্রীপুরের বৈরাগীর চালার একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে সহকর্মী রাসেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং পরবর্তী সময়ে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে সুমা আক্তার আলাদা থাকতেন। সুমার দুটি মেয়ে রয়েছে। তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ আরও জানায়, বিয়ে নিয়ে চাপ দেওয়ায় সুমাকে এড়িয়ে চলছিলেন রাসেল। এ অবস্থায় ৭ ডিসেম্বর রাত সাড়ে আটটার দিকে রাসেল বিয়ের কথা বলে সুমাকে গহিন বনে নিয়ে যান। সেখানে রাসেল সুমাকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন।

পুলিশ সুপার শরিফ উদ্দীন বলেন, পরিকল্পিত এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য খুব অল্প সময়ে উন্মোচিত হওয়ায় মামলার পরবর্তী তদন্ত আরও সহজ হবে।

সমকাল
রোববার । ৭ ডিসেম্বর ২০২৫

দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশি যুবককে গুলি করে হত্যা

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

আমিনুর রহমান

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমিনুর রহমান সিদ্দিকী (৪৮) নামে এক যুবককে দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত শুক্রবার বিকেলে লিম্পুপু প্রদেশের মেচিনা শহর সংলগ্ন মাটিম্বি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আমিনুর রহমান টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার ভাতগ্রাম ইউনিয়নের গোড়াইল গ্রামের আব্দুল আজিজ সিদ্দিকীর ছেলে।

দক্ষিণ আফ্রিকা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব অঞ্জন এলাহী গতকাল শনিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মাটিম্বি এলাকায় তাঁর সুপারশপের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল। শুক্রবার বিকেলে একদল অস্ত্রধারী প্রতিষ্ঠানটিতে ঢুকে আমিনুরের মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়। দ্রুত সময়ের মধ্যে আমিনুর রহমান সিদ্দিকীর লাশ দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিএনপি নেতারা।

কালের কণ্ঠ

সোমবার । ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫

খুলনায় ব্যবসায়ী ও কুড়িগ্রামে নৈশপ্রহরী খুন

৬ জেলায় ৪ খুন, ২ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

খুলনা নগরীতে কাপড় ব্যবসায়ীকে হত্যা করা হয়েছে। কুড়িগ্রামে সিগারেট কম্পানির অফিসে ডাকাতি করার সময় দুর্বৃত্তরা নৈশপ্রহরীকে খুন করেছে। রংপুরে মিশুকচালককে হত্যা করে গাড়ি নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। ঝিনাইদহে পেঁয়াজ ক্ষেতে পড়েছিল যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ। এ ছাড়া ফরিদপুরে যৌনপল্লী থেকে এক নারী এবং বগুড়ায় বৃদ্ধের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার হয়েছে। কালের কণ্ঠের সংশ্লিষ্ট নিজস্ব প্রতিবেদক, আঞ্চলিক প্রতিনিধি ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

খুলনায় ব্যবসায়ী খুন : গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সন্ত্রাসীদের গুলিতে সাগর শেখ (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। খুলনা জেলার রূপসা থানার রূপসা সেতুর পূর্ব পারে জাবুনা অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাগর নগরীর গ্রিন বাংলা হাউজিংয়ের ফায়েক শেখের ছেলে। তিনি পেশায় একজন কাপড় ব্যবসায়ী। রূপসা থানার ওসি মাহফুজুর রহমান এ ঘটনা নিশ্চিত করেছেন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, সাগর শেখকে তাঁর বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে মাথায় গুলি করা হয়। তাঁকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ১০-১১ নম্বর সার্জারি ওয়ার্ডে নেওয়া হলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

কুড়িগ্রাম : রাজারহাট উপজেলার শান্তিনগর এলাকায় আকিজ সিগারেট কম্পানির অফিসে ডাকাতির সময় নৈশপ্রহরীকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল রবিবার সকালে উপজেলার ওই সিগারেট কম্পানির অফিস প্রাঙ্গণে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত নৈশপ্রহরীর নাম তপন কুমার সরকার (৫০)। তাঁর বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার দলদলিয়া এলাকায়। অফিস থেকে বিভিন্ন মালামাল ও আনুমানিক ৩৪ লাখ টাকা ডাকাতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পীরগঞ্জ (রংপুর) : এক মিশুক চালককে শ্বাসরোধে হত্যা করে তাঁর গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে ছিনতাইকারীরা। গতকাল সকালে উপজেলার মুক্তাগাড়ি বিল এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেছে পীরগঞ্জ থানা পুলিশ।

প্রথম আলো

শনিবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫,

নেত্রকোনা

আহত যুবকের মৃত্যু

নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে স্থানীয় দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম কাওসার আলম ওরফে আবদুর রব (৩৩)। গতকাল শুক্রবার সকালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। মৃত কাওসার আলম আটপাড়া উপজেলার সুখারি ইউনিয়নের করারধুপ গ্রামের মৃত আবদুর রাজ্জাকের ছেলে। তিনি পেশায় কৃষক ছিলেন। গ্রেপ্তার যুবকের নাম রাকিব মিয়া। তিনি একই গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, করারধুপ গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই প্রভাবশালী পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এক পক্ষের নেতৃত্বে আছেন ইকবাল হোসেন এবং অপর পক্ষের নেতৃত্বে কাঙ্কু মিয়া। এর আগে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। সম্প্রতি গ্রামের মসজিদে ইমাম নিয়োগকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে নতুন করে বিরোধ দেখা দেয়।

প্রতিনিধি, নেত্রকোনা

দেশ রূপান্তর

শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫,

কুমিল্লায় চালককে গলা কেটে হত্যা

নরসিংদী ও হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

কুমিল্লার হোমনায় অটোরিকশা চালক শান্ত চন্দ্র দাসকে (১৮) জবাই করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার সকালে হোমনা পৌরসভার কারারকান্দি বাহের খোলা এলাকার একটি কৃষিজমি থেকে তার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত শান্ত বিজয়নগর গ্রামের গ্রামপুলিশ অরুণ চন্দ্র দাসের ছেলে। শান্তের বাবা অরুণ চন্দ্র দাস জানান, শান্ত অটোরিকশা চালিয়ে পরিবারকে সাহায্য করতেন। অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই তাকে খুন করা হয়েছে বলে তাদের ধারণা। তিনি তার ছেলের খুনের উপযুক্ত বিচার দাবি করেন।

হোমনা থানার ওসি মোরশেদুল আলম চৌধুরী বলেন, 'পুলিশ লাশ উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ঘটনার বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন।'

নরসিংদীতে বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার

এদিকে নরসিংদীর পলাশে অজ্ঞাত এক যুবকের বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল দুপুরে উপজেলার জিনারদী ইউনিয়নের কাটাবের সড়ক থেকে এ মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পলাশ থানার ওসি শাহেদ আল মামুন জানান, নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। পরিচয় শনাক্ত পিবিআই নিহতের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করেছে।

সোমবার ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫

দৈনিক ইত্তেফাক

পলাশে যুবককে ডেকে নিয়ে হত্যা করে স্বামী-স্ত্রী

আদালতে স্ত্রীর জবানবন্দি

■ নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীর পলাশ উপজেলার জিনারদী ইউনিয়নের কাটাবের সড়কের পাশ থেকে উদ্ধারকৃত বস্তাবন্দি লাশের পরিচয় পাওয়া গেছে। এ হত্যাকাণ্ডে আগের প্রেমিকা ও তার স্বামী জড়িত বলে জানায় পুলিশ। গত শুক্রবার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পলাশ থানা পুলিশ ও নরসিংদী পিবিআইয়ের যৌথ অভিযানে নিহতের মোবাইলের কল লিস্ট থেকে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শনাক্ত করে। নিহত নয়ন চন্দ্র মজুমদার (২৮) চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ থানার উত্তর মগধরা গ্রামের দিলাল চন্দ্র মজুমদারের ছেলে। সে পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল বাজারের একটি ভাড়া বাসায় থেকে পার্শ্ববর্তী ঘাগড়া গ্রামে নিজের সেলুনে নরসুন্দরের কাজ করতেন।

পলাশ থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৯ ডিসেম্বর নয়নকে তার আগের প্রেমিকা ফারজানা আক্তার মিথিলা ফোন করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে মিথিলা ও তার স্বামী ফয়সাল পরিকল্পিতভাবে নয়নকে রুটি বানানোর বেলুন দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যা করে। লাশ অটো রিক্সাযোগে জিনারদী ইউনিয়নের কাটাবের সড়কের পাশে ফেলে রেখে চলে যায়। স্থানীয়রা বস্তা দেখে সন্দেহ হলে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নরসিংদী পিবিআই পুলিশ লাশের ফিংগার প্রিন্ট থেকে পরিচয় শনাক্ত করে নিহতের পরিবারকে জানালে নিহতের মা ঝর্না রানী পলাশ থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। পুলিশ মিথিলাকে গ্রেফতার করে। তার স্বামী আত্মগোপনে চলে যায়। গতকাল রবিবার নরসিংদী আদালতে মিথিলা জবানবন্দি দেন। জবানবন্দিতে মিথিলার জানান, বিয়ের আগে থেকেই নরসুন্দর নয়নের সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মিথিলা ঘোড়াশাল পৌর এলাকার দক্ষিণ মিয়াপাড়া গ্রামের মৃত সোহেল মিয়ার মেয়ে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

বাংলাদেশ প্রতিদিন

শুক্রবার ॥ ৫ ডিসেম্বর ২০২৫

শিশুর লাশ মিলল প্রতিবেশীর ঘরে

পুকুরে বৃদ্ধার হাত পা বাঁধা লাশ

প্রতিদিন ডেস্ক

ঝিনাইদহে প্রতিবেশীর ঘর থেকে এক শিশুর, কুষ্টিয়ায় বৃদ্ধার হাত পা বাঁধা-ও হবিগঞ্জে যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ছাড়া কুষ্টিয়ায় দুর্বৃত্তের গুলিতে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের খবর– **ঝিনাইদহ :** ঝিনাইদহে সাইমা আক্তার সাবা (৩) নামে এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার রাত ১০টার দিকে শহরের পবহাটিতে প্রতিবেশীর ঘরে তার লাশ পাওয়া যায়। প্রতিবেশী শান্তনা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ। **কুষ্টিয়া :** ভেড়ামারার রামচন্দ্রপুরে গতকাল পুকুর থেকে খায়রুন নেছা (৮০) নামে এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিদর্শক (তদন্ত) রাকিবুল ইসলাম জানান, তদন্ত চলছে। এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় দৌলতপুরে রফিকুল ইসলাম রফি (৪০) নামে এক কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। দৌলতপুর থানার ওসি সোলায়মান শেখ বলেন, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। **হবিগঞ্জ :** চুনারুঘাটে বুধবার রাতে আমির হোসেন নামে যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওসি জাহিদুল ইসলাম জানান, প্রাথমিক ধারণা দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করে লাশ ফেলে গেছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার ॥ ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫

মধ্যরাতে ফোন পেয়ে বেরিয়ে সকালে লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর

রংপুরের তারাগঞ্জে ডালিয়া সেচ ক্যানেলের পাশ থেকে জাবেদ আলী (৬০) নামের এক বৃদ্ধের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে আলমপুর ইউনিয়নের খোদ্দ বিলাইচণ্ডী এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তিনি মাছ ও পাখি শিকার করতেন। তার বাড়ি নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার পীরপাড়া গ্রামে। গ্রামটি তারাগঞ্জ উপজেলা সংলগ্ন। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জাবেদ আলী দীর্ঘদিন ধরে মাছ ও পাখি শিকার করে সংসার চালাতেন। মঙ্গলবার মধ্যরাতে তার ব্যবহৃত মুঠোফোন নম্বরে

সংবাদ
শুক্রবার ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Friday 5 December 2025

ডিমলায় রশি পেঁচানো অবস্থায় লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, ডিমলা (নীলফামারী)

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের ছাতনাই বালাপাড়া ২ নম্বর ওয়ার্ডের চাকদা বাস এলাকায় ফরহাদ ভান্ডারের বাড়ির পাশের একটি বাঁশঝাড়ের নিচ থেকে নুর ইসলাম কাইয়া (৫২) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার গলায় রশি পেঁচানো অবস্থায় মরদেহটি পাওয়া যায়।

পুলিশ জানায়, গতকাল সকাল ৯টার দিকে বিদ্যালয়গামী ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয়রা বাঁশঝাড়ের নিচে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয়। পরে ডিমলা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

নিহত নুর ইসলাম কাইয়া ছাতনাই বালাপাড়া ২ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আফসার আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি পূর্বশত্রুতার জের ধরে পরিকল্পিত হত্যা। ঘটনাস্থলের কাছে নয়, অন্য কোথাও হত্যার পর তার মরদেহ টেনে-হিঁচড়ে এনে বাঁশঝাড়ের নিচে ফেলে রাখা হয়েছে। তার নিজ বাড়ি থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে মরদেহটি পাওয়া যায়। পুলিশের ধারণা, গত বুধবার রাতে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হতে পারে।

স্বজনরা জানান, নুর ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। টাঙ্গাইলের একটি কর্মস্থল থেকে তিনি জলঢাকা উপজেলায় মেয়ের বাড়িতে যান এবং সেখান থেকে গত রোববার নিজ বাড়িতে ফেরেন।

ডিমলা থানা পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নীলফামারী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সহকারী পুলিশ সুপার (ডোমার-ডিমলা সার্কেল) মো. নিয়াজ মেহেদী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, 'হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য উদঘাটনে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। দ্রুত জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি।'

ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫,

'সুন্দরবন থেকে ৭ জেলেকে অপহরণ মুক্তিপণ দাবি

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের মালঞ্চ নদীর হাঁসখালী, চেলাকাটা ও হেতালবুনে খাল থেকে কাঁকড়া আহরণের সময় সাত জেলেকে অপহরণ করেছে বনদস্যুরা। অপহরণের পর গত রবিবার বনদস্যু 'ডন বাহিনী' পরিচয়ে মাথাপিছু ৪০ হাজার টাকা করে মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে।

অপহৃত জেলেরা হলেন সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার দক্ষিণ কদমতলা গ্রামের আব্দুল আজিজ (৫০), আনারুল ইসলাম (২২), মজিবুল ইসলাম (৩৫), ইব্রাহিম হোসেন (৪৫), নাজমুল হোসেন (৩৪), আনোয়ার হোসেন (৩২) ও শামীম হোসেন (৩৬)।

ফিরে আসা জেলে শ্যামনগরের দক্ষিণ কদমতলা গ্রামের ফজের আলী জানান, গত ২ ডিসেম্বর কদমতলা বন অফিস থেকে বৈধভাবে পাস নিয়ে তারা কাঁকড়া শিকার করতে সুন্দরবনে যান। রবিবার ভোরে সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের মালঞ্চ নদীসংলগ্ন হাঁসখালী, চেলাকাটা ও হেতালবুনে খালে কাঁকড়া শিকার করার সময় বনদস্যু 'ডন বাহিনীর' পরিচয়ে তিনটি নৌকায় থাকা ১০ জন অস্ত্রধারী তাদের ঘিরে ধরে। পরে প্রতি নৌকা থেকে একজন করে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জনপ্রতি ৪০ হাজার টাকা মুক্তিপণের দাবি করে বিকাশ নম্বর দিয়ে সেখানে মুক্তিপণের টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

ফিরে আসা আরেক জেলে সবুজ হোসেন জানান, অপহরণকৃত জেলেদের বাড়িতে খবর দেওয়ার জন্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তাদের দাবি, সমিতি ও মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করে তারা বনে গিয়েছিলেন। এখন চালান তুলতে না পারার পাশাপাশি মুক্তিপণ দিয়ে সহকর্মীদের ছাড়াতে হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সুন্দরবনের রেঞ্জ কর্মকর্তা ফজলুল হক জানান, বনদস্যু ডন বাহিনী মুক্তিপণের দাবিতে তাদের অপহরণ করেছে বলে জেলেদের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন। বন বিভাগের স্মার্ট পাট্রল টিমের সদস্যরা বনের মধ্যে রয়েছেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।

এদিকে, স্থানীয়রা নিশ্চিত করে জানান, 'ডন বাহিনী' ইতিপূর্বে ২০১৮ সালে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর আলিফ ওরফে অলিম, রবিউল বাহিনীর মতো ডন বাহিনীও আগের মতো সুন্দরবনে দস্যুতা শুরু করেছে। বাহিনীপ্রধানের বাড়ি খুলনা হলেও তার দলে শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের আটিরউপর গ্রামের শাহাজান, একই গ্রামের শফিকুল ইসলাম ওরফে ভেটে শফিকুল কাজ করছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ ডিসেম্বর ২০২৫

পীরগঞ্জে ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার

■ পীরগঞ্জ (রংপুর) সংবাদদাতা

রংপুরের পীরগঞ্জে নুরুল ইসলাম (৫৫) নামে এক ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকালে উপজেলার বড় আলমপুরের মোক্তাগাড়ী নির্জন পাথার থেকে গলায় মাফলার পেঁচানো অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, রবিবার সকালে নির্জন পাথারের পরিত্যক্ত রাস্তার পাশে ফাঁকা জমি থেকে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।

নিহতের ভাতিজা রুমেল মিয়া বলেন, দিনের বেলা আমি নিজস্ব মিশুক গাড়ি চালাই। সন্ধ্যার পর মিশুকটি আমার চাচা নুরুল ইসলাম প্রায়ই রাত ১০টা পর্যন্ত চালাতো। প্রতিদিনের মতো গত শনিবার সন্ধ্যার পর চতরাহাট থেকে আমার কাছ থেকে মিশুক নিয়ে বেরিয়ে যায়। সকালে তার মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। মিশুক ভ্যানটি নেই। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানাই। পীরগঞ্জ থানার ওসি মো. সোহেল রানা জানান, 'ধারণা করা হচ্ছে মিশুক গাড়ি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে তাকে গলায় মাফলার পেঁচিয়ে শ্বাস রোধ করে হত্যা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মাদারগঞ্জে টাকা খুচরো করে না দেওয়ায় চা-দোকানিকে পিটিয়ে হাত ভেঙে দিল বখাটে যুবক

■ মাদারগঞ্জ (জামালপুর) সংবাদদাতা

জামালপুরের মাদারগঞ্জে এক চা-দোকানির কাছে টাকা খুচরো করতে না পেরে বৃদ্ধ দোকানিকে মারধর করে হাত ভেঙে দিয়েছে এক বখাটে যুবক। আহত ওমর আলী (৬৫) মাদারগঞ্জ থানামোড় এলকার চা-বিক্রেতা। তিনি উপজেলার গুনারীতলা ইউনিয়নের বাকুরচর এলাকার বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রবিবার দুপুরের দিকে।

আহত ওমর আলী জানান, মাদারগঞ্জ পৌর এলাকার জোনাইল চাইলেনিপাড়া গেন্দা মিয়ার ছেলে জাকির হোসেন ওমর আলীর দোকানে এসে ৫০০ টাকার একটি নোট ভাঙতি চায়। এ সময় দোকানদার ওমর আলী ভাঙতি টাকা নেই বলে জানালে অভিযুক্ত জাকির তাকে গালিগালাজ শুরু করে। এর প্রতিবাদ করলে জাকির ক্ষিপ্ত হয়ে চুলায় ব্যবহৃত আগুন জ্বালানো লাকড়ি দিয়ে ওমর আলীর ওপর এলোপাতাড়ি হামলা চালায়। এতে গুরুতর আহত হন ওমর আলী এবং তার একটি হাত ভেঙে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মাদারগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসা করানো হয়। এ ব্যাপারে ওমর আলী থানায় মামলা করবেন বলে সাংবাদিকদের জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫

ওসমানীনগরে চালককে হত্যা অটোরিকশা ছিনতাই

■ ওসমানীনগর (সিলেট) সংবাদদাতা

সিলেটের ওসমানীনগরে চালককে হত্যা করে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। রবিবার সকালে উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের বেগমপুর-চাতলপাড় রাস্তার পাশে কেশবখালী নদী থেকে সিএনজি চালকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সিএনজিচালক উপজেলার দয়ামীর ইউনিয়নের রাইকধারা (গাংপাড়) গ্রামের আশরাফ আলীর পুত্র শিপন আহমদ (২৫)। লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এজি ওসমানী মেডিক্যাল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত ৮টার দিকে ভাড়ায় চালিত রেজিস্ট্রেশনবিহীন সিএনজি নিয়ে বের হলে আর বাড়িতে ফিরে আসেননি শিপন। পুলিশের ধারণা, গভীর রাতে ভাড়ায় অটোরিকশা নিয়ে বেগমপুর চাতলপাড় রাস্তায় কোনো একসময় অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালায় দুর্বৃত্তরা। চালকের অনীহা থাকায় তাকে হত্যা করে কেশবখালী নদীর পাশে লাশ ফেলে অটোরিকশা ছিনিয়ে নেয় ছিনতাইকারীরা।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫,

মরদেহ উদ্ধার

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় মো. আক্কাছ মিয়া (২২) নামের এক রংমিস্ত্রির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে কমলগঞ্জ পৌর এলাকার রামপাশা গ্রামে ধলাই নদীর পাড় থেকে এই মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি আত্মহত্যা, নাকি পরিকল্পিত হত্যা, সে বিষয়টি এলাকাবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, গতকাল আশপাশে খোঁজাখুঁজির পর গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় আক্কাছের লাশ দেখতে পাওয়া যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ ডিসেম্বর ২০২৫

জঙ্গলে ছয় দিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন ইজিবাইকের চালক

ঋণ করে কেনা গাড়ি ছিনতাই

ইত্তেফাক রিপোর্ট

মাত্র ২০ দিন আগে ধার-কর্জ করে ৯৫ হাজার টাকা দিয়ে একটি ইজিবাইক কিনেন গাজীপুরের গাছা থানার ছয়দানা পাড়ার মহিনুর মিয়া। নিজ মালিকানার ইজিবাইক চালিয়ে সংসার চালান তিনি। গত ২৮ নভেম্বর বিকাল থেকে তিনি নিখোঁজ হন। তার স্ত্রী রুবিনা খাতুন স্বামীর সন্ধান চেয়ে গাছা থানায় একটি জিডি করেন। গতকাল শুক্রবার বিকালে গাছা থানাধীন সাহেববাড়ী জঙ্গল এলাকা থেকে মহিনুর মিয়া অসুস্থ অবস্থায় চিৎকার করে বড় রাস্তার পাশে পিঠা বিক্রেতার দোকানের সামনে পড়ে যান। পরে তাকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বিষাক্ত কোনো কেমিক্যাল প্রয়োগ করে তাকে অজ্ঞান করা হয়েছিল। এছাড়া তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন রয়েছে। জ্ঞান হারানোর পর তিনি ছয় দিন জঙ্গলে পড়েছিলেন। বিষাক্ত কেমিক্যালের কারণে তার এক পা পচে গেছে।

মহিনুর মিয়ার ছোট ভাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী শামছুল আলম বলেন, বড় ভাই ইজিবাইক চালিয়ে তার পড়াশোনার ব্যয় বহন করেন। নিখোঁজ হওয়ার ২০ দিন আগে ৯৫ হাজার টাকায় ইজিবাইকটি কেনা হয়। গত ২৮ নভেম্বর ছয়দানা এলাকায় স্থানীয় যুবক হাসান ও সোহেলসহ পাঁচ জন ইজিবাইকে ভাড়ায় ওঠেন। এরপর থেকে তার বড় ভাইয়ের সন্ধান মিলেনি। তিনি ধারণা করছেন, তার ভাই মহিনুরকে অজ্ঞান করার পর দুর্বৃত্তরা মারপিট করে এবং এক পর্যায়ে মৃত ভেবে তাকে সাহেববাড়ী জঙ্গলে ফেলে দিয়ে তার ইজিবাইকটি ছিনতাই করে। জঙ্গলে পাঁচ/ছয় দিন পড়েছিলেন তিনি। শুক্রবার দুপুরের দিকে তার জ্ঞান ফিরলে তিনি ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সামনের বড় রাস্তায় চলে যান। এরপরই তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন স্থানীয়রা।

ফ্লাইওভার থেকে ছোড়া ককটেলে তরুণ নিহত

সমকাল প্রতিবেদক

> সন্ত্রাসীদের জন্য রাস্তায়ও কি চলা যাবে না– নিহত সিয়ামের বাবার আর্তনাদ

রাজধানীর মগবাজার এলাকায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ডের সামনে দুর্বৃত্তদের ছোড়া ককটেল বিস্ফোরণে সিয়াম মজুমদার (২০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিউ ইস্কাটন রোডের জাহিদ কার ডেকোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিলেন তিনি। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মগবাজার ফ্লাইওভারের নিচে এ ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সামনের ফুটপাতে মো. ফারুকের চায়ের দোকান। তিনি সমকালকে বলেন, 'এক তরুণ এক কাপ চা দিতে বলছিল। কয়েক সেকেন্ড পর ওই তরুণের মাথায় কিছু একটা পড়ল। মাথার ছিন্নভিন্ন অংশ চায়ের কেতলিতে এসে পড়েছে।'

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, সন্ধ্যার দিকে ফ্লাইওভারের ওপর থেকে শক্তিশালী ককটেল ছোড়া হয়। এটি বিস্ফোরিত হলে ঘটনাস্থলেই সিয়াম গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলের কাছেই একটি চার্চ রয়েছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম সমকালকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ফ্লাইওভারের ওপর থেকে ককটেল নিচে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এটি সিয়ামের মাথায় গিয়ে পড়ে। এতে তাঁর মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

গতকাল ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, সিয়ামের মা-বাবা ও ভাই ঘটনাস্থলে ছুটে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর বাবা আলী আকবর বলেন, 'আমি গরিব মানুষ। আমি কোনো রাজনীতি করি না। সন্ত্রাসীরা আমার ছেলেকে কেন মারল। আমার ছেলে তো কোনো অপরাধ করেনি। সন্ত্রাসীদের জন্য রাস্তায়ও কি চলা যাবে না? আমার ছেলে খুনের বিচার চাই।'

নিহতের মা শিল্পু বেগম আর্তনাদ করে বলেন, 'সিয়াম তুই কই, আমার কোলে ফিরে আয়। আমার বুক খালি হয়ে গেল। বাপ তুই বুকে আয়।' কথা বলতে বলতে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। স্বজন তাঁর চোখেমুখে পানি দেন। মিনিট দুয়েক পরে চেতনা ফিরে পেয়ে আবার আর্তনাদ করতে থাকেন তিনি।

ঘটনার পর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ এবং পুলিশের রমনা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছুটে যান

রবিবার। ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

কালের কণ্ঠ

সাভারে পিটিয়ে খুন

রাজধানী ও ভোলায় দুজনের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রাজধানী ঢাকাসহ ভোলায় দুজনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি সাভারে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কথা-কাটাকাটির ঘটনায় ইটভাটার এক শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন :

নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, রাজধানীর উত্তর বাড্ডার হাসান উদ্দিন রোডের একটি বাসা থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত নারীর নাম তাহিয়া আক্তার মিম্নি (২০)। শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে নিজ বাসার দ্বিতীয় তলা থেকে গলায় রশি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত তাহিয়া আক্তার দক্ষিণ খান আইয়ুববাগ এলাকার আব্দুল আউয়ালের মেয়ে। তিনি স্বামীর সঙ্গে উত্তর বাড্ডার হাসান উদ্দিন রোডের মিছরিটোলা এলাকার মীর কাশেম আলীর বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ভাড়া থাকতেন।

নিহতের বাবা আব্দুল আউয়াল বলেন, 'বাসায় সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো ঝুলন্ত অবস্থায় আমার মেয়েকে পাওয়া যায়।' তিনি বলেন, তাঁর মেয়ে মারা গেছে না কেউ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছিল তা জানতে পারেননি তিনি। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। বাড্ডা থানা পুলিশ বলছে, স্বামী-স্ত্রীর কলহের জেরে অভিমানে ওই নারী সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না দিয়ে ফাঁস দেন, না অন্য কোনো কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তার তদন্ত চলছে।

ভোলা প্রতিনিধি জানান, ভোলা সদর উপজেলায় আবাসিক হোটেল থেকে মো. আমির হোসেন (৩৪) নামের এক ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি ভোলার লালমোহন উপজেলার পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মহসিন তালুকদারের ছেলে। তিনি লালমোহন পৌরসভা যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ভোলা শহরের কে জাহান মার্কেটের হোটেল কে. জাহানের ২০২ নম্বর কক্ষ থেকে পুলিশ ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের বড় ভাই মো. জাকির হোসেন জানান, আমির লালমোহনে রড-সিমেন্টের ব্যবসা করতেন। তাঁর স্ত্রী ও সাত বছর বয়সী এবং দুই বছর বয়সী ছেলে রয়েছে। ধারদেনার কারণে ব্যবসা বন্ধ রেখে বর্তমানে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখাশোনা করতেন। জাকির হোসেনের ধারণা, পরকীয়ার কারণে প্রতারণার শিকার হয়ে আমির আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।

সাভার প্রতিনিধি জানান, সাভারে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কথা-কাটাকাটির ঘটনায় ইটভাটার এক শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করেছে অন্য এক শ্রমিক। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ওই শ্রমিক পলাতক। তবে এ ঘটনায় হত্যাকারীর ...

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ ডিসেম্বর ২০২৫

আড়াইহাজারে অটোরিকশা ছিনতাই, ছুরিকাঘাতে চালক ও তার ভাই আহত

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

আড়াইহাজারে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে এক অটোরিকশা চালক ও তার ভাই আহত হয়েছেন। ছিনতাইকারীরা অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে আড়াইহাজার উপজেলার উচিৎপুরা ইউনিয়নের গুরুপদী এলাকার টেঙ্গুরিপাড়া নতুন সড়কের মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। আহত দুজন হলেন জাঙ্গালিয়া গ্রামের বাসিন্দা দ্বীন ইসলাম (১৮) ও তার ছোট ভাই রকিব (১৬)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে জাঙ্গালিয়া বাজার থেকে যাত্রী নিয়ে আতাদী যান দ্বীন ইসলাম। যাত্রী নামিয়ে ফেরার পথে গুরুপদী টেঙ্গুরিপাড়া নতুন সড়কের মোড়ে পৌঁছালে হঠাৎ করে ছয় থেকে সাত জন যুবক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে অটোরিকশার গতিরোধ করে। তারা অটোরিকশাটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে দ্বীন ইসলাম ও রকিব বাধা দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ছিনতাইকারীরা দুজনকে ছুরিকাঘাত করে এবং অটোরিকশাটি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

কালের কণ্ঠ। মঙ্গলবার। ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫।

৮ জেলায় ৩ খুন ৫ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ছাগলে গম খাওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদে নওগাঁয় প্রতিপক্ষের মারধরে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নেত্রকোনায় অটোরিকশায় যাত্রী ওঠানামা নিয়ে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন এক যুবক। কিশোরগঞ্জে পূর্ববিরোধের জেরে রডের আঘাতে মারা গেছেন এক ব্যক্তি।

এ ছাড়া ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ ও ফেনীতে পাওয়া গেছে চারজনের মরদেহ।

কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

নিয়ামতপুর (নওগাঁ) : ছাগলে গম খাওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদে রবিবার বিকেলে রসুলপুর ইউনিয়নের মুন্দিখৈর ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে প্রতিপক্ষের আঘাতে একজন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তির নাম সোহবুর হক (৫৫)।

এই ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে সালাম (৫৫) ও রিপনকে (২৭) আটক করেছে।

নেত্রকোনা : পূর্বধলায় অটোস্ট্যান্ডে যাত্রী ওঠানামা ও ভাড়া সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জিহাদুল ইসলাম (৩২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার বিকেলে উপজেলার চৌরাস্তা মোড় সংলগ্ন ইলাসপুরে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত জিহাদ ইলাসপুর গ্রামের আব্দুল হাইয়ের ছেলে। তিনি পেশায় ট্রাকচালক ছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, অটোস্ট্যান্ডে জারিয়াগামী দুটি অটোরিকশায় যাত্রী ওঠানোকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অটোচালক নিজাম উদ্দিন বাধা দেন। এ নিয়ে দুই চালকের মধ্যে প্রথমে বাগ্‌বিতণ্ডা এবং পরে মারধরের ঘটনা ঘটে। আহত এক অটোচালক পূর্বপরিচিত হওয়ায় জিহাদুল এর প্রতিবাদ করলে নিজাম উদ্দিনের সঙ্গে তাঁরও কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়।

কিছুক্ষণ পর নিজাম উদ্দিন ও তাঁর ভাই শাহাবুদ্দিন আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদুল ইসলামের ওপর হামলা চালান। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে শাবলের আঘাতে জিহাদুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কিশোরগঞ্জ : মিঠামইন উপজেলার কেওয়ারজোড় ইউনিয়নের তেলিখাই গ্রামে পূর্ববিরোধের জেরে গতকাল সকালে প্রতিপক্ষের রডের আঘাতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নিহত খোকন মিয়া (৪৫) ওই গ্রামের আক্কল আলী মিয়ার ছেলে।

মিঠামইন থানার ওসি লিয়াকত আলী স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানান, কিছুদিন ধরে দুই পরিবারের বিরোধ চলছিল। গতকাল সকালে খোকন মিয়া জমিতে কাজ করতে যাওয়ার সময় জিয়াউদ্দিন ও উজ্জ্বল তাঁর পথরোধ করে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। লুটিয়ে পড়া খোকনকে স্বজনরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা : চকবাজার থানার আজগর আলী লেনের একটি বাসা থেকে গতকাল এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি চকবাজারে একটি কসমেটিকস দোকানের কর্মচারী ছিলেন। নিহত যুবকের নাম মো. হৃদয় (২৩)। তিনি চাঁদপুর সদরের তরপুরচর গ্রামের মজিব ব্যাপারীর ছেলে।

চকবাজার থানার এসআই মাহমুদুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, হৃদয় নামের ওই যুবককে হত্যা করা হয় না অন্য কোনো কারণে তাঁর মৃত্যু হয় তার তদন্ত চলছে।

নারায়ণগঞ্জ : বন্দরে নিজ বাড়ির পেছন থেকে গতকাল সকাল ৭টার দিকে এক কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার দুপুর থেকে সে নিখোঁজ ছিল। এ বিষয়ে বন্দর থানার ওসি গোলাম মুক্তার আশরাফ বলেন, 'প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, শিশুটি মৃত্যুর আগে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। তবে ময়নাতদন্তের পর তা নিশ্চিত করে জানা যাবে।'

সময়ের আলো। রোববার। ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

ব্যস্ত সড়কে ট্রাক ডাকাতি চালককে কুপিয়ে জখম

● কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানা এলাকায় মহাসড়কে ট্রাক থামিয়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ট্রাকচালক আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের শান্তিডাঙ্গা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত ট্রাকচালক আলমগীর হোসেন যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার মজিদপুর এলাকার সাহেব আলী মরলের ছেলে। একদল মুখোশধারী ডাকাত ট্রাক থামিয়ে চালক আলমগীর হোসেনকে মারধর ও এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করে। এ সময় তার কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেয় ডাকাতরা। আরও টাকার দাবিতে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাকে গুরুতর জখম করা হয়।

এ বিষয়ে ইবি থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, আহত ট্রাকচালককে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই ডাকাতরা ঘন কুয়াশার ভেতরে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে পুলিশ কাজ করছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, যশোর থেকে শুঁটকি মাছবোঝাই একটি ট্রাক রংপুরের উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে শান্তিডাঙ্গা এলাকায় পৌঁছালে একদল ডাকাত ট্রাকটি থামায়। এ সময় চালকের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে ডাকাতরা পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ আহত অবস্থায় ড্রাইভার আলমগীর হোসেনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

আহত ট্রাকচালক আলমগীর হোসেন বলেন, রাতে ঘন কুয়াশার কারণে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। খুবই আস্তে গাড়ি চলছিল। আমরা সবাই সিরিয়ালে যাচ্ছিলাম। শেখপাড়া পার হয়ে মধুপুর ও শেখপাড়ার মাঝে একটা মাঠ আছে। সেখানে কয়েকটা গাড়ি আড়াআড়ি দাঁড় করা ছিল। যার কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা সবাই সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার আগে মিনিমাম ২০টি গাড়ি ছিল। আমার পেছনে আরও ৫০টি গাড়ি ছিল। এ সময় এক লোক গামছা দিয়ে মুখ বাঁধা অবস্থায় আমার গাড়ির দরজার কাছে এসে আমাকে দরজা খুলতে বলে। আমি না খুললে তাদের টানাটানিতে দরজা খুলে যায়। তারপর তারা আমার কাছে যা আছে দিতে বলে। তাদের কথা না শুনে কিছু না দিলে আমার হাতে ও ঘাড়ে কোপ মারে।

সমকাল। রোববার। ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

■ বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় চুরির অপবাদে গণপিটুনি দিয়ে মো. ফোরকান মিয়া (৩৫) নামে একজনকে হত্যা করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে পৌরসভার আসাদনগর বাজারে অবস্থিত 'ভাই ভাই' নামে একটি ভাঙারি দোকানে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফোরকানের হাত-পা বেঁধে নির্যাতন করলে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ফোরকান উপজেলার আসাদনগর গ্রামের বাসিন্দা। বাঞ্ছারামপুর পৌরসভার মাতুর বাড়ির মোড় এলাকায় একটি মোটরসাইকেল গ্যারেজে তিনি কাজ করতেন।

এ ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তারা হলেন আসাদনগর গ্রামের শফিকুল ইসলাম, মো. জাহিদুল ইসলাম রবিন, মো. রিমন মিয়া এবং মো. খাইরুল ইসলাম ওরফে হৃদয়। তাদের মধ্যে শফিকুল ও জাহিদুল গতকাল শনিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

গ্রেপ্তার ৪, দুজনের স্বীকারোক্তি

পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চুরির অপবাদ দিয়ে শুক্রবার বিকেলে ফোরকানকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় রিমন ও হৃদয়। আসাদনগর এলাকায় শফিকুলের গ্যারেজের পাশের একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে ফোরকানকে বেঁধে রাখে তারা। সেখানে ফোরকানকে হাত-পা বেঁধে নির্যাতন করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রাত সোয়া ১০টার দিকে তাকে বাঞ্ছারামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও নিহতের পরিবারের লোকজন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান। রাতেই নিহতের স্ত্রী শারমিন আক্তার বাঞ্ছারামপুর থানায় মামলা করেন। এতে আসামি করা হয় শফিকুল, শাহিনুর, জাহিদুল ও রিমনকে।

ওসি মোহাম্মদ ইয়াছিন বলেন, ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে শফিকুল ও জাহিদুল। তারা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫
১২ পৌষ ১৪৩২

গাজীপুরে গার্মেন্টস কর্মীকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে দাম্পত্য কলহের জেরে স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। হত্যার পর নিজেই শ্বশুরকে ফোন করে লাশ নিয়ে যেতে বলে ঘাতক স্বামী পলিয়েছে। শুক্রবার গাজীপুরের বাসন থানার চান্দনায় রমিজ আলীর বাড়ির তৃতীয়তলার একটি ভাড়া বাসা থেকে তালা ভেঙে পুলিশ গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে। নিহতের নাম মাস্তরা আক্তার ওরফে মানসুরা আক্তার সুমা (২৮)। তিনি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানার পূর্ব নড়াইলের মিরাজুল ইসলামের মেয়ে এবং রংপুরের জালাল উদ্দিন দুলু (৩০)র স্ত্রী।
পুলিশ জানায়, সুমা ও তার স্বামী দুলু ওই বাসায় ভাড়া থেকে স্থানীয় একটি গার্মেন্টসে চাকরি করতেন। পারিবারিক নানা বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত। বৃহস্পতিবার রাতে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে দুলু তার শ্বশুরকে ফোন করে জানান, তিনি তার স্ত্রী সুমাকে হত্যা করেছেন, তাকে বাসায় এসে লাশ নিয়ে যেতে বলেন। ফোন পেয়ে সুমার বাবা বিষয়টি বাড়ির মালিককে জানান। পরে স্বজনরা ঘটনাস্থলে এসে কক্ষটি বাইরে থেকে তালাবদ্ধ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে তালা ভেঙে কক্ষের ভেতর খাটের ওপর কম্বল দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় লাশ উদ্ধার করে।
জিএমপির বাসন থানার ওসি হারুন অর রশিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

নেত্রকোনার আড়পাড়ায় সংঘর্ষে আহত কৃষকের মৃত্যু

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনার আটপাড়ায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত বুধবার সকালে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম কাওসার আলম (৩৩)। গত শুক্রবার ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় পুলিশ রাকিব মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। মৃত কাওসার আলম উপজেলার সুখারি ইউনিয়নের করারধুপ গ্রামের মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। আটপাড়া থানার ওসি মো. জুবায়দুল আলম কাওসারের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, ঐ গ্রামের স্থানীয় প্রভাবশালী দুটি গ্রুপের মধ্যে এলাকার আধিপত্য নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরোধ চলে আসছিল। এরই জের ধরে গত বুধবার সকালে দুই গ্রামের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের ২০ জন আহত হয়। এর মধ্যে গতকাল শুক্রবার কাওসার আলম মারা যান। এ ঘটনায় আটপাড়া থানায় মামলা হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫,

নোয়াখালীতে শ্রমিক অধিকার পরিষদ নেতার ওপর হামলা

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালী সদর উপজেলার কাদির হানিফ ইউনিয়নে মসজিদে হাদির জন্য দোয়া করাকে কেন্দ্র করে জেলা শ্রমিক অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নুর নবীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার ইউনিয়নের বাইতুল জামে মসজিদের সামনে এই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, গতকাল বাদ জুমা মসজিদের ইমাম হাদির জন্য দোয়া করেন। নামাজ শেষে দোয়া করার কারণ জানতে চেয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী ইমামের ওপর চড়াও হন এবং বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হন।
এ সময় উপস্থিত জেলা শ্রমিক অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নূর নবী ঘটনার প্রতিবাদ করলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অভিযোগ উঠেছে, প্রতিবাদ করায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড সভাপতি সোহাগ, এনায়েত ও আনোয়ারসহ বেশ কয়েকজন নুর নবীর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে তিনি আহত হন। ভুক্তভোগী নুর নবীকে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় উচ্চতর পরিষদের সদস্য আব্দুজ জাহের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ ডিসেম্বর ২০২৫

টুঙ্গিপাড়ায় প্রতিপক্ষের মারধরে আহত কৃষকের মৃত্যু

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) সংবাদদাতা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জমি নিয়ে বিরোধে প্রতিপক্ষের মারধরে আহত কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার সকালে উপজেলার ডুমুরিয়া ইউনিয়নের মধুখালী গ্রামে এ মারধরের ঘটনা ঘটে। আহত কৃষক আলামিন শেখ (২৫) বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার সিটি কেয়ার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মৃত আলামিন শেখ মধুখালী গ্রামের আকবর আলী শেখের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আকবর আলী শেখের ছেলেদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে হাসেম শেখের ছেলেদের জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিলো। গত বুধবার সকালে আলামিন মধুখালী গ্রামের বিরোধপূর্ণ জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে গেলে প্রতিপক্ষ বাঁধা দেয়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ২৫-৩০ জন এসে আলআমিনকে পেটাতে থাকে। পরে আলামিনের চিৎকারে বাড়ির লোকজন ঠেকাতে গেলে নারীসহ আরও ৪ জনকে পিটিয়ে আহত করে প্রতিপক্ষের লোকজন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক ঢাকা রেফার করে। বৃহস্পতিবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী বলেন, কৃষকের মৃত্যুর ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হস্পতিবার ৩ পৌষ ১৪৩২
Thursday 18 December 2025
সংবাদ

সেনবাগে গাড়ির গ্যারেজে ঝুলছিল চালকের মরদেহ

প্রতিনিধি, সেনবাগ (নোয়াখালী)

নোয়াখালীর সেনবাগে গ্যারেজ থেকে এক চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বিকেল ৪টার দিকে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এর আগে, একইদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের উত্তর মোহাম্মদপুর গ্রামের আবুল হোসেনের গ্যারেজে গলায় ফাঁস দিয়ে ওই চালক আত্মহত্যা করে। নিহত মো.আরিফ হোসেন (৩০) উপজেলার উত্তর মোহাম্মদপুর গ্রামের মো. মনির আহমেদের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আরিফ পেশায় একজন পিকআপ ভ্যান চালক ছিলেন। তিনি উত্তর মোহাম্মদপুর গ্রামের আবুল হোসেন মিয়ার গ্যারেজে গাড়ি রাখতেন।

ওই গ্যারেজে গতকাল সকালে সবার অগোচরে ঢুকে সিলিং ফ্যানের হুকের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

পরে দুপুরের দিকে আরেকজন চালক গ্যারেজে গাড়ি রাখতে গিয়ে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে। তবে তাৎক্ষণিক পুলিশ আত্মহত্যার কোনো কারণ জানাতে পারেনি।

স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, আরিফের পরিবারে স্ত্রী ও মাকে নিয়ে আগে থেকে কলহ ছিল। পারিবারিক কারণে গতকাল সকালে ভিকটিম পিকআপ চালাতে যায়নি।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫,

খুলনায় সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা

খুলনা আড়ংঘাটা থানার শলুয়া এলাকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে সাংবাদিক এমদাদুল হক মিলন (৪৫) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দেবা (৪৩) নামে একজন আহত হয়েছেন। মিলন একটি অনলাইন পত্রিকায় কাজ করতেন এবং আড়ংঘাটা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে আড়ংঘাটায় এ ঘটনা ঘটে। আড়ংঘাটা থানার ওসি শাহজাহান আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এমদাদুল হক মিলন শলুয়া বাজারে অবস্থিত জনতা ব্যাংকের পাশে চায়ের দোকানে বসে ছিলেন। রাত সাড়ে ৯টার দিকে দুটি মোটরসাইকেলে চারজন দুর্বৃত্ত এসে গুলি করে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মিলনকে মৃত ঘোষণা করেন।
মিলন খুলনার বর্তমান সময় নামে একটি অনলাইন নিউজ পোর্টালে কর্মরত ছিলেন। চায়ের দোকানে বসে থাকা দেবা নামে অন্য একজন আহত হন। তাকে খুমেক হাসপাতালে সার্জারি ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।
আড়ংঘাটা থানার ওসি শাহজাহান আহমেদ জানান, তারা অপরাধীদের ধরতে অভিযান শুরু করেছেন। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানানো হবে।

কালের কণ্ঠ
। ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ।

যাত্রাবাড়ীতে তরুণকে কুপিয়ে হত্যা

৫ জেলায় আরো ৩ খুন, ২ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় এক তরুণকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় স্বামীর বিরুদ্ধে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। জামালপুরের মেলান্দহে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কুমিল্লার মনোহরগঞ্জে ধাওয়া খেয়ে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার। বাগেরহাটের শরণখোলায় পুকুর থেকে যুবকের মরদেহ এবং সিলেটে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় দুর্বৃত্তরা মো. ফারুক (১৮) নামের এক তরুণকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যাত্রাবাড়ীর কাজলা নয়ানগর এলাকার আলফালা মসজিদের গলিতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ফারুক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার মায়েরাপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. আলমের ছেলে। তিনি পরিবারের সঙ্গে নয়ানগর এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং পেশায়

ধাওয়া খেয়ে পুকুরে ঝাঁপ, সকালে মিলল লাশ : কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মণপুরে পরকীয়ার অভিযোগে ধাওয়া খেয়ে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া সেলিম (৪২) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে লক্ষ্মণপুর ইউনিয়নের চৌধুরীবাড়ির পুকুর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। সেলিম গাইবান্ধা সদর উপজেলার খাসরা চাঁদেরভিটা গ্রামের মাহতাবের ছেলে। তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রি এবং দুই সন্তানের জনক। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, সোমবার রাতে তিনি কাতারপ্রবাসী রুবেলের স্ত্রী শিল্পী আক্তারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে এলাকাবাসী ধাওয়া দেয়। গণপিটুনি থেকে বাঁচতে তিনি পুকুরে ঝাঁপ দেন। মনোহরগঞ্জ থানার ওসি শাহিনুর ইসলাম বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

সমকাল । শুক্রবার । ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ।

ভালুকায় মিল শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করে লাশে আগুন

■ **ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি**

ময়মনসিংহের ভালুকায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে হিন্দু যুবককে গণপিটুনি দিয়ে হত্যার পর লাশে আগুন দিয়েছে 'তৌহিদি জনতা'। এর আগে লাশ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে রোড ডিভাইডারে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৯টার দিকে উপজেলার জামিরদিয়া ডুবালিয়াপাড়া এলাকার পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস কারখানার সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার রবিচন্দ্র দাসের ছেলে দীপুচন্দ্র দাস। তিনি ওই কারখানার শ্রমিক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীপু ওই কারখানায় লিংকিং সেকশনে কাজ করতেন। সন্ধ্যার দিকে কাজ করার সময় সহকর্মীর সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে কটূক্তি করেন। তাৎক্ষণিক ওই ঘটনার কথা মিলগেটের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। অল্প সময়ের ব্যবধানে দেড়-দুই হাজার মানুষ কারখানার সামনে জড়ো হয়। তারা কারখানার গেট ভাঙার চেষ্টা করে ও গেটের ভেতরে ঢুকে দীপুকে টেনে বের করে আনে এবং গণপিটুনি দেয়।

এ সময় শিল্প পুলিশ ও ভালুকা মডেল থানা পুলিশের একটি দল তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা চালায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দীপু মারা যান।

পরে জনতা লাশ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে। রাত আনুমানিক সোয়া ১১টায় লাশ ঝুলিয়ে কেরোসিনের আগুনে পুড়িয়ে ফেলে।

এর কিছুক্ষণ আগে ভালুকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে লাশ হেফাজতে নেয়। এরপর লাশ ভালুকা মডেল থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো কথা বলতে রাজি হয়নি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকেও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কিছু জানা যায়নি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ফিরোজ হোসেন জানান, ভালুকা উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের মাষ্টারবাড়িতে মহানবীকে (সা.) নিয়ে কটূক্তি করার ঘটনায় একজন নিহত হয়েছে। নিহত ব্যক্তির লাশ পুলিশের হেফাজতে আছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

সমকাল
সোমবার । ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ ।

যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

■ **সমকাল প্রতিবেদক**

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে গত শনিবার গভীর রাতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আশিষ জোয়ার্দার (৩৩) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। পালানোর সময় বাসের ধাক্কায় এক ছিনতাইকারী গুরুতর আহত হয়েছে। রাত দেড়টার দিকে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের নিচে আড়তের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন আশিষ। এ সময় দু-তিনজন ছিনতাইকারী তাঁর পথরোধ করে ছুরিকাঘাত করে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে দায়িত্বরত চিকিৎসক আশিষকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত আশিষ মাগুরা সদরের পাতুরিয়া গ্রামের অমল জোয়ার্দারের ছেলে। যাত্রাবাড়ী বিবিরবাগিচা ১ নম্বর গেট এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিনি যাত্রাবাড়ী মোড়ের পাশে ফুটপাতে পোশাক বিক্রি করতেন। গত শনিবার মাগুরা থেকে ঢাকায় ফিরে রাতে হানিফ ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে হেঁটে বাসায় যাচ্ছিলেন। এ সময় দু-তিনজন ছিনতাইকারী তাঁকে ছুরিকাঘাত করে তাঁর কাছে থাকা ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। একজন ছিনতাইকারী বাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে গেলে তাকে জনতা আটক করে। তাকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সময়ের আলো
বুধবার । ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

তাঁত কারখানা থেকে শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

● **পলাশ (নরসিংদী) প্রতিনিধি**

নরসিংদীর পলাশে একটি তাঁত কারখানা থেকে এক শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের কেন্দুয়াবো গ্রামে কারখানার পাশ থেকে রক্তাক্ত মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত যুবকের নাম এমরান মিয়া (৩৫)। তিনি কেন্দুয়াবো গ্রামের আমির ইসলামের ছেলে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে পলাশ থানার ওসি শাহেদ আল মামুন জানান, পূর্বশত্রুতার কারণে এই হত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। হত্যার রহস্য উদঘাটনসহ জড়িতদের গ্রেফতারে কাজ করছে পুলিশ।

পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, বাড়ির পাশেই মোস্তফার তাঁত কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন এমরান। সোমবার রাত ৩টার দিকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কারখানা থেকে বের হন তিনি। ভোর ৫টার দিকে সিফাত নামে আরেক শ্রমিক কারখানা থেকে বের হন।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
৮ পৌষ ১৪৩২

মিঠামইনে কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

কিশোরগঞ্জ ব্যুরো

কিশোরগঞ্জের হাওড় উপজেলা মিঠামইনে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে খোকন মিয়া (৪৩) নামে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষ। সোমবার সকালে উপজেলার কেওয়ারজোড় ইউনিয়নের তেলিখাই গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, দীর্ঘদিন ধরে তেলিখাই গ্রামের কুদ্দুস মিয়ার পরিবার ও খোকন মিয়ার পরিবারের মধ্যে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। ৪-৫ দিন আগে খোকন তার ভাবি কুদ্দুস মিয়ার স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। এদিকে, সোমবার সকালে খোকন ঘাস খাওয়াতে গরু নিয়ে হাওড়ের মাঠের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় কুদ্দুসের ছেলে জিয়াউর রহমান ও তার সহযোগীরা তেলিখাই সড়কের পাশের রাস্তায় খোকনকে একা পেয়ে রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে ফেলে রাখে। আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. লিয়াকত আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জের শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

সময়ের আলো
শুক্রবার। ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫।

ভারতে ফের বাংলাদেশি সন্দেহে মুসলিম নির্মাণ শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

সময়ের আলো ডেস্ক

ভারতে ফের 'বাংলাদেশি' সন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের এক মুসলমান নির্মাণশ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তার দুই সহকর্মীও পিটুনির শিকার হয়ে এখন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। পুলিশ বিবিসিকে জানিয়েছে, ওই ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে ওড়িশার সম্বলপুর জেলায়। সম্বলপুরের মহকুমা পুলিশের এসডিপিও বিবিসিকে জানিয়েছেন, আইন্থাপল্লী থানার অন্তর্গত দানিপালি এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। নিহত ১৯ বছর বয়সি জুয়েল রানা পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের সুতি অঞ্চলের বাসিন্দা। মাত্র পাঁচদিন আগে তিনি বাড়ি থেকে কাজ করতে ওড়িশা গিয়েছিলেন। তার দুই সহকর্মী, যারা খুব কাছেই ছিলেন, তারা বিবিসিকে বলেছেন দুষ্কৃতকারীরা বুধবার মারধর করে। তারা প্রথমে বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করে এবং পরিচয়পত্র দেখতে চায়। পরিযায়ী শ্রমিকদের একটি সংগঠন বলছে, কেন্দ্রীয় সরকার 'বাংলাদেশি' এবং 'রোহিঙ্গা' ধরার যে বিশেষ প্রক্রিয়া শুরু করেছে, তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাভাষী মুসলমানরা এভাবে একের পর এক বাংলাদেশি সন্দেহে গণপিটুনির শিকার হচ্ছেন।

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বিবিসি বাংলাকে পরিযায়ী নির্মাণ শ্রমিক পল্টু শেখ বলেন, জুয়েল আর বাকি দুজন ঘরে রান্নাবান্না করে খেয়ে বাইরে বেরিয়েছিল বিড়ি খেতে। আমাদের ঘরের একেবারেই পাশে ওরা থাকত। একদল স্থানীয় প্রথমে এসে ওদের কাছ থেকে বিড়ি চায়। তখন রাত সাড়ে ৮টা হবে। ওই দলটা বিড়ি চাওয়ার পরেই সন্দেহ করে যে, জুয়েলরা তিনজন বাংলাদেশি কি না, আধার কার্ড দেখতে চায়। একজন আধার কার্ড আনতে ঘরে গেছে, এর মধ্যেই মারধর শুরু করে দেয় ওই স্থানীয় লোকেরা।

তিনি আরও বলেন, এর আগেও বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করে তাদের হুমকি দিয়েছে স্থানীয় লোকেরা। কিন্তু এতদিন কেউ মারধর করেনি। ওদের হাত থেকে একজন পালিয়ে এসে আমাদের ঘরে খবর দেয় যে আমায় বাঁচাও, মেরে ফেলছে। আমরা সবাই তখন বেরিয়ে আসি। আরেকজন নির্মাণশ্রমিক সাদ্দাম হুসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, চিৎকার শুনে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি ওই লোকগুলো অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে গেল। এরপর আমরা সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। জুয়েল মারা গেছে। গ্রামে খবর দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি এক নম্বর ব্লকের অধীন চক বাহাদুরপুর গ্রামে জুয়েল রানার বাড়ি। তার চাচা রিয়াকুল শেখ বিবিসিকে বলেন, তিনি প্রত্যক্ষদর্শী অন্য শ্রমিকদের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন, ওরা তিনজন খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিড়ি খাওয়ার সময়ই এই ঘটনা ঘটে। চার-পাঁচজন গুন্ডা এসেছিল। তারা জুয়েলদের তিনজনকে বলে যে তোমরা বাংলাদেশি, ভারতে কেন থাকবে। জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে বলেছিল। মারধর করার সময়ে মোবাইল কেড়ে নেয়।

যে এলাকায় জুয়েল রানাকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, সেই আইন্থাপল্লী থানা এলাকাটি সম্বলপুর মহকুমার অধীন। মহকুমা পুলিশ অফিসার তোফান বাগ বিবিসির সংবাদদাতা সুব্রত পতিকে ঘটনাক্রমের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী জুয়েল রানার সহকর্মীদের বয়ান প্রায় মিলে গেছে। বাগ বিবিসিকে বলেছেন, তিনজন শ্রমিক বিড়ি খাচ্ছিলেন। সেই সময়ে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা সেখানে গিয়ে আধার কার্ড দেখতে চায়। তারপরই তিনজনকে মারধর করে। একজন ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। তার দেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে এবং পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছয়জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এবং তদন্ত এখনও চলছে। দুজন আহতকে সম্বলপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাদের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে বিবিসি।

ডিসেম্বর মাসেই ভারতের তিনটি রাজ্যে গণপিটুনিতে মৃত্যুর তিনটি ঘটনা সামনে এসেছে। এর মধ্যে বিহারে একজন মুসলমান ফেরিওয়ালা তার ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে গণপিটুনির শিকার হয়ে হাসপাতালে মারা যান। তিনি পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ছত্তিশগড় থেকে কেরালায় কাজের খোঁজে গিয়েছিলেন। কেরালায় একজন দলিত শ্রেণির হিন্দুকে বাংলাদেশি সন্দেহে পিটিয়ে মারা হয়। তৃতীয় ঘটনাটি বুধবার রাতে, ওড়িশা রাজ্যে ঘটল। জুয়েল রানাও পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন। মুর্শিদাবাদ থেকে কাজে গিয়েছিলেন ওড়িশায়। ওড়িশা রাজ্যে এ মাসেই বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা সন্দেহে গণপিটুনির শিকার হন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা এক মুসলমান যুবক। তাকে মারধর ও 'জয় শ্রীরাম' বলার জন্য শারীরিক নির্যাতন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী এই রাজ্যটিতে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক ঘটনা সামনে এসেছে–যেখানে বাংলাভাষী শ্রমিক, ফেরিওয়ালাদের বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করে গণপিটুনি বা হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক আসিফ ফারুক বলেন, এই গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা যেন থামছেই না। প্রায় সবক্ষেত্রেই নিশানা করা হচ্ছে বাংলাভাষী মুসলমানদের, পরিযায়ী শ্রমিকদের। এর মধ্যে আবার ওড়িশায় সম্প্রতি বাংলাভাষী মুসলমানদের ওপরে হেনস্থা, মারধরের ঘটনা প্রচুর হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার সাত-আট মাস আগে যে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা খুঁজে বের করে বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করার নির্দেশ দিয়েছে, তারই ফলেই এ ধরনের ঘটনা খুব বেড়ে গেছে। ওই নির্দেশ ছিল সব রাজ্যের পুলিশের প্রতি, কিন্তু সেই সুযোগটা নিয়ে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো এই কাজে নেমে পড়েছে। আর ওড়িশায় বিজেপি-ই তো এখন ক্ষমতায়। তাই বোঝাই যাচ্ছে কাদের প্রচ্ছন্ন মদদে এই গণপিটুনি আর হেনস্থার ঘটনা ঘটছে।

তার দাবি, রাজ্য প্রশাসন ওড়িশা সরকারের সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করুক। নিহত জুয়েল রানার বাড়ি যে অঞ্চলে, তার পাশের বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক ও রাজ্যের বিদ্যুৎ দফতরের প্রতিমন্ত্রী আখতারুজ্জামান বলেন, রাজ্যের মুখ্যসচিব তার পর্যায়ে কথা বলেছেন, আমাদের সরকার বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকেও জানিয়েছে বিষয়টা। কিন্তু বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার বা যেসব রাজ্যে বিজেপি সরকার আছে, তাদের মূল অ্যাজেন্ডাই তো বাঙালিবিরোধী, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানবিরোধী।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫

সিয়ামের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে পুরো পরিবার

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর মগবাজার মোড়ে ককটেল বিস্ফোরণে সিয়ামের মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়েছে পুরো পরিবার। বুধবার সন্ধ্যায় ওই ঘটনার পর কান্না থামছে না মা সিজু বেগমের। এদিকে এ ঘটনায় হাতিরঝিল থানায় অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন বাবা আলী আকবর মজুমদার। তবে কাউকে এখনো শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় পাঁচ বছর আগে মা-বাবা ও ভাইকে সঙ্গে নিয়ে খুলনা থেকে ঢাকায় আসে সিয়াম মজুমদার। পরিবার ঋণগ্রস্ত হওয়া ঢাকায় এসে বাবা আলী আকবর মজুমদার রিকশা চালানো শুরু করেন। মা সিজু বেগম কাজ নেন বিভিন্ন বাসাবাড়িতে। সিয়াম মজুমদার ও তার ভাই সেজান মজুমদার ইস্কাটন এলাকাতেই দুটি মোটরপার্টস ডেকোরেশনের দোকানে কাজ নেন। সবাই পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিবারকে ঋণমুক্ত করার সংগ্রাম শুরু করেন।

তবে বুধবার সন্ধ্যার পর ফ্লাইওভার থেকে ছোড়া ককটেল বিস্ফোরণে সিয়ামের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে তার পুরো পরিবার। সিয়ামের মা বলেন, ঢাকায় আইস্যা সব শেষ হইয়্যা গেল। আমি হত্যার সুষ্ম বিচার (সুষ্ঠ বিচার) চাই। এই দেশে কেউ সুষ্ম বিচার (সুষ্ঠ বিচার) করে না। আমি বলব—এই সরকার যেন হত্যাকারীদের বের করে বিচার করে। আমি এই বিচার চাই।

হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম মর্তুজা গণমাধ্যমকে বলেন, এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর
বুধবার ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
৯ পৌষ ১৪৩২

ফের আরাকান আর্মির হাতে শিশুসহ ৬ জেলে আটক

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

সেন্টমার্টিন সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকারের সময় মিয়ানমার সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি ১টি মাছ শিকারের ট্রলারসহ ফের ৬ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে ১ শিশুসহ ৫ বাংলাদেশি ও ১ রোহিঙ্গা জেলে রয়েছে। তারা হলেন সেন্টমার্টিনের মাঝের পাড়ার ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আবুল বশরের ছেলে নুর মোহাম্মদ, মোহাম্মদ হোছনের ছেলে মোহাম্মদ নুর, নুরুল ইসলামের ছেলে নুরুল আলম, টেকনাফ বাহারছড়া শামলাপুর এলাকার বাইন্না পাড়ার লাল মিয়ার ছেলে হাবিবউল্লাহ, হাবিবউল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ ইব্রাহীম ও অপরজন রোহিঙ্গা, যার নাম জানা যায়নি। মঙ্গলবার দুপুরে গ্লোবাল আরাকান নেটওয়ার্ক নামের একটি অনলাইনের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়, মিয়ানমারের জলসীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশের একটি বোট মিয়ানমার সীমান্তে মাছ শিকার করছিল।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫,

সিংগাইরে গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার জামশা ইউনিয়নে নিজ ঘরের ভেতর গলাকাটা অবস্থায় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের নাম ফাইজুদ্দিন (৫০)। তিনি জামশা ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের মৃত সামেজুদ্দিনের ছেলে। পেশায় মাটি কাটার শ্রমিক ছিলেন তিনি।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পথচারীরা একটি ঘর থেকে রক্ত বের হতে দেখেন। পরে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলে তারা গলা কাটা মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহতের ভগ্নিপতি আব্দুস সালাম জানান, পারিবারিক কলহের জেরে প্রায় এক মাস আগে ফাইজুদ্দিনের স্ত্রী শিউলি আক্তার দুই সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়ি বলধারা ইউনিয়নের বেরুন্ডি গ্রামে চলে যান। এরপর থেকে ফাইজুদ্দিন একাই ওই ঘরে বসবাস করছিলেন। খবর পেয়ে সন্ধ্যায় স্ত্রী ও স্বজনরা ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ শনাক্ত করেন।

স্থানীয়রা জানান, স্ত্রী ও সন্তানদের বিচ্ছেদে ফাইজুদ্দিন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। মাটি কাটার সরদার তারেক জানান, স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হিসেবে ঘটনার একদিন আগে ফাইজুদ্দিন উকিল নোটিস পাঠিয়েছিলেন। মরদেহের সুরতহালকারী তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মো. রেজাউল করিম জানান, নিহতের ডান কানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। এ বিষয়ে সিংগাইর থানার ওসি মো. মাজহারুল ইসলাম বলেন, 'প্রাথমিকভাবে এটি একটি হত্যাকাণ্ড বলেই ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হত্যার রহস্য উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।

প্রথম আলো বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ ৯ পৌষ ১৪৩২

পোশাকশ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

‘একটা ছোড়ু মাইয়া থুইয়া গেছে দীপু, হেদের কী অইবো’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ

মাত্র ২১ বছর বয়সে বিধবা হয়েছেন মেঘনা রানী রবিদাস। দেড় বছরের মেয়েকে নিয়ে অথই সাগরে পড়েছেন। বাবার আদর-ভালোবাসা বোঝার আগেই শিশুটিকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে, এমন দুশ্চিন্তা এখন ভর করেছে পরিবারটিতে।

কোলের শিশুটির কান্না থামানোর চেষ্টা করে মেঘনা বলেন, ‘আমাদের কী হবে এখন। মাত্র ৩ বছরের সংসার আমার, শেষ হয়ে গেল। আমার স্বামীকে (দীপু চন্দ্র দাস) নিয়ে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখছিলাম।’

ময়মনসিংহের ভালুকায় হত্যাকাণ্ডের শিকার পোশাকশ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসের গ্রামের বাড়ি তারাকান্দা উপজেলার মোকামিয়াকান্দা গ্রামে। ভালুকার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের ডুবালিয়াপাড়া এলাকায় গত বৃহস্পতিবার রাতে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড কারখানার কর্মী দীপু চন্দ্র দাসকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় তাঁর ভাই অপু চন্দ্র দাস বাদী হয়ে গত শুক্রবার অজ্ঞাতপরিচয় ১৪০ থেকে ১৫০ জনকে আসামি করে একটি মামলা করেন।

দীপু দাসের চাচি মিনতী রানী পরিবারটির আর্থিক দুরবস্থার কথা তুলে ধরে বলেন, ‘ওর (দীপুর) বাপটা বাজারে কুলির কাম কইরা মাইনসের কাছে চায়া-মাইগ্যা টেহা দিয়া স্কুলে-কলেজে পড়াইয়া ছেরাডারে মানুষ করছে। এদের জীবনডাই কষ্টে গেছে। একটা ছোড়ু মাইয়া থুইয়া গেছে দীপু। হেদের কী অইবো, এইডা সরকার দেহুক।’

তারাকান্দা বাজারে শ্রমিকের কাজ করেন দীপুর বাবা রবি চন্দ্র দাস। বড় ছেলে দীপুকে হারিয়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। রবি চন্দ্র দাস বলেন, ‘সে-ই আমার সংসারের হাল ধরেছিল; কিন্তু আমার ছেলেটারে শেষ কইরা দিছে।’

পরিবারের দেখভালের দায়িত্ব রাষ্ট্রের

গতকাল বিকেলে দীপু চন্দ্র দাসের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর নেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার। তিনি বলেছেন, ‘দীপু দাসের সন্তান ও স্ত্রী এবং মা-বাবার দেখভালের দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করল। আমি আসার আগে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি আমাকে পরিবারটির সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন। পরিবারের কী চাহিদা, তা পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে নিরূপণ করা হবে।’

দীপুর বাড়িতে অধিকারকর্মীরা

গতকাল দুপুরে অধিকারকর্মীদের ১৭ সদস্যের একটি দল দীপু চন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের খোঁজ নেয় এবং ন্যায়বিচারের জন্য সব ধরনের আইনগত সহায়তার আশ্বাস দেয়। নাগরিক সংগঠন কোয়ালিশন, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), মৌলিক অধিকার সুরক্ষা কমিটি, সম্প্রীতি যাত্রা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), মানবাধিকার সাংস্কৃতিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম), হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি ও অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (এএলআরডি) প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন।

নাগরিক সংগঠন কোয়ালিশনের সদস্য আলোকচিত্রী শহিদুল আলম বলেন, ‘এতগুলো মানুষ রক্ত দেওয়ার পর বৈষম্যহীন বাংলাদেশ পাব, আমরা ভেবেছি। কিন্তু সেখানে এ রকম অপবাদ দিয়ে বিনা প্রমাণে নৃশংসভাবে একটা মানুষকে হত্যা করা হলো, তার লাশকে পোড়ানো হলো, অসম্মান করা হলো; সেটি আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক।’

কালের কণ্ঠ বুধবার। ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

ট্রলারসহ ১৩ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

উখিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি ▷

কক্সবাজারের টেকনাফ উপকূলে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় মাছ শিকারে গেলে দুটি ট্রলারসহ ১৩ জন জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মায়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) সদস্যরা। গতকাল সকালে নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনা এলাকা থেকে তাঁদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালিয়া ঘাট ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি সাজেদ আহমেদ। তিনি বলেন, গভীর সাগরে মাছ শিকার শেষে জেলেরা টেকনাফের দিকে ফিরছিলেন। এ সময় বঙ্গোপসাগরের মোহনা এলাকা থেকে আরাকান আর্মির একটি দল অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে দুটি ট্রলারসহ ১৩ জেলেকে মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডু টাউনশিপের একটি খালে নিয়ে যায়। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত আটক জেলেদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ইউএনও মো. ইমামুল হাফিজ নাদিম বলেন, দুটি ট্রলারসহ ১৩ জন জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ৯ পৌষ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 24 December 2025

পলাশে কারখানার নৈশপ্রহরীকে কুপিয়ে হত্যা

প্রতিনিধি, পলাশ (নরসিংদী)

পলাশে এমরান ওরফে নয়ন বাবু (৩৫) নামে পাওয়ারলুম কারখানার এক নৈশপ্রহরীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় পলাশ উপজেলার ডাংগা ইউনিয়নের কেন্দুয়াব গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত এমরান ওই গ্রামের আমির ইসলামের ছেলে। সে পেশায় পাওয়ারলুম কারখানার নিরাপত্তা কর্মী ছিলেন।

পুলিশ ও স্বজনরা জানায়, গতকাল রাতে বাড়ির পাশে মোস্তফার পাওয়ারলুম কারখানার নাইড গার্ডের ডিউটি করতে যায় এমরান ওরফে নয়ন বাবু। পরে রাত ৩ টার দিকে পাওয়ারলুমের ভিতর থেকে প্রস্রাব করতে বাহিরে বের হয় তিনি। কিন্তু তারপর সে আর ভিতরে প্রবেশ করেনি। আজ ভোর পাঁচটার দিকে সিফাত নামে আরও এক শ্রমিক পাওয়ারলুমের বাহিরে বের হয়। এসময় তিনি এমরান ওরফে নয়ন বাবুকে পাওয়ারলুমের বাহিরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তার পরিবার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকায় নিয়ে যেতে বলেন। পরে ঢাকা নেওয়ার পথে এমরান ওরফে নয়ন বাবু মারা যায়।

নিহতের স্ত্রী জোৎস্না বেগম বলেন, কামাল নামে তার স্বামীর এক বন্ধু এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকতে পারে। কিছুদিন আগেও কামাল রাত ১২টার সময় এসে আমার স্বামীকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। আজ দুপুরে কামালের বিদেশে চলে যাওয়ার কথা। কামাল আরও মানুষদের নিয়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়। আমি আমার স্বামীর হত্যাকারীদের বিচার চাই।

পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহেদ আল মামুন জানান, নিহত এমরান ওরফে নয়ন বাবু পাওয়ারলুম কারখানার নাইড গার্ডের চাকরি করতেন। রাতে প্রস্রাব করতে পাওয়ারলুমের বাহিরে আসার পর কে বা কারা মাথার পিছনে আঘাত করে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে ফেলে রাখে। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে এমরানের মৃত্যু হয়। নিহতের মাথায় কোপানোর চিহ্ন রয়েছে। এ ঘটনায় তার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

কম দামে মুরগি কিনতে গিয়ে পিটুনিতে বৃদ্ধ খুন

গাজীপুরে ছুরিকাঘাতে বাবুর্চি নিহত

প্রতিদিন ডেস্ক

কিশোরগঞ্জে কম দামে মুরগি কিনতে গিয়ে পিটুনিতে প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধ। এ ছাড়া গাজীপুরে ছুরিকাঘাতে বাবুর্চি নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর- কিশোরগঞ্জ : কিশোরগঞ্জের ইটনায় মুরগি কিনতে গিয়ে কিল-ঘুসিতে মারা গেছেন এক বৃদ্ধ। ঘটনাটি ঘটে গতকাল উপজেলার দিঘিরপাড় আলগাপাড়ায়। নিহতের নাম আইয়ুব আলী (৬৮)। তার বাড়ি বড়হাটি গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দিঘিরপাড় আলগাপাড়ার আফজাল মিয়ার খামারে কম দামে মুরগি বিক্রি হবে মর্মে সোমবার মাইকিং করা হয়। মুরগি কিনতে গতকাল লোক ভিড় করে খামারে। লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে মধ্যগ্রাম নয়াবাড়ি গ্রামের মুজিবুর মিয়ার সঙ্গে তর্কাতর্কি হয় আইয়ুবের। একপর্যায়ে মুজিবুরের ছেলে সাব্বিরসহ কয়েকজন আইয়ুবকে কিলঘুসি মারে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওসি আবুল হাসিম বলেন, এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। গাজীপুর : গাজীপুরের কালীগঞ্জে ‘মদ্যপ’ বন্ধুর ছুরিকাঘাতে সুমন কস্তা (৪৫) নামে এক বাবুর্চির খুনের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল উপজেলার রাঙ্গামাটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সুমন কস্তা একই এলাকার সুকণ্ঠ কস্তার ছেলে। অভিযুক্ত তার বন্ধু নন্দন ডি কস্তা (৪৬) একই এলাকার গিলবার্ট ডি কস্তার ছেলে। স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে সুমন কস্তা বন্ধু নন্দন ডি কস্তার বাড়িতে যান। সেখানে মদ পানের সময় কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে নন্দন ডি কস্তা সুমন কস্তাকে একাধিকবার ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। ওসি মো. জাকির হোসেন বলেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | বুধবার
৯ পৌষ ১৪৩২, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

রাজশাহীতে মবের মধ্যযুগীয় বর্বরতায় ভ্যানচালকের মৃত্যু

মুমূর্ষু অবস্থায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে পেলেন কারাদণ্ড

■ স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ও বাগমারা সংবাদদাতা

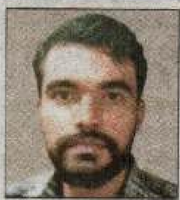

রাজশাহীর বাগমারায় শতাধিক মানুষের সামনে ওমর ফারুক (৩৮) নামে এক ভ্যানচালককে বর্বর নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। চুরির অপবাদে তাকে প্রকাশ্যে উলঙ্গ করে দুই ঘণ্টা ধরে লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়। হাত-পায়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় লোহার পেরেক। পানি চাইলে কয়েক দফায় চুবানো হয় নদীতে। এরপর তার পায়ুপথে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় শুকনো মরিচের গুঁড়া। পরে তাকে 'মাদকের নাটক সাজিয়ে' ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

গত ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উপজেলা সদরের সিএনজি মালিক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে সদস্যরা মধ্যযুগীয় এই পাশবিকতা চালায়। শনিবার ভোরে কারা হেফাজতে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত ফারুক ভবানীগঞ্জ পৌরসভার চাঁনপাড়া মহল্লার মসলেম সরদারের ছেলে। এ ঘটনায় তার পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তারা এমন নির্মম হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

এই ঘটনার সাত দিন পেরিয়ে গেলেও কোনো মামলা হয়নি । তবে এই ঘটনায় সন্দেহভাজন দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ। থানার ওসি আটকের বিষয়টি নিশ্চত করেননি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঐ ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার বাগমারা থানাপুলিশ ভবানীগঞ্জ পৌরসভার দানগাছি মহল্লায় অভিযান চালিয়ে মুকুল হোসেন ওরফে মুরগি মুকুল (৪৪) এবং একই মহল্লার জুয়েল রানা ওরফে ভাংড়ি জুয়েলকে (৩৫) আটক করেছে। বাগমারা থানার ওসি সাইদুল আলম বলেন, আমরা মামলা গ্রহণের জন্য নিহত ভ্যান চালকের পিতা মসলেম সরদারকে থানার আসার জন্য খবর পাঠালে তিনি এখনো থানায় আসেননি। তিনি এলে মামলা গ্রহণ করা হবে।

মধ্যযুগীয় বর্বরতা : ঘটনাস্থল ভবানীগঞ্জ পৌরসভা সদরের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঐদিন সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে ভ্যানচালক ফারুক বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি সিএনজি স্ট্যান্ডের সামনে তার ভ্যানটি রেখে প্রস্রাব করতে যান। এ সময় চুরির অপবাদ দিয়ে তাকে ধরেন সিএনজি মালিক সমিতির সভাপতি রেজাউল করিম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন। এরপর রেজাউল ও মতিনসহ সমিতির সদস্য হান্নান, বিপ্লব, রফিক, মোজাম্মেলসহ ১০-১৫ জন ফারুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাকে লোহার রড দিয়ে পেটাতে থাকেন। একপর্যায়ে ফারুক মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর তাকে পাশের একটি প্রাচীরের সঙ্গে দাঁড় করানো হয়। সমিতির কয়েক জন সদস্য ফারুককে শক্ত করে জাপটে ধরেন। তার দুই হাত ও দুই পায়ে হাতুড়ি দিয়ে দুই ইঞ্চির ৮-১০টি লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দেন রেজাউল ও মতিন। ফারুক এ সময় পানি পানি বলে চিৎকার করতে থাকলেও পানি দেওয়া হয়নি। হট্টগোল ও পেটানোর ঘটনা দেখে সেখানে যান ফারুকের চাচা আনিসুর। তিনি একটি দোকান থেকে পানির বোতল নিয়ে যান। কিন্তু তার কাছ থেকে পানির বোতল ছিনিয়ে নেন রেজাউল। কাউকে যেন খবর দিতে না পারেন এজন্য আনিসুরকেও সেখানে আটকে রাখা হয়।

এরপর রেজাউল ও মতিনসহ নির্যাতনকারীরা ফারুককে সিএনজি স্ট্যান্ডের কাছে রাণী নদীতে নিয়ে যান। তাকে উলঙ্গ করে পানিতে চুবাতে থাকেন তারা। সেখান থেকে তাকে আবার সিএনজি স্ট্যান্ডে নিয়ে আসা হয়। এরপর আবারও চলে নির্যাতন। ফারুক পুনরায় পানি খেতে চাইলেই নদীর পানিতে চুবানো হয়। এরপর পায়ুপথে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় শুকনো মরিচের গুঁড়া।

একপর্যায়ে ফারুকের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়লে রেজাউল বাগমারা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশের একটি টিম এসে ফারুকের শারীরিক অবস্থা দেখে তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর বাগমারা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম ভূঞাকে ফোন দেওয়া হলে তিনি সেখানে আসেন। পরে ফারুকের কাছে 'মাদক পাওয়া গেছে' উল্লেখ করে তিনি তাকে কারাগারে পাঠান। সাইফুল ইসলাম ভূঞা বলেন, ফারুকের কাছে এক পুরিয়া গাঁজা পাওয়া গেছে। এ কারণে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে সাত দিনের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়। এই ঘটনায় তিনি দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ অস্বীকার করেন।

মোখলেসুর রহমান নামে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, প্রথমে সিএনজির ব্যাটারি চুরির অপবাদ দিয়ে ফারুককে চরম নির্যাতন করা হয়েছে। পরে তার শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়লে নির্যাতনকারীরা ভয় পেয়ে যায়। সমিতির সদস্যরাই গাঁজার 'নাটক' সাজিয়ে ফারুককে ভ্রাম্যমাণ আদালতের হাতে তুলে দেন।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার শাহ আলম খান বলেন, আমরা ফারুককে আহত অবস্থায় গ্রহণ করি। তিনি গুরুতর আহত ছিলেন। ১৮ ডিসেম্বর অবস্থা খারাপ হলে তাকে রামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একদিন পর সেখানে তিনি মারা যান। ময়নাতদন্তের পর তার লাশ নিকটাত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সংবাদ | বুধবার ৯ পৌষ ১৪৩২
Wednesday 24 December 2025

পূর্বধলায় শাবলের আঘাতে যুবকের মৃত্যু, আটক দুই

প্রতিনিধি, পূর্বধলা (নেত্রকোনা)

নেত্রকোণার পূর্বধলা উপজেলায় চাচা-ভাতিজার মধ্যে বিরোধের জেরে শাবলের আঘাতে জিহাদুল ইসলাম (৩৫) এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিকেল উপজেলা সদরের ছোট ইলাশাপুর গ্রামে। নিহত জিহাদুল ইসলাম ওই গ্রামের আব্দুল হাই এর ছেলে এবং পেশায় ট্রাকচালক ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জিহাদুল ইসলামের সঙ্গে তার প্রতিবেশি চাচা নিজাম উদ্দিনের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ভাড়া নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়। এরপর নিজাম উদ্দিন বাড়িতে চলে যান। কিছুক্ষণ পরই নিজাম উদ্দিনের বড় ভাই ও তার ছেলে-সহ ৭-৮ জন জিহাদুলের বাড়ির সামনে এসে শাবলের আঘাতে তাকে লক্ষ্য করে হামলা চালান।

সরাসরি আঘাতে গুরুতর আহত জিহাদুল ইসলাম রাস্তায় লুটিয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে পূর্বধলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় পুলিশ সন্দেহভাজন দুইজনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। আটককৃতরা হলেন -ইসলাম উদ্দিন (৬০) ও মুর্তজা (৫০), উভয়েই ছোট ইলাশাপুর গ্রামের বাসিন্দা।

জিহাদুল ইসলামের মৃত্যুর খবরে স্থানীয়দের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যরা নিজাম উদ্দিন ও তার ভাইয়ের বাড়িতে হামলা চালিয়ে বসতঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন ধরিয়ে দেন।

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ দিদারুল ইসলাম জানান, ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর পূর্বধলা থানার পুলিশ ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সজল কুমার সরকারসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন দুইজনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আটক করা হয়েছে। ঘটনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

সংবাদ | বুধবার ১৬ পৌষ ১৪৩২
Wednesday 31 December 2025

পটুয়াখালীর বাউফলে শ্রমিকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, পটুয়াখালী

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কর্পূরকাঠী গ্রামে গতকাল সকাল ৯টার দিকে মো. খলিল মৃধা (৫৫) নামের এক শ্রমিকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত খলিল মৃধা কালাইয়া ইউনিয়নের কর্পূরকাঠী গ্রামের আবুল হোসেন মৃধার ছেলে।

এলাকাবাসী ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন দফাদার মো. সিদ্দিকুর রহমান জানান, শ্রমিক খলিল মৃধা বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ হয়ে শারীরিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। এ কারণে তার স্ত্রী তিন মেয়েকে নিয়ে অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন। এদিকে খলিল তার বৃদ্ধ মাকে নিয়ে নিজ বাড়িতে বসবাস করে আসছিলেন।

ঘটনার দিন সকালে খলিল তার মায়ের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। সকাল ৯টার দিকে নিলুফা বেগম নামে এক প্রতিবেশী একটি কাঁঠাল গাছের সঙ্গে গলায় রশি দেয়া অবস্থায় খলিলের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে বাড়িতে খবর দেন। পরে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে বাউফল থানার ইনচার্জ (তদন্ত) মো. আতিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

উত্তর বাসাবোয় ভবন থেকে পড়ে ঠিকাদারের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর সবুজবাগে নির্মাণাধীন একটি ভবনের ওপর থেকে পড়ে টিপু মোল্লা (৪৭) নামে এক ঠিকাদারের মৃত্যু হয়েছে। রোববার রাতে সবুজবাগের উত্তর বাসাবোর একটি নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের নিচের ফাঁকা জায়গা থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন সবুজবাগ থানার এসআই আজিজুল হক ভূইয়া। তিনি জানান, নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি সিগারেটের প্যাকেট উদ্ধার করা হয়েছে। যার মধ্যে একটি সিগারেটে গাঁজা পাওয়া গেছে।

পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে টিপু মোল্লা ওই ভবনের লিফটের ফাঁকা স্থানের ওপর থেকে নিচে পড়ে যেতে পারেন। তবে তাকে কেউ নিচে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছে কি না সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিহত টিপু মোল্লা উত্তর বাসাবোর বাসিন্দা। তিনি ইয়াদ আলী মোল্লার ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

খুলনায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে দুই হাতের রগ কাটল দুর্বৃত্তরা

■ খুলনা অফিস ও বটিয়াঘাটা সংবাদদাতা

খুলনায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আক্তার হোসেন (৪০) নামে এক জনের দুই হাতের রগ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার সকালে বটিয়াঘাটা উপজেলার দারোগার ভিটা নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। নগরীর একটি হোটেলের কর্মচারী আক্তার হোসেনকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খুলনা মেডিক্যাল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালের অর্থোপেটিক্স বিভাগের চিকিৎসক ডা. বাপ্পা রাজ বলেন, 'ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তার বাম ও ডান হাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাম হাতের অবস্থা খুবই খারাপ। উন্নত চিকিৎসার জন্য আমরা তাকে ঢাকার জাতীয় পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দিয়েছি।' বটিয়াঘাটা থানার ওসি খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, দুর্বৃত্তরা আক্তার হোসেনের পূর্বপরিচিত। সকালে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে দারোগার ভিটা এলাকার আলী নগর নামের একটি বিলের মধ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুই হাতের কব্জি কুপিয়ে জখম করে। কী কারণে তার হাতের রগ কেটে দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চোর সন্দেহে একজনকে পিটিয়ে হত্যা

প্রতিদিন ডেস্ক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে চোর সন্দেহে একজনকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মেহেরপুরে যুবক ও নেত্রকোনায় এক কৃষক খুন হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর– ব্রাহ্মণবাড়িয়া : নবীনগরে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে শাহেদ আলী (৫৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ বাড়ির মালিকসহ চারজনকে আটক করেছে। শনিবার গভীর রাতে উপজেলার কোনাউর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। নিহত শাহেদ নবীনগরের সেমন্তঘর গ্রামের মিল্লাত আলীর ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কোনাউর গ্রামের লাবু মিয়ার বাড়িতে সিঁদ কেটে প্রবেশ করেন শাহেদ আলী। লোকজন টের পেয়ে তাকে ধরে ফেলে। চোর চোর চিৎকারে আশপাশের লোক জড়ো হয়ে তাকে পিটুনি দেয়। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

মেহেরপুরে যুবক নেত্রকোনায় কৃষক খুন

মেহেরপুর : গাংনীর কল্যাণপুরে রাতে জমি পাহারা দিতে গিয়ে খুন হয়েছেন তপন হোসেন (৩০) নামে এক যুবক। হাজীপাড়ার মাঠে পেঁপে খেত থেকে গতকাল তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তপন গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মজিবার রহমানের ছেলে। স্ত্রী রুপা খাতুন জানান, শনিবার রাত ১১টার দিকে তপন খাওয়াদাওয়া করে মরিচ ও কলার জমি দেখার কথা বলে বের হন। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। সকালে লাশ উদ্ধারের খবর পাই। নেত্রকোনা : সদর উপজেলায় নিজ ঘর থেকে হেলাল উদ্দিন (৬০) নামে এক কৃষকের গলা কাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সকালে নারিয়াপাড়া গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। হেলাল ওই গ্রামের আশ্রাব উদ্দিনের ছেলে। পরিবার জানায়, শনিবার রাতে স্ত্রীর সঙ্গে একই ঘরে ঘুমিয়েছিলেন তিনি।

প্রথম আলো
বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫,

যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে টাইলসমিস্ত্রি নিহত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর কাজলা নয়ানগর এলাকায় ছুরিকাঘাতে মো. ফারুক (১৯) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নয়ানগর এলাকার আল ফালাহ মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ফারুক পেশায় টাইলসমিস্ত্রি ছিলেন।

ছুরিকাঘাতের পর তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসেন তাঁর বন্ধু মো. সজীব। তিনি বলেন, নয়ানগর এলাকার কালু, শরিফ, আল আমিন, গালিবসহ ৮ থেকে ১০ জনের একটি দল ফারুকের বুক ও কোমরের ডান পাশে ছুরিকাঘাত করে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ফারুককে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ফারুকের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার মায়রাপুর গ্রামে। তিনি যাত্রাবাড়ীর নয়ানগর এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাঁর বাবা মোহাম্মদ আলম যাত্রাবাড়ী এলাকায় নৈশপ্রহরীর কাজ করেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে ফারুক ছিলেন চতুর্থ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ইত্তেফাক
বুধবার
০৯ পৌষ ১৪৩২
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

বালিয়াকান্দিতে কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

■ বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) সংবাদদাতা

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিততে হাবিব শেখ (৪২) নামে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের বনগ্রাম এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত হাবিব শেখ নবাবপুর ইউনিয়নের বনগ্রাম গ্রামের লিয়াকত আলীর ছেলে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ সকালে স্থানীয় টোকন শেখ জমিতে কাজের জন্য হাবিব শেখকে ডেকে নিয়ে যায়। হাবিব সেখানে কাজে গেলে টোকনের প্রতিপক্ষ জামালের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তর্কের এক পর্যায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয় হাবিব। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বালিয়াকান্দি থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রব তালুকদার বলেন, লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবার অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
১ পৌষ ১৪৩২

চাঁদা না পেয়ে চালকের পা ভেঙে দিল বখাটেরা

সোনারগাঁয়ে ৩ জনকে মারধর

যুগান্তর প্রতিবেদন, *সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ)*

দাবিকৃত চাঁদার টাকা না পেয়ে সোনারগাঁয়ের হরিহরদী বাজারে এক ট্রাক্টরচালক রায়হান ও তার পরিবারের দুই সদস্যকে মারধর করেছে বখাটেরা। এ সময় হামলাকারীরা ওই চালক রায়হানের বাম পা ভেঙে দেয়। শনিবার বিকালে স্থানীয় সনমান্দী ইউনিয়নের হরিহরদী বাজারে এ ঘটনা ঘটে। পরে আহতদের উদ্ধারের পর তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় সোমবার রাতে থানায় অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। জানা গেছে, উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের বাস্তাবো গ্রামের আলমগীর ভূঁইয়ার ছেলে রায়হান ও রোহান ট্রাক্টর চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। একই ইউনিয়নের মুছারচর এলাকার বখাটে মোস্তফা ও সাইদুলের নেতৃত্বে কবির হোসেন, সানাউল্লাহ ও দুলুসহ ৬-৭ জনের একটি দল রায়হানের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা দাবি করে। দাবিকৃত চাঁদার টাকা না পেয়ে শনিবার বিকালে স্থানীয় সনমান্দী ইউনিয়নের হরিহরদী বাজারে রায়হান, রোহান ও তাদের বাবা আলমগীর ভূঁইয়াকে মারধর করে। এ সময় হামলাকারীরা রায়হানের বাম পা ভেঙে দেয় এবং তার কাছে থাকা অর্ধলাখ টাকা ছিনিয়ে নেয়। ওসি মো. মহিবুল্লাহ জানান, তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১ পৌষ ১৪৩২, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

নবাবগঞ্জে রাস্তার পাশ থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

■ দোহার-নবাবগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

নবাবগঞ্জে রাস্তার পাশে বন্ধ দোকানের সামনে রেখে যাওয়া মোতালেব সিকদার (৭০) নামে এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে উপজেলা সদরের কাশিমপুর নিমতলা তিন রাস্তার পাশে একটি বন্ধ দোকানের সামনে থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।

মোতালেব সিকদার উপজেলার নয়নশ্রী ইউনিয়নের বকচর গ্রামের মরহুম শাহাজদ্দিন সিকদারের ছেলে। নবাবগঞ্জ থানার ওসি আনোয়ার আলম আজাদ এ ঘটনাকে হত্যা বলে দাবি করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সোমবার ভোরের দিকে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা একটি অটোরিকশা করে বৃদ্ধের লাশ এনে বন্ধ দোকানের সামনে রেখে পালিয়ে যায়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সংবাদ পেয়ে থানাপুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পুলিশ বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ আশপাশের বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করছে।

নিহতের ছেলে সুমন সিকদার জানান, তার বাবা মোতালেব সিকদার কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। এলাকায় কুলির কাজ করতেন। রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় এক বাড়িতে ভরা গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে খালি সিলিন্ডার নিয়ে ফেরার সময় দিক হারিয়ে ফেলেন। তাকে সারারাত বিভিন্ন স্থানে খুঁজেছি। সকালে লাশ উদ্ধারের খবর পেয়ে বাবাকে শনাক্ত করি। আমাদের কোনো শত্রু নেই। কীভাবে কি হলো বুঝতে পারছি না। নবাবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ আনোয়ার আলম আজাদ জানান, হত্যা মামলা প্রক্রিয়াধীন।

সময়ের আলো
বুধবার। ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫।

চাঁদার টাকা না পেয়ে ট্রাক্টর চালকের পা ভেঙে দিল সন্ত্রাসীরা

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

দাবিকৃত চাঁদার টাকা না পেয়ে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলা হরিহরদী বাজারে এক ট্রাক্টর চালক ও তার পরিবারের ২ সদস্যকে বখাটেরা পিটিয়ে আহত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আহতদের মধ্যে হামলাকারীরা ট্রাক্টরচালক রায়হানের বাম পা ভেঙে দেয়। আহতদের উদ্ধারের পর সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় সোমবার রাতে সোনারগাঁ থানায় বখাটেদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের বাছাবো গ্রামে বসবাসরত আলমগীর ভূঁইয়ার ছেলে রায়হান (২০) ও রোহান (১৬) বিভিন্ন এলাকায় ট্রাক্টর চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিলেন। একই ইউনিয়নের মুছারচর এলাকা দিয়ে ট্রাক্টর চালানোর কারণে স্থানীয় বখাটে মোস্তফা ও সাইদুলের নেতৃত্বে কবির হোসেন, সানাউল্লাহ ও দুলুসহ ৬/৭ জনের একটি দল ট্রাক্টর চালক রায়হানের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা দাবি করে। দাবিকৃত চাঁদার টাকা না পেয়ে গত শনিবার বিকালে স্থানীয় সনমান্দী ইউনিয়নের হরিহরদী বাজারে ট্রাক্টর চালক রায়হান, রোহান ও তাদের পিতা আলমগীর ভূঁইয়াকে গতিরোধ দেশীয় অস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে আহত করে। হামলাকারীরা এ সময় ট্রাক্টর চালক রায়হানের বাম পা ভেঙে দেয় ও দুটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন গুঁড়িয়ে দেয়। হামলাকারীরা তাদের কাছ থেকে প্রায় অর্ধলাখ টাকা ছিনিয়ে নেয়। পরে এলাকাবাসী তাদের উদ্ধার করে সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করে। সেখানে ট্রাক্টর চালক রায়হানের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজধানী ঢাকার একটি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এ ঘটনায় সোমবার রাতে আহত আলমগীর ভূঁইয়া বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় একটি অভিযোগ করেন।

আহত আলমগীর ভূঁইয়া জানান, দাবিকৃত চাঁদার টাকা না পেয়ে বখাটেরা তার ছেলে রায়হানের বাম পা ভেঙে দিয়েছে। এ সময় হামলাকারীরা তাকে ও তার ছোট ছেলে রোহানকেও পিটিয়ে আহত করেছে।

এ বিষয়ে সোনারগাঁ থানার ওসি মো. মহিবুল্লাহ জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযোগটি তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২০ ডিসেম্বর ২০২৫

পোশাক শ্রমিককে হত্যার পর লাশে আগুন

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে দিপু চন্দ্র দাস (২৭) নামে এক পোশাক শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা তার লাশে আগুন ধরিয়ে দেয়। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার জামিরদিয়া ডুবালিয়াপাড়া এলাকার পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস কারখানার সামনে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ওই কারখানার শ্রমিক ছিলেন। দিপু তারাকান্দা উপজেলার বানিহালা ইউনিয়নের মোকামিয়াকান্দা গ্রামের রবি চন্দ্র দাসের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কারখানার ভিতরে এক শ্রমিক দিপুর বিরুদ্ধে ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ করেন।

পোশাক শ্রমিককে হত্যার

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয়রা ও কারখানার কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে লোকজন কারখানার ফটক ভাঙার চেষ্টা করলে কারখানার নিরাপত্তাকর্মীরা দিপুকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। উত্তেজিত জনতার মারধরে দিপু ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরে লাশে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনা সদস্যরা লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। দিপুর বোন চম্পা দাস বলেন, উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে শ্রমিক ও মালিকদের সঙ্গে তার বিরোধ থাকার কথা শুনেছি। সেই কারণেই হয়তো তাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। ধর্ম নিয়ে তার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। নবীকে নিয়ে কটূক্তি করার মতো মানুষ সে নয়। পাইওনিয়ার নিটওয়্যারসের (বিডি) কারখানার ফটকে গিয়ে তাদের ভাষ্য জানতে চাইলে নিরাপত্তা কর্মীরা জানান, কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি নয়। এ ঘটনায় তার ভাই বাদী হয়ে অজ্ঞাত ১৫০ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেছেন। ভালুকা মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হলে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলমান।'

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫,

বন্ধ কক্ষ থেকে পোশাক শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে তিন তলা ভবনের একটি বন্ধ কক্ষ থেকে পোশাক শ্রমিক ইয়াকুব আলীর (২৫) অর্ধগলিত ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার চন্দ্রা ডাইনকিনি এলাকায় ওই ভবন থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, ইয়াকুব আলী দীর্ঘদিন আগে সিরাজগঞ্জ থেকে কালিয়াকৈরে আসেন। পরে তিনি উপজেলার চন্দ্রা ডাইনকিনি এলাকায় আনোয়ার হোসেনের ভবনে বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেন। তিন মাস আগে পরিবারের অজান্তে পাবনার এক মেয়েকে বিয়ে করেন ইয়াকুব। কিছুদিন আগে তার স্ত্রী ওই বাসা থেকে চলে যান। গতকাল দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। পুলিশ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তার ভাড়া কক্ষের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় লুঙ্গি পেঁচানো অবস্থায় তার অর্ধগলিত ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে।

বুধবার
৩ ডিসেম্বর ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

সিরাজগঞ্জে ট্রাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

■ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের কাজীপুর মোড়ে তেল পাম্পে তেল তোলা নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে ট্রাকশ্রমিক ইউনিয়নের অফিসে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এর প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে সড়ক অবরোধ করে রাখেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শ্রমিকরা সিরাজগঞ্জ রেলগেট চামড়া গুদাম এলাকায় রাস্তা ব্লক করে বিক্ষোভ শুরু করলে মুহূর্তেই ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। সাধারণ যাত্রী, রোগী, স্কুল-কলেজমুখী শিক্ষার্থীসহ সবাইকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পুলিশ পৌঁছে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালালেও নেতাকর্মীরা আরো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং হামলাকারীদের গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ না তোলার ঘোষণা দেন।

ট্রাকশ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য সাইফুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, 'গত এক সপ্তাহ ধরে তেল পাম্পে তেল তোলা নিয়ে আমাদের সঙ্গে কিছু লোকের উত্তেজনা চলছিল। সকালে আবারও তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে ঐ পক্ষের কয়েকজন লোক হঠাৎ করে আমাদের ইউনিয়ন অফিসে হামলা চালায়। চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নষ্ট করে দেয়। এটা কোনো সাধারণ ঘটনা নয়, এটা আমাদের সংগঠনকে দুর্বল করার পরিকল্পিত অপচেষ্টা।'

এ ব্যাপারে সিরাজগঞ্জ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোখলেছুর রহমান জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মাঠে আছে। শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। হামলাকারীদের শনাক্তে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। সবশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সড়ক অবরোধ অব্যাহত রয়েছে এবং এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১ ডিসেম্বর ২০২৫

পাওনা পরিশোধের দাবিতে কুমিল্লা ইপিজেডে বিক্ষোভ -বাংলাদেশ প্রতিদিন

কুমিল্লায় বকেয়া দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে (ইপিজেড) পাওনা পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন চাকরি হারানো শত শত শ্রমিক। ইপিজেডের ১ ও ২ নম্বর গেট এলাকায় গতকাল তারা অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় গেট এলাকায় যান চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকরা জানান, নাসা গ্রুপের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুটি কারখানা তিন মাস ধরে বন্ধ। বাকি তিনটি থেকে পর্যায়ক্রমে শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। ছাঁটাই শ্রমিকদের সার্বিক চার্জ, আনলিভ, প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ কোনো পাওনাই এখনো পরিশোধ করা হয়নি।

শ্রমিকদের অভিযোগ, কোম্পানি প্রথমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সব পাওনা পরিশোধ করা হবে। এখন বলা হচ্ছে মাত্র ২৫ শতাংশ পরিশোধের কথা। বাকি ৭৫ শতাংশ আদায় নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। অনেকে জানান, প্রভিডেন্ট ফান্ডের চেক ইস্যু করলেও ব্যাংকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না।

বেপজা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের পাওনা আদায়ে উদ্যোগ না নেওয়ায় অসন্তোষ আরও বাড়ছে। এ বিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করে নাসা গ্রুপ ও বেপজার কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

কালের কণ্ঠ
বুধবার । ৩ ডিসেম্বর ২০২৫

বকেয়া পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

এক সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া বেতন-ভাতা ও সার্ভিস বেনিফিট পরিশোধের দাবিতে আশুলিয়ায় মানববন্ধন করেছেন নাসা গ্রুপের তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল মঙ্গলবার বাইপাইল-আবদুল্লাপুর সড়কের নিশ্চিন্তপুর এলাকায় এ কর্মসূচি পালিত হয়।

আন্দোলনকারীরা বলেন, গত ২৫ সেপ্টেম্বর কোনো সতর্কতা বা পূর্বঘোষণা ছাড়াই বকেয়া বেতন, গ্র্যাচুইটি, ওভারটাইমসহ বিভিন্ন পাওনা পরিশোধ না করে নাসা গ্রুপের পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে শ্রমিকদের সব পাওনা পরিশোধের আশ্বাস দেওয়া হলেও সেদিন মাত্র ২৫ শতাংশ পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে। তাই এক সপ্তাহের মধ্যে সব পাওনা পরিশোধের দাবিতে তাঁরা মানববন্ধন করছেন।

শ্রমিক বশির আহমেদ বলেন, 'বিজিএমইএ, সেনাবাহিনী ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সব পাওনা পরিশোধ হবে। কিন্তু আমরা পেয়েছি মাত্র ২৫ শতাংশ। বাকিটা পাওয়ার আশা এখন পানিতে ভাসছে।'

আরেক শ্রমিক শেফালী আক্তার বলেন, 'টাকা না থাকায় বাসাভাড়া দিতে পারছি না। বাচ্চার স্কুলের ফি বাকি। বাজার করার টাকাও নেই। আমরা কি মরার জন্য কাজ করি? অন্য জায়গায় গেলে নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের চাকরিতে নেয় না। তাহলে এখন আমরা কী করে খাব?'

এ বিষয়ে শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূইয়া বলেন, নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা পাওনার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন। দাবি আদায়ে তাঁরা প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সড়কের পাশে অবস্থান নিয়ে মানববন্ধন পালন শেষে বাড়ি ফিরে গেছেন। এ সময় কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ ডিসেম্বর ২০২৫

শ্রীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ

■ শ্রীপুর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

শ্রীপুরে ক্যাটেক্স ফ্যাশন ক্লোথিং লিমিটেড কারখানায় শ্রমিকরা গতকাল বকেয়া বেতনের দাবিতে কারখানা ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেছেন। আন্দোলনের মুখে কারখানার নিয়ন্ত্রকরা প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে গেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে শিল্প ও থানা পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান।

কারখানার শ্রমিকরা বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের বেতন পরিশোধ করেনি। গতকাল শ্রমিকদের জড়ো হতে দেখে কারখানার নিয়ন্ত্রকরা পালিয়ে যায়।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

নারায়ণগঞ্জ সরকারি কলেজ

শিক্ষক-কর্মচারীদের অবস্থান কর্মসূচি পালিত

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন সরকারি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা সাত দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নিজ নিজ ক্যাম্পাসে এই কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। রূপগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী সরকারি মুড়াপাড়া কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা সাত দফা দাবিতে কলেজ মাঠে অবস্থান নেয়। সভায় বক্তব্য দেন—সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক বিরুন আল রশিদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সহঅর্থ সম্পাদক মনিরুজ্জামান, শিক্ষক তোফাজ্জল হোসেন তুষার, সোমা আক্তার, মিয়াজউদ্দিন ও ফয়েজ মোল্লা প্রমুখ। অপরদিকে সোনারগাঁ সরকারি কলেজ শিক্ষক-কর্মচারীরা নিজ মাঠে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় বক্তব্য দেন—সকশিসের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসভাপতি মোহাম্মদ সুলতান আহমদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক (সার্বিক) শেখ আলী আক্কাস, কেন্দ্রীয় কমিটির আয়োজক কমিটির সদস্য মো. কামরুজ্জামান সরকার, মোহাম্মদ আইনুল হাকিম।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

চট্টগ্রাম : বন্দরের টার্মিনাল বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ইজারার প্রতিবাদে গতকাল শেখ মুজিব রোডে লাল পতাকা মিছিল করে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)
—মোস্তাফিজুর রহমান

সমকাল
বৃহস্পতিবার । ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

আইএলও কনভেনশন ১৯০ বাস্তবায়নসহ নানা দাবিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে গতকাল বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স ও ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টারের সমাবেশ
সমকাল

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫

গাজীপুরে পিএন কম্পোজিট কারখানা বন্ধ ঘোষণা, শ্রমিক বিক্ষোভ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানাধীন আমবাগ এলাকায় পিএন কম্পোজিট নামের একটি পোশাক তৈরি কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ বন্ধের নোটিশ দেখে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সকাল ৮টা থেকে কারখানার প্রধান ফটকে জড়ো হয়ে কারখানা খুলে দেওয়া এবং তাদের কিছু দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা।

কারখানার শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পিএন কম্পোজিট লিমিটেড কারখানার এক শ্রমিক গত ৭ ডিসেম্বর জরুরি কাজে কারখানা থেকে বাইরে যান। যখন তিনি কাজ শেষ করে ফিরে আসেন তখন কারখানার কিছু কর্মকর্তা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন সোমবার শ্রমিকরা কয়েক জন কর্মকর্তার প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। সারা দিন শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি কারখানা কর্তৃপক্ষ। বিকাল বেলা শ্রমিকরা চলে গেলে কর্তৃপক্ষ রাতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। বন্ধের নোটিশ কারখানার প্রধান ফটোকে সাঁটিয়ে দেওয়া হয়।

নোটিশে লেখা রয়েছে—শ্রমিকদের অযৌক্তিক দাবির কারণে চরম বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি হয়, যা এখনো চলমান। যার ফলে কারখানার অভ্যন্তরে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। এছাড়াও কারখানার নির্ধারিত রপ্তানি কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার কারণে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তী সময়ে কারখানা চালু করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে খোলার তারিখ নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গিয়ে জানতে পারেন কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ ও কোনাবাড়ী থানাপুলিশ শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এ ব্যাপারে কথা বলতে কারখানার কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে দেওয়া একাধিক নম্বরে যোগাযোগ করা হলেও কারো সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

কোনাবাড়ী থানার ওসি খন্দকার জালাল উদ্দিন মাহমুদ বলেন, ঘটনাস্থলে শিল্প পুলিশ এবং থানাপুলিশ রয়েছে। শ্রমিক এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি কীভাবে সমাধান করা যায়—সেই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

গাজীপুরে পিএন কম্পোজিট পোশাক তৈরি কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন —ইত্তেফাক

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৩ ডিসেম্বর ২০২৫

বন্দর টার্মিনালের চুক্তি প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ

বিশেষ প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম

দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও চিটাগং কনটেইনার টার্মিনালের (সিসিটি) চুক্তি-প্রক্রিয়া বন্ধসহ ১১ দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে মার্চেন্ট শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ।

গতকাল নগরীর আগ্রাবাদ বাদামতল মোড়ে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অন্য দাবির মধ্যে রয়েছে- রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম বন্দর পরিচালনা, বন্দর থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য প্রাইভেট ডিপোতে নেওয়া বন্ধ করে মার্চেন্ট শ্রমিকদের বেকারত্ব দূর করা, পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনালে বন্দরের শ্রম শাখায় অন্তর্ভুক্ত মার্চেন্ট শ্রমিকদের নিয়োগ প্রদান। সমাবেশে বক্তারা বলেন, বন্দরের অর্থে নির্মিত এনসিটি ও সিসিটি বেশ ভালোভাবে চলছে। লাভজনক টার্মিনাল বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজেই পরিচারলনা করতে পারে। বিদেশিদের হাতে বন্দর দেওয়া হলে শ্রমিকরা চাকরি হারাবে। বন্দরের টার্মিনাল নিয়ে যে কোনো চুক্তি করতে হলে দেশের মানুষকে জানিয়ে করতে হবে। জনমত উপেক্ষা করে কোনো চুক্তি করা যাবে না।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২ ডিসেম্বর ২০২৫

কোনাবাড়ীতে শ্রমিকদের সার্ভিস বেনিফিটের দাবি

কাশিমপুর-কোনাবাড়ী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরের কোনাবাড়িতে সার্ভিস বেনিফিটের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে কারখানা থেকে অব্যাহতিকৃত শ্রমিকরা। সোমবার মহানগরীর কোনাবাড়ী জরুন এলাকায় অবস্থিত কেয়া নীট কম্পোজিট লিমিটেড কারখানার অব্যাহতিপ্রাপ্ত তিন শতাধিক শ্রমিক কারখানার মূল ফটকের সামনে এসে অবস্থান নিয়ে এ বিক্ষোভ করেন। জানা যায়, গত অক্টোবর মাসে প্রায় তিন শতাধিক শ্রমিককে বেতন দিয়ে ছাঁটাই করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। পরে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে সার্ভিস বেনিফিট পরিশোধ করার কথা থাকলেও তা না করে নতুন করে নোটিশ দেয়। নীটিং সেকশনের অলেমা নামে এক নারী শ্রমিক বলেন, আমরা কোন আন্দোলন করছি না। মালিক আমাদের গেটে আসতে বাধ্য করছেন। আমাদের পাওনা দেন না। নীটিং সেকশনের শফিকুল ইসলাম নামে এক শ্রমিক বলেন, তিন কিস্তিতে কত টাকা দেবে নোটিশে তা উল্লেখ করা নেই। আমরা কোনো ভরসায় থাকব। কেয়া নীট কম্পোজিট লিমিটেডের মানবসম্পদ বিভাগের ব্যবস্থাপক সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, সার্ভিস বেনিফিটের টাকা তিন কিস্তি পরিশোধ করা হবে। কিন্তু অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রমিকরা তা না মেনে মূল ফটকে অবস্থান করছে। গাজীপুর শিল্প পুলিশ- কোনাবাড়ী জোনের পরিদর্শক মো. মোর্শেদ জামান বলেন, অব্যাহতি শ্রমিকরা সার্ভিস বেনিফিটের জন্য কারখানার মূল ফটকে অবস্থান করছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১২ ডিসেম্বর ২০২৫

খুলনায় বকেয়া বেতনের দাবিতে আউটসোর্সিং কর্মচারীদের মানববন্ধন

■ খুলনা অফিস

খুলনা জেনারেল হাসপাতালের আউটসোর্সিং কর্মচারীরা টানা ১৭ মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে তত্ত্বাবধায়ক কার্যালয়ের অধীনে কর্মরত ১৪ জন এবং সিভিল সার্জনের দপ্তরের অধীনে নিয়োজিত আরো ৩২ জনসহ মোট ৪৬ জন আউটসোর্সিং কর্মচারী অংশ নেন। বক্তারা বলেন, চলতি ডিসেম্বরসহ দেড় বছরের বেশি সময় ধরে তারা বেতন পাচ্ছেন না। বেতন বিষয়ে এক অফিস আরেক অফিসের ওপর দায় চাপাচ্ছে। গত সাত-আট বছর ধরে অনেক কর্মচারী এ হাসপাতালে সেবা দিয়ে আসছেন জানিয়ে তারা বলেন, হঠাৎ করে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাদের চাকরিচ্যুত করার চেষ্টা চলছে। বেতন না পেয়ে তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবিক সংকটে পড়েছেন।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তৃতা করেন মো. মামুন হোসেন, মো. আব্দুর রহিম, শাহনাজ, আব্দুল হালিম খাঁ প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ ডিসেম্বর ২০২৫

আশুলিয়ায় সড়ক অবরোধ করে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনেও পাওনা পরিশোধের দাবিতে বাইপাইল-আব্দুল্লাহপুর সড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন নাসা গ্রুপের তৈরি পোশাকশ্রমিকরা। সকাল থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বন্ধ থাকা নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা আশুলিয়ার নরসিংহপুর এলাকায় অবস্থান নিয়ে এসব কর্মসূচি পালন করেন। এসময় শ্রমিকরা সড়কে লোহার পাইপ ফেলে অবরোধ করে রাখায় সড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ থাকে। অনেকেই বিকল্প পথে চলাচল করলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি বন্ধ থাকায় সড়কটিতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হলে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ মানুষ।

মানববন্ধন থেকে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বলেন, আমরা পাওনা পরিশোধের দাবিতে এক সপ্তাহ ধরে মানববন্ধন এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছি। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিংবা বিজিএমইএর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কেউ আসেনি। আমাদের পাওনা টাকা তারা দিবে, নাকি দিবে না, দিলে কবে দিবে—সে বিষয়েও আমাদের কেউ জানায়নি। শ্রমিকরা আরো জানায়, এর আগে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, প্রশাসন এবং শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে আমাদেরকে কথা দিয়েছিল ৩০ নভেম্বরের মধ্যে আমাদের সমস্ত বকেয়া পাওনাদি তারা পরিশোধ করবে। কিন্তু তারা আমাদের পাওনা পরিশোধ করেনি।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১ এর পুলিশ সুপার মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের বিষয়ে আজকেও আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু দুদকে মামলা হওয়ায় কারখানা বিক্রি করে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না। তবে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শিল্প পুলিশের পাশাপাশি অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরাও তৎপর রয়েছে।

SATURDAY DECEMBER 6, 2025
AGRAHAYAN 21, 1432 BS
The Daily Star

Sramik-Karmachari Oikya Parishad brings out a torch procession in front of Jatiya Press Club on Topkhana Road in Dhaka yesterday, protesting a government move to lease out several port terminals to foreign operators.

PHOTO: STAR

কালের কণ্ঠ বৃহস্পতিবার । ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ ।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে শ্রমিকদের অধিকার ও শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের দাবিতে মানববন্ধন করে কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে।

ছবি : কালের কণ্ঠ

আন্দোলন ও ধর্মঘট

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

শনিবার ॥ ৬ ডিসেম্বর ২০২৫

চট্টগ্রাম বন্দরের ইজারা বন্ধের দাবিতে সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তপন দত্ত বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। এ বন্দর নিয়ে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না। বন্দর বাংলাদেশের জনগণের সম্পদ, এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের এখতিয়ার কেবল জনগণেরই। অনির্বাচিত বা ইন্টেরিম সরকারের বন্দর সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো আইনগত বা নৈতিক ভিত্তি নেই।

গতকাল মহানগরীর সাগরিকা শিল্পাঞ্চলে চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ইজারা বন্ধ ও লালদিয়ার চরপানগাঁও ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবিতে আয়োজিত শ্রমিক-জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। সমাবেশ থেকে ১০ ডিসেম্বর দেওয়ানহাট মোড় থেকে বন্দর অভিমুখে লাল পতাকা গণমিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

চট্টগ্রাম শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) আয়োজিত এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বন্দর সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার। সঞ্চালনা করেন করেন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের (টিইউসি) কেন্দ্রীয় সংগঠক ফজলুল কবির মিন্টু। আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস কে খোদা তোতন, টিইউসি জেলার সাধারণ সম্পাদক মহিউদ দৌলা, কেন্দ্রীয় শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শ ম জামাল উদ্দিন, বিএফটিইউসি বিভাগের সভাপতি কাজী আনোয়ারুল হক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের নেতা হেলাল উদ্দিন কবির, বিএলএফের সাধারণ সম্পাদক আবু আহমেদ মিয়া, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জাহেদ উদ্দিন শাহিন, ডক শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক তসলিম হোসেন সেলিম, বন্দর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম খোকন প্রমুখ। পরে একটি মশাল মিছিল নিয়ে মহানগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন তারা।

বক্তারা বলেন, বন্দর দেশের কৌশলগত স্থাপনা। নৌবাহিনীর সদর দপ্তরসহ তেল খাতের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বন্দরের পাশে অবস্থিত। বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে বন্দরের কোনো স্থাপনা তুলে দিলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে। কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ জিম্মি হতে দেওয়া যাবে না। বাংলাদেশকে গাজা বানানোর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না।

চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারা চুক্তি বাতিল দাবি : জনমত উপেক্ষা করে লাভজনক চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে বরিশালে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। গতকাল বেলা ১১টায় নগরীর অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক দল বরিশাল মহানগরের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ।

বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের বরিশাল জেলার সমন্বয়ক একে আজাদ, বাংলাদেশ নৌযান ফেডারেশন বরিশাল জেলার সভাপতি মো. আবুল হাশেম, বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তী, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট বরিশাল জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কমরেড দুলাল মল্লিক, শ্রমিক ফ্রন্ট বরিশাল জেলার দপ্তর সম্পাদক কমরেড শহিদুল হাওলাদার, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল বরিশাল মহানগর সদস্য সচিব শহীদুল ইসলাম, জেলা শ্রমিক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আ. হক, শ্রমিক দল বরিশাল মহানগর সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা, বন্দর রক্ষার দাবিতে যমুনা অভিমুখী কর্মসূচিতে বাম জোটের নেতা-কর্মীদের ওপর পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। বক্তারা অবিলম্বে জনমত উপেক্ষা করে লাভজনক চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারা দেওয়া চুক্তি বাতিল করার দাবি জানান।

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 14.12.2025

Shipbreaking workers demand Tk36,000 minimum monthly wage

INDUSTRY - BANGLADESH

TBS REPORT

Around 8,000 workers are directly employed in the sector

The Shipbreaking Workers Trade Union Forum has demanded that the minimum monthly wage for Grade-4 shipbreaking workers be set at Tk36,000.

Speaking at a press conference at the Chattogram Press Club yesterday, forum leaders expressed deep frustration over the government-mandated minimum wage of Tk16,000 set in 2018, which has not been implemented by employers even after eight years.

Despite repeated peaceful protests and complaints to the Labour Inspection Department, the demand has largely been ignored, they said.

Forum Convener Tapan Dutta, in a written statement, argued that considering the essential expenses of a five-member worker family including food, housing, education, healthcare, risk allowance, transportation, and future security, any lower wage is neither realistic nor humane.

He further noted that this demand is fully consistent with the constitutional rights of workers, Section 141 of the Labour Act 2006, and International Labour Organization (ILO) Convention 131 standards.

The forum also called for wage increases for other grades and proposed that trainees be included in Grade-4 after completing three months of training.

During the press briefing, forum leaders accused some employers of forcing workers to work 12 hours daily.

The speakers highlighted Bangladesh's position as the world's leading shipbreaking country, noting that the industry supplies a significant portion of the nation's scrap iron for construction and contributes roughly 0.5% to the national GDP.

Approximately 8,000 workers are directly employed in the sector, while over 1,00,000 people rely on it indirectly.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

বুধবার ॥ ১০ ডিসেম্বর ২০২৫

কারখানা বন্ধ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ শ্রমিকদের

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের একটি পোশাক তৈরির কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিসে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সকাল ৮টা থেকে কারখানার প্রধান ফটকে জড়ো হয়ে কারখানা খুলে দেওয়া এবং কিছু দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা।

কারখানার শ্রমিক ও শিল্পপুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের আমবাগ এলাকার পিএন কম্পোজিট লিমিটেড কারখানার এক শ্রমিক গত রবিবার জরুরি কাজে কারখানা থেকে বাইরে যান। কাজ শেষে ফিরে এলে কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে তার বাগবিতণ্ডা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন সোমবার শ্রমিকরা কয়েকজন কর্মকর্তার প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। কোনোভাবেই শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি কারখানা কর্তৃপক্ষ। বিকালে শ্রমিকরা চলে গেলে কর্তৃপক্ষ রাতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কারখানা বন্ধের নোটিস প্রধান ফটকে সাঁটিয়ে দেয়। কারখানার ম্যানেজার তপস বলেন, বিষয়টি একাধিকবার সমাধানের চেষ্টা করলেও শ্রমিকরা কথা না শোনে সোমবারও কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। পরে কর্তৃপক্ষ কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কোনাবাড়ী থানার ওসি খন্দকার জালাল উদ্দিন মাহমুদ বলেন, শ্রমিক এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দিলে সকাল ৯টার দিকে শ্রমিকরা কারখানা এলাকা ত্যাগ করে।

যুগান্তর
সোমবার ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫

পেনশন সুবিধাসহ ১৯ দাবি রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের

যুগান্তর প্রতিবেদন

প্রবাসীদের জন্য পাসপোর্ট সহজীকরণ, দালালমুক্ত মেডিকেল সার্ভিস, স্বল্প সুদে ঋণ, বিমানবন্দরে হয়রানি বন্ধ, টিকিট মূল্য নিয়ন্ত্রণ, পেনশন সুবিধা, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণসহ ১৯ দাবি জানিয়েছে আমরা সচেতন রেমিট্যান্স যোদ্ধা নামের সংগঠন। রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে সংবাদ সম্মেলনে প্রবাসী সাংবাদিক ও ভুক্তভোগীরা এসব দাবি তুলে ধরেন। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন প্রবাসী সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম ও আল মামুন। মাহবুবুর রহমানের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী সাংবাদিক শিপন, কাউছার, ইলিয়াস হোসাইন, ফখরুল ইসলাম। এছাড়া সৌদি প্রবাসী জাহাঙ্গীর সরকার ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসী আব্দুর রহিমসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, প্রায় দুই কোটি প্রবাসী দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখলেও তাদের ন্যায্য দাবিগুলো দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত। বিভিন্ন সরকারের কাছে দাবি জানানো হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

তারা বলেন, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রবাসীরা ভোটাধিকার পেয়েছে। তবে প্রবাসীদের কল্যাণে সরকারের দৃশ্যমান ভূমিকা নেই বলেই অভিযোগ করেন তারা। দাবিগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে, বিদেশে বাংলাদেশি মিশনে দ্রুত ও সম্মানজনক সেবা, নির্ধারিত খরচের মধ্যে বিদেশে কর্মী পাঠানো, প্রবাসীদের পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, অবৈধ প্রবাসীদের বৈধকরণ বা দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা এবং অবৈধ পথে কর্মী যাওয়া বন্ধ করা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫

নারায়ণগঞ্জে গতকাল সড়কে বিক্ষোভ করে শ্রমিকরা–বাংলাদেশ প্রতিদিন

সড়ক অবরোধ বিক্ষোভ গার্মেন্ট শ্রমিকদের

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

করখানা চালু, ছাঁটাই বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাঢ়া এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন রাসেল গার্মেন্ট শ্রমিকরা। গতকাল গার্মেন্টসটির কয়েক শ শ্রমিক এই বিক্ষোভ করেন। আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, গার্মেন্টসটিতে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ ও জিএমের অপসারণসহ বিভিন্ন দাবিতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে স্মারকলিপি প্রদান করলেও কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ১৮ ডিসেম্বর সকালে শ্রমিকরা কাজে এসে দেখতে পান কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে। ফলে তাঁরা দুই দিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। রবিবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে কারখানা খুলে দেওয়া ও জিএমের অপসারণ দাবি জানিয়েছিলেন। বিকালে সমাধানের আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়নি। তাই সোমবার তাঁরা চাষাঢ়া অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। ঘটনাস্থলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নুর বলেন, শ্রমিকদের বুঝিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৭ পৌষ ১৪৩২, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫

খাগড়াছড়িতে বন্ধ ইট ভাটা চালুর দাবিতে সড়ক অবরোধ

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি

খাগড়াছড়িতে বন্ধ ইটভাটা চালুর দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ইটভাটার মালিক-শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষ। গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শাপলা চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। পরে বিক্ষোভকারীরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সড়কে অবস্থান নিয়ে বেলা দেড়টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে রাখেন।

এ সময় বিকল্প পথে ছোট যানবাহন চলাচল করলেও বন্ধ হয়ে যায় যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল। এতে যানজটে জনভোগান্তি তৈরি হয়। এর আগে পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও উচ্চ আদালতের নির্দেশনার আলোকে জেলার সব ইটভাটা বন্ধ রাখতে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল জেলা প্রশাসন।

এর প্রতিবাদ জানিয়ে খাগড়াছড়ি ইটভাটা মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ বলেন, চলতি মৌসুমে জেলার কোথাও একটি ইটভাটাও চালু না থাকায় পুরো জেলায় তীব্র ইট-সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে একদিকে যেমন শত শত কোটি টাকার সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পূর্ণ ভাবে থমকে গেছে, তেমনি অন্যদিকে ইটভাটা সংশ্লিষ্ট পুরো জেলার হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ জীবিকা হারিয়ে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

তাই পরিবেশের সব নিয়মকানুন মেনেই খাগড়াছড়িতে ইটভাটা পরিচালনা করার জন্য প্রশাসনের অনুমতি চান তিনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
২২ ডিসেম্বর ২০২৫

কুমিল্লায় বাস সার্ভিস চালুর দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ-স্মারকলিপি

দুই বছর ধরে ঝুলছে রুট পারমিট

কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লা-চাঁদপুর সড়কে আইদি পরিবহন নামের একটি বাস সার্ভিস চালুর দাবিতে নগরীতে শ্রমিকরা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে। পরে তারা কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দাখিল করে। গত দুই বছর ধরে কুমিল্লা জেলা প্রশাসন থেকে রুট পারমিটের অনাপত্তিপত্র না দেওয়ায় শ্রমিকরা রবিবার দুপুরে এ কর্মসূচি পালন করে। এর আগে সকাল থেকে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ নগরীর জাঙ্গালিয়া কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে বিক্ষোভ করে অবিলম্বে ঐ পরিবহনের বাস চালুর অনুমতি দেওয়ার দাবি জানান।

আইদি পরিবহনের স্বত্বাধিকারী মীর পারভেজ আলম বলেন, শাহরাস্তির 'পেয়ারা বেগম বৃদ্ধাশ্রম, হাসপাতাল ও এতিমখানা' পরিচালনার লক্ষ্যে আইদি পরিবহন চালু করা হয়। সব বৈধ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ২০২৩ সালের ৩০ আগস্টে চাঁদপুর জেলা যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটির সভায় চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়কে আইদি পরিবহনের বাস চালুর ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়া হয়। পরে বিধিমোতাবেক ২০২৩ সালের ২ নভেম্বর কুমিল্লা জেলা প্রশাসন থেকে এ বিষয়ে অনাপত্তিপত্র চেয়ে আবেদন করা হয়; কিন্তু কুমিল্লার পরিবহন মালিক সমিতির প্রকাশ্য বিরোধিতার কারণে আইদি পরিবহন বাস সার্ভিসটি দীর্ঘ প্রায় দুই বছরেরও অধিক সময় পার হলেও অনাপত্তিপত্র দেয়নি। এতে চাঁদপুর জেলা প্রশাসন থেকে রুট পারমিটও ঝুলে আছে। এ অবস্থায় এ পরিবহনের ১৪টি বাস কেন্দ্রীয় টার্মিনালের পরিবর্তে কুমিল্লা পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড থেকে চাঁদপুর-কুমিল্লা পথে চলাচল করছে। অবিলম্বে রুট পারমিট ও অনাপত্তিপত্র দেওয়ার জন্য তিনি প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান।

কুমিল্লা জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের সভাপতি কবির আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, 'জাঙ্গালিয়া কেন্দ্রীয় বাস স্টেশনে ধারণক্ষমতার তিন গুণ বেশি গাড়ি, তাই জেলা প্রশাসন থেকে অনাপত্তিপত্র দেওয়া হচ্ছে না বলে জানি। কোনো সিন্ডিকেটের বাধায় আইদি পরিবহনের অনাপত্তিপত্র আটকে থাকার বিষয়টি জানা নেই।' কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাফর সাদিক বলেন, আইদি পরিবহনের রুট পারমিটের অনাপত্তি ছাড়পত্র দিতে একটি আবেদন করা আছে। বিষয়টি সোমবারের সভায় উপস্থাপন করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২২ ডিসেম্বর ২০২৫

গার্মেন্ট চালুর দাবিতে ডিসি কার্যালয় ঘেরাও

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে বন্ধ গার্মেন্ট চালু ও জিএমের অপসারণ দাবিতে জেলা প্রশাসক (সিডি) কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল দুপুরে শহরের রাসেল গার্মেন্টের কয়েক শ শ্রমিক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে জড়ো হয়ে এ বিক্ষোভ করেন। শ্রমিকরা জানান, তারা গার্মেন্টটিতে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ ও জিএমের অপসারণসহ বিভিন্ন দাবিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে স্মারকলিপি দিলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। গত বৃহস্পতিবার সকালে শ্রমিকরা কাজে এসে দেখতে পান কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে। এর পতিবাদে রবিবার তারা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে দ্রুত কারখানা খুলে দেওয়া ও জিএমের অপসারণ দাবি করেন।

প্রথম আলো
সোমবার, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫

ময়মনসিংহে পোশাকশ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যার পর লাশ পোড়ানো ও লক্ষ্মীপুরে বাড়িতে আগুন দিয়ে শিশু আয়েশা আক্তারকে হত্যাসহ দেশব্যাপী মব সন্ত্রাসের সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে গতকাল বিক্ষোভ মিছিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল। ছবি: সাজিদ হোসেন **আরও ছবি: পৃষ্ঠা ৮**

পোশাকশ্রমিক দীপু হত্যা

আরও দুজন গ্রেপ্তার, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ময়মনসিংহ*, **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা* ও **প্রতিবেদক**, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ময়মনসিংহের ভালুকায় হত্যাকাণ্ডের শিকার পোশাকশ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে আনা ধর্ম অবমাননার অভিযোগের বিষয়টি কারখানার বাইরে কীভাবে গিয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

কারখানার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে কারখানার বাইরে থেকে একদল লোক ফটক ভাঙার চেষ্টা করছেন। একপর্যায়ে পকেট গেট ভেঙে ভেতর থেকে তাঁরা দীপুকে ধরে নিয়ে যান।

গতকাল রোববার বেলা পৌনে দুইটার দিকে কারখানার সামনে গিয়ে অন্তত ১০ জন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হয়। তবে কেউই কথা বলতে আগ্রহ দেখাননি। কেউ বলেন, সেদিন আগেভাগে বাসায় চলে যান তিনি। কেউ বলেন, সেদিন কারখানায় আসেননি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন শ্রমিক বলেন, এ ব্যাপারে কথা বলতে নিষেধ করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ।

কারখানাটির সামনে এক যুগ ধরে মুদিদোকান চালান আবু তাহের। তিনি বলেন, 'ঘটনার সময় মসজিদ থেকে বের হয়ে কারখানার সামনে লোকজনের হইচই দেখি। কাদের কথায় বাইরের লোক জড়ো হইল, বুঝতে পারছি না।' কারখানার সামনের নূরে মদিনা হোটেলের ব্যবসায়ী জাহিদ হোসেন ও মুদিদোকানদার লিটন মিয়াও প্রায় অভিন্ন কথা বলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগ তুলে গত বৃহস্পতিবার রাতে পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড কারখানার কর্মী দীপুকে কারখানা থেকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। একপর্যায়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিভাজকের একটি গাছে বিবস্ত্র করে ঝুলিয়ে মরদেহে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

এ হত্যার ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেপ্তারের পর র‍্যাব শনিবার সংবাদ সম্মেলনে জানায়, ধর্ম অবমাননার বিষয়টি খুবই অস্পষ্ট। দীপু কী বলেছিলেন, সেটা খোঁজার চেষ্টা করলেও কেউ বলতে পারেনি। কারও সঙ্গে পূর্বশত্রুতা ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হবে। ঘটনার সূত্রপাত কার সঙ্গে হয়েছে, তা-ও শনাক্ত করা যায়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কারখানাটিতে গত বছরের সেপ্টেম্বরে জুনিয়র কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর পদে যোগ দিয়েছিলেন দীপু। তিনি কারখানার যে তলায় (ফ্লোর) কাজ করতেন, সেখানে ৪০০ শ্রমিক ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার কারখানায় কাজ করার সময় তিনজন শ্রমিকের কথোপকথনের সময় ঘটনার সূত্রপাত হয়। কারখানা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে গতকাল ওই তিন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*।

ওই শ্রমিকেরা দাবি করেন, তাঁদের তিনজনের কথোপকথনের সময় পাশ থেকে দীপু মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি করেন। তখন কারখানার এক কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর উল্টাপাল্টা কথা বলতে নিষেধ করে অন্যদিকে চলে যেতে বলেন। পরে বিষয়টি ফ্লোরে ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজনা শুরু হয়। তবে এ কথা কীভাবে কারখানার বাইরে গেল, তা তাঁরা জানেন না বলে দাবি করেন।

কারখানার জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ) উদয় হোসেন বলেন, 'সেদিন মাগরিবের নামাজের আগমুহূর্তে মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তিমূলক কথা বলা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে পুরো ফ্লোরে উত্তেজনা ছড়িয়ে যায়। এ সময় সবাইকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করা হয়।...ওই অবস্থায় শিল্প পুলিশ ও থানা-পুলিশকে বিষয়টি জানাই।'

উদয় হোসেন দাবি করেন, 'দীপুকে বাইরে বের করে দেওয়া হইছে, বিষয়টা এমন না।...পরিস্থিতি এমন হইছিল যে তাকে বের করার মতো পরিস্থিতি ছিল না, আমরা তাকে বেরও করি নাই। কিন্তু এক পর্যায়ে বাইরের উত্তপ্ত জনতা পকেট গেট ভেঙে তাকে বের করে নিয়ে যায়। আমাদের কোনো কিছু করার ছিল না।' বাইরের লোকজন কীভাবে জানল, তা তিনি জানেন না।

রশিটি এখনো ঝুলে আছে

দীপুকে হত্যার পর তাঁর মরদেহ কারখানার সামনে থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে স্কয়ার মাস্টার বাড়ি বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিভাজকের একটি গাছে মরদেহ ঝুলিয়ে আগুন দেওয়া হয়। গতকাল বেলা দেড়টার দিকে সেখানে গিয়ে দেখা যায়, গাছে রশিটি এখনো ঝুলে আছে।

পাশেই ফুটপাতে ভ্যানে বসে সাত বছর ধরে জুতার দোকান চালান গফরগাঁওয়ের মো. নয়ন মিয়া। তিনি বলেন, 'সেদিন হঠাৎ দেখি লোকজন স্লোগান দিয়ে আসতেছে। ভয়ে দোকান বন্ধ করে দূরে সরে যাই। পরে শুনতে পারি, মহানবী (সা.)-কে নিয়ে নাকি কটূক্তি করছে, সে কারণে লোকটারে মারছে। এই কামডা খুব খারাপ হইছে।'

সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটের দিকে খবর পান জানিয়ে শিল্প পুলিশ-৫ ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মো. ফরহাদ হোসাইন খান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ততক্ষণে রাস্তায় ৮ থেকে ১০ হাজার লোক জড়ো হয়ে যায়। যানজট ঠেলে পৌঁছানোর আগেই শ্রমিককে (দীপু) নিয়ে যায়।'

সময়মতো খবর পেলে দীপুকে বাঁচানো যেত বলে মনে করেন ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, ঘটনার সূত্রপাত যখন, তখন পুলিশকে খবর দিলে শ্রমিককে উদ্ধার করা যেত। কিন্তু তাঁদের শেষ মুহূর্তে খবর দেওয়া হয়।

একজীবনের আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি

গতকাল বেলা পৌনে দুইটার দিকে 'গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনসমূহ' ব্যানারে কারখানাটির সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি স্কয়ার মাস্টার বাড়ি বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার পর সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। ব্যানারে লেখা ছিল, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও। দিপু চন্দ্র দাসের হত্যার বিচার চাই। দিপু চন্দ্র দাসের পরিবারকে একজীবনের আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'

সমাবেশে গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি জলি তালুকদার বলেন, যারা 'মব' করে দীপুকে পিটিয়ে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়েছে, তাদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে।

এ ঘটনাকে মানব ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড বলে মন্তব্য করেন কমিউনিস্ট পার্টির ময়মনসিংহের সভাপতি এমদাদুল হক মিল্লাত।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে গার্মেন্টস ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু, গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সত্যজিৎ বিশ্বাস, গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের সভাপতি শবনম হাফিজ, গার্মেন্টস অ্যান্ড টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশনের নেত্রী তসলিমা আক্তার, গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফাহিম আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য দেন।

দীপু হত্যার প্রতিবাদে ও জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ঢাকা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৪ পৌষ ১৪৩২, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫

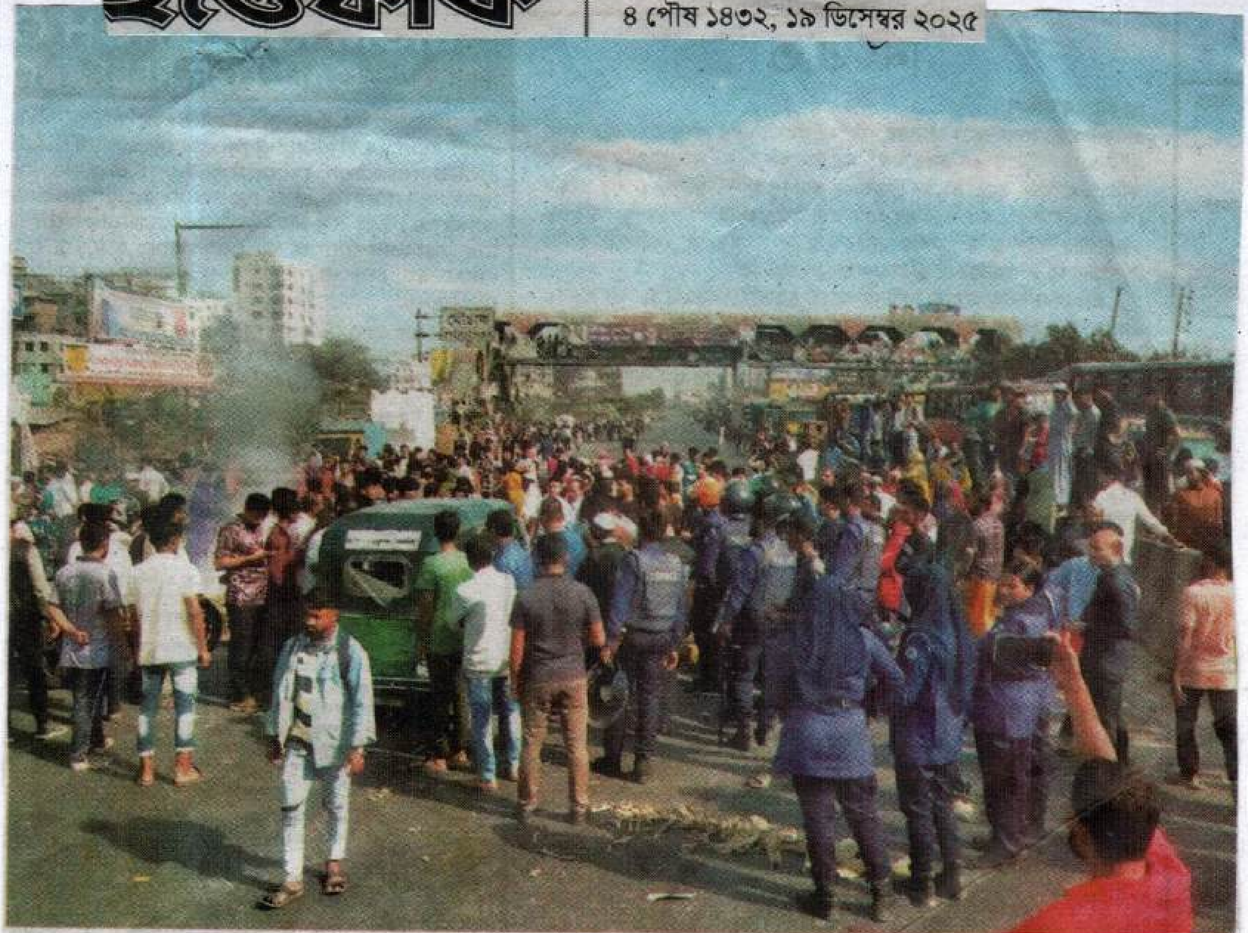

নারায়ণগঞ্জ : বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জে অবরোধ করেন একটি কারখানার শ্রমিকরা —ইত্তেফাক

বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

শিগগিরই বেতন পরিশোধের আশ্বাসে কর্মসূচি প্রত্যাহার

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা সিদ্ধিরগঞ্জের কোরেশ বাংলাদেশ লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা মৌচাক এলাকায় মহাসড়কটি অবরোধ করে রাখে। ঐ সময় শ্রমিকরা মহাসড়কের ওপর কলাগাছ ফেলে এবং আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে। এতে মহাসড়কটির কয়েক কিলোমিটার জুড়ে যানজট দেখা দেয়।

পরে পুলিশ এসে শ্রমিকদের শান্ত করে সড়ক থেকে সরিয়ে দেন বলে জানান নারায়ণগঞ্জ শিল্প পুলিশ-৪-এর পরিদর্শক সেলিম বাদশা।

ঐ কারখানাটিতে ৩ শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, মাসের অর্ধেকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও কারখানা মালিক তাদের গত মাসের বেতন পরিশোধ করেননি। বেতন কবে দেওয়া হবে তা নিয়েও পরিষ্কারভাবে কিছু না বলায় ক্ষুব্ধ হয়ে তারা সড়কে নেমে আসেন।

মহাসড়ক অবরোধের খবর পেয়ে শিল্প পুলিশের পাশাপাশি সিদ্ধিরগঞ্জ থানা পুলিশও ঘটনাস্থলে যায়। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিষয়টি নিয়ে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করে সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা শান্ত হয়ে অবরোধ তুলে নেন।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, 'শ্রমিকরা মহাসড়ক ছেড়ে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি মালিপক্ষকে দ্রুত সমাধানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।'

কারখানাটির পরিচালক মশিউর রহমান বলেন, 'কেবল গত মাসের বেতন বকেয়া। বিষয়টি সমাধানে কারখানা কর্তৃপক্ষ কাজও করছে। কিন্তু এরই মধ্যে বাইরের কেউ কেউ ইন্ধন দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করতে কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বলে গুজব ছড়ায়। আমরা শ্রমিকদের নিয়েই বিষয়টি সমাধান করব এবং দ্রুতই তাদের বেতন পরিশোধ করা হবে।'

আরও দুজন গ্রেপ্তার, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বিক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বরে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

একই দাবিতে গতকাল দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রদল। বিক্ষোভ মিছিলটি টিএসসি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ঘুরে টিএসসির রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এ সময় 'উই ওয়ান্ট, জাস্টিস', 'দীপু দাস পুড়ে মরে, প্রশাসন কী করে', 'মব সন্ত্রাসের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না' স্লোগান দেওয়া হয়।

আরও দুজন গ্রেপ্তার

দীপু হত্যার ঘটনায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলেন আশিকুর রহমান (২৫) ও কাইয়ুম (২৫)। তাঁদের বাড়ি ভালুকা উপজেলার জামিরদিয়া ডুবালিয়াপাড়া এলাকায়। এর আগে এ ঘটনায় পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব ও পুলিশ।

'দায়মুক্তির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে'

দীপু হত্যাসহ লক্ষ্মীপুরে ঘরে আগুন দিয়ে এক শিশুকন্যা হত্যার ঘটনা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, মানবাধিকার সুরক্ষা ও আইনের শাসন নিয়ে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে বলে মনে করে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। গতকাল এক সংবাদ বিবৃতিতে সংগঠনটি বলেছে, এ ধরনের নৃশংস সহিংসতা আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ থাকছে না।

যুগান্তর | রোববার ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
৬ পৌষ ১৪৩২

খুলনার কয়রায় খাল দখল করে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করার প্রতিবাদে শনিবার মানববন্ধন — যুগান্তর

কয়রায় খাল দখলের প্রতিবাদে কৃষকের মানববন্ধন

কয়রা (খুলনা) প্রতিনিধি

কয়রা উপজেলার বাগালী ইউনিয়নের জেলেখালী সরকারি খাল দখল করে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করে রাখার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে স্থানীয় কৃষক। শনিবার স্থানীয় জনসাধারণের আহ্বানে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বক্তারা বলেন, বাগালী ইউনিয়নের উলাবিলের জেলেখালী খালের পানি নিষ্কাশনের পথটি দখল করে রেখেছে উলা গ্রামের আনার খাঁর ছেলে আলামিন, হামিদ খাঁসহ আরও অনেকেই। এমনকি তারা ওই জায়গায় মাটি ভরাট করে দখল করে নিয়েছে। এতে খালের পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ থাকায় চলতি বোরো মৌসুমে ধান চাষাবাদে কৃষকের পানি সরবরাহের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। বক্তারা অবিলম্বে খালটি পানি নিষ্কাশনের পথ দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। মানববন্ধনে বক্তব্য দেন স্থানীয় কৃষক আবু বকর গাজী, সোলাইমান হোসেন, আবু ঈসা, মো. ইদ্রিস মোল্যা, মাহমুদা খাতুন প্রমুখ।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ২৩, ২০২৫

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি

ছয় দফা দাবি পূরণ না হলে সড়ক ও রেলপথ অবরোধের হুঁশিয়ারি শ্রমিকদের

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ দিনাজপুর

পিডিবির ইচ্ছা অনুযায়ী কয়লার দাম নির্ধারণ বন্ধ করাসহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছেন দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির শ্রমিকরা। দাবি পূরণ না হলে সড়ক ও রেলপথ অবরোধের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় কয়লা খনির প্রধান গেটে কয়লা খনি শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান শ্রমিক-কর্মচারীরা।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. আবুল কাশেম শিকদারের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, 'দেশের একমাত্র এবং লাভজনক কয়লা খনিকে লোকসান দেখিয়ে বন্ধ করে বিদেশী কোম্পানির হাতে তুলে দেয়ার চক্রান্ত চলছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খনি থেকে উত্তোলিত কয়লার একমাত্র ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান ও ক্রেতা বড়পুকুরিয়া ৭৫০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটিসহ নানা কারণে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অধিকাংশ সময় পুরোপুরি বা আংশিক বন্ধ থাকছে। ফলে খনি থেকে উত্তোলিত কয়লা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যবহার না করায় বিপুল পরিমাণ কয়লা ইয়ার্ডে মজুদ রয়েছে। কয়লা গ্রহণ না করায় পিডিবি দামও পরিশোধ করছে না। শুধু তাই নয়, কয়লা বিক্রির চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ও বাজারদামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিগত সরকার প্রতি টন কয়লার দাম নির্ধারণ করেছিল ১৭৬ ডলার। অন্যদিকে বর্তমানে খোলাবাজারে প্রতি টন কয়লার দাম ২০০ ডলারেরও বেশি। কিন্তু পিডিবি প্রতি টন কয়লার দাম পরিশোধ করছে ৯১-১০৭ ডলার। এর পরও বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে কয়লা খনির বকেয়া পাওনা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। ফলে চুক্তি অনুযায়ী কয়লা উত্তোলনকারী চায়না প্রতিষ্ঠানের বিল এবং শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ করতে আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে খনি কর্তৃপক্ষ। এভাবে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা খনিকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হচ্ছে।'

মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, কয়লা খনি বন্ধ হলে কর্মরত শ্রমিকদের পরিবারগুলো ক্ষতির মুখে পড়বে।

সমকাল
মঙ্গলবার । ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫

গণমাধ্যমের ওপর হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে গতকাল সোমবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলের সামনে 'মব ভায়োলেন্সে আক্রান্ত গণমাধ্যম, আক্রান্ত বাংলাদেশ' শিরোনামে যৌথ প্রতি মানববন্ধন করে সম্পাদক পরিষদ ও নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

● আরও ছবি : পৃষ্ঠা-৫

সমকাল
মঙ্গলবার । ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫

ময়মনসিংহে গার্মেন্টিস শ্রমিক দিপু চন্দ্র দাসকে পুড়িয়ে হত্যার বিচারসহ বিভিন্ন দাবিতে গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে

সমকাল

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫

গার্মেন্টস শ্রমিক দিপু চন্দ্র দাস হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং জনগণের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করতে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে গতকাল বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের ব্যানারে বিক্ষোভ ◉ সমকাল

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
৮ পৌষ ১৪৩২

চাষাঢ়ায় গার্মেন্ট শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে অবস্থিত রাসেল গার্মেন্টের শ্রমিকরা কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সোমবার নগরীর চাষাঢ়া পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। একই সঙ্গে কারখানার জিএমকে চাকরি থেকে বরখাস্তের দাবি জানিয়েছে। দুপুরে চাষাঢ়া গোলচত্বরের সামনে শ্রমিকরা এই কর্মসূচি পালন করে। এতে সড়কের দুই পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে সেনাবাহিনী এসে শ্রমিকদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়।

রাসেল গার্মেন্টের শ্রমিক সাবিনা ইসলাম, রোজিনাসহ কয়েকজন জানান, জিএমসহ কয়েক কর্মকর্তা শ্রমিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। শ্রমিকরা ছুটি চাইলে দেওয়া হয় না। একদিন কাজে না এলে ২-৩ দিনের হাজিরা কাটা হয়। এসব নিয়ে আন্দোলন করায় মালিকপক্ষ কারখানা বন্ধ করে দিয়ে গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এর জেরেই শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। টেক্সটাইল গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট মাহাবুবুর রহমান ইসমাইল শ্রমিকদের উদ্দেশে বলেন, এ রকম ছোটখাটো দাবি নিয়ে সড়ক অবরোধ করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রমিকদের ভুল পথে ধাবিত করা হচ্ছে। সড়ক অবরোধের কারণে হাজারো মানুষের সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, সমস্যা সমাধানে আজ বেলা এগারোটায় মালিক, শ্রমিক ও বিকেএমই ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করে। বৈঠকে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ তুলে নেয়।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫।

দিপু হত্যা ও গণমাধ্যমের ওপর হামলার বিচার চাই : জি-স্কপ

বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ময়মনসিংহের ভালুকায় গার্মেন্টসকর্মী দিপু চন্দ্র দাসকে নৃশংসভাবে হত্যার সঙ্গে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জী-স্কপ)। সংগঠনটি গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের অফিসে হামলা, অগ্নিসংযোগে জড়িত দুর্বৃত্ত ও তাদের উসকানিদাতাদের গ্রেপ্তারের দাবিও জানিয়েছে। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এসব দাবি জানানো হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জী-স্কপের যুগ্ম সমন্বয়কারী নাইমুল আহসান জুয়েল।

সমাবেশে ছয় দফা দাবি তুলে ধরে বলা হয়, দিপু চন্দ্র দাস হত্যাকাণ্ডের দ্রুত, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে হবে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত ঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে। দিপুর পরিবারকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ওপর হামলায় দায়ীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। মব সহিংসতা ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ জাতীয় গণমাধ্যমের কার্যালয় এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের ওপর হামলা মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর সরাসরি আঘাত। এসব হামলার সঙ্গে জড়িতদের ও উসকানিদাতাদের দ্রুত চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং ভবিষ্যতে গণমাধ্যম ও সংস্কৃতিকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। দিপু চন্দ্র হত্যার বিচার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক অধিকারের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন জোরদারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তাঁরা।

শ্রমিক নেতা সেলিম মাহমুদের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন গার্মেন্টস অ্যান্ড সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি ইদ্রিস আলী, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সহসভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন, জাতীয়তাবাদী গার্মেন্টস শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক লুৎফুন নাহার লতা, গার্মেন্টস শ্রমিক জোটের সহসভাপতি শেখ শাহনাজ, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাচ্চু মিয়া, জাতীয় নিট ডায়িং গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান চৌধুরী, জী-স্কপের নারায়ণগঞ্জের প্রতিনিধি হাসনাত কবির প্রমুখ।

NEW AGE THURSDAY, DECEMBER 25, 2025,

The Garments Shramik Adhikar Andolan holds a protest rally, demanding justice for the brutal killing of readymade garment worker Dipu Chandra Das in Mymensingh and compensation equivalent to his lifetime income, in front of the National Press Club in Dhaka on Wednesday. Report on page 3. — Focus Bangla photo

সংবাদ ঢাকা : শুক্রবার ১১ পৌষ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Friday 26 December 2025

দীপু চন্দ্র দাস হত্যার বিচার দাবিতে ময়মনসিংহে সমাবেশ

জেলা বার্তা পরিবেশক, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে পোশাক শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও সারাদেশে 'মব সহিংসতা' বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়েছে। গতকাল বিকেল ৪টায় নগরের গাঙ্গীনারপাড় মোড়ের শহীদ ফিরোজ-জাহাঙ্গীর চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির ময়মনসিংহ জেলা শাখা এ বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে।

সমাবেশে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য ও শ্রমিক নেতা আবদুর রাজ্জাক বলেন, দীপু চন্দ্র দাসকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, উল্লাস করে আগুন দেয়া হয়েছে, এমন উগ্রবাদ দমন করতে হবে। এভাবে রাষ্ট্র চলতে পারে না। একটি গোষ্ঠী বিগত সরকার পতনের পর থেকেই 'মব সন্ত্রাস' করছে। কিন্তু রাষ্ট্র তাদের কিছুই করতে পারছে না। দীপু দাস হত্যাসহ দেশজুড়ে চলা মব সন্ত্রাসের দায়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করেন তিনি।

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, 'এ দেশে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই। যে অবস্থা বিরাজ করছে কে, কীভাবে হত্যার শিকার হবো, বলা যাচ্ছে না। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর মব সন্ত্রাস চলছে। এ অবস্থায় প্রশাসন, সরকার কী দরকার, যেখানে মানুষ আইন হাতে তুলে নিচ্ছে। বিশ্বের কাছে খারাপ বার্তা যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, দীপুকে যেভাবে হত্যার পর আগুন দেয়া হলো, এর দায় কারখানা কর্তৃপক্ষের। তারা কারখানা কর্তৃপক্ষের বিচার দাবি করছেন। কারণ, তারা সমস্যার সমাধান না করে উন্মত্ত জনতার হাতে দীপুকে তুলে দিলো। হিংস্র মানুষ যারা হত্যায় সরাসরি অংশ নিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। একটা মানুষকে হত্যার পর আগুনে পুড়িয়ে দিলো, এটা কোনো সভ্য দেশ? ইসলাম তো এমন শিক্ষা দেয়নি।

সমাবেশে কমিটির সদস্য তারিকুল ফেরদৌস বলেন, 'গণঅভ্যুত্থানের পর যে বাংলাদেশ আমরা কল্পনা করেছিলাম, তা হয়নি। দীপু দাসের মতো শ্রমিককে মব করে হত্যা করা হয়েছে। অপশক্তি মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। তারা ছায়ানট, উদীচীসহ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। মব জাস্টিস করে দেশে বিশৃঙ্খলা করা হচ্ছে। এদের রুখে দিতে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ইসলাম শান্তির ধর্ম, এই ধর্মকে পুঁজি করে কেউ যেন হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটাতে পারে, সেজন্য সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে।'

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সভাপতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক কাজী ফরিদের সভাপতিত্বে ও গৌতম করের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সংগঠনটির সদস্য আবু বক্কর সিদ্দীক, কবি সরকার আজিজ, আরিফুল হাসান, জায়েদ হাসান ওয়ালিদ, জেনাস ভৌমিক প্রমুখ।

যুগান্তর
রোববার ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

সাভারে গার্মেন্টসে শ্রমিক অসন্তোষ এক দিনের ছুটি

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর

সাভার ও আশুলিয়ায় দুটি গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার সকাল ৮টা থেকে সাভার গ্লোবাল ফ্যাশন গার্মেন্টস লিমিটেডে (আজিম গ্রুপ) বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতি শুরু হয়।

গত নভেম্বর-২৫ মাসের বকেয়াসহ বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা কারখানায় হাজির হয়ে কাজ বন্ধ করে ভেতরে অবস্থান নেয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ ও শিল্প পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কারখানাটিতে ছুটি দেওয়া হয়েছে। ফ্যাক্টরির কর্মকর্তারা মালিকের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে পুলিশ জানায়। এদিকে আশুলিয়ায় দি রোজ গার্মেন্টস জামগড়ায় অবস্থিত ঢাকার সাবেক মেয়র আতিকুর রহমানের মালিকানাধীন কারখানায় ফাটল ধরায় আতঙ্কিত শ্রমিকদের শনিবার এক দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 23.11.2025

The Ashshash Project, implemented by Winrock International and funded by the Embassy of Switzerland, in collaboration with Bangladesh stitute of Labour Studies (BILS), organised a consultation titled "Making Workplaces More Women-Friendly," bringing together government officials and private-sector representatives to explore how inclusive policies can empower and protect women across all sectors. PHOTO: COURTESY

WOMEN-FRIENDLY WORKPLACES ESSENTIAL FOR SUSTAINED ECONOMIC GROWTH

Inclusive workplaces that empower women are a catalyst for sustainable national growth

"Creating safe, dignified, and inclusive workplaces is not just a social imperative but an economic necessity for Bangladesh", argued stakeholders at a high-level roundtable. The event, titled Consultation with Private Sector to make Workplace more Women-Friendly, was organised by the Ashshash project, supported by the Embassy of Switzerland in Bangladesh and implemented by Winrock International, in collaboration with the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS).

Held in Dhaka city on 5th November 2025, the discussion brought together government officials from the Ministry of Labour and Employment and the Department of Inspection for Factories and Establishments. Private sector participation included representatives from Transcom Group, Akij Group Ltd., ACI, Partex Star Group, Square Group, BDjobs, and Shomvob Technologies Ltd., among others. Business associations such as the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) also had representatives in the dialogue. Workers' associations, including the Bangladesh Employers' Federation and the Bangladesh Labour Foundation, also took part in the dialogue. Development partners such as the International Labour Organization and Sramik Karmachari Oikya Parishad participated as well. All stakeholders joined the dialogue to identify practical strategies for enhancing women's participation, safety, and well-being across all sectors.

The discussion drew on a keynote-paper collectively developed by BILS and Ashshash – highlighting best practices from secondary literature and insights from Ashshash's Job Market Assessment and Inclusivity Gap Analysis report. Together, participants explored how inclusive policies and collaboration mechanisms can pave the way for workplaces that empower and protect women across all sectors. Participants also discussed how collaborative efforts can ensure women's dignity, safety, and equal opportunities – reinforcing that inclusive workplaces are a strategic imperative for a stronger, more productive economy. The keynote paper was jointly presented by Nazma Yasmin, Director – Research & Development, BILS, and Md Manirul Islam, Deputy Director – Research, and moderated by Parveen S Huda, Managing Director, CnRG.

The data-driven case for inclusion

The dialogue was grounded in the keynote paper presented by BILS, which highlighted a critical paradox: while female labour force participation has risen to 43%, profound inclusivity gaps remain. A staggering 97% of employed women work in the informal sector, often without legal protection or basic facilities. The paper identified four predominant barriers: structural discrimination, the absence of essential facilities like separate sanitation and breastfeeding corners, a severe lack of affordable childcare, and a complete absence of mental health and psychosocial support.

"A women-friendly workplace is not merely a matter of social responsibility; it is a smart investment. A safe, respectful, and inclusive working environment boosts productivity, fosters innovation, and strengthens the overall economy," said Dipta Rakshit, Country Representative, Winrock Bangladesh & Project Director – Ashshash. She added that for trafficking survivors, whom Ashshash supports, employment is a key metric for restoring dignity and security.

From policy to practice: The implementation challenge

Participants acknowledged progress, such as Bangladesh's recent ratification of ILO Convention 190. However, the consensus was that implementation remains the central challenge.

"The convention is not merely a legal obligation; it applies to all workplaces, formal, informal, public, and private. The real challenge now lies in its effective imple-

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

mentation," said Rahnuma Salam Khan, Programme Manager, International Labour Organization (ILO).

This sentiment was echoed by Syed Sultan Uddin Ahmmed, Executive Director, BILS, who stressed the need for a national standard. "One of the major challenges in Bangladesh's labour sector is the absence of a National Minimum Standard... Bangladesh urgently needs to establish a national benchmark that is applicable to both the public and private sectors," he said.

Government representatives outlined steps being taken. Nilufar Yesmin, Deputy Secretary, Ministry of Labour and Employment (MoLE), cited increased annual and maternity leave, while Dr Nazmun Nahar, Assistant Inspector General – Health, Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE), noted initiatives for daycare centres and separate washrooms. However, Dr Nahar highlighted systemic hurdles: "There are not enough inspectors, follow-ups are irregular, and a change in mindset is still needed."

The private sector's role

A key focus was the role of the private sector as the primary engine of job creation. Representatives from leading corporations shared their initiatives and the obstacles they face.

Dr Engr Ahmed Tanvir Anam, Deputy General Manager – Head of Organization Development, Learning & Academic, DBL Group, detailed their zero-tolerance policy against harassment and provision of daycare. Yet, he noted a common problem: "Many female workers lack post-maternity family support which often hinders their coming back to work."

Md Tabsir Rajib, Lead – Performance & Talent Management (Corporate HR), Transcom Ltd, explained how their core values of ethics, courage, and excellence are integrated into performance systems to foster inclusion.

However, a different take was highlighted by Prokash Roy Chowdhury, Director – Sales & Marketing, BDJobs. "Export-oriented industries... adhere to international labour and safety standards. In contrast, local market-oriented businesses... often feel no obligation to follow such compliance measures," he said, attributing this to a profit-maximising mindset.

The way forward: Collaboration and mindset shift

The roundtable concluded that multi-stakeholder collaboration is essential. Farzana Sharmin, Joint Secretary (Compliance Cell), BKMEA, emphasized a holistic view of workers' needs, including mental health and nutrition. Farzana Khan, Deputy Managing Director, SME Foundation, pointed to the need for mindset shifts within families and society, and greater representation of women in leadership.

The roundtable served as a productive stepping stone towards discussion for a common shared national agenda: transforming Bangladesh's workplaces into engines of inclusive growth where every woman can work with safety, dignity, and the opportunity to thrive.

DIPTA RAKSHIT
COUNTRY REPRESENTATIVE, BANGLADESH & PROJECT DIRECTOR – ASHSHASH, WINROCK INTERNATIONAL

A women-friendly workplace is not merely a matter of social responsibility; it is a smart investment. A safe, respectful, and inclusive working environment boosts productivity, fosters innovation, and strengthens the overall economy.

Our recent study finds that although women's participation in the workforce has increased, many challenges persist – wage disparity, sexual harassment, mental stress, lack of safety, and limited childcare facilities to name a few. Particularly, women in the informal sector remain highly vulnerable.

Yet, there are reasons for optimism. There are many examples of positive change. For instance, providing employment opportunities for survivors of human trafficking is not only a metric for their empowerment, but also a way to restore their dignity and sense of security.

SYED SULTAN UDDIN AHMMED
EXECUTIVE DIRECTOR, BILS

One of the major challenges in Bangladesh's labour sector is the absence of a National Minimum Standard. As a result, while some workplaces maintain good practices, others fall far short. To bridge this gap, Bangladesh urgently needs to establish a national benchmark that is applicable to both the public and private sectors.

Creating change requires more than just awareness or a shift in mindset – it demands a strong legal framework, clear policies, and participatory mechanisms. Real progress is only possible when both workers and employers are actively involved in the process. Conflicts of interest are natural in any workplace; that is why laws and structured systems are essential to address them.

Bangladesh should establish a national indicator to ensure that every female worker, small entrepreneur, and professional has access to maternity protection, social security, and a dignified work environment. This is not a luxury – it is a prerequisite for sustainable development and for Bangladesh's preparation for LDC graduation.

NILUFAR YESMIN
DEPUTY SECRETARY, MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT - MOLE

We have introduced several important initiatives for female workers. Annual leave has been increased from 10 to 13 days, and maternity leave has been set at four months. Efforts are also underway to provide daycare facilities and proper washrooms within factories.

Our goal is to empower women to step forward with confidence, awareness of their rights, equal pay, and the need for a safe work environment. The ministry is actively working to ensure these measures are implemented across workplaces.

DR NAZMUN NAHAR
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL -HEALTH, DEPARTMENT OF INSPECTION FOR FACTORIES AND ESTABLISHMENTS (DFIE)

We have already taken several initiatives to create women-friendly workplaces, including maternity leave, daycare centres, separate washrooms, breastfeeding corners, and protection against sexual harassment. These measures are showing positive results in practice.

However, challenges remain to make these initiatives sustainable and scalable. There are not enough inspectors, follow-ups are irregular, and a change in mindset is still needed to fully realise these goals.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

FARZANA SHARMIN
JOINT SECRETARY (COMPLIANCE CELL), BKMEA

The ready-made garments (RMG) sector is one of Bangladesh's most advanced industries, where brand and buyer oversight help ensure a degree of compliance. BKMEA has introduced a Gender Harassment Prevention Policy in the sector to promote equality, safety, and a respectful work environment.

We believe that workers should be viewed first and foremost as human beings. Focusing only on women is not the solution. Mental health, nutrition, sanitation, and safe working conditions are all equally important.

We are working with factories through consultations, training, and guideline development to help all establishments meet a common standard – ensuring that workers can perform their duties in an environment of dignity and protection.

FARZANA KHAN
DEPUTY MANAGING DIRECTOR; SME FOUNDATION

We have long been working on entrepreneur development, with a special focus on women entrepreneurs and marginalised women, including those returning from abroad. Our goal is to create equal opportunities and an inclusive economy where women's contributions are recognised and strengthened through training and support.

We have observed that the main barriers for women entrepreneurs often come from family and societal pressures. Although the situation has improved somewhat in recent years, real change remains limited due to a lack of effective policies and the underrepresentation of women in senior positions. It is crucial to shift women's mindsets and increase women's participation among policymakers, so they can actively engage in decision-making and problem-solving.

RAHNUMA SALAM KHAN
PROGRAMME MANAGER, INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)

In 2025, Bangladesh became the first country in South Asia to ratify Convention 190 – a significant step toward ensuring worker safety, equality, and the prevention of sexual harassment.

The convention is not merely a legal obligation; it applies to all workplaces, formal, informal, public, and private. The real challenge now lies in its effective implementation.

While policy frameworks have made considerable progress, women's participation at the organisational and company level remains limited. The main barriers are operational and structural, affecting everyday work processes from the ground up. Identifying and addressing these obstacles is essential for meaningful change.

PROKASH ROY CHOWDHURY
DIRECTOR - SALES & MARKETING, BDJOBS

Export-oriented industries in Bangladesh are compelled to maintain compliance standards because foreign buyers refuse to accept products otherwise. As a result, these factories adhere to international labour and safety standards.

In contrast, local market-oriented businesses – particularly SMEs and even many large domestic companies – often feel no obligation to follow such compliance measures.

The prevailing mindset among many entrepreneurs is to achieve maximum profit with minimal investment. They are content as long as they can retain workers at the lowest possible wage. This reflects a business culture where employer benefits still take precedence over workers' rights.

DR ENGR AHMED TANVIR ANAM
DEPUTY GENERAL MANAGER - HEAD OF ORGANIZATION DEVELOPMENT, LEARNING & ACADEMIC, DBL GROUP

We operate a diverse business portfolio in Bangladesh, Spinning, RMG & Textiles (covering forward and backward linkages), Ceramics, Pharmaceuticals and some others. Our goal is to create women-friendly workplaces. We also enforce a zero-tolerance policy against sexual harassment and maintain open policies and equal opportunities for all employees.

However, challenges remain. At the executive level, attracting women remains difficult. At the worker level, as a labour law compliant organization we provide benefits of maternity leave as and our factories are equipped with doctors and nurses and daycare facilities for worker children.

However, there is still a common problem in Bangladesh that many female workers lack post-maternity family support which often hinders their coming back to work. We are addressing these issues through worker participation committees and regular communication, aiming to create a supportive and inclusive work environment.

MD TABSIR RAJIB
LEAD - PERFORMANCE & TALENT MANAGEMENT (CORPORATE HR), TRANSCOM LTD

To ensure workplace equality, we have taken initiatives aimed at promoting women's inclusion and ensuring safe workplaces. The initiatives taken are built on three core values – ethics, courage, and excellence – which have been integrated into performance assessment systems.

At every level, employees are being encouraged to understand that mindset change and excellence are essential. Recruitment, promotion, and job design are being structured to ensure equal participation of women and men. Our goal is to foster diversity and inclusion, so that every worker – public or private, from any background – has equal opportunities.

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১ পৌষ ১৪৩২, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

গৃহকর্মীদের সম্মেলন ২০২৫

'গৃহকর্মীদের মর্যাদা অধিকার আদায় করতে হবে'

■ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতানউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমাদের গৃহকর্মীদের মর্যাদা, অধিকার আমাদেরই আদায় করতে হবে। আমরা যদি এই অধিকার আদায় করতে না পারি তাহলে আমাদের সব সময় নিপীড়নের শিকার হতে হবে। তিনি বলেন, অধিকার আদায়ে সংগঠিত হওয়ার বিকল্প নেই। তাই গৃহকর্মীদের বিভিন্ন নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রতিযোগিতা যেন তৈরি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মহল্লায় মহল্লায় সচেতনতামূলক পথসভা করা যেতে পারে।

গতকাল সোমবার আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ভবনে 'গৃহকর্মীদের অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ক সম্মেলন ২০২৫'-এ এসব কথা বলেন তিনি। গৃহকর্মীদের সুরক্ষা, মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, নারী মৈত্রী ও সহায় সম্মিলিতভাবে সম্মেলনের আয়োজন করতে।

ঢাকার বিভিন্ন এলাকার গৃহকর্মী, মানবাধিকার কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন আমরাই পারির কো-চেয়ারপারসন শিপা হাফিজা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রোগ্রাম ম্যানেজার লায়লা জেসমিন বানু, ক্রিশ্চিয়ান এইডের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুশফিকুর রহমান, আইএলওর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার তানজিলুত তাসনুভা, সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাবিনা ইয়াসমিন, গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী আবুল হোসাইন, আমরাই পারি জোটের প্রধান নির্বাহী জিনাত আরা হক, নারী মৈত্রীর প্রেসিডেন্ট মাসুমা আলম, সহায়-এর ব্যবস্থাপক ইউসুফুর রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নাহিদ সুলতানা।

আবুল হোসাইন বলেন, শ্রম আইনে তিনটি ধারায় গৃহশ্রমিকদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। যেখানে গৃহশ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, কেউ নির্যাতন বা নিপীড়নের শিকার হলে মালিকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং কোনো দুর্ঘটনার শিকার হলে চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হবে। তবে গৃহশ্রমিকদের মজুরি, কর্মঘণ্টা মর্যাদার বিষয়গুলো এখনো স্পষ্ট করা হয়নি। গৃহকর্মীদের অধিকার, মর্যাদা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের সকলকে একত্রিত হয়ে লড়াই করতে হবে।

সময়ের আলো | সোমবার। ১ ডিসেম্বর ২০২৫

তরুণ শ্রমিক নেতৃত্ব তৈরিতে বিলসের যুব সম্মেলন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

তরুণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে দক্ষ, সচেতন ও ভবিষ্যতের শ্রমিক আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে একাডেমি অব ওয়ার্কের (এওডব্লিউ) যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলসের উদ্যোগে এবং এফইএস বাংলাদেশের সহায়তায় গতকাল রোববার রাজধানীর গুলশানের সিক্স সিজন হোটেলে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিলসের নির্বাহী পরিচালক ও শ্রম সংস্কার কমিশন-২০২৪-এর প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এফইএস বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি ড. ফেলিক্স গারডেস। সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) যুগ্ম সমন্বয়কারী আব্দুল কাদের হাওলাদার।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর একেএম নাসিম, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, বিলস নির্বাহী পরিষদ সম্পাদক শাকিল আখতার চৌধুরী, পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন, এফইএসের প্রোগ্রাম অ্যাডভাইজর আরিফা আস আলম, বিএফটিইউসি মহিলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাকি রেজওয়ানা এবং মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মো. আওরঙ্গজেব আকন্দ।

প্রাক্তন শিক্ষার্থী, দেশের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সিনিয়র নেতা এবং শিক্ষাবিদসহ একাডেমি অব ওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সম্মেলনে অংশ নেন। জ্ঞানবিনিময়, নেটওয়ার্কিং এবং ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণ ছিল দিনব্যাপী এ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব উন্নয়ন এবং শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকার তৈরিতে এ আয়োজন বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আয়োজকদের প্রত্যাশা।

উদ্বোধনী বক্তব্যে সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ বলেন, 'তরুণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাই আগামী দিনের শ্রমিক আন্দোলনের মূল শক্তি। তাদের দক্ষতা, নেতৃত্ব ও পারস্পরিক সংযোগ শ্রমিকদের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির সংগ্রামকে আরও কার্যকর করে তুলবে।' তিনি আরও বলেন, এওডব্লিউ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা জ্ঞানচর্চা, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং বিভিন্ন ফেডারেশনের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রম আন্দোলনকে আরও গতিশীল করে তুলতে পারেন।

বক্তারা বলেন, আজকের তরুণ নেতারাই আগামী দিনের ন্যায্যতা, মর্যাদা ও শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নেবেন। সম্মেলনটি শুধু প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী নয় বরং অভিন্ন লক্ষ্য, নীতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তৈরির একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে বলেও তারা উল্লেখ করেন।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫।

দিপু চন্দ্র দাস হত্যার বিচার দাবিতে সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম ● সময়ের আলো